হস্র

প্রথম ভাগ।

THE TALES
OF
THOUSAND & ONE DAYS.

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র দ্বারা

অনুবাদিত।

ট দাক্ষায়ণী পুস্তকালয় হইতে

চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কাতা—১ নং নিমু গোস্বামীর লেন দাক্ষায়ণী যন্ত্রে

শ্রীগোঁসাইদাস দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা এই "একাধিক সহস্র দিবসে"র লিখিত অতীব বিস্ময়জনক সুমধুর গল্পগুলি একবার পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই গল্পগুলি পাঠে একান্ত মোহিত হইয়া ইহার সমগ্র গল্পগুলি পাঠ করিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। এবং সোৎসুকে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছেন। এক্ষণে আমিও উক্ত সহৃদয় মহানুভব পাঠকগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই মনোহারী উপন্যাসখানি যাহাতে সমগ্র প্রকাশ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান রহিলাম, এবং যত শীঘ্র প্রকাশ হয় তাহার [illegible] ক্রুটী করিব না। দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা আ[illegible] সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। [illegible]য় পাঠকগণমধ্যে যাঁহারা দ্বিতীয় [illegible] ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন আলস ত্যাগ করিয়া এক২ খানি পোষ্টকার্ড দ্বারা স্ব স্ব নামধাম লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হয়েন, এই মাত্র প্রার্থনা; কাহাকেও অগ্রে মূল্য দিতে হইবে না, পুস্তক প্রকাশ হইলে ভি, পি, পোষ্টে পাঠাইয়া মূল্য আদায় লইব। বলা বাহুল্য যে দ্বিতীয় খণ্ডেই পুস্তক সমাপ্ত হইবে। মূল্য ২৲ টাকা। কিমধিক মিতি।

বশম্বদ

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ।

সূচী-পত্র।

একাধিক সহস্র দিবস।

উপক্রমণিকা।

যে জনপদের কথা স্থূল জগতে বুঝিতে পারে না ; ইহ ব্রহ্মাণ্ডের যতদূর স্থল————সেই অংশে যে জনপদ দেখিতে পাওয়া যায় যে জনপদের মনোহর কাননরাজির সদাতন বিটপিমালা নব ও শ্যামল সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে বিরত হয় না, যে জনপদের তীত মনোরমা শোভা দেখিবার জন্য বিধাতার নিয়মাতিক্রম সূর্য্যদেব অস্তগমন করেন না ; এক কথায়—স্থূলবুদ্ধি মানব,—তুমি জনপদের রম্যা শোভা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পার না, কিন্তু বদ্ধিতে যাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিলে, সে সাম্রাজ্যের ন্যায় সাম্রাজ্য মহাব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এমন জগতের সকল সৌন্দর্য্যের নিদান স্বরূপ একটী জনপদ এই মহাবিশ্বে মান রহিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, আদর্শ স্বরূপিণী চির-যৌবন-সম্পন্না এক ললনা সেই সুদূরপরাহত শালী জনপদের অধিশ্বরী হইয়া তত্রত্য প্রকৃতিপুঞ্জকে শাসন করি এই জগন্মোহিনী রাজ্ঞীর নাম কল্পনা-সুন্দরী। শতসহস্র যুগ হইতে, এই সহৃদয়া রাজ্ঞীর অমেয় করুণারাশি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বাসী প্রজাবর্গ চির-দাসরূপে পরমানন্দে তাঁহাকে পূজা করিয়া আসিতেছে এ লীলা রাজ্ঞী কেবল আপনার অধিকৃত অনুগত প্রকৃতিবর্গের সাধন করিয়া কেবল নিরস্ত থাকিতে পারেন না, তাঁহার মহদাশয়

দুর প্রদেশ যে, যেসকল জীব তাঁহার রাজ্যে বাস করে না; যাহারা ইহ জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, শ্রান্তি, ক্লান্তি, মায়া, মোহ প্রভৃতির বাদে পরিশ্রান্ত হইয়া আজীবন কষ্ট পাইতেছে, যাহারা শারীরিক শ্রমাতিশয্যে ও আত্যন্তিক ক্লেশ সহকারে আপনাপন জীবন অতিবাহিত করিতেছে; যে সকল জীব—দুঃখের আবাসভূমি এই বসুন্ধরায় মানব নামধারী হইয়াছে। সেইঅভাগা জীবের জন্য তাঁহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে—ধরাবাসী মানবগণের দুঃখ তাঁহার মন আকর্ষণ করিলে, তিনি তাঁহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যজ্যোতিঃ সুচারু রাজবেশে বিভাসিত করিয়া, আপন অত্যুন্নত লীলানিকেতন হইতে ধরাধামে অবরোহণ করিতেন। এইরূপে রাজ্ঞী কল্পনা-সুন্দরী, প্রতিবৎসরান্তর ভূমণ্ডলের তুষার-মণ্ডিত শৈলশিখর, মনোহর উপত্যকা, উত্তপ্ত বালুকারাশিপরিপূর্ণা মরীচিকাময়ী মরুভূমি, ভীষণ গহন কানন, নিরানন্দময় পর্ণকুটীর পর্যটন করিয়া সুখভোগোপযোগী তাঁহার শান্তিনিকেতনের অসুলভ শান্তি দ্রব্যসমূহ বিতরণে মানবজাতির দুঃখ বিমোচন করিতে থাকিতেন। নরগণও তদবধি তাঁহার কৃপায় কথঞ্চিৎ সুখের মুখ দেখিতে পাইত।

দুঃখতরঙ্গে ভাসমান মানবগণকে আনন্দিত করিবার জন্য, রাজ্ঞী কল্পনা-সুন্দরী স্বয়ং যে রূপ যত্ন ও আয়াস স্বীকার করেন, তিনি তাঁহার তনয় তনয়াগণকেও সেইরূপ চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়া এই মহৎ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সতত পৃথিবীতে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার অশেষগুণ-সম্পন্না চির-সুন্দরী কন্যাগণ সতত এই দুঃখময় জগতিতলের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া কোন সময়ে মানবগণকে কি রূপে আনন্দিত করিতে হইবে, এই উপদেশ লইবার জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবী হইতে জননী-সদনে প্রত্যাগমন করেন। আবহমান কাল এইরূপ চলিতে চলিতে, এক দিবস রাজ্ঞী দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা আখ্যায়িকা-বালা ক্রন্দনমুখী হইয়া ধরাধাম হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে; রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে আখ্যায়িকে! আজি তোমাকে দুঃখিতা দেখিতেছি কেন? তুমি এ স্থান হইতে গমনকালে ত এরূপ [illegible] তোমার বিমর্ষের কারণ কি?"

আখ্যায়িকা উত্তর করিলেন, "হায়, মা! আর কি শুনিবে আমার দুঃখ সামান্য নহে।"

রাজ্ঞী কল্পনা সুন্দরী বলিলেন, "বল, বৎসে! আমি তোমার দুঃখের কাহিনী শুনিব। প্রিয়তমে! মনোদুঃখ আত্ম হৃদয়ে গোপনে রাখিলে উহা অধিক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হয়, আর প্রণয়ী জনের নিকট ব্যক্ত করিলে অধিক পরিমাণে উহার লাঘব হয়; ইহা কি তুমি জান না?"

আখ্যায়িকা-বালা উত্তর করিলেন, "মাতঃ! আপনার যদ্যপি একান্তই শুনিবার ইচ্ছা থাকে তবে শুনুন। আপনি বোধ হয় জানেন, আমি কেমন প্রফুল্লিতচিত্তে মানবজাতির সহিত একত্রে বাস করি, কেমন প্রফুল্লিতচিত্তে তাহাদের সায়ংকালীন সেই নিরানন্দময় পর্ণকুটীরের সামান্য তৃণাসনে উপবেশন করি, কেমন প্রফুল্লিতচিত্তে তাহাদের দিবসের কষ্ট অপনয়ন করি। ইতিপূর্ব্বে যখন আমি তাহাদের নিকট গমন করিতাম, তখন তাহারা সহাস্য বদনে সমাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিত; ও প্রস্থানকালে সজল-নয়নে ম্লানমুখে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের আর সে ভাব নাই।"

রাজ্ঞী স্বীয় বসনাঞ্চলে তনয়ার নেত্রজল মোচন পূর্ব্বক বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাছা! ইহা তোমার মনের ভ্রম মাত্র।"

আখ্যায়িকা-বালা উত্তর করিলেন, "না, মা! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যে তাহারা আর আমাকে ভালবাসে না; আমি যাইলে তাহারা আর সে রূপ আমোদ অনুভব করে না, কোথাও আর কেহ সে রূপ আমাকে সমাদর করে না। এমন কি সেখানকার যে সকল বালক পূর্ব্বে আমাকে দেখিলে ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া আনন্দিত মনে আমাকে বেষ্টন করিত, তাহারাও এক্ষণে আমাকে দেখিলে বিদ্রূপ ও উপহাস করে। ইহা কি আমার মনের ভ্রম?"

এতৎ শ্রবণে রাজ্ঞী স্বীয় করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার কারণ কি? মানবজাতির চরিত্র কি এক্ষণে একরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে?"

রাজবালা উত্তর করিলেন, "হায় মা! আর কি বলিব। আপনার

সাম্রাজ্য হইতে প্রেরিত প্রত্যেক সামগ্রী সতর্কতা সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য, তাহারা এক দল প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছে। দেখি! যদ্যপি এক্ষণে কেহ আপনার সাম্রাজ্য হইতে তাহাদের উপকারার্থে গমন করে, তৎক্ষণাৎ ঐ নিয়োজিত প্রহরিদল তাহার উপর কোপান্বিত হইয়া, হয় ত তাহাকে সেই স্থানে সংহার করে, কিম্বা মিথ্যাপবাদ দিয়া দূর করিয়া দেয়। এই রূপে মনুষ্যরা তাহাদের প্রত্যেক কথায় বিশ্বাস করাতে, প্রায় আমাদের সকলেই তাহাদের উপকার করিতে পারে না। হায়! আমার প্রিয় ভগ্নী সুষুপ্তি-বালা ও কনিষ্ঠ সহোদর স্বপ্নকুমার কেমন সুখী। তাহারা কেমন প্রফুল্লচিত্তে ধীরে ধীরে মর্ত্তে অবরোহণ করিয়া সতর্ক রক্ষিবৃন্দের উপর কেমন আধিপত্য বিস্তার করে, ভগ্নী সুষুপ্তি বালা আপন ক্রোড়ে মনুষ্যগণকে ধারণ করিয়া, ও ভ্রাতা স্বপ্নকুমার তাহাদের মানসপটে অপূর্ব্ব মায়াময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সুচারুরূপে স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করে। কিন্তু হায়! আমি কি দুর্ভাগিনি!”

রাজ্ঞী কহিলেন, “বৎসে! তোমার ভ্রাতা ভগ্নী সুখে আছে, সত্য বটে; কিন্তু তুমি অকারণ তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিও না। যে রক্ষিবৃন্দের কথা বলিলে আমি তাহাদিগকে জানি, ইহাতে মানবজাতির কিঞ্চিৎমাত্র অপরাধ নাই। যে সকল ব্যক্তি আমাদিগকে কখন দর্শন করে নাই,—কেবল আমাদের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াছে, সেই সকল কপটাচারী ব্যক্তি আমার সাম্রাজ্য হইতে প্রত্যাগত বলিয়া মানবজাতিকে প্রতারিত করিয়াছে।”

আখ্যায়িকা বালা কহিলেন, “কিন্তু জননি, আমাকে আপনার কন্যা জানিয়াও কি নিমিত্ত ঐ সকল ব্যক্তি—পাপী ব্যক্তির জন্য আমার মনে কষ্ট দিল? হায়! তাহারা আমার প্রতি কি প্রকার আচরণ করিয়াছে,—কি প্রকার তাহারা আমাকে উপহাস করিয়াছে,—কি প্রকার অসম্মানের সহিত আমার গমনে বাধা দিয়াছে,——এবং আর আমি যাহাতে সেখানে না যাই এই নিমিত্ত আমাকে ভয় প্রদর্শন করাইয়াছে। এই সমস্ত আপনি যদি সবিশেষ জানিতেন তাহা হইলে আপনার এ ভাব থাকিত না।

এতৎশ্রবণে রাজ্ঞী কল্পনা সুন্দরী কহিলেন, “কি! আমার কন্যা——

আমার প্রিয়তমা কন্যাকে প্রবেশে বাধা প্রদান?" ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "বৎসে! বুঝিয়াছি, তোমার দুশ্চারিণী খুল্লতাত পত্নী কুরীতির পরামর্শে তাহাদের স্বভাবে এরূপ বৈষম্য ঘটিয়াছে; নিশ্চয় সেই কপটাচারিণী তাহাদের নিকট আমাদের কুৎসা গাইয়াছে।"

"কি বলিলে মা? আমার খুল্লতাতপত্নী! অসম্ভব!" আখ্যায়িকা বালা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিলেন, "মা, মা! তাঁহা দ্বারা কখন এ কার্য্য হয় নাই; তিনি সদাই আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষিণী।"

রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "না, বৎসে! তুমি জান না, সেই বিশ্বাসঘাতিনিরই এই কার্য্য! যাও বৎসে! যাও, আর একবার সেখানে গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখ, হিতকার্য্য সাধনে কখন বিরতা থাকিও না।"

আখ্যায়িকা-বালা কহিলেন, যদ্যপি তাহারা আমাকে দূরীভূত করিয়া দেয়, কিম্বা আমার অবমাননা করে, কিম্বা সেই প্রহরী—দুরন্ত প্রহরিদল আমার প্রবেশের পথ রোধ করে?"

রাজ্ঞী কহিলেন, "শুন, বৎসে! হিতকার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমাদের জন্ম,—হিতকার্য্য সাধনে আমাদের জীবন উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। হিতকার্য্য সাধনে সহস্র বাধা অতিক্রম করিতে হয়,—জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিতে হয়—তরঙ্গিত গভীর সাগরনীরে ঝম্প প্রদান করিতে হয়। যদ্যপি বৃদ্ধগণ তোমার খুল্লতাতপত্নীর প্ররোচনায় প্রতারিত হইয়া তোমার কথায় কর্ণপাত না করে, তবে যুবকগণের নিকট আবেদন করিবে। যুবাগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমি অপূর্ব্ব মায়াময়ী মূর্ত্তিসমূহ তোমার কনিষ্ঠ সহোদর স্বপ্নকুমার দ্বারা তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিই, এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া থাকি। বাস্তবিক তাহারা এপর্য্যন্ত আমার নাম শ্রবণ করে নাই, কিন্তু আমি তাহাদের নিকট বিশেষরূপে পরিচিতা। আমি দেখিয়াছি, নিশাগমে তাহারা গগনে আমার তারকামালা দেখিয়া কেমন প্রফুল্লমনে হাস্য করে; আবার প্রাভাতিক রশ্মিজাল যখন ধীরে ধীরে নীলাম্বরে প্রকাশমান হয়, তখন তাহারা আনন্দে করতালি প্রদান করে। আমি মর্ত্ত্যে গমন করিয়া, কখন রমণীর ফুল-হার গ্রন্থন দর্শন, সারঙ্গ

প্রতিমা, হিমময়ী বালাগণের অলকাদাম ধীরে ধীরে স্পর্শ করি, কখন বা আমি অভ্রভেদী গিরিশিখরে উপবেশন করিয়া অস্থির-প্রকৃতি বালকগণের সহিত ক্রীড়া করি; কখন বা আমি নীলাভ শৈলরাজি পরিত্যাগ করিয়া মেঘমালা মধ্যে লুক্কায়িত হই,—তৎক্ষণাৎ সেই কোমলমতি বালকগণ ইতস্ততঃ আমাকে অন্বেষণ করে, কখন বা আমি সমতল গিরিবক্ষে উন্নত সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়া সেই ক্রীড়াশীল বালকগণকে মোহিত করি; আবার কখন বা সমরক্ষেত্রের ভীষণ চিত্রপট তাহাদের নেত্র-পথে ধারণ করিয়া তাহাদের মনে ভয়ের উদ্রেক করিয়া দিই। এইরূপ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আমাকে দেখিলে প্রফুল্ল হয়।"

আখ্যায়িকা বালা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আঃ! আমার প্রিয়তম সন্তান! আমি আর একবার মর্ত্ত্যে আমার সন্তানস্বরূপ মানবগণকে দেখিতে যাইব।"

রাজ্ঞী কহিলেন, "যাও, বৎসে! আমি তোমাকে একটী মনোহর পরিচ্ছদ দিব, সেই পরিচ্ছদ প্রভাবে যুবকগণ মোহিত হইবে, এমন কি বৃদ্ধগণ পর্য্যন্তও এবার তোমাকে তাহাদের নিকটে আহ্বান করিবে। আমার পঞ্জিকা নামক সুবেশ তোমাকে দিব।"

আখ্যায়িকা-বালা কহিলেন, পঞ্জিকা-পরিচ্ছদ, মা? "আমি ওরূপ মনোহর বেশে মর্ত্ত্যে অবরোহণ করিতে লজ্জা বোধ করি।"

রাজ্ঞী ইঙ্গিত করিবার মাত্র তাঁহার সহচরীগণ সেই মনোহর বেশ আনয়ন করিল। সেই পরিচ্ছদে একটী পীত বর্ণের অঙ্গরাখা ও একখানি স্বর্ণখচিত লোহিত বর্ণের ওড়না ছিল।

রাজ্ঞীর সহচরীগণ তাঁহার আবদ্ধ কেশদাম আলুলায়িত করিয়া দিল, চরণযুগলে স্বর্ণ নির্ম্মিত বিনামা পরাইয়া দিল, সীমন্তে সপল্লব গোলাপ পুষ্প বাঁধিয়া দিল; এইরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাকে সুবেশে সজ্জিত করিয়া দিল।

লজ্জাশীলা আখ্যায়িকা-বালা অবনত মস্তকে দণ্ডায়মানা রহিলেন। রাজ্ঞী সহাস্য বদনে তনয়াকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "যাও,—বাছা! আমার আশীর্ব্বাদ লইয়া মর্ত্ত্যে গমন কর। যদ্যপি তাহারা তোমার প্রতি

ঘৃণা কিম্বা অসমাদর প্রদর্শন করে, তাহা হইলে আমার নিকট প্রত্যাগমন করিও, অন্যোপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।"

রাজ্ঞী কল্পনা-সুন্দরী এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে স্বীয় তনয়াকে বিদায় দিলেন, আখ্যায়িকা-বালাও ধীরে ধীরে মর্ত্ত্যে অবরোহণ করিলেন। তিনি ধীর পদ সঞ্চারে, ঘাতপ্রতিঘাত হৃদয়ে, ও সন্দিহান চিত্তে রক্ষিবৃন্দের আগারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পঞ্জিকা-বেশাবৃতা আখ্যায়িকা-বালাকে দেখিয়া এক জন প্রহরী জলদ গম্ভীর স্বরে কহিল, "এখানে কে আসিতেছ? নিবৃত্ত হও? রক্ষিবৃন্দ! দেখ দেখ, এখানে একখানি নূতন পঞ্জিকার ন্যায় কি আসিতেছে।"

আখ্যায়িকা-বালার আপাদ মস্তক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, তিনি মস্তকোত্তলন করিয়া দেখিলেন,—কয়েক-জন বিকটাকার প্রহরী, তাহাদের হস্তস্থিত সুদীর্ঘ বর্শার তীক্ষ্ণাগ্রভাগ তাঁহার দিকে ধারণ করিয়া, অভিমুখে আগমন করিতেছে। আখ্যায়িকা-বালা সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন, এক জন রক্ষী অগ্রসর হইয়া তাঁহার চিবুক ধারণপূর্ব্বক বিদ্রূপস্বরে কহিল, "পঞ্জিকা মহাশয়! একবার মাথা তোলত, দেখি তোমার ওজন কত?"

আখ্যায়িকা-বালা লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিলেন। রক্ষী ঈষদ্ধাস্যে কহিল, "কেও? আখ্যায়িকা? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! তুমি কবে থেকে এরূপ ছদ্মবেশে প্রতারণা করিতে শিখিয়াছ? এ বেশে তোমায় কে আসিতে বলিল?"

আখ্যায়িকা-বালা উত্তর করিল, "আমি মাতৃ আজ্ঞায় আসিয়াছি।"

"সে যাহা হউক, তুমি আর আমাদের সহিত নাখরাজ আমোদ ভোগ করিতে পারিতেছ না। সে আশা তোমার দুরাশা মাত্র। তুমি এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান কর, নতুবা সমুচিত প্রতিফল পাইবে।" এই বলিয়া রক্ষী তাহার হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ বর্শা উত্তোলন করিল।

আখ্যায়িকা বালা ব্যগ্রতা সহকারে কহিল, "আমি একবার মাত্র রসিক বালিকাদিগকে দেখিয়া যাইব, ইহাও কি তোমরা অস্বীকার করিবে?"

অপর এক জন প্রহরী কহিল, "তোমার-মত শত শত দর্শক প্রতি দিন আমাদিগকে বিরক্ত করিতে আইসে। তোমরা আমাদের বালক

বালিকাকে কেবল কুনীতি শিক্ষা দিয়া থাক। আমরা তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না।"

অপর এক জন কহিল, "ভাল, উনি কি জানেন দেখা যাউক।"

অপর এক জন কহিল, "ভাল, কি আনিয়াছ শীঘ্র দেখাও? আমরা বৃথা সময় নষ্ট করিব না।"

তখন সেই জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে, প্রহরী বেষ্টিতা সেই আকুলা বালা ধীরে ধীরে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত রক্ষীবৃন্দের সম্মুখে উত্তোলন করিয়া তর্জ্জনি দ্বারা নৈশ বিমানপটে উজ্জ্বল আভায় মনোহর চিত্রপট অঙ্কিত করিতে লাগিলেন।——রবিকরোজ্জ্বল উত্তপ্ত বালুকা রাশি-পরিপূর্ণা, মরীচিকাময়ী মরুভূমি,—বণিক্‌সম্প্রদায়—বাজিরাজি—অগণন পটমণ্ডপ; উত্তাল বীচি-মালা পরিপূর্ণ ঝঞ্ঝাবাত্যালোড়িত সমুদ্র,—ভাসমান ভৌতিক অর্ণবযান—উড্ডীয়মান বিহঙ্গম, ভীষণ গহন কানন,—নিরানন্দময় উটজশ্রেণী, সমৃদ্ধি-শালী জনপদ,—সুচারু রাজমার্গ—রমণীয় উপবনরাজি, ভীষণ সমর-ক্ষেত্র,—রণনিপুণ সেনাবৃন্দ। সেই সকল মনোহারিণী আভাময়ী প্রতি-কৃতি সেই নৈশ গগনের চতুর্দ্দিকে উড্ডীয়মান হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। সেই সকল ভৌতিক চিত্রপট প্রভাবে রক্ষিবর্গ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল; আখ্যায়িকা-বালা ইহার কিছু মাত্র জানিতে পারিলেন না। তিনি ঐকান্তিক মনসংযোগ সহকারে আরো অভিনব মায়াময়ী প্রতিমূর্ত্তি সমূহ চিত্রিত করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে হটাৎ পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিল, তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,—জনৈক সুশ্রী যুবা তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সেই যুব পুরুষ নিদ্রাভিভূত রক্ষিবৃন্দের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "দেবি! এপ্রকার কমনীয় চিত্রপট এ সকল ব্যক্তিদিগের জন্য নহে। এ সময়ে ইহারা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; আপনি আমার সহিত নগর-মধ্যে প্রবেশ করুন, এবং নিরাপদে আপনার কার্য্য সমাধা করিতে থাকুন। আমি আমার বালক বালিকাদিগকে আপনার করে সমর্পণ করিব; আপনি তাহাদিগকে সুনীতি শিক্ষা দিবেন, ও প্রত্যহ মধ্যাহ্ন-কালে আমাদিগকে আপনার ঐ ঐন্দ্রজালিক চিত্রপটের মনোহারিণী



আখ্যায়িকা-বালা।

আখ্যায়িকামালা শ্রবণ করাইবেন। মাতঃ! আপনি কি যাই-বেন?"

"বৎস! তোমার বাক্যে চরিতার্থ হইলাম। চল, তোমার আবাসে গমন করি।"

এই বলিয়া আখ্যায়িকা বালা প্রফুল্লচিত্তে দ্রুতপদে যুবকের সহিত নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও আখ্যানমালা বলিতে লাগিলেন।

—০—

বণিক-সম্প্রদায়।

আরবদেশে এক সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে। একদা গ্রীষ্মকালে তপন-তাপে উত্তপ্ত হইয়া সেই মরুভূমির বালুকারাশি মৃদু মৃদু পবনভরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল, বালুকাকণার অগ্নির ন্যায় উত্তাপ মরুভূমির চতুস্পার্শ্বস্থিত স্থানকে অতিশয় উত্তপ্ত করিয়াছিল। মরুভূমিটী এতদূর বিস্তীর্ণ যে, তাহার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে মেঘশূন্য ও রবিকরোজ্জ্বল অসীম আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়ন-গোচর হইত না। এই সময়ে এক দল বণিক উষ্ট্রপৃষ্ঠে আপন আপন পণ্যদ্রব্য লইয়া অশ্বারোহণে সেই ভীষণ উত্তাপময় মরুভূমির মধ্যস্থল দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল। বণিকগণের উষ্ট্রগ্রীবাদেশে দোদুল্যমান ঘণ্টামালার ও ঘোটকের রৌপ্য নির্ম্মিত পর্য্যাণের সুমধুর ঠুন্ ঠুন ধ্বনি বহুদূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইতে ছিল। বণিকগণ, ঘনমেঘবৎ বালিরাশিদ্বারা আচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু সময়ে সময়ে ধাবমান প্রবল বাতাসে সেই বালুকারাশি, তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতে

এই পুস্তক শ্রী[illegible]বিনাথ চন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রণীত হইয়া, কলিকাতা ৮৭ নং কর্ণওয়ালিস [illegible] হইতে শ্রী[illegible] সেনগুপ্ত প্রকাশিত। মূল্য প্রতি ফর্ম্মা ১০ [illegible]

অপেক্ষক হওয়াতে, তাহাদের আভাময় অস্ত্ররাশি ও অমূল্য পরিচ্ছদ রবি-করে ঝকমক করিতে ছিল।

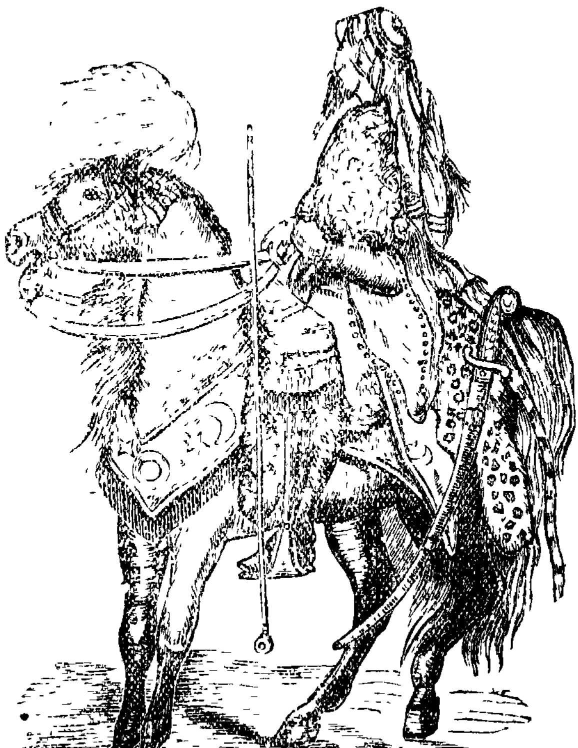
এমন সময়ে এক অশ্বারোহিপুরুষ ঐ মরুভূমির প্রান্তদেশ হইতে তাহাদিগের অভিমুখে আসিতেছিলেন। তিনি আরবদেশীয় একটী সুন্দর ঘোটকে আরূঢ় ছিলেন। অশ্বটীর পৃষ্ঠদেশে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গ্রীবাদেশে লোহিত বর্ণ চর্ম্মরজ্জু দ্বারা গ্রথিত রোপ্য নির্ম্মিত ঘণ্টামালা ও মস্তকে পেলিকন পক্ষির পুচ্ছ শোভা পাইতে ছিল। অশ্বারোহিকে দেখিলে উচ্চ বংশসম্ভূত সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল; স্বর্ণখচিত একটী শ্বেতবর্ণের শিরস্ত্রাণ তাহার মস্তক রক্ষা করিতেছিল, উজ্জ্বল লোহিত-বর্ণের মনোহর অঙ্গরাখা তাঁহার সুন্দর দেহকান্তি আচ্ছাদিত করিয়াছিল, মণি মুক্তা জড়িত একখানি কোষাবদ্ধ তরবারি পার্শ্বদেশ হইতে তাঁহার বীরবপুর শোভা পরিবর্দ্ধন করিতেছিল। তাহার প্রখর দৃষ্টি, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও বলিষ্ঠ দেহাকৃতিতে এক জন নির্ভীক বীরপুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে ছিল।

সেই অশ্বারোহী অনতিবিলম্বে বণিকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এরূপ অসময়ে একজন অশ্বারূঢ় সশস্ত্র যোদ্ধ পুরুষকে দেখিয়া বণিকগণের দ্রব্যরক্ষকবৃন্দ ভীত হইল, এবং সকলেই এককালীন তাহাদের হস্তস্থিত, সুদীর্ঘ বর্শার তীক্ষ্ণাগ্রভাগ অশ্বারোহির সম্মুখে ধারণ করিল, অশ্বারোহী তাহাদিগের এইরূপ অনুচিত আশঙ্কা দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আপনারা কি বিবেচনা করেন যে, একাকী কোন ব্যক্তি আপনাদের বাণিজ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিতে পারে?"

রক্ষিবর্গ লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব দীর্ঘ বর্শা স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিল, ও তাহাদের অধ্যক্ষ অপরিচিত অশ্বারোহির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! এখানে আপনার কি প্রয়োজন?"

অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সমস্ত দ্রব্যের অধিকারী কে?"

রক্ষকাধ্যক্ষ উত্তর করিল, "এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য এক ব্যক্তির নহে; কতিপয় বণিক ইহার অধিকারী। তাঁহারা দস্যু-হস্ত হইতে এই সমস্ত দ্রব্য



মরুভূমে সেলিম বরাক।

রক্ষার্থে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়া মক্কা নগর হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।"

অশ্বারোহী কহিলেন, "আমাকে সেই বণিকগণের নিকট লইয়া চল।"

রক্ষকাধ্যক্ষ উত্তর করিল, "তাহা এক্ষণে অসম্ভব, কারণ তাঁহারা অনুমান সার্দ্ধ দুই ক্রোশ পশ্চাতে আসিতেছেন; কিন্তু যদ্যপি আপনি আমাদিগের সঙ্গে গমন করেন, তাহা হইলে দ্বিপ্রহর কালে আমাদের বিশ্রামের সময় আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি।"

অশ্বারোহী কোন উত্তর না দিয়া অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে আপনার ধূমপানের নলটী লইয়া ধূমপান করিতে করিতে তাহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। "আপনি বেশ ধূমপান করিতে পারেন," কিম্বা "আপনার ঘোটকটী দিব্য," "হাঁ," "না," "ভাল," এই প্রকার কথা বার্ত্তায় তাঁহারা পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ন্যূনাধিক দুই ঘণ্টা কাল পথ পর্য্যটনের পর, তাঁহারা নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানের বালুকাকণার উত্তাপাধিক্য ছিল না, রক্ষকাধ্যক্ষ অপরাপর রক্ষকদিগকে সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বণিকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ত্রিশটী উষ্ট্র বহুমূল্য দ্রব্য পৃষ্ঠে বহন করিয়া তথায় উপস্থিত হইল; উষ্ট্রগণের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া সশস্ত্র রক্ষিবর্গ তৎপশ্চাতে পাঁচ জন বণিক আরবদেশীয় কৃষ্ণবর্ণ ঘোটকারোহণে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে চারিজন বৃদ্ধ ও গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইল; অপর এক জন তাঁহাদের অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ।

নিমেষ মধ্যে কতকগুলি শিবির সেই স্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। অশ্ব ও উষ্ট্রদিগকে বাহিরে বন্ধন করিয়া সকলেই তাঁবুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন অধ্যক্ষ সেই অপরিচিত ব্যক্তির হস্ত ধারণ করিয়া একটী নীলবর্ণের বৃহৎ শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই শিবিরের মধ্যস্থলে নানাবর্ণে রঞ্জিত, স্বর্ণখচিত মকমলের একটী শয্যায় পাঁচজন বণিক বসিয়াছিলেন; তাঁহাদের সম্মুখে নানাপ্রকার উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য সজ্জিত ও কিঙ্করগণ আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত দণ্ডায়মান ছিল।

রক্ষকাধ্যক্ষের সঙ্গে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ বণিক অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"কাসিম! তোমার সঙ্গে উনি কে?"

অধ্যক্ষের উত্তরদিবার পূর্ব্বেই সেই অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন, "আমার নাম সেলিমবরাক! আমি বোগ্দাদনগর হইতে মক্কাভিমুখে গমন করিতে-ছিলাম, পথিমধ্যে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিন দিন তাহাদের আবাসে বন্দী হইয়া থাকি। সেস্থান হইতে পলায়ন করিয়া মরুভূমি দিয়া যাইতে যাইতে ঈশ্বরানুগ্রহে আপনাদের উষ্ট্রের ঘণ্টাশব্দ বহুদূর হইতে শুনিতে পাইয়া এস্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে আমাকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া চলুন, অপাত্রে আপনাদের উপকার ন্যস্ত হইবে না। আমি বোগ্দাদ নগ-রের প্রধান উজীরের ভ্রাতুষ্পুত্র। বোগ্দাদে নিরাপদে উপস্থিত হইতে পারিলে, আপনাদের সদাচরণের নিমিত্ত পারিতোষিক স্বরূপ যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিব।"

ইহা শুনিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ বণিক কহিলেন, "সেলিমবরাক মহাশয়! আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন; আপনার কোন উপকার করিতে পারিলে আমরা পরম সুখী হইব। এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের সহিত একত্রে ভোজন করুন।"

সেলিমবরাক বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের সহিত একত্রে ভোজন করিতে বসিলেন। আহারান্তে ক্রীতদাসগণ ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য সমূহ পরিষ্কার করিল, এবং রৌপ্যপাত্রে করিয়া সুগন্ধি মিছরির সরবৎ তাঁহা-দের সম্মুখে স্থাপন করিল। তাঁহারা সরবৎ পান করিয়া নীরবে তাম্বূল চর্ব্বণ ও ধূমপান করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর কনিষ্ঠ বণিক ধূমপান করিতে করিতে কহিলেন "যাহা হউক, তিনদিন পরি শ্রম ও ক্লেশের পর অদ্য আমরা কিছু বিশ্রাম ও আমোদ ভোগ করিলাম। কিন্তু আমার সকল পরিশ্রম দূর হইল না, কারণ আহারের পর গান শুনিয়া থাকি কিম্বা নৃত্য দেখি, ইহা আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনারা বলুন দেখি, কিপ্রকার আমোদে সময় অতিবাহিত করা যাইতে পারে?"

তখন অন্য বণিকচতুষ্টয় নীরবে ধূমপান করিতেছিলেন, সুতরাং সেলিমবরাককে উত্তর প্রদান করিতে হইল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"মহাশয়! আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি; আমার বিবেচনায় প্রত্যেকে বিশ্রামস্থানে আমাদের মধ্যে এক এক জন করিয়া আপন আপন জীবন কাহিনী বর্ণনা কিম্বা শ্রুত বিষয়ের গল্প করিবেন। তাহা হইলে আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত হইতে পারে।"

বয়োজ্যেষ্ঠ বণিক কহিলেন, "মহাশয়! আপনি ঠিক বলিয়াছেন; এরূপ করিলে অনায়াসে আমাদের পথক্লান্তি দূর হইতে পারে।"

সেলিম বলিলেন, "তবে প্রথমে আমিই একটী গল্প বলিতে আরম্ভ করি।"

ইহা শুনিয়া পাঁচ জন বণিক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন। ভৃত্যেরা পুনরায় পাত্র সকল সরবতে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। তাঁহারা একে একে পান করিলেন। সেলিম আর একপাত্র সরবৎ পান করিয়া নিজ দীর্ঘ শ্মশ্রু হস্তদ্বারা দুই একবার কুঞ্চন করিয়া কহিলেন—"এক্ষণে সারস পক্ষিরূপী কালিফের ইতিহাস শ্রবণ করুন।"

সারসপক্ষিরূপী কালিফ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদা বোগদাদাধীশ্বর কালিফকাসিদ সায়ংকালে আপনার বিশ্রামাগারের স্বর্ণনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তন্দ্রাবিভূত হইয়াছিলেন। তিনি গোলাব কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি আল্‌বোলায় তাঁমাক টানিতেছিলেন, এবং নিকটস্থ পাত্র হইতে তন্দ্রা দূর করিবার জন্য সময়ে সময়ে কাফি পান করিতেছিলেন। স্বল্প নিদ্রায় যেন কথঞ্চিত সুস্থ হইয়া আপনার সেই দীর্ঘ শ্মশ্রুগুচ্ছ হস্তদ্বারা বারম্বার কুঞ্চন করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রধান উজীর মন্‌সুর্ ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট গমন করিয়া যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক বিমর্ষভাবে তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন। উজীরকে নিকটে দেখিয়া কালিফ্ ক্ষণকালের জন্য আল্‌বোলার নল মুখ হইতে সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উজীর! আজ তোমায় চিন্তিত দেখিতেছি কেন?"

ইহা শুনিয়া উজীর আপন দুই হস্ত বক্ষস্থলে ধারণ পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, "জাঁহাপনা! আপনার নিকট অসময়ে আগমনই আমার চিন্তার কারণ। কালিফ্ ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, "অসময়ে আগমনের কারণ কি?"

উজীর কহিলেন, "জাহাপনা! অন্য কিছুই কারণ নাই; কেবল মাত্র দুর্গদ্বারে একজন মণিহারী নানাপ্রকার রমনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থ দাঁড়াইয়া আছে। সেই সমস্ত মনোহর দ্রব্য সামগ্রী দেখিয়া আমার ক্রয় করিবার অভিলাষ হওয়াতে আমি মণিহারিকে একখানি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত চিরুণীর মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে মণিহারী কোন প্রকার

উত্তর না দিয়া জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। জাঁহাপনা! আমার ন্যায় স্বল্পধনশালিব্যক্তির তাদৃশ বহুমূল্য দ্রব্য ক্রয়করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। বোধ হয় আমাকে সেই জন্যই চিন্তিত দেখিতেছেন।"

এই কথা শুনিয়া কালিফ্ একজন ভৃত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক মণিহারিকে ডাকাইয়া আনিতে পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মণিহারী—মুক্তা, হীরক-অঙ্গুরীয়, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত চিরুণী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য পরিপূর্ণ একটি কাষ্ঠ সিন্দুক স্কন্ধে লইয়া ভৃত্যের সহিত রাজসমীপে উপস্থিত হইল। মণিহারিকে দেখিতে স্থূলকায়, বলিষ্ঠ, ও কৃষ্ণবর্ণ; তাহার পরিধানে এক খানি মলিন জীর্ণ বস্ত্র।

কালিফ্ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত দ্রব্যদর্শন করিতে লাগিলেন; অবশেষে আপনার এবং প্রধান উজীর মন্সুরের নিমিত্ত দুই খানি তরবারি এবং উজীরের প্রিয়তমা ভার্য্যার জন্য একখানি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত চিরুণী মনোনীত করিয়া ক্রয় করিলেন। মণিহারী স্বীয় দ্রব্যসমূহ যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিতেছে এমত সময় কালিফ্ একটি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত কৌটা দেখিতে পাইয়া মণিহারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন--ইহার ভিতর কি কোন ভাল দ্রব্য আছে? মণিহারী সেই কৌটাটি বিনা বাক্য ব্যয়ে বাহির করিয়া কালিফের হস্তে দিল।

কালিফ কৌটাটি উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন যে তন্মধ্যে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ এবং বিদেশী ভাষায় লিখিত একখণ্ড কাগজ রহিয়াছে! কালিফ কাগজখণ্ড দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং উহা পাঠ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি কিম্বা তাঁহার প্রধান উজীর মন্সুর এতদুভয়ের কেহই পাঠ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কালিফ মণিহারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই কৌটা কোথায় পাইয়াছ?" মণিহারী উত্তর করিল—জাঁহাপনা! কিছু দিবস পূর্ব্বে এক বণিকের নিকট হইতে আমি উহা পাই। শুনিয়াছিলাম বণিক তাহা মক্কার রাজপথে কুড়াইয়া পাইয়াছিল জাঁহাপনা! আমি গরিব লোক আমার ইহা আর কি প্রয়োজনে আসিতে পারে? এই নিমিত্ত এই টানার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছি, আপনি অতিস্বল্প-

মূল্য উহা ক্রয় করিতে পারেন। কালিফ তাঁহার পুস্তকাগারের জন্য নানা প্রকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন এক্ষণে পত্রিকাখানিতে একটি অভিনব ভাষা লিখিত দেখিয়া, পত্রিকাখানি কৌটা সমেত উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া মণিহারিকে বিদায় দিলেন। অতঃপর ইহার অর্থ অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুজ্জ্বর! এই নগরে তোমার পরিচিত এমন কি কোন পণ্ডিত নাই, যে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন?" উজীর উত্তর করিলেন জাঁহাপনা! এই নগরে সেলিম নামক এক জন অতি বিজ্ঞ লোক আছেন। শুনিয়াছি সেই ব্যক্তি সকল ভাষা বুঝিতে পারেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে পণ্ডিত-সেলিম বলিয়া ডাকে। তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান তিনি অনায়াসে এই রহস্যপূর্ণ পত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন।

সেলিমকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করা হইল। তিনি আসিলে পর কালিফ কহিলেন "সেলিম! শুনিলাম তুমি বড় পণ্ডিত; দেখদেখি এই কাগজ খণ্ডে কি লেখা আছে, যদ্যপি তুমি ইহার মর্ম্ম আমায় বুঝাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে একটী মনোহর রাজবেশ উপহার দিব।" তৎপরে কালিফ ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, "কিন্তু যদ্যপি তুমি ইহা পাঠ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার গাত্রে দশ বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিব; কারণ লোকে কেন মিথ্যা তোমাকে পণ্ডিত আখ্যা প্রদান করিয়াছে।"

সেলিম মস্তকাবনত করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! আপনকার যেমন ইচ্ছা।" সেলিম কাগজখণ্ড উজীরের হস্ত হইতে গ্রহণপূর্ব্বক বহুক্ষণ উহাতে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা ইহা ল্যাটিন্ ভাষায় লিখিত।"

কালিফ ঔৎসুক্য সহকারে কহিলেন, "এক্ষণে বল, উহার অর্থ কি?"

সেলিম উহা অনুবাদ করিয়া বলিলেন, "দোহাই আল্লা! যিনি এই কাগজ খণ্ড দেখিতে পাইবেন, তিনি তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত আল্লার নিকট প্রার্থনা করিবেন। যদি কেহ এই কৌটাস্থ চূর্ণের ঘ্রাণ গ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে 'মুত্তাবর' এই কথাটি অনুচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজাকৃতি পরিবর্ত্তিত হইবে ও তিনি যে প্রাণির

আকৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন, সেই প্রাণির আকৃতি প্রাপ্ত হইবেন। অধিকন্তু সেই জাতীয় প্রাণির কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিবেন। আবার যদ্যপি সেই ব্যক্তি আপনার পূর্ব্বাকৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে পূর্ব্বদিকে, ফিরিয়া ভূমিতলে তিনবার মস্তক অবনত পূর্ব্বক সেই কথাটী পুনর্ব্বার তাঁহাকে উচ্চারণ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সতর্ক করাযাইতেছে যে, জীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি যেন কদাপি হাস্য না করেন; যদ্যপি হাস্য সম্বরণ করিতে না পারেন, তাহাহইলে তাঁহার মানসপট হইতে তৎক্ষণাৎ ঐ ঐন্দ্রজালিক কথাটী চিরকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইবে এবং চিরজীবন জীবদেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে।

সেলিমের পাঠ শেষ হইলেপর, কালিফ অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে শতসহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কালিফ এই বিষয় জনসমাজে অপ্রকাশ রাখিতে সেলিমকে অঙ্গীকার করাইয়া, স্বীকৃত পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। কালিফ অতঃপর উজীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মন্সুর' এ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার আমিত কখন শ্রবণ করিনাই। ভাল, তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর?।'

সচিবশ্রেষ্ঠ মন্সুর উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা! আল্লার মহিমায় সকলেই সম্ভব হইতে পারে! আমিত ইহাতে কোন অবিশ্বাসের কারণ দেখিতে পাইতেছিনা।

কালিফ উজীরের বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "সে যাহাহউক, তুমি কাল প্রভাতে আমার নিকট আসিবে। আমরা উভয়ে প্রান্তরে যাইয়া ইহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিব।" উজীর অভিবাদন পূর্ব্বক কালিফের নিকট হইতে বিদায় গ্রহন করিয়া সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে নবোদিত প্রভাকরের কিরণমালা প্রাসাদশিখরে পতিত হইলে, পরিমলবাহি প্রভাত সমীর মৃদু মৃদু বহিতে থাকিলে, সন্নিহিত রাজোদ্যানের বৃক্ষ শাখায় বসিয়া বিহগগণ সুমধুর স্বরে কলরব করিলে, বোগদাদাধীশ্বর কালিফ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখপ্রক্ষালন ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। কিঙ্করগণ সুবর্ণপাত্র করিয়া উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য আনয়ন করিল। কালিফ তন্মধ্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া এক সামান্য বণিকের বেশ পরিধান পূর্ব্বক প্রধান অমাত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উজীর মন্সুর তথায় উপস্থিত হইলেন। কালিফ ঐন্দ্রজালিক কৌটাটী আপনার কটীবন্ধে রাখিয়া এবং প্রধান পুররক্ষককে পশ্চাতে আসিতে অনুমতি দিয়া উজীরের সমভিব্যাহারে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তথাকার প্রত্যেক স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও জীবমাত্রেরও দেখা পাইলেন না। উজীর অতঃপর কালিফকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "জাঁহাপনা! এই উদ্যানের অনতিদূরে একটী জলাশয় আছে। কিছুদিন হইল আমি একদিন প্রভাতে সেই বিলের বিমল সলিলে সারসপক্ষিসকলকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছি। জাঁহাপনা! আসুন, সেই বিলে গমন করি।"

কালিফ সম্মত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে বিলাভিমুখে গমন করিলেন, কিয়ৎক্ষণপরে তাঁহারা বিলের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন—— কোকনদপরিশোভিত সেই বিলের নির্ম্মল জলে একটী সারস ভেক অন্বেষণ করিতেছে, ও আপনাপনি মৃদুস্বরে যেন কি বকিতেছে। সেই সময়ে তাঁহারা আবার দেখিতে পাইলেন, আর একটী সারস তাঁহাদের মস্তকোপরি মণ্ডলাকারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। উজীর কহিলেন, "বোধহয় ঐ গগনবিহারি সারস এই জলাশয়ে অবরোহণ করিয়া বিলস্থ সারসের সহিত কথোপকথন করিবে। জাঁহাপনা! আসুন, আমরাও এই সময়ে সারসরূপ ধারণ করি।"



কালিফ ও উজির।

কালিফ কহিলেন, "তাহাত হইবে, কিন্তু কি প্রকারে পুনর্বার আমরা মানবদেহ ধারণ করিব, তাহা এই সময় স্মরণ করিয়া রাখা যাউক। হাঁ, আমার এক্ষণে মনে পড়িয়াছে——পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া তিনবার 'মুতাবর' এই কথাটী বলিতে হয়; কিন্তু দেখ আমিও পুনরায় কালিফ হইব ও তুমিও আমার প্রধান উজীর হইবে। দোহাই আল্লা! আমরা হাঁসিলেই এককালীন চিরজীবনের জন্য সারসপক্ষী হইয়া থাকিব। আমাদের জীবন তখন বৃথা হইবে।" কালিফ যখন উজীরকে এই কথা বলিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই আকাশবিহারী সারস নিম্নে অবরোহণ করিতে লাগিল। কালিফ আপন কটিবন্ধ হইতে নস্যের কৌটাটী বাহির করিলেন। তাঁহারা দুইজনে ঐ কৌটা হইতে দুইটীপ নস্য গ্রহণ করিয়া অনুচ্চ স্বরে 'মুতাবর' কথাটী উচ্চারণ করিলেন।

অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগের পদদ্বয় ক্ষুদ্র ও রক্তবর্ণ হইল, হরিদ্রাবর্ণ পাদুকা সারসের কদর্য্য পদতলের আকৃতি ধারণ করিল, হস্তদ্বয় পক্ষাকারে পরিণত হইল, স্কন্ধদেশ হইতে সারসের দীর্ঘগ্রীবা বহির্গত হইল, দীর্ঘ শ্মশ্রু অদৃশ্য হইল, এবং সর্ব্বাঙ্গ কোমল পালকদ্বারা আবৃত হইল।

কালিফ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি অতঃপর উজীরের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "উজীর! তোমার অতি সুন্দর ঠোঁট হইয়াছে। আল্লার দিব্য! আমি জীবনে কখন একরূপ সুন্দর ঠোঁট দেখি নাই।"

উজীর আপনার চক্ষুদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! অনুগ্রহ করিয়া যাহা বলেন তাহা আপনার দয়ামাত্র। কিন্তু যদ্যপি আপনি আমাকে অভয় প্রদান করেন তাহা হইলে আমি ও বলি যে, আপনার এই সারসরূপ সেই সাহাজাদা কালিফ মূর্ত্তির অপেক্ষা অনেকাংশে সুন্দর দেখাইতেছে। সে যাহা-হউক সারসদুইটী এখন কি করিতেছে এবং তাহাদের কথোপকথন বুঝিতে পারি কি না, আসুন চেষ্টা করিয়া দেখি।"

ইতিমধ্যে অপর সারসটী বাপীতটে অবরোহণ করিল। সে আপন দীর্ঘচঞ্চুদ্বারা পালক সকল পরিষ্কৃত করিয়া বিলম্ব সারসাভি-

মুখে গমন করিল। নব সারসরূপধারী কলিফ্ ও উজীব ক্রমে ক্রমে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন তাঁহারা শুনিতে পাইলেন যে, যে সারসটী আকাশে উড়িতেছিল, সেই সারসটী বিলস্থ সারসকে সম্বোধন করিয়া কহিলঃ—

" সুন্দরী দীর্ঘচঞ্চু ! ভাল আছত ? এত প্রাত কালেই যে ? "

ইহা শুনিয়া দীর্ঘচঞ্চু কহিল, " হাঁ ভাল আছি। কেমন দীর্ঘগ্রীবা তুমি ভাল আছ? আমি এই মাত্র সকালের আহারান্বেষণে নিবৃত্ত হইলাম। তুমি কি এখন একটী টিকটীকির ল্যাজ কিম্বা ব্যাঙের ঠ্যাঙ্গ খাইবে ? "

দীর্ঘগ্রীবা কহিল, " সুন্দরি ! তোমার বাক্যে পরিতৃপ্ত হইলাম। আমার এখন ক্ষুধা নাই। এই বিলে আজ আমি আর একটী প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে আসিযাছি। আমার পিতা অদ্য একটী ভোজ দিবেন আমাকে সেই উপলক্ষে নৃত্য করিতে হইবে। নৃত্য করিবার পূর্ব্বে এখানে কিছু অভ্যাস করিতে আসিয়াছি।"

এই বলিয়া দীর্ঘগ্রীবা বাপীতটে আসিয়া নানা অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া দীর্ঘচঞ্চু কহিল " সুন্দরী দীর্ঘগ্রীবা ! তুমি চমৎকার নৃত্য করিতে পার। তোমার নৃত্য দেখিয়া সকল মোহিত হইবে।" ইহা শুনিয়া দীর্ঘগ্রীবা পুনরায় নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কালিফ ও উজীর সাশ্চর্য্যে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু যখন সে একপদ উত্তোলন করিয়া, আপন অমল ধবল পক্ষদুটী মৃদু মৃদু দোলাইয়, আপন দীর্ঘগ্রীবা ঈষৎ বক্র করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

কালিফ প্রথমে আপনার হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, " মন্সুর ! ইহা অতি কৌতুকজনক ব্যাপার ! কিন্তু সে যাহা হউক ইহারা যে আমাদের হাস্যে ভীত হইয়া উড়িয়াগেল, নতুবা উহারা নিশ্চয়ই গান গাহিত। " উজীরের তখন সহসা মনে উদয় হইল যে, তাঁহাদের সেই অবস্থায় হাস্য করা নিষিদ্ধ। তিনি কালিফকে সম্বোধন করিয়াকহিলেন, " জাঁহাপনা ! একি হইল ? আমাদের হাস্য করা অতি অন্যায় হইয়াছে।"

কালিফ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "হায় কি সর্ব্বনাশ হইল! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! মন্সুর! যদ্যপি আমাদের সেই কথাটী মনে না পড়ে, তাহা হইলে—তাহা হইলে এই অবস্থায় আমাদিগকে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। উজীর! যাহাহউক সেই কথাটী স্মরণ করিতে চেষ্টা কর; আমারত কিছুই মনে নাই।

উজীর কহিলেন, "জঁাহাপনা! পূর্ব্বদিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিতে আমাদের প্রতি আদেশ ছিল; আর সেই সময়ে—তারপর সেই কথাটী—কি—কি তাল———মু———মু———মু———মু———।"

তাঁহারা পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া মস্তক এরূপ নত করিলেন যে, তাঁহাদের সেই দীর্ঘচঞ্চু ভূমধ্যে প্রায় সমস্ত প্রোথিত হইয়াগেল। কিন্তু হায়! কি দুর্ভাগ্য! কিছুতেই তাঁহাদের সে কথাটী স্মরণ হইলনা। হতভাগ্য কালিফ ও উজীর নৈরাশে উচ্চৈ স্বরে গগনবিদীর্ণ করিয়া সেই 'মু—মু' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের সেরূপ পরিবর্ত্তিত হইল না। তাঁহারা সেই ভাবে সেই অবস্থায় সেই স্থানে ম্রিয়মান হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপে সেই সারসরূপধারী কালিফ এবং উজীর মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এ বিপদে কি করিবেন,—কালিফ কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সেই অবস্থায় নগরে প্রবেশ করা অবিধেয় বিবেচনা করিলেন, কারণ তখন কে বিশ্বাস করিবে যে একটা সারস তাহাদের কালিফ। মনে মনে কত প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হয়ত বোগদাদ বাসিগণ তাঁহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করিতে পারে—হয়ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সারস দেহকেই

পুনরায় কালিফ পদাভিষিক্ত করিতে পারে। এই প্রকার নানা চিন্তায় তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

এইরূপে দিনেরপর দিন——মাসেরপর মাস——বৎসরেরপর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদের কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখের লাঘব হইলনা। তাঁহারা অতিকষ্টে বহু আয়াসলব্ধ বনফল দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, কারণ ভেক টিকটিকি প্রভৃতি অখাদ্য আহার করিলে, পাছে উদরের কোন পীড়া জন্মায় এই ভয়ে তাঁহারা ফল মূল ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করিতেননা। এই দুরবস্থায় তাঁহাদের উড়িবার সুখ ভিন্ন অন্য কিছুরই সুখ ছিলনা। তাঁহারা প্রায়ই বোগদাদ নগরস্থ অট্টালিকাসমূহের ছাদের উপরে উড়িয়া যাইয়া বসিতেন ও সেখানকার অধিবাসিগণের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেন।

প্রথম বৎসর তাঁহারা দেখিলেন যে, রাজপথে কেবল মাত্র দুঃখের এবং ক্রন্দনের স্রোত বহিতেছে। কিন্তু এই ঘটনার তিন বৎসর পরেই তাঁহারা ইহার ঠীক বিপরীত দৃশ্য দর্শন করিলেন। তাঁহারা রাজ প্রাসাদের ছাদের উপর বসিয়া দেখিলেন,—প্রাসাদের নিম্নস্থ রাজবর্ত্মে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে; সকলেই আনন্দে উন্মত্ত,—কাহারও মুখে শোকের চিহ্নমাত্রও নাই। তুরী ভেরী জয়ঢাক প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্য বাজিতেছে। সেই উল্লসিত জনতা মধ্যে এক ব্যক্তি স্বর্ণখচিত লোহিত বর্ণের বহু মূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া একটী সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছেন, ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় সমস্ত বোগদাদবাসী, "বোগদাদাধিপতি কালিফ মির্জ্জা দীর্ঘজীবী হউন," এই আনন্দ লহরী তুলিয়া ধীরে ২ গমন করিতেছে। তখন সেই সারসরূপী কালিফ ও উজীর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে কালিফ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "উজীর! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি কি মির্জ্জাকে চিনিতে পারিলে? মির্জ্জা আমার পরম শত্রু মায়াবী কাস্নুরের পুত্র। বহুদিন হইতে সে আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতেছে, এক্ষণে

আমাদের এই সারস দেহ প্রাপ্ত হইবার কারণ বুঝিয়াছি। সে যাহা হউক আমি ঐককালীন কিন্তু হতাশ হই নাই। উজীর! অসময়ের পরম বন্ধু! আর এখানে বসিয়া কি দেখিবে? আইস, আমারা মহম্মদের সমাধিমন্দিরে যাইয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করি। তিনিই আমাদের সকল দুঃখ মোচন করিবেন।

কালিফ এই কথা বলিলে পর, তাঁহারা দুইজনে ছাদের উপর হইতে উড়িয়া মেসিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উড়িবার কৌশল তাঁহারা ভাল রূপ জানিতেননা; কারণ তাঁহারা সবেমাত্র অল্প অল্প উড়িতে অভ্যাস করিতেছিলেন। দুই ঘন্টা কাল অবিছিন্ন উড়িয়া যাইয়া উজীরের পক্ষ অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি কাতর স্বরে কালিফ কে কহিলেন, "জাঁহাপনা! আমি আর উড়িতে পারিনা; আপনি বড় শীঘ্র শীঘ্র উড়িয়া যাইতেছেন। বিশেষতঃ এক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে, আসুন, এই স্থলে একটা আশ্রয় অন্বেষণ করি।"

কালিফ প্রিয় উজীরের বাক্য অবহেলা করিতে পারিলেননা; তিনি সম্মত হইলেন। তাঁহারা নিম্নে একটী জনশূন্য বাপী দেখিতে পাইয়া তাহার তীরে অবরোহণ করিলেন। ঐ স্থানের অনতিদূরে একটী ভগ্ন অট্টালিকা অবস্থিতি করিতেছিল। তাঁহারা উহাতে রাত্রি যাপনের মানস করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ঐ ভগ্ন অট্টালিকাস্থ হর্ম্মমালার বিচিত্র শিল্পকৌশল ও অপূর্ব্ব নির্ম্মান চাতুর্য্য দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে বিস্মিত হইলেন। নানা প্রতিমূর্ত্তি খোদিত, মর্ম্মর-প্রস্তরের মনোহর স্তম্ভরাজি দেখিয়া তাঁহাদের বোধ হইল, যেন উহারা অতিপূর্ব্বকালের রাজপ্রসাদের সাক্ষ্য প্রদান করিত তখন পর্য্যন্ত কালকবলে পতিত না হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কালিফ ও উজীর আপনাদের বাসযোগ্য গৃহ মনোনীত করিবার জন্য এক-গৃহ হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে উজীর সহসা স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া ভয়বিহ্বল স্বরে কালিফকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "জাঁহাপনা! আমি জন্মাবধি কখন ভূতযোনির অস্তিত্ব বিশ্বাস করিনাই, কিন্তু এক্ষনে শ্রবণ করুন কি

একপ্রকার গোঁ গোঁ শব্দ হইতেছে।” কালিফ তখন নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইবামাত্র রমণী কণ্ঠনিঃসৃত সকরুণ বিলাপধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। যে দিক হইতে ঐ ক্রন্দনধ্বনি আসিতে ছিল তিনি সেই দিক লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু উজীর স্বীয় চঞ্চুদ্বারা তাঁহার পক্ষ আকর্ষণ করিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, “জঁহাপনা! আর অগ্রসর হইবেন না, কি জানি এ অবস্থাতেও যদ্যপি কোন নূতন বিপদ ঘটে।” কিন্তু নির্ভীক হৃদয় কালিফ উজীরের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সজোরে আপন পক্ষ উজীরের চঞ্চু হইতে ছাড়াইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন অগত্যা উজীরকে ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হইল। অনতি বিলম্বে তাঁহারা একটী অন্ধকারময় অপ্রসস্ত পথে উপস্থিত হইলেন। সেই তমসাচ্ছন্ন পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটী গৃহের অর্দ্ধ দ্বারে তাঁহাদের গতি রোধ করিল। কালিফ সেই দ্বারের ছিদ্রে কর্ণস্থির করিয়া শ্রবণ করিলেন যে, সেই গৃহহইতেই ঐ প্রকার হৃদয়বিদারক বিলাপধ্বনী বহির্গত হইতেছে। তিনি আপন দীর্ঘচঞ্চুদ্বারা দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সাশ্চার্য্যে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ গৃহটীর ভগ্ন বাতায়ন পথদিয়া চন্দ্রকিরণ ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল। সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে তাঁহারা দেখিলেন, ঐ ভগ্নগৃহের কার্ণিশের উপর একটী পেচক বসিয়া রহিয়াছে। তাহার বৃহৎ সুগোল নেত্র যুগল হইতে অবিরল জলধারা পতিত হইতেছে এবং বক্র চঞ্চুদ্বয় মধ্য হইতে রমণী কণ্ঠ বিনির্গত সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি বহির্গত হইতেছে। কালিফ ও তাঁহার উজীরকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া ঐ পেচক আহ্লাদে পুলকিত হইল, এবং আহ্লাদে স্বীয় ধূসর বর্ণের পক্ষদ্বারা নেত্র জল মোচন করিয়া বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কহিল, “হে সারসদ্বয়! আইস, আজ বোধহয় ঈশ্বরানুগ্রহে, তোমাদের শুভাগমনে আমি এই কষ্টকর পেচক জীবন হইতে পরিত্রান পাইব কারণ পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়া ছিলাম যে, তোমাদের এই সারস জাতি হইতেই আমি সুখের মুখ দেখিতে পাইব।”

কালিফ এতক্ষণ আশ্চর্য্যে ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন ; এক্ষণে স্বীয় দীর্ঘ গ্রীবাদ্বারা যথাযথ অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, " পেচক! তোমার অবস্থা দেখিয়া বোধহয় তুমিও আমাদিগের ন্যায় দুঃখপথের পথিক, কিন্তু হায়! এই অকিঞ্চিৎকর সারসজীবন হইতে তোমার বিন্দুমাত্র উপকার প্রত্যাশা করা বৃথা! তুমি যখন আমাদের এই দুখঃপরিপূর্ণ জীবন কাহিনী শ্রবণ করিবে, তখন জানিতে পারিবে কি প্রকার কষ্টে আমাদের জীবন অতিবাহিত হইতেছে। হায়! এ জীবনে আমরা তোমার কি উপকার সাধন করিব?।"

ইহা শুনিয়া পেচক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, " মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের ইতিবৃত্ত এই দুর্ভাগিনীকে শ্রবণ করান।" কালিফ তখন একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের জীবনবৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কালিফের জীবনবৃত্তান্ত বলা শেষ হইলে পর, পেচক যথাবিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, " জাঁহাপনা! আমিও আপনাদের অপেক্ষা অল্পদুর্ভাগিণী নহি। এক্ষণে আমার জীবনকাহিনী শ্রবণ করুন। ভারতবর্ষ নামে এক উপদ্বীপ আছে। আমি তথাকার অধিপতির একমাত্র তনয়া। আমার নাম লুসা। যে নরাধম কাসনুর আপনাদিগকে এইরূপ দুঃখার্ণবে নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই পাপিষ্ঠ কুহকীই স্বীয় মায়াবলে আমাকে এই জঘন্য পেচকরূপে পরিণত করিয়াছে,—আমার ইহজীবনের সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে লুসার নয়ন যুগল হইতে অবিরলধারে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি স্বীয় পক্ষদ্বারা নেত্রজল মোচন করিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা! সেই পাপিষ্ঠ একদিবস আমার পিতার নিকট

আসিয়া আমার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করিল। আমার পিতা তাহার এই জঘন্য প্রস্তাবে রাগান্বিত হইয়া ভূমধ্যস্থ একটী কারা-গারে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু সে অচির-কালমধ্যে স্বীয় কুহক বিদ্যার প্রভাবে কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিল। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে আমি একদিন আমার উপবনস্থ প্রাসাদের একটী গৃহে একাকিনী বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম; এমন সময়ে সেই দুর্দ্দান্ত মায়াবী আমার এক পরিচারিকার রূপ ধরিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমার সে সময়ে অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছিল; আমি তাহাকে একপাত্র সরবৎ আনিতে অনুমতি করিলাম। সে তৎক্ষণাৎ সুশীতল সরবৎপরিপূর্ণ একটী স্বর্ণপাত্র আনিয়া আমার হস্তে দিল। আমি কুক্ষণে উহা পান করিলাম। ঐ সরবৎপানেই আমার ইহজীবনের সুখ নষ্ট হইল,——আমি অচিরে জঘন্য পেচকরূপে পরিণত হইলাম।” এই কথা বলিয়া পেচক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, “জাঁহাপনা! অকস্মাৎ এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আমি ভয়ে বিস্ময়ে মূর্চ্ছিতা হইলাম। যখন আমার জ্ঞানসঞ্চার হইল তখন আমি দেখিলাম যে, আমি এই গৃহে নীত হইয়াছি আর পাষাণ্ড কাসনুর আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি তখন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পদতলে পতিত হইয়া কত অনুনয় বিনয় সহকারে তাহার দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু সে পাষাণ হৃদয়ে দয়া কোথায়? আমার এই প্রকার ক্রন্দনে সে আরো আনন্দিত হইয়া অতি বিকট স্বরে হাস্য করিতে করিতে কহিল, ‘এই অবস্থায় তোর জীবন পর্য্যবসিত হইবে। এই গৃহই তোর সমাধিমন্দির। যদ্যপি তোর ন্যায় অবস্থাপন্ন কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই গৃহেই তোর পাণিগ্রহন করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে তোর উদ্ধার হইতে পারে; কিন্তু তোর সে আশা বৃথা! কারণ যে কদর্য্যাকৃতি পেচককে দেখিলে পশুপক্ষিরা ঘৃণা করে তাহাকে মানুষে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিবে? অসম্ভব! এক্ষণে তুই তোর নির্ব্বোধ পিতার অপরিণামদর্শিতার ফল ভোগ কর। এই আমার অবমাননার প্রতি-শোধ।’ এই বলিয়া সেই পিশাচ গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। জাঁহাপনা! সেই অবধি পৃথিবীর দুঃখের ধারা আমার মস্তকে পতিত হইয়াছে, এমন

কি পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমাকে ঘৃণা ও ভয় করে। স্বজন পরিত্যক্তা হইয়া নির্ব্বাসিতার ন্যায় এই বিজন গৃহে মনোদুঃখে একাকিনী বাস করিতেছি! দিবসে এখন আমি অন্ধ হওয়াতে আর প্রকৃতির সে মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। এইরূপ কষ্টে আমার জীবনের দুইবৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছে।” এই বলিয়া পেচক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইলেন।

কালিফ তাঁহার সেই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি লুসাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,” সাহাজাদি! তোমার ও আমার দুঃখের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। ইহাতে আমার বোধ হয় তোমার সহিত আমাদের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, কিন্তু কি প্রকারে এ রহস্যের মর্ম্ম ভেদ করা যায়?”

লুসা উত্তর করিলেন, “জাঁহাপনা! আমিও ইহা আপনার পূর্ব্বহইতে ভাবিতেছি, কারণ আমার স্মরণ হইতেছে যে বাল্যকালে আমাকে দেখিয়া এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা গণনা করিয়া আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন,” এই বালিকা ইহার জীবনের কোন সময়ে একটী সারস পক্ষির দ্বারা বিশেষ উপকৃতা হইবে। “ সে যাহা হউক আমি এক্ষণে এক উপায় স্থির করিয়াছি, বোধ হয় তদ্বারা আমরা এ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইব।”

কালিফ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, “কি উপায় সাহাজাদি?” লুসা উত্তর করিলেন “সেই দুরাত্মা মায়াবী প্রতিমাসে একবার করিয়া এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া এই গৃহের অনতিদূরের তাহার সহচরগণের সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদ করে। আমি অনেক সময়ে অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের আমোদ প্রমোদ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। সেই সময়ে মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া তাহারা, কাহাকে কি প্রকারে বিরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই সমস্তের আদ্যোপান্ত পরস্পরের নিকট বর্ণনা করিয়া নিজ নিজ দুষ্কার্য্যের গৌরব করে। জাঁহাপনা! বোধ হয় এবারে আসিয়া আপনাদের সেই——ঐন্দ্রজালিক কথাটি বলিতে পারে।”

কালিফ ব্যগ্রতাসহকারে বলিলেন, "রাজকুমারি! আমি তোমার নিকট চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে বল, কবে তাহারা আসিবে, আর সে গৃহই বা কোথায়?"

লুসা কিয়ৎক্ষণ মৌনাবস্থায় থাকিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! আপনার একটী প্রতিজ্ঞা ব্যতিরেকে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না; ইহাতে আমার কোন অপরাধ লইবেন না।

কালিফ আগ্রহ সহকারে কহিলেন "বল বল, রাজকুমারি! তোমার নিকট কিসের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে?"

লুসা লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! আপনাদের মধ্যে যদি কেহ আমাকে বিবাহ করেন তাহাহইলে আমি এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রনা হইতে পরিত্রাণ পাই। এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া সারসদ্বয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অতঃপর কালিফ অন্তরালে যাইতে উজীরকে ইঙ্গিত করিলেন।

কালিফ গৃহের বাহিরে আসিয়া উজীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সচিবশ্রেষ্ঠ! যদিও ইহা তোমার পক্ষে গর্হিত কর্ম্ম, তথাপি তুমি ইহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পার।"

উজীর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "কি বলেন জাঁহাপনা? তাহা হইলে আমি কি বাটী যাইতে পারিব? আমার গৃহিণী তাহা হইলে স্বহস্তে আমার চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিবে। এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কি আমার দুই চক্ষের মাথা খাইতে বলেন? একেত আপনি অবিবাহিত তাহাতে আবার আপনার যৌবনাবস্থা উপস্থিত; এ অবস্থায় আপনারই এক পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করা বিধেয়।

কালিফ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নৈরাশে কহিলেন, "উজীর! তোমাকে কে বলিল এ পেচক পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী? এই ব্যাপার যেন সমুদ্রগর্ভনিহিত অজানিত মণি বিক্রয়ের ন্যায়!"

এই ব্যাপার লইয়া উজীর ও কালিফ বহুক্ষণ তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। অবশেষে উজীর প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! আমি বরং আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ এই সারস অবস্থায় অতি-

বাহিত করিব, তথাপি রাজতনয়াকে বিবাহ করিব না।” কালিফ উজীরকে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া অগত্যা আপনি বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন, এবং পেচককে আপনার অভিমত জানাইলেন। লুসা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কালিফকে, কহিলেন, “জাঁহাপনা! জগদীশ্বরের কৃপায় বোধহয় অদ্যই রজনীতে সেই দুরাত্মা ঐন্দ্রজালিক এই ভগ্ন অট্টালিকায় উপস্থিত হইবে।”

কিয়ৎক্ষণ পরে লুসা সারসদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা তিনজনে সেই তমসাচ্ছন্ন পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, অদূরে একটী গৃহের ভগ্ন ভিত্তিমধ্য দিয়া আলোক আসিতেছে। লুসা তখন তাঁহাদিগকে আলো লক্ষ্য করিয়া নিস্তব্ধে চলিতে বলিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা একটী গৃহের সম্মুখে আসিলেন পেচক তখন সারসদ্বয়কে ইঙ্গিতে ঐ গৃহের রন্ধ্রপথ দিয়া দেখিতে বলিলেন। কালিফ ও উজীর দেখিলেন, গৃহটী অতিবৃহৎ——সুচারুরূপে সজ্জিত। চারিধারে মর্ম্মরপ্রস্তরের স্তম্ভ সকল উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অসংখ্য স্ফটিকনির্ম্মিত আলোকাধারে দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হইয়া সূর্য্যকিরণকে লাঞ্ছনা করিতেছে। ঐ গৃহের মধ্যস্থলে একটী গোলাকার টেবিলের উপর নানা প্রকার উপাদেয় আহারসামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে। একখানি গোলাকার কউচ ঐ টেবিলের চতুস্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ কউচের উপর আটজন স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি বসিয়া আছে। কালিফ ও উজীর তাহাদের মধ্যে সেই মণিহারিকে দেখিতে পাইলেন। সেই সময়ে মণিহারির পার্শ্বস্থিত একব্যক্তি তাহাকে তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। মণিহারী অপরাপর দুষ্কৃত কর্ম্মমধ্যে কালিফও তাঁহার উজীরের বিষয় বলিল। অপর একজন ঐন্দ্রজালিক কহিল, “ভাল, তুমি তাহাদিগকে কি কথা লিখিয়া দিয়াছ?”

মণিহারী উত্তর করিল:—

“মুতাবর”।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন কালিফ ও উজীর সেই কথাটী শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিলনা। তাঁহারা দুইজনে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন ; পেচকও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে বিলম্ব করিলেননা। অনতিবিলম্বে তাঁহারা ভগ্ন প্রাসাদতোরণ হইতে বহির্গত হইয়া বাপীতটে উপস্থিত হইলেন। তখন কালিফ কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক পেচককে কহিলেন, "সাহাজাদি! আজ তোমারই অনুকম্পায় আমরা এ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। আজ হইতে তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হইলে। তোমার এ ঋণ আমি কোন কালেই পরিশোধ করিতে পারিবনা।" তৎপরে কালিফ ও উজীর পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া তিনবার ভূমিস্পর্শ করিলেন, ও অনুচ্চৈঃস্বরে 'মুতাবর' শব্দটী উচ্চারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই ঐন্দ্রজালিক সারসমূর্ত্তি অপনীত হইয়া তাঁহারা পুনরায় পূর্ব্বকার ন্যায় মনুষ্যাকার ধারণ করিলেন। তাঁহাদের নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল আনন্দাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা আহ্লাদে পরস্পরে আলিঙ্গন করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা মস্তকোত্তলন করিয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, এক অসামান্যা রূপবতী পূর্ণ-যৌবনা কামিনী, মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন সেই রমণী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কালিফের বাম হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "জাহাপনা! এখন কি আর সেই পেচককে চিনিতে পারেন?" কালিফ তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন; ও আপনার সারসজীবনকে, সৌভাগ্যের কারণ স্থির করিয়া শত শত ধন্যবাদ দিতেলাগিলেন।

বহুক্ষণ কথোপকথনের পর তাঁহারা তিন জনে সেই স্থান হইতে বোগ্‌দাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কালিফ মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া ঐন্দ্রজালিক কৌটাটীসহ তাঁহার পূর্ব্বকার স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া আপন অঙ্গরাখার মধ্যে দেখিতে পাইলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা আহারাদি সমাপন ও ভ্রমণযোগ্য দ্রব্যাদি সেই স্বর্ণমুদ্রাদ্বারা ক্রয় করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে অশ্বারোহনে সেই গ্রাম হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিবস ভ্রমণের পর তাঁহারা বোগদাদনগরে উপস্থিত হইলেন। বোগ্‌দাদবাসিগণ সকলেই স্থির করিয়াছিল যে, কালিফের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহাদের প্রজাবৎসল শাসনকর্ত্তাকে পুনরায় তাঁহাদের সন্মুখে উপস্থিত দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইল এবং জয়নাদে গগনবিদীর্ণ করিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে বোগ্‌দাদবাসিগণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশকরিয়া সেই মায়াবী কাসনুর ও তাহার পুত্র নব কালিফ মির্জ্জাকে বন্দী করিয়া কালিফের সন্মুখে আনয়ন করিল। সেই ভগ্ন অট্টালিকার যে গৃহে রাজকুমারী লুসা পেচকাবস্থায় বাস করিতেন, কালিফ সেই গৃহে পাপিষ্ঠ কুহকিকে বধ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর কালিফ মির্জ্জাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শক্রকুমার! তোমার কি অভিলাষ? তুমি মৃত্যু কিম্বা পশুর আকৃতি পাইতে ইচ্ছাকর?" মির্জ্জা করযোড় করিয়া বিনীত ভাবে যখন কহিল, "জাহপানা! আমার জীবনে সুখের সাধ ফুরায় নাই। আমি পশুজীবন পাইতে ইচ্ছা করি।" তখন কালিফ তাহাকে সারসরূপ ধারণকরাইয়া লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাজোদ্যানের বৃক্ষশাখায় ঝোলাইয়া রাখিলেন।

এই রূপে কালিফ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তহইয়া রাজকুমারীর সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। কালিফের বিশ্রামসময়ে উজীর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি কখন কখন হাস্য করিয়া কহিতেন, "কি সুন্দরি! তুমি কি এখন একটী টিকটিকির ল্যাজ কিম্বা ব্যাঙের ঠ্যাঙ্গ খাইবে?" কখন বা তিনি উজীরের সারসরূপ অনুকরণ করিয়া সেই প্রকার মস্তক অবনমন পূর্ব্বক সেই প্রকার কাতরস্বরে "মু—মু" ধ্বনি

করিতেন। অমনি উজীর হাস্য করিয়া কহিতেন, "জাঁহাপনা! আপনি রাজকুমারীর পেচকাবস্থায় তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহাকে বলিয়া দিব?"

সেলিমবরাকের গল্প সেশ হইলেপর, পাঁচজন বণিক তাঁহার গল্পের যথেষ্ঠ প্রশংসা করিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বণিক কহিলেন, "আমাদের অজ্ঞাতে দ্বিপ্রহরকাল অতিবাহিত হইয়াছে। এক্ষণে সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ বহিতে আরম্ভ হইয়াছে; পথপর্য্যটন করিতে কোন কষ্ট হইবেনা। এই কথা শুনিয়া রক্ষকগণ ভ্রমণকরিবার নিমিত্ত সজ্জিত হইল। আদেশ পাইয়া কিঙ্করগণ শিবিরসকল উত্তোলন করিল। উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্যসমূহ আরোপণ করিয়া বণিকগণ পূর্ব্বকার ন্যায় পথ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন।

দিবাপেক্ষা রাত্রিকালে মরুভূমির বালুকাকণার উত্তাপ অনেকাংশে ন্যূন; এই জন্য তাঁহারা সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয় হইলে, বালুকারাশির উত্তাপ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা বিশ্রামোপযুক্তস্থানে শিবিরসকল সন্নিবেশিত করিলেন। অতঃপর বণিকগণ বহুসমাদরে সেলিমবরাককে এক শিবিরমধ্যে লইয়া গেলেন। তৎপরে তাঁহারা সকলে একত্রে ভোজন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ ও ধূমপান করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ বণিক ধুমপান করিতে করিতে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বণিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আকম্মেদ! সেলিমবরাকের অনুগ্রহে গতদিবস আমরা সুখে অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে একটী উপন্যাস শ্রবণ করাও?" আকম্মেদ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ! সেলিমবরাকের অনুগ্রহে আমাদের পথক্লান্তি দূর হইতেছে। এক্ষণে আমার জীবনের এক অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ইতিপূর্ব্বে ইহা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই।"

ভৌতিক অর্ণবযান।

বালসোরা নগরে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই নগরে আমার পিতার একখানি সামান্য দোকান ছিল, উহার আয়ে স্বচ্ছন্দে আমাদের জীবিকাযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। এতদ্ভিন্ন আমার পিতার কিছু নগদ অর্থ ছিল; এবং পাছে ঐ ক্ষুদ্র সম্পত্তি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি অধিক লাভজনক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আমি তাঁহারই যত্নে ও স্নেহে বর্দ্ধিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার কর্য্যের সাহায্য করিতে লাগিলাম। আমার অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতা একটী বহুলাভজনক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। সেই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া চিন্তাধিক্যবশতঃ মানসিকপীড়ায় তিনি অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। খোদার মেহেরবানীতে শুভক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; কারণ তাঁহার মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পরেই সংবাদ আসিল যে, যে জলযানে পিতা বাণিজ্যদ্রব্যসমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সমুদ্রের অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছে। এই দুর্ঘটনা ও পিতার অকাল মৃত্যু আমার পরিণতযৌবনের মানসিক দৃঢ়তার কিছুমাত্র ভগ্ন করিতে পারিলনা। আমি পিতার দোকানের সমস্ত দ্রব্যাদি ও বসতবাটীখানি বিক্রয় করিলাম। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইলাম, তদ্দ্বারা বাণিজ্যযোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া অদৃষ্টপরীক্ষার্থ একাকী বিদেশযাত্রা করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। ইব্রাহিম নামে আমার এক বৃদ্ধ পরিচারক ছিল। সে বহুদিবস হইতে আমাদের সংসারে ছিল বলিয়া মায়াবশতঃ কিছুতেই আমার সঙ্গত্যাগ করিতে সম্মত হইল না; অগত্যা তাহাকেও সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলাম।

সেই সময়ে শুনিতে পাইলাম, একখানি বাণিজ্যতরী শীঘ্রই বালসোরা নগর হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে গমন করিবে। এই সংবাদ পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎ জাহাজাধ্যক্ষের নিকট গমন করিলাম ও যাইবার

সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়া আমার সমুদয় বাণিজ্যদ্রব্য জাহাজেতে পাঠাইয়া দিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আমি ইব্রাহিমকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিলাম। সুবায়ু বহিতে দেখিয়া নাবিকাধ্যক্ষ জাহাজ খুলিয়া দিলেন। একপক্ষকাল নিরাপদে অতিবাহিত হইলে পর, একদিবস নাবিকাধ্যক্ষ কহিলেন, "বায়ুর গতি ও সমুদ্রের লক্ষণ দেখিয়া বোধহইতেছে শীঘ্রই ঝড় উত্থিত হইবে।" নাবিকাধ্যক্ষ অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যাকুল হইলেন। বিশেষতঃ এই স্থানের সমুদ্রের বিষয় তিনি ভালরূপ জানিতেন না, ঝড় উঠিলে কি প্রকারে জাহাজ রক্ষা করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার ভয়ের প্রধান কারণ। জাহাজস্থ সমুদায় ব্যক্তি ভয়ে বিহ্বল হইল বটে, কিন্তু আমার ব্যাকুলতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; কারণ ইতিপূর্ব্বে আমি কখন জাহাজে আরোহণ করিনাই,——অকূল সমুদ্রের ভীষণ মূর্ত্তিও কখন দর্শন করিনাই। নাবিকাধ্যক্ষ জাহাজের পাইল সকল নামাইয়া ফেলিলেন; তখন আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিল। রাত্রি আসিল,—আকাশ পরিষ্কার,—চাঁদ উঠিল,—সুশীতল বায়ু মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল,—আমরাও সকলে ভাবিলাম, নাবিকাধ্যক্ষের অনুমান মিথ্যা। এমন সময়ে সহসা বিকট চিৎকার-ধ্বনিও ভয়ানক কোলাহল আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমি তাড়াতাড়ি আমার গৃহ হইতে জাহাজের উপর গমন করিয়া দেখিলাম, কোথা হইতে এক খানি জাহাজ আমাদের জাহাজের পার্শ্বে আসিয়াছে। ঐ প্রকার বিকট চিৎকারধ্বনি ঐ জাহাজ হইতে উত্থিত হইতেছিল। নাবিকাধ্যক্ষ আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভয়বিহ্বলস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "হায়! এইবার আমরা মারা পড়িলাম; মৃত্যু সন্নিকট!" আমি তাঁহার ভয়ের কোন কারণ বুঝিতে পারিলামনা। তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই দেখিলাম, সেই পার্শ্বস্থ জাহাজের উপর দলে দলে সশস্ত্র পুরুষ উঠিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন বিকটাকার ব্যক্তি চিৎকার করিয়া অপর একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছ? এই বারে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, ইহারা জলদস্যু। তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতেপারে এমন লোক আমাদের জাহাজে ছিলনা; সুতরাং তাহারা অনায়াসে আমাদের সমস্ত দ্রব্যলুণ্ঠন ও আমাদিগকে বধ করিবে, এইজন্য নাবিকাধ্যক্ষ এত ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা শীঘ্রই সে বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। সহসা ঝঞ্ঝাবাত্যালোড়িত হইয়া দস্যুদিগের জাহাজখানি বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন আমরা সজোরে দাঁড় বাহিয়া তাহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলাম। দুইঘণ্টাকালপরে ঝড়ের লক্ষণ সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল,—সমুদ্র স্থিরভাব ধারণ করিল,—বায়ুর গতি নিশ্চল হইল,—তখনও আকাশ পরিষ্কার,—তখনও গগনে নক্ষত্রমালাপরিবেষ্টিত হইয়া চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। অর্দ্ধঘণ্টাকালমধ্যে সমুদ্রের জল ভয়ানকরূপে স্ফীত হইতে লাগিল,—আকাশের কোনে একখণ্ড ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখাদিল। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘখণ্ড সমস্ত গগন পরিব্যাপ্ত করিল,—চাঁদ ডুবিযাগেল,—করকাসহিত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল,—বায়ুর বেগ বাড়িতে লাগিল,—ঝড় উঠিল। ঝড উঠিল, আমাদের অর্ণবতরীখানিও ঝটিকাভরে ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ তরঙ্গের উপর উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখন নাবিকাধ্যক্ষ স্বয়ং হাল ধরিয়া জাহাজকে স্থিরভাবে রাখিবার জন্য বিস্তর যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বৃথা হইল,—জলমগ্ন পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া আমাদের জাহাজের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়াগেল,—প্রবল বেগে জাহাজেতে জলরাশি প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সকলেই জীবনআশা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কোরান পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্রতরীসকল জাহাজ হইতে জলে ভাসাইয়া অনেকেই তাহাতে আরোহণ করিলেন। আমিও তাড়াতাড়ি ইব্রাহিমকে সঙ্গে লইয়া একখানি তরীতে আরোহণ করিলাম। অনতিবিলম্বেই আমাদের জাহাজখানি অনেকগুলি আরোহির সহিত ভীষণনাদে জলমগ্ন হইল। আমরা ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমাদের কষ্টের শেষ হয় নাই। ঝটিকা ক্রমে ক্রমে

বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, এক্ষণে আমাদের নৌকার হাল ও দাঁড় সকল অকৰ্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। আমি আমার বৃদ্ধ দাসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, "ইব্রাহিম! আমরা সৰ্ব্বদাই একত্রে থাকিব,—কখন পৃথক হইবনা।" অবশেষে রাত্রিপ্রভাত হইল,—প্রাতসূর্য্যের-কিরণ সমুদ্রজলে পতিত হইল। এমন সময়ে সহসা প্রবল বাতাসে আমি নৌকা হইতে জলে পতিত হইলাম। জলে পড়িবার সময় আমর অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল; আমি আহত হইয়া মূৰ্চ্ছিত হইলাম। আমার জ্ঞানসঞ্চার হইলে দেখিলাম,—আমার প্রভুভক্ত দাস আমাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে,—সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে,—ঝটিকা প্রশমিত হইয়াছে। আমি সমুদ্রের চতুৰ্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু আমাদের সঙ্গিগণের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। অৰ্দ্ধঘণ্টা পরে আমরা দেখিতে পাইলাম, অনতিদূরে একখানি জাহাজাভিমুখে আমাদের নৌকাখানি আপনি ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। ঐ জাহাজখানি দেখিয়া আমাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিলনা; আমরা উচ্চৈঃস্বরে আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইয়া আমি জাহাজখানিকে চিনিতে পারিলাম,—যে জাহাজ দেখিয়া আমাদের নাবিকাধ্যক্ষ ভয়ে কাতর হইয়াছিলেন,—এখানি বিগত রাত্রির সেই জলদস্যুদিগেরই জাহাজ। দূরহইতে জাহাজখানিকে দেখিয়া আমি মনে মনে কত আনন্দিত হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমার সে আনন্দ বিলুপ্ত হইল,—মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু উদ্ধারের অন্যকোন উপায় না দেখিতে পাইয়া ঐ জাহাজে আরোহণ করিতে আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম। আমি ভাবিলাম,—হয়ত এই জাহাজদ্বারা আমরা অপার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব; বোধহয় আল্লা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদের উদ্ধারের এই উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমরা প্রাণপণ যত্নে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নৌকাখানি জাহাজাভিমুখে চালাইতে লাগিলাম। পরিশেষে আমাদের নৌকা জাহাজের পার্শ্বে সংলগ্ন হইল। জাহাজের ঐ স্থান

হইতে একগাছি লম্বা রজ্জু ঝুলিতেছিল, আমি ঐ রজ্জু ধরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিলাম, কিন্তু আমার এই ইঙ্গিতে কেহই উত্তর দিলনা। পুনরায় উহাতে নাড়া দিলাম তথাপি কোন উত্তর পাইলাম না। অবশেষে আমি নৌকা হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম, "যে কেহ জাহাজে থাক আমার কথার উত্তর দাও?" কিন্তু আমার চিৎকারের প্রতিধ্বনি ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাইলামনা। আমি দড়ি-গাছটী ধরিয়া প্রথমে জাহাজের উপর উঠিলাম। কিন্তু কি ভয়ানক! অনুমান পঞ্চবিংশ কিম্বা ত্রিংশ জন তুরস্কদেশীয় পরিচ্ছদপরিহিত ব্যক্তির মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে এবং জাহাজের উপরি ভাগের সর্ব্বত্র রক্তে লোহিতবর্ণ হইয়াছে। জাহাজের প্রধান মাস্তুলে ঠেস দিয়া একব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! তাঁহার গাত্রে একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও হস্তে একখানি বৃহৎ তরবারী। তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন ও ভ্রুকুটিযুক্ত। একটী বৃহৎ লৌহকীলক তাঁহার কপালদেশ ভেদ করিয়া মাস্তুলের কাষ্ঠে প্রোথিত রহিয়াছে। আমি এই অভূতপূর্ব্ব লোমহর্ষণ ব্যাপার সংদর্শন করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। অল্পক্ষণপরেই আমার বৃদ্ধ দাস জাহাজের উপর উঠিল। সেও এই ভয়ানক মৃতদেহ সমূহ দর্শন করিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইল। কিছুক্ষণ এই ভাবে দণ্ডয়মান থাকিয়া আমরা উভয়ে মহম্মদের নাম গ্রহণ করিতে করিতে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলাম। প্রত্যেক পদবিক্ষেপে আমরা মনে করিতে লাগিলাম আরও কোন অভি-নব ও ভীতজনক ব্যাপার আমাদের নয়নপথে পতিত হইবে; কিন্তু এই ভীষণ দৃশ্য ব্যতিত আর কিছুই দেখিতে পাইলামনা,——সর্ব্বত্রই জনহীন,—নিস্তব্ধ, কেবল আমাদের পদশব্দ ও জলধির অবিশ্রান্ত গর্জ্জন সে স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। আমরা একটীও কথা কহিতে সাহস করিলাম না, বরং নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া চলিতে লাগিলাম। মনে অত্যন্ত ভয়ের উদ্রেক হইল, পাছে ইহাদের হত্যাকারীকেরা সহসা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকেও ইহাদের ন্যায় বধ করে, কিম্বা এই মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যদ্যপি কেহ অর্দ্ধচ্ছেদিত মস্তকোত্তলন করিয়া আমাদের প্রতি ভীষণ

কটাক্ষপাত করে। অবশেষে আমরা জাহাজের মধ্যে অবরোহণ করিবার সোপানসম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া আমরা নিস্তব্ধে পরস্পরের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম; আমাদের মধ্যে কাহারও কথা কহিতে সাহস হইল না।

প্রথমে ইব্রাহিম সাহস করিয়া কহিল, "মহাশয়! কি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড এখানে সঙ্ঘটিত হইয়াছে! কিন্তু যদ্যপি এই জাহাজের মধ্যে হত্যাকারকেরা অবস্থিতি করে তাহা হইলে আমরা একবারে গেলাম। অদৃষ্টে যাহাই থাক, আসুন নিম্নে অবরোহণ করি; এ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে কি হইবে?" আমি তাহার কথায় অনুমোদন করিলাম ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সোপান দিয়া নিম্নে অবরোহণ করিলাম। নিম্নেকার গৃহগুলি জনমানবশূন্য,—নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র আমাদের পদশব্দ শুনা যাইতেছিল। আমি একটী গৃহের রুদ্ধদ্বারে কিছুক্ষণ কান পাতিয়া রহিলাম, কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলাম না। অবশেষে আমি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ গৃহের সর্ব্বত্র বস্ত্র, অস্ত্র প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্যসমূহ বিশৃঙ্খলভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। আমরা এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করিতে লাগিলাম এবং প্রত্যেক গৃহেই দেখিতে পাইলাম,—সাটিন, মুক্তা, চিনি এবং অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যসমূহ স্তূপাকারে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তখন আমি অনুমান করিলাম যে, ইহারা বিদ্রোহী হইয়া আপনাদের অধ্যক্ষকে হত্যা করিয়াছে, তৎপরে আপনারা পরস্পরে নিহত হইয়াছে। সেযাহাহউক ঐ সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম; কারণ তথায় উহার অধিকারী কেহই ছিলনা, সুতরাং আমিই উহার অধিকারী। ইব্রাহিমকে আমি এই বিষয় জানাইলাম; কিন্তু সে ইহাতে প্রফুল্ল না হইয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমাদের এক্ষণে জীবন সংশয়! আপনি ধন লইয়া কি করিবেন? আমরা স্থল হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি, অধিক লোকের সাহায্য না পাইলে আমরা এই জাহাজকে একপদ চালাইতে পারিব না।"

ঐ জাহাজে আমরা এত ভক্ষ্যদ্রব্য ও সুরা দেখিতে পাইলাম যে

তদ্দ্বারা একশত ব্যক্তি অনায়াসে চারিবৎসর আহার করিতে পারে। আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল, আমরা তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ সুরা ও খাদ্য ইচ্ছামত ভোজন করিলাম। ভোজনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা পুনরায় জাহাজের উপর গমন করিলাম। উপরে আসিয়া পুনরায় ভয়ে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইল; আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, এই মৃতদেহগুলিকে জাহাজহইতে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া এই ভীষণ দৃশ্য হইতে মুক্ত হই। কিন্তু কি ভয়ানক! আমরা একটী শবকেও তাহার অবস্থিত স্থান হইতে নড়াইতে পারিলামনা। তাহারা জাহাজের মেজেতে এরূপ দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট ছিল যে, তাহাদিগকে নড়াইতে গেলে উপরকার কাষ্ঠখণ্ডসহিত নড়াইতে হয় এবং নিকটে এমন কোন যন্ত্রও ছিলনা যে তদ্দ্বারা এই কার্য্য সমাধা করিতে পারি। বন্ধুগণ! অনুভব করুন, সে সময়ে আমাদের মনে কি প্রকার ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। মাস্তুল হইতে পোতাধ্যক্ষকে নড়াইতে বিশেষ চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল, আমরা তাহাকে কিছুতেই নড়াইতে পারিলামনা; এমন কি তাঁহার সেই দৃঢ মুষ্টিবদ্ধ হস্ত হইতে তরবারিখানি অবধিও কাড়িয়া লইতে পারিলামনা। দিবাভাগ এইরূপ দুর্ভাবনায় অতিবাহিত হইল। রজনী উপস্থিত হইল; আমি তখন ইব্রাহিমকে নিদ্রা যাইতে অনুমতি করিলাম। আমি জাগিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে গগনে চন্দ্র উদিত হইল; আমি আকাশের নক্ষত্র দেখিয়া রাত্রি এগারিটা অনুভব করিলাম। এমন সময়ে সহসা আমি তন্দ্রাভিভুত হইয়া পার্শ্বস্থ একটী পিপার উপর ঢলিয়া পড়িলাম। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, আমি তন্দ্রাভিভূত হইনাই,—মোহদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছি; কারণ তখন-ও পর্য্যন্ত আমি শুনিতে পাইতে ছিলাম যে, সমুদ্রের তরঙ্গমালা আমা-দের জাহাজের পার্শ্বদেশে প্রতিহত হইতেছে, ও জাহাজের পাইল সকল বায়ু ভরে উড্ডিয়মান হইয়া পট্ পট্ শব্দ করিতেছে। ইহার কিছুক্ষণ পরেই আমি জাহাজের উপর মনুষ্যের পদধ্বনি ও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আমি সেই স্থান হইতে উঠিবার অনেক চেষ্টা করিলাম,

কিন্তু কে যেন আমাকে ধরিয়া রাখিল; এমনকি আমার নিমীলিত নয়ন উন্মীলিত করিতে পারিলামনা। ক্রমে ক্রমে সেই শব্দ সকল আমার কর্ণকুহরে সুস্পষ্টরূপে প্রবেশ করিতে লাগিল, আমার বোধ হইল যেন একদল লোক জাহাজের উপরিভাগে ইতস্ততঃ দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক ব্যক্তি যেন গম্ভীরস্বরে চিৎকার করিয়া পাইলের রজ্জু সমূহ সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম; এবং নিদ্রিতাবস্থায় আমার বোধ হইল, যেন আমি অস্ত্রের ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ শুনিতে পাইতেছি। পরদিন সূর্য্যোদয় হইবার দুইঘণ্টা কাল পরে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বোধহইল যেন আমার মস্তিষ্কে কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; আমি উদাস নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, সকল দ্রব্যই পূর্ব্বেকার ন্যায় সমভাবে রহিয়াছে। আমার মনে তখন ঝড়, আমাদের জাহাজ, মৃত দেহ সমূহ ও বিগত রাত্রের ঘটনা স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধহইল। আমি আমার স্বপ্নের কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া হাস্য করিলাম ও ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম, ইব্রাহিম বিমর্ষভাবে আমার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। আমি তাহার দিকে চাহিবা মাত্র সে ভয়বিহ্বল স্বরে কহিল, "ধর্ম্মাবতার' আমি সমুদ্র জলে বরং ডুবিয়া মরিব তথাপি আর এক রাত্রি এই জাহাজে অতিবাহিত করিবনা।"

আমি তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার! কিছুক্ষণ নিদ্রার পর আমি জাগিয়া উঠিলাম; তৎপরে শুনিতে পাইলাম, কে যেন জাহাজের উপর পদাঘাত করিতেছে। প্রথমে আমি মনে করিলাম, আপনি বেড়াইতেছেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার সে ভ্রমদূর হইল, আমি এককালীন বিশ ত্রিশ জন ব্যক্তির পদশব্দ ও বিকট চিৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম; অত্যাল্পক্ষণ পরেই আর্দার সোপানে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। এইসময়ে আমি মোহাভিভূত হইলাম,--আর কিছুই শুনিতে পাইলমানা। মোহ অপনীত হইলে দেখিলাম, দুই জন ব্যক্তি নিকটের এই টেবিলের উপর বসিয়া আহার করিতেছে।

অতঃপর আমার বোধ হইল, কে যেন আসিয়া আমার চক্ষু টিপিয়া ধরিল,—আমি সংজ্ঞাশূন্য হইলাম। তৎপরে যে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাঁহা আমি কিছুই বলিতে পারিনা।”

বন্ধুগণ! আমার মনের অবস্থা তখন যে কি প্রকার হইযাছিল, বোধ-হয় তাহা আপনারা সহজেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। তখন আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কখন স্বপ্ন নহে,—নিশ্চয়ই প্রকৃত ঘটনা।

আমি আমার বৃদ্ধ দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইব্রাহিম' কি উপায়ে এক্ষণে আমাদের জীবনরক্ষা করা যাইতে পারে?”

ইব্রাহিম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, “ধর্ম্মাবতার! আমার এক্ষণে একটী কবিতা স্মরণ হইযাছে; ভৌতিক মোহ দূর করিবার জন্য বাল্যকালে পিতামহ আমাকে কোরান হইতে ঐ কবিতাটী শিক্ষা-দিয়াছিলেন। আল্লার নামের সহিত ঐ কবিতাটী পাঠকরিলে বোধ হয় আমাদের রক্ষাকার্য্য সমাধা হইতে পারে।”

আমি তাহার বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম; এবং এই রহস্য-ভেদ করিয়া আমার কৌতুহল উপশম করিবার জন্য রজনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমরা যে গৃহে অবস্থিতি করিতে-ছিলাম, সেই গৃহের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। আত্মরক্ষার্থ আমরা উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলাম, এবং এই অলৌকিক ব্যাপার সুস্পষ্টরূপে দেখিবার জন্য ঐ দ্বারে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিলাম। ইব্রাহিম তখন গৃহের চতুস্পার্শ্বে মহম্মদের নাম লিখিয়া রাখিল। এইরূপে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া আমরা প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া রহিলাম।

রাত্রি এগার ঘটিকার সময় সেই প্রকার প্রগাঢ় নিদ্রাবেশে আমার শরীর অবসন্নপ্রায় হইবার উপক্রম হইল। ইব্রাহিম সেই সময়ে আমাকে কোরান পাঠ করিতে কহিল। আমি তাহার বাক্যানু-সারে কোরান পাঠ করিবামাত্র এককালীন দেহের সমুদায় জড়তা বিনষ্ট হইল। সহসা সমস্ত মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল:—জাহাজের

পাইলের রজ্জুসকল নড়িতে লাগিল,--জাহাজের উপরে পদধ্বনি ও কতিপয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। উদ্বিগ্নচিত্তে কিছুক্ষণ আমরা বসিয়া রহিলাম; সেই সময়ে শুনিতে পাইলাম,—একজন ব্যক্তি সোপানদিয়া নিম্নে অবরোহণ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমার রজ্জদাস তাহার পিতামহদত্ত সেই কবিতাটী অমুচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল:—

" নিবস অনিলমাঝে, দেবযোনিগণ!
কিম্বা পয়োনিধিগর্ভে কর বিচরণ;
হউক সমাধিক্ষেত্র শয়ন আবাস,
এস বা অনল হতে আমার সকাশ।
আল্লারে স্মরণে রাখ, যিনি সর্ব্বেশ্বর,
যাঁর বাক্য মান্য করে পিশাচ নিকর।"

আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, সেই সময়ে ঐ কবিতাটীতে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় নাই; তথাপি ইব্রাহিমের অনুরোধে উহা আমি আবৃত্তি করিলাম। কিয়ৎক্ষণপরেই আমাদের পার্শ্বস্থ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল; অমনি ভয়ে আমার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। আমরা যে ব্যক্তিকে প্রধান মাস্তুলের গায়ে লৌহকীলকদ্বারা আবদ্ধ দেখিয়া ছিলাম, সেই দীর্ঘাকার বহুমূল্য পরিচ্ছদাবৃত ব্যক্তি পার্শ্বস্থগৃহে প্রবেশ করিল; তখনও পর্য্যন্ত তাহার কপালে লৌহকীলকটী প্রোথিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহার দীর্ঘতরবারীখানি কোষাবদ্ধ। তাহার বদন মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, শ্মশ্রুগুচ্ছ দীর্ঘ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং নয়নতারা উজ্জ্বল ও ঘূর্ণায়মান। তাহার এইরূপ পরিচ্ছদ ও দেহাকৃতি দেখিয়া আমার স্পষ্ট বোধ হইল যে, এই ব্যক্তি এই জাহাজের অধ্যক্ষ। পোতাধ্যক্ষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া টেবিলের উপর উপবেশন করিল। কিছুক্ষণ পরেই অপর একজন ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পোতাধ্যক্ষের পার্শ্বে উপবেশন করিল, এ ব্যক্তিকেও তাহার পার্শ্বে অর্দ্ধচ্ছেদিত মস্তকে পতিত দেখিয়াছিলাম। এ ব্যক্তির পরিচ্ছদ যদিও পোতাধ্যক্ষের ন্যায় বহুমূল্য নয়, তথাপি পারিপাট্য বিষয়ে তাহা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। তাহারা দুইজনে সহসা সে স্থান হইতে উঠিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল; আমরা স্থির দৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহারা একবার আমাদের গৃহদ্বারের সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়াগেল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ ক্ষুদ্র দ্বারটী উন্মুক্ত করিলনা। কিয়ংক্ষণপরে তাহারা কিছু খাদ্য ও একপাত্র সুরা লইয়া পুনরায় টেবিলের উপর উপবেশন করিল, এবং আহার করিতে করিতে অত্যন্ত কর্কশ স্বরে কি এক প্রকার ভাষায় পরস্পরে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পোতাধ্যক্ষ রাগান্বিত হইয়া অধিকতর কর্কশ অথচ উচ্চস্বরে কথা কহিতে কহিতে সজোরে টেবিলের উপর এক মুষ্টাঘাত করিল। সেই মুষ্টাঘাতে সমস্ত গৃহ কাঁপিতে লাগিল,—তৎসঙ্গে আমাদের হৃদয়ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তখন অপর ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বিকটস্বরে হাস্য করিতে লাগিল, এবং পোতাধ্যক্ষকে তাহার পশ্চাদানুবর্ত্তী হইতে ইঙ্গিত করিয়া সেইগৃহ হইতে প্রস্থান করিল। পোতাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিয়া দ্রুতপদে গৃহ পরিত্যাগ করিল।

যদিও আমরা সজোরে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, তথাপি একেবারে আমাদের ভয়দূর হইল না, কারণ তৎপরক্ষণেই আবার জাহাজের উপর চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, এবং এক ব্যক্তির অত্যুচ্চ বিকটস্বর সেই ভীষণ কোলাহল ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সেই ব্যক্তি বিকটনাদে অপর এক জন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুমি কি তাহকে দেখিতে পাইয়াছ? এইবারে আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে।" আমরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, এ স্বর অন্য কাহারও নয়,—পোতাধ্যক্ষের।

বন্ধুগণ! বোধহয় আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ঐ কথাগুলি পূর্ব্বে আমরা এই জাহাজের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় একবার শ্রবণ করিয়াছিলাম। সে যাহাহউক জাহাজের উপর সেই ভীষণ কোলাহল ক্রমে ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাদের সেই বিকট চীৎকারনাদে, সেই ভীষণ অট্টহাস্য ও অস্ত্ররাশির ঝনঝনা শব্দে আমাদের কর্ণ বধির হইয়া গেল। তাহাদের পদাঘাতে ও হুড়াহুড়িতে জাহাজখানি অতিশয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমরা প্রতিমুহূর্ত্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম, বুঝি এইবার জাহাজখানি জলমগ্ন হইল। আমরা আল্লার নামের সহিত সেই কবিতাটী অনুচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। প্রায় দুইঘণ্টাকাল পরে ঐ কোলাহল নিবৃত্ত হইল। আমরা সে রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে জাহাজের উপর গমন করিয়া দেখিলাম যে, সমস্ত দ্রব্যই পূর্ব্বকার ন্যায় সমভাবে রহিয়াছে,—একটীও মৃতদেহ স্বীয় অবস্থিত স্থান পরিবর্ত্তন করেনাই।

এইরূপে ঐ জাহাজে আমরা অনেক দিন অতিবাহিত করিলাম; কিন্তু তথাপি উদ্ধারের কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে এক দিবস আমি ইব্রাহিমকে বলিলাম, "ইব্রাহিম! আইস, আমরা পাইল সকল বন্ধন করিয়া জাহাজখানিকে চালাইবার চেষ্টা করি।" ইব্রাহিম আমার বাক্যে স্বীকৃত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা জাহাজে পাইল সকল বাঁধিয়া দিলাম, এবং স্বয়ং হাল ধরিয়া জাহাজখানিকে ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে চালাইতে লাগিলাম; কারণ আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে, পূর্ব্বদিকে চালাইলে আমরা শীঘ্রই স্থল প্রাপ্ত হইব। এইরূপে আমরা অনেক মাইল বাহিয়া গেলাম। রাত্রি আসিল; আমরা সেই ক্ষুদ্রগৃহে দ্বারুদ্ধ করিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু হায়! কি দুর্ভাগ্য! আমাদের সকল শ্রম বিফল হইল! পরদিন প্রাতঃকালে আমরা দেখিলাম, যে স্থান হইতে আমরা জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম,—উহা সেই স্থানেই রহিয়াছে,—এক পদও অগ্রসর হয় নাই। দেখিলাম,—আমাদের মস্তকোপরি সূর্য্য অপরিবর্ত্তনীয়রূপে সেই

একই স্থান হইতে উদিত হইতেছে। এই ভৌতিক ক্রিয়ার প্রতিবিধানের নিমিত্ত আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাহাজের পাইল সকল নামাইয়া রাখিলাম। যে উপায়াবলম্বনে আমরা এতদিন আমাদের জীবন রক্ষাকরিয়া আসিলাম, এক্ষণেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম ঃ—আমরা কতকগুলি কাগজখণ্ডে সেই কবিতাটীসহ মহম্মদের শ্রদ্ধেয় নাম লিখিলাম, এবং ঐ রক্ষাকবচস্বরূপ কাগজখণ্ডগুলি জাহাজের পাইলে বন্ধন করিয়া দিলাম। সেই রাত্রিতে ঐ প্রেতাত্মাগণের বিকট চীৎকারধ্বনি ভয়ানকরূপে বর্দ্ধিত হইল, আমরাও অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় ও দুর্ভাবনায় সে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু কি আনন্দের বিষয়! পরদিন প্রাতঃকালে আমরা দেখিলাম,———গত দিবস সন্ধ্যাকালে আমরা পাইলসকলকে যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেই ভাবেই রহিয়াছে। সেই দিন হইতে আমরা দিবসে জাহাজকে চালাইয়া সন্ধ্যাকালে পাইলসকল নামাইয়া রাখিতে লাগিলাম। এইরূপে পাঁচদিনের মধ্যে আমরা জলপথের বহুদূরে বাহিয়া গেলাম।

ষষ্ঠদিন প্রাতঃকালে আমরা দূরস্থিত তীরভূমি দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, এবং আমাদের এই বিস্ময়কর জীবনরক্ষার নিমিত্ত আল্লার অতুল গুণগরিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। সেই দিবস আমরা প্রাণপণ যত্নে দ্বিগুণ বলসহকারে জাহাজখানিকে তীরাভিমুখে চালাইতে লাগিলাম। সপ্তমদিবসে অনতিদূরে আমরা একটী নগর দেখিতে পাইয়া সেই স্থানে জাহাজখানিকে নোঙ্গর করিলাম, এবং জাহাজের উপরস্থিত একখানি ক্ষুদ্র তরী জলে ভাসাইয়া সজোরে বাহিয়া চলিলাম। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে আমাদের ঐ ক্ষুদ্র তরীখানি একটী নদীমধ্যে প্রবেশ করিল! আমরা ক্ষুদ্রস্রোতমুখে পতিত হইয়া শীঘ্রই তটে অবতরণ করিলাম। নদীর তীর হইতে পদব্রজে গমন করিতে করিতে আমরা এক ব্যক্তিকে ঐ নগরের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ব্যক্তি উত্তর করিল, “ইহা একটী ভারতবর্ষীয় নগর।” আমরা একটী পান্থশালায় আহারাদি সমাপন করিলাম, এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পান্থশালাধ্যক্ষকে একজন বিজ্ঞ ভৌতিক ওঝার অনুসন্ধান লইতে বলিলাম। বেলা অপরাহ্নে

পান্থশালাধ্যক্ষ আমাদিগকে একটী জনশূন্যপথ দিয়া একখানি সামান্য পর্ণকুটীরের সম্মুখে লইয়া গেলেন, এবং "এই ওঝার মুলীর বাটী" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

আমরা ঐ কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন কৃষ্ণকায় খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তি ঐ কুটীরের অলিন্দের উপর বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহার শ্মশ্রুগুচ্ছ শ্বেতবর্ণ, নাসিকা বৃহৎ, এবং পরিধানে একখানি শুভ্র বসন। তিনি আমাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রয়োজনে আপনারা এখানে আসিয়াছেন?" আমি কহিলাম, "মুলীর সঙ্গে আমরা একবার সাক্ষাৎ করিব।" তিনি কহিলেন, "আমারই নাম মুলী।" আমি জাহাজের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এক্ষণে ঐ সমস্ত মৃতদেহ লইয়া কি করিব? অধিকন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে উহারা পরিত্রাণ পাইতে পারে?"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মুলী কহিলেন, "ঐ জাহাজস্থ ব্যক্তিগণের দ্বারা সমুদ্রের উপর কোন ভয়ানক পাপকার্য্য সঙ্ঘটিত হওয়াতে তাহারা ঐ প্রকার ভৌতিকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্যপি তাহাদিগকে কোন প্রকারে সমুদ্রতটে আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে তাহারা ঐরূপ অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।" তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম; কারণ তাহাদিগকে সমুদ্রতটে আনয়ন করিতে হইলে জাহাজের কাষ্ঠসমেত কাটিয়া লইয়া আসিতে হয়; অপিচ ঐ দুরূহকার্য্যে অধিক লোকের বল আবশ্যক করে। আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, ঐ জাহাজ ও উহার দ্রব্য সামগ্রীর আমিই ন্যায়ানুগত অধিকারী; তন্মধ্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ মুলীকে দিলে বোধহয়, তাঁহার দ্বারা ঐ কার্য্য সমাধা হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি মুলীকে কহিলাম, "মহাশয়! আপনি লোক নিযুক্ত করিয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করুন। আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিব।" মুলী আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে এই কার্য্য অতি সংগোপনে করিতে হইবে; কারণ

ঐ সংবাদ এখানকার রাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি আমাদিগকে এই হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক বিবেচনা করিয়া কারাগারে অবরুদ্ধ করিবেন; অর্থচ এই সমস্ত ধনসম্পত্তি রাজভাণ্ডারে নীত হইবে।” আমি তাঁহার এইরূপ সতর্কতাবাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লগিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় নিরূপিত হইল। আমরা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পান্থশালায় প্রত্যাগমন করিলাম।

পরদিন রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মুলীর কুটীরে গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মুলী তাহার পাঁচজন বলিষ্ঠ ভৃত্যের সমভিব্যাহারে অলিন্দের উপর উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতেছেন। অনতিবিলম্বে মুলী সজ্জিত হইলেন, এবং প্রত্যেক ভৃত্যের হস্তে এক একখানি করাত ও এক এক খানি কুঠার দিয়া আমাদেব সহিত কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। আমরা প্রেতগণের বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে নদীতটাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে মুলী আমাদের বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কহিলেন, “আপনারা যদ্যপি জাহাজের পাইলে ও গৃহে কোরানের ঐ কবিতাটীসহ আল্লার নাম লিখিয়া না রাখিতেন, তাহাহইলে কিছুতেই জীবনরক্ষা করিতে পারিতেন না।

অনতিবিলম্বে আমরা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদের সেই ক্ষুদ্র তরণীখানি সেই প্রকারে নদীতটস্থ বৃক্ষে বাঁধা রহিয়াছে। আমরা ঐ তরী আবোহণে শীঘ্রই জাহাজে উপস্থিত হইলাম। প্রায় একঘণ্টাকাল ক্রমাগত পরিশ্রম করিবার পর আমরা চারিটী মৃতদেহকে জাহাজ হইতে উত্তোলন করিয়া ক্ষুদ্রতরীতে স্থাপন করিলাম। তখন মুলী তাঁহার দুইজন ভৃত্যকে ঐ মৃতদেহ চতুষ্টয়কে সমুদ্রের উপকূলে লইয়া গিয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিক করিতে অনুমতি করিলেন। তাহারা উপকূল হইতে প্রত্যাগত হইয়া কহিল, “এই মৃতদেহের জন্য আমাদিগকে আর মৃত্তিকা খনন কারতে হইলনা; সমুদ্রতটে লইয়া যাবার মাত্র তাহারা ভস্মাকারে পরিণত হইয়া গেল।

আমরা ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পোতাধ্যক্ষভিন্ন সমস্ত মৃতদেহকে স্থলাভিমুখে প্রেরণ করিলাম; পোতাধ্যক্ষের কপাল হইতে সেই লৌহশলাকাটী উত্তোলন করিবার জন্য প্রাণপণ যত্নে আমরা পরিশ্রম করিতে লাগিলাম,—কিন্তু আমাদের সকল শ্রমই বিফল হইল,—তাঁহাকে আমরা সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি নড়াইতে পারিলামনা। অবশেষে আমি কর্ত্তব্যনিরূপণে অসমর্থ হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম; এমন সময়ে মুলী তাঁহার একজন ভৃত্যকে শীঘ্র সমুদ্রতীর হইতে একঝুড়ি মৃত্তিকা আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন; ভৃত্য অনতিবিলম্বে সেই কার্য্য সমাধা করিল। তখন মুলী কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পোতাধ্যক্ষের মস্তকে সেই মৃত্তিকা মাখাইয়া দিলেন। পোতাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, এবং তাঁহার কপাল হইতে অজস্র শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। আমরা এক্ষণে বিনাকষ্টে পেরেকটী তাঁহার কপাল হইতে উত্তোলন করিলাম; অমনি তিনি একজন ভৃত্যের ক্রোড়ে পতিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে পোতাধ্যক্ষ অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমাকে এখানে কে আনয়ন করিল?" মুলী আমাকে দেখাইয়া দিলেন, আমি তাঁহার সম্মুখে গমন করিলাম। তিনি তাঁহার বাহু ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "হে অপরিচিত হিতৈষী বন্ধু! জগদীশ্বর অপনাকে সুখে রাখুন! আপনিই এই দুর্ব্বিষহ নরকযন্ত্রণা হইতে আমাকে মুক্ত করিলেন। অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়া আমি দ্বাদশ বৎসর এই ভীষণ যাতনা উপভোগ করিতেছিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমার মস্তক মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে; সন্ন্যাসী আমাকে ক্ষমা করিলেন।" আমি তাঁহাকে এই ভীষণ শাস্তি পাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেনঃ—

"প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি আলজিয়ার্স নগরের একজন ধনশালী ব্যক্তি বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলাম। অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াও আমার ধনপিপাসা নিবৃত্ত হইলনা,—আমি অধিক

ধনলাভের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। এই আত্যন্তিক ধন-লালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলাম। আমি অচিরকালমধ্যে একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত অপরাপর জাহাজ দেখিতে পাইলে তাহার সমুদায় ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিলাম। এইরূপে দুইবৎসরকাল অতিবাহিত হইলে একদিন অ্যান্টি নগর হইতে এক সন্ন্যাসী বিনা খরচায় জলপর্য্যটন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়া আমার জাহাজে আরোহণ করিলেন। আমার এবং আমার জাহাজস্থ সমুদায় ব্যক্তির হৃদয় নিষ্ঠুর কার্য্যে পাষাণবৎ কঠিন হইয়াগিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলাম; কিন্তু উহাতে তিনি কিঞ্চিৎমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে আমি একদিন সুরাপানে মত্ত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে মনে মনে বিবেচনা করিলাম, অদ্য যে রূপে হউক সন্ন্যাসিকে কুপিত করিয়া কৌতুক দেখিব; কিন্তু বিদ্রূপ ও কটুবাক্যপ্রয়োগে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে না পারিয়া আমি তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুগুচ্ছ হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন সেই সন্ন্যাসী তাঁহার জটাজালমণ্ডিত মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক আমাদের প্রতি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় নয়নযুগলের তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের এই নিচবৃত্তি অবলম্বনের জন্য ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। একেত আমি স্বভাবতঃ রাগী, তাহাতে আবার সুরাপানে আমার মত্ততা জন্মিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার ভৎর্সনাবাক্য সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার দীর্ঘ জটাজাল হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কহিলাম,—'নিমকহারাম! তুইত সামান্য ফকীর? তুরস্কের সুলতান আমাকে এরূপ ভৎর্সনা করিলে আমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেননা।' এই কথা বলিয়া আমার হস্তস্থিত সুশাণিত তরবারিখানি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়াদিলাম। তখন মুমূর্ষু সন্ন্যাসী আমাদিগকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, "পিশাচ! যতদিন তুমি ও তোমার সহচরগণ মৃত্তিকা স্পর্শ না করিবে, ততদিন তোমরা

একপ্রকার পৈশাচিক অবস্থায় অসহ্য যাতনা ভোগ করিবে।” কিয়ৎক্ষণ পরেই সন্ন্যাসী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,——আমার উষ্ণ শোণিত শীতল হইল। আমরা তাঁহার অভিসম্পাতে হাস্য করিয়া তাঁহার মৃতদেহ সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিলাম। সেই রাত্রিতেই দৈববিড়ম্বনায় আমার দলস্থ কতিপয় ব্যক্তি সামান্য কারণে বিদ্রোহী হইল; আমি তাহাদিগকে শান্ত করিয়া আমার গৃহে আহার করিতে আসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার সহকারী আসিয়া আহার করিতে করিতে কহিল যে, কতিপয় ব্যক্তি আমাকে বধ করিবার পরামর্শ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; আমি টেবিলের উপর সজোরে এক মুষ্টাঘাত করিয়া কহিলাম,—‘তাহারা কোথায়?’ আমার সহকারী তখন বিকটস্বরে হাস্য করিয়া আমাকে তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে ইঙ্গিত করিল। কোষোন্মুক্ত তরবারী হস্তে জাহাজের উপর গমন করিয়া তাহাদের মধ্যে দুই এক জনকে বিনাবাক্যব্যয়ে বধ করিলাম, ইহাতে অনেকেই আমর বিপক্ষতাচরণ করিতে উদ্যত হইল। আমি চক্রান্তকারিদের অধিনেতাকে ধরিয়া আনিতে আমার সহকারিকে আদেশ করিলাম; কিন্তু সহকারী সে স্থানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া আমার আজ্ঞা পালনার্থ জাহাজের ভিতর গমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সহকারী ফিরিয়া আসিল; আমি তখন তাহাকে ষড়যন্ত্রকারির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। সহকারী তৎক্ষণাৎ তাহার ছিন্নমস্তক আমার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিল। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আমার অনুগত সহচরগণ হত হইল। তখন বিদ্রোহিরা জাহাজের প্রধান মাস্তুলেতে আমাকে বাঁধিয়া কপালে পেরেক মারিয়াদিল। কিছুক্ষণ পরেই আবার তাহারা পরস্পরে কলহ করিয়া আপনাপনি হত হইল। প্রায় দুই ঘণ্টাকালমধ্যে আমার জাহাজ মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইল,—সন্ন্যাসির অভিশাপবাক্য ফলিল। আমার কপাল হইতে অজস্র শোণিতস্রাব হইতে লাগিল,—নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল,—শ্বাসরুদ্ধ হইল,——আমি মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম; কিন্তু মৃত্যু আসিলনা—

ভীষণ নরক যন্ত্রণার নিমিত্ত আমার মৃত্যু আসিলনা; আমি একপ্রকার মোহদ্বারা অভিভূত হইলাম।

পরদিবস অচেতনাবস্থায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার জ্ঞানসঞ্চারের সহিত যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রিকালে যে সময়ে আমরা সন্ন্যাসিকে হত করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, ঠিক সেইসময়ে সহচরগণ সহিত, আমি জীবিত হইলাম। আমাদের মৃতদেহে পুনরায় জীবনসঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সেই ভীষণ রাত্রে যে কার্য্য করিয়াছিলাম,——যে কথা বলিয়াছিলাম,——অবিকল তাহাই করিতে লাগিলাম,—তাহাই বলিতে লাগিলাম,—কিছুরই অন্যথা হইল না। এইরূপে না বাঁচিয়া না মরিয়া দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করিতে করিতে দ্বাদশ বৎসর জলপথে পর্য্যটন করিতেছি। আমাদের জাহাজ ঝটিকাবলে তাড়িত হইয়া সহসা কোন জলমগ্ন নগশিখরে আহত হইলে আমরা জলধির শান্তিময় গর্ভে সুখে বিশ্রামলাভ করিতে পারিব, এই আশায় প্রত্যেক ঝটিকাময়ী রজনীতে আহ্লাদে উন্মত্ত হইতাম, কিন্তু ঝটিকার সাধ্য কি যে, সেই তপোবল সম্পন্ন তেজস্বী সন্ন্যাসির বাক্য অবহেলা করে? সুতরাং আমাদের মনের আশা মনেই লয় পাইত। এক্ষণে সন্ন্যাসির অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইয়াছি, সুখে মরিতে পারিব। হে অপরিচিত সুহৃদ! আর একবার আল্লার নিকট আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। যদ্যপি আপনার নিকট ধনের গৌরব থাকে, তাহাহইলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমার এই জাহাজ ও সমস্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণ করুন!”

এই কথা বলিয়া পোতাধ্যক্ষ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, এবং সঙ্গিগণের ন্যায় তাঁহার মৃত দেহ ভস্মাকারে পরিণত হইল। আমি সেই সমস্ত ভস্মরাশি একটী ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যে একত্রিত করিয়া সমুদ্রতটে প্রোথিত করিলাম। অতঃপর নগর হইতে শিল্পকার আনাইয়া আমার জাহাজের সমুদায় ভগ্নাংশ সংস্কার করাইলাম। সেই নগরে জাহাজের সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী যথেষ্ট লাভে বিক্রীত হইল, আমি বেতন দিয়া নাবিক নিযুক্ত করিলাম। অতঃপর নুলীকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ

পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমি বক্রপন্থা অবলম্বন করিয়া নানা দেশ, গ্রাম, নগর, দ্বীপ, উপদ্বীপ দর্শন করিতে করিতে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিলাম। খোদার মেহের বানিতে আমার যথেষ্ট লাভ হইল। একবৎসর পরে মৃত পোতাধ্যক্ষপ্রদত্ত অর্থের চতুর্গুণ লইয়া আমি বালসোরা নগরে উপস্থিত হইলাম। আমার সমুদায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশিবর্গ আমাকে এইরূপ অতুল বিভব লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং আমার এই সুপ্রসন্ন অদৃষ্টের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অচিরকালমধ্যে বালসোরা নগরে জনরব উঠিল যে, প্রসিদ্ধ নাবিক সিন্ধুবাদের ন্যায় আমি হীরকের পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস অপনয়ন করিলাম না; ইহাতে বালসোরা নগরের অধিকাংশ যুবক আমার এই দৃষ্টান্তে প্রলোভিত হইয়া আপন আপন অদৃষ্ট প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দেশ পর্য্যটন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন।

তদবধি আমি বালসোরা নগরে পরম সুখে নিরাপদে বাস করিতেছি। আমি পাঁচ বৎসরান্তর মক্কা নগরে গমন করিয়া সেই পোতাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহচরগণের মঙ্গলের জন্য মহম্মদের আরাধনা করিয়া থাকি।

সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া বণিকগণ পথপর্য্যটনের নিমিত্ত শিবির সকল উত্তোলন করিলেন। পূর্ব্বকার ন্যায় সমস্ত রাত্রি পর্য্যটন করিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় শিবির সকল সন্নিবেশিত করিলেন। আহারাদি সমাপন হইলে পর সেলিমবরাক সর্ব্বকনিষ্ঠ বণিক মুলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমরা জানি, আপনি আমাদের অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ, আপনাকে সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্ত দেখি, এক্ষণে একটী মনোহর উপন্যাস শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে পরিতুষ্ট করুন।"

মুলী উত্তর করিলেন, "মহাশয়! গল্পে আপনার মনোরঞ্জন

করিয়া আপনি সুখী হইতে পারিতাম; কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে আমাকে সে সুখে বঞ্চিত হইতে হইল। বয়োজ্যেষ্ঠ সহচরগণ থাকিতে আমি বক্তার আসন গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করি। প্রিয় বন্ধু জেলিউকস্ সর্ব্বদাই আমাদের সহিত বিষণ্ণ চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন; কেন তিনি তাঁহার জীবনকাহিনীর দুঃখময় ঘটনারাজী আমাদের নিকট প্রকাশ না করেন? বোধ হয় আমরা তাঁহার দুঃখ প্রশমিত করিতে পারিব; যদিও তিনি ভিন্নজাতি, তথাপি তিনি আমাদের ভ্রাতৃস্থানীয; তাঁহার দুঃখ বিমোচন করিতে আমরা সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিব।"

এই নির্দ্দিশ্যমান পর্য্যটক একজন গ্রীসদেশীয় বণিক। তাঁহার বয়ক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর, তাঁহার দেহাকৃতি বলিষ্ঠ ও সুন্দর, মুখমণ্ডল বিষাদরেখায় অঙ্কিত। যদিও মহম্মদীয ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিলনা, তথাপি তাঁহার সরলতা পরিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া মহম্মদধর্ম্মাবলম্বী সহচরগণের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার এক হস্ত ছিন্ন, এবং ইহাই তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় বিষাদের কারণ বলিয়া সকলেই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

জেলিউকস্ কহিলেন, "সুহৃদবর নুলীর সহানুভূতিতে আমি চরিতার্থ হইলাম; এক সময়ে আমি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছিলাম,—এক সময়ে দুঃখজ্বালায আমার মন অস্থির হইযাছিল,——এক্ষণে আমার কোন দুঃখ নাই। আপনারা দেখিতেছেন, আমি আমার বাম হস্ত হইতে বর্জ্জিত হইযাছি; এই অঙ্গহীনতা স্বাভাবিক নহে;— ইহা আমার জীবনের একতম অধ্যায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বন্ধুগণ! এক্ষণে আমার 'ছিন্ন হস্তের' উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুণ।"

ছিন্ন হস্ত।

প্রথম খণ্ড।

কনষ্ট্যান্টীনোপল্ নগরে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই নগরের চকে আমার পিতার একখানি রেসমী কাপড় ও সুগন্ধির দোকান ছিল। ঐ দোকানে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইত। আমার তখন পাঠ্যাবস্থা; আমি পিতার নিকটই পাঠাভ্যাস করিতাম; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার একজন মৌলবীও আমাকে শিক্ষা দিতেন। আমার পিতা প্রথমে আমাকে তাঁহার ব্যবসা শিক্ষা দিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাকে আশাতিরিক্ত কার্য্যক্ষম ও পাঠাভ্যাসে আমার প্রগাঢ় মনঃসংযোগ দেখিয়া তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে পিতার কতিপয় বন্ধু আমাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন তিনি তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে আমাকে একটী চিকিৎসাবিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার তাঁহার বিশেষ কারণ ছিল; সেই সময়ে কনষ্ট্যান্টীনোপল নগরে চিকিৎসকের সাতিশয় অভাবপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি ঐ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিত, সে ব্যক্তি অনায়াসে অচিরকাল মধ্যে বিশেষ সঙ্গতিপন্ন হইত। ফরাসী বণিকগণ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আমাদের পণ্যবীথিকায় পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; সেই সময়ে একদিন তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া পিতাকে আমার পাঠের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা কহিলেন, "আমি তাহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতেছি।" ইহাতে ফরাসী বণিক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আপনার পুত্রকে পারিস নগরে পাঠাইয়া দিন, সে স্থানে স্বল্পব্যয়ে এখানকার অপেক্ষা সুশিক্ষা

লাভ হইবে। স্বদেশগমন কালে আপনার পুত্রকে আমি বিনা খরচায় লইয়া যাইব।" আমার পিতা বাল্যকালে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি তখন নূতন দেশ দেখিবার আশায় আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পারিস নগরে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলাম। কনষ্টাণ্টীনোপল নগরের কর্ম্ম সমাধা হইলে পর সেই ফরাসী বণিক আমাদের পণ্যশালায় আসিয়া পিতাকে আমার যাত্রার আয়োজন করিয়া দিতে কহিলেন। আমার পারিস নগরে যাইবার তিন দিন অবশিষ্ট ছিল; সেই সময়ের মধ্যে আমি আমার আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলাম। আমার পারিস নগরে যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিন সায়ংকালে পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার শয়নাগারে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার শয়নাগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম,—টেবিলের উপর কতগুলি পরিচ্ছদ, একখানি ছুরিকা, ও রাশীকৃত স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। আমি ঐ স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; কারণ জন্মাবচ্ছিন্নে এত অর্থ কখন একত্রিত দেখিনাই। পিতা আমার হস্ত ধরিয়া টেবিলের নিকট লইয়া গেলেন, এবং আমায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস! এইপরিচ্ছদ গুলি তোমার দেশপর্য্যটনের নিমিত্ত রাখিয়াছি, গ্রহণকর? আর এই যে অস্ত্রখানি দেখিতেছ, ইহা তোমার পিতামহ আমাকে দেশপর্য্যটনের সময় দিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর' আমি জানি, তোমার হস্তে কখন ইহার অব্যবহার হইবেনা; কিন্তু তাথাপি তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, আত্মরক্ষার্থবিনা কখনও ইহা ব্যবহার করিওনা? অন্য কোন কারণে ইহা ব্যবহার করিলে তোমার অনিষ্ট হইবে। আমার তাদৃশ সম্পত্তি নাই; কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা আমি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। এক ভাগ তোমাকে দিলাম, অপর ভাগ আমার অভাব মোচনের জন্য গ্রহণ করিলাম, এবং অবশিষ্টাংশ তোমার দুঃসময়ের নিমিত্ত রাখিয়াদিলাম। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে আমি তাঁহার মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরলধারে

জলধারা পতিত হইতেছে। বোধহয় এজীবনে আর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবেন', ইহা জানিতে পারিয়া তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

পরদিবস যথোচিত মঙ্গলাচরণ করিয়া আমরা জলযানে আরোহণ করিলাম। নানা দেশ, নগর, পর্ব্বত, দ্বীপ, উপদ্বীপ দর্শন করিতে করিতে নিরাপদে ফরাসী রাজ্যে পদার্পণ করিলাম, এবং ছয় দিবস স্থলপথে পর্য্যটন করিয়া পারিস নগরে উপনীত হইলাম। তথায় আমার নূতন বন্ধু আমায় একটী গৃহ ভাড়া করিয়া দিলেন, এবং অর্থ পরিমিত রূপে ব্যয় করিতে উপদেশ দিয়া স্বকার্য্যে গমন করিলেন। আমার হস্তে তখন দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। তিন বৎসর ক্রমাগত পারিস নগরে বাস করিয়া একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের যাহা জানা আবশ্যক করে, তাহার অধিক আমি শিক্ষা করিলাম। যদিও তথাকার সম্ভ্রান্ত ও সচ্চরিত্র যুবাগণের সহিত আমার বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল, তথাপি তথাকার ব্যক্তিগণের রীতিনীতি দর্শনে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম।

এক্ষণে আমার স্বদেশ প্রত্যাগমনের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইল। পারিস নগরে অবস্থানকালীন আমি পিতার নিকট হইতে একখানি পত্র কিম্বা লোকমুখে তাঁহার কোন সম্বাদ পাই নাই, ইহাতে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। আমি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দিবসের মধ্যে আমার ভাগ্যে সে সুবিধা ঘটিল; কতিপয় ফরাসী বণিক কনষ্ট্যান্টীনোপল নগরে যাত্রা করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগের চিকিৎসক হইয়া বিনা খরচায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলাম। আমি বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাটীর দ্বার কুঞ্জীদ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। আমাকে তথায় সহসা উপস্থিত হইতে দেখিয়া প্রতিবেশিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমি তাহাদিগকে পিতার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা কহিলেন, দুই মাস হইল তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে।" আমার বাল্যকালের শিক্ষক সেই মৌলবী বাটীর চাবি আনিয়া দিলেন; আমি তাঁহার সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

বাটীর সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্বকার ন্যায় রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম; কেবল সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি দেখিতে পাইলাম না। আমি ঐ স্বর্ণমুদ্রার কথা মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি মস্তক কুণ্ডন করিতে করিতে কহিলেন, "তোমার পিতা একজন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন; সেই সমস্ত অর্থ তিনি দেবালয়ে দান করিয়া গিয়াছেন।" ইহা আমার বিশ্বাস হইল না; আর বিশ্বাস না করিয়াই বা কি করিব? মৌলবীর বিপক্ষে অভিযোগ করিবার আমার কোন সাক্ষ্য ছিলনা, সুতরাং বিবেচনা করিলাম,—অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী যে সে আত্মসাৎ করে নাই, ইহাই আমার শুভগ্রহ বলিতে হইবেক।

এত কালের পর এই আমার প্রথম ক্ষতি দেখিতে পাইলাম; সেই দিন হইতে দুর্ভাগ্য আমার পশ্চাদ্গামী হইল। এই চিকিৎসা বিদ্যায় আমার কোন লাভ হইল না, কারণ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের গৃহে চিকিৎসা করিবার জন্য কাহারও নিকট অনুরোধপত্র পাইলাম না। পিতার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল, কিন্তু কেহই এই হতভাগ্য জেলিউকসের প্রতি কৃপানয়নে দৃষ্টিপাত করিল না। এতদ্ব্যতীত আমার দুঃখের আরও কারণ ছিল। পিতার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার আমি কোন উপায় দেখিতে পাইলামনা, কারণ পূর্ব্বে পিতার দ্রব্য ক্রয় করিবার যে সকল ক্রেতা ছিল, তাঁহারা সকলেই তাহার মৃত্যুরপর সে নগর ত্যাগ করিয়াছিল এবং নূতন ক্রেতা পাওয়া দুর্ঘট হইল।

একদিন আমি পিতার পণ্য-বীথিকায় বসিয়া আপনার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে আমার মনে হইল যে, আমার স্বদেশবাসির মধ্যে অনেকেই ফরাসীরাজ্যে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। আমি সেই পন্থাবলম্বন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম! আমি অতি সুলভ মূল্যে পিতার বাটীখানি বিক্রয় করিলাম। সেই বিক্রীত অর্থের কিয়দংশ একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট গচ্ছিত রাখিলাম, এবং অবশিষ্ট অর্থের দ্বারা সাল, রেশমীবস্ত্র ও সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া পুনরায় ফরাসী রাজ্যে যাত্রা করিলাম। আমি শুভক্ষণে ফরাসী রাজ্যে উপনীত হইলাম।

সেই দিন হইতে যেন শুভাদৃষ্ট আমার শিরোপরি হাস্য করিতে লাগিল। ঐ সকল দ্রব্য ফরাসীরাজ্যে দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে আমার বিক্রয়ে যথেষ্ট লাভ হইল। আমার সেই বিশ্বস্ত বন্ধু নূতন দ্রব্য ক্রয় করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, আমিও ফরাসীরাজ্যের প্রত্যেক নগর গ্রাম পর্য্যটন করিয়া দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিতে লাগিলাম। এইরূপে আমি অত্যল্পদিনের মধ্যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিলাম।

অবশেষে এতদাপেক্ষা বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আপনাকে সক্ষম বিবেচনা করিয়া আমি ধাতুনির্ম্মিত বাসনাদির ব্যবসা চালাইবার নিমিত্ত ইটালী দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই সমস্তব্যবসা ভিন্ন আমি সময়ে সময়ে আমার চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারাও বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে ছিলাম। আমি যে কোন নূতন নগরে বা গ্রামে উপস্থিত হইলাম, সেই সেই স্থানে আমার বেতনভুক্ত লোকদ্বারা রটনা করিয়া দিতে লাগিলাম যে, গ্রীশদেশ হইতে একজন সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী চিকিৎসক সম্প্রতি এই নগরে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার চিকিৎসাগুণে অনেক রোগী কঠিন পীড়া হইতে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই জনরবে অনেক রোগী আমাকে আহ্বান করাতে আমার বিস্তর অর্থ সঞ্চিত হইতে লাগিল। এইরূপে নূতন নূতন নগর ও গ্রাম দেখিতে দেখিতে অবশেষে আমি ইটালীর রাজধানী ফ্লরেন্স নগরে উপনীত হইলাম। এই নগরে আমার দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল। ইহার দুইটি কারণ ছিল; প্রথমতঃ আমি পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, দ্বিতীয়তঃ এই নগরের প্রাকৃতিক শোভা অতি রমণীয় ও জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

সন্তক্রোশ নামক এক পল্লীতে আমি একখানি দোকান ভাড়া করিলাম, এবং উহার অনতিদূরে একখানি বাটী ভাড়া লইলাম। ঐ বাটীতে দুইটী গৃহছিল। আমার চিকিৎসা বিদ্যার বিষয় জ্ঞাপন করণার্থ আমি একখণ্ড কাষ্ঠফলক দোকানের দ্বারের উপর টাঙ্গাইয়া দিলাম। দোকান খুলিবা মাত্র আমার বিস্তর লাভ হইতে লাগিল;

যদিও অপরাপর বিক্রেতাগণাপেক্ষা আমার দ্রব্যের মূল্য অল্প ছিলনা, তথাপি আমার সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া প্রায় সকল ক্রেতাই আমার পণ্যবীথিকা হইতে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদিবস সন্ধ্যাকালে আমি দোকান বন্ধ করিয়া হিসাবের খাতাপত্রাদি মিলাইতেছি; এমন সময়ে তন্মধ্যে একখানি পত্র দেখিতে পাইলাম। পত্রের শিরনাম পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম, উহা আমারই নামে লিখিত হইয়াছে। ঐ পত্রখানি দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, ভাবিতে লাগিলাম, ইহার মধ্যে কে এই পত্র রাখিয়া গেল,—আর কি প্রকারেই বা রাখিয়া গেল। আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, অবশেষে সন্দিগ্ধচিত্তে পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলাম। উহাতে এইরূপ লেখাছিল:—

"জেলিউকস।

অদ্য রজনী ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় পণ্টিভিকিও নামক সাঁকোতে যাইও; আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আশা করি, তুমি ইহার অন্যথাচরণ করিবে না।"

ঐ পত্রের নিম্নে কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখিতে পাইলাম না; ইহাতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—কে এই পত্র লিখিল,—আর কিজন্যইবা লিখিল। একবার ভাবিলাম,——কোন ব্যক্তি আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য এই মন্ত্রণাজাল বিস্তার করিয়াছে, আবার ভাবিলাম,——হয়ত কোন রোগিকে গোপনে চিকিৎসা করাইবার জন্য এইরূপ লেখা হইয়াছে। আমি পত্রখানি হস্তে লইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলাম, এবং হস্তাক্ষরের প্রতি চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু কাহার হস্তের লেখা কিম্বা কিজন্য লিখিয়াছে, এতদুভয়ের কিছুই আমি স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে মনে মনে স্থির করিলাম যে, নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তির চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়াতে আমাকে আহ্বান করিয়াছে।

আরো এইরূপ বিনা স্বাক্ষরিত পত্র প্রায় রোগিদেরই হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মজ্ঞানে সে স্থানে গমন করিতে বাধ্য হইলাম। আত্মরক্ষার্থ প্রয়োজন হইতে পারে। ভাবিয়া আমি পিতৃদত্ত সেই ছুরিকাখানি হস্তে লইলাম।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সাঁকো অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া জনমানবকেও দেখিতে পাইলাম না। যাহাহউক পত্রলেখকের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আমি সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলাম। তখন আকাশে নক্ষত্রমালা মিটি মিটি জ্বলিতেছিল,—স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল,——নিম্নে পূর্ণতোয়া অর্ণানদী লহরে লহরে বিমল চন্দ্রকিরণ মাখিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিতেছিল। আমি সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ নয়নে সেই স্বচ্ছসলিলা অর্ণার মনোহারিণী শোভা অবলোকন করিতেছি, এমন সময়ে নগরের ঘড়ীতে বারটা বাজিল। আমি তখন মস্তকোত্তলন করিয়া দেখিলাম,——আমার পার্শ্বে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ একটী লোহিত বর্ণের অঙ্গরাখায় আপদমস্তক আবৃত করিয়া এবং বামকরে সেই অঙ্গরাখার সম্মুখভাগ বক্ষে চাপিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

সহসা ঐ ব্যক্তির দেহাকৃতির অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য দেখিয়া আমি ভয়ে চমকিয়া উঠিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনিই কি আমাকে এখানে আসিতে লিখিয়াছিলেন?" গম্ভীরস্বরে উত্তর হইল, "হাঁ।"

আমি কহিলাম, "আপনার অভিপ্রায় কি, বলুন?" দীর্ঘাকার পুরুষ পশ্চাৎ ফিরিয়া অনুচ্চৈস্বরে কহিলেন, "আমার পশ্চাতে আইস!" এই নিশীথ রজনীতে একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত একাকী গমন করিতে আমার অত্যন্ত ভয় হইল, আমি একপদও অগ্রসর না হইয়া কহিলাম, "অগ্রে বলুন, কি জন্য আমাকে এখানে আসিতে লিখিয়াছেন? আর কোথায় বা যাইতে হইবে?"

"কি সেলিউকস! তুমি যাইতে অস্বীকার করিতেছ? তবে থাক!"

ইহা কহিযা সেই ব্যক্তি সে স্থান হইতে প্রস্থান কবিতে উদ্যত হইলেন। সেই ব্যক্তিব এই প্রকাব ব্যবহাবে আমি অতিশয বাগান্বিত হইয়া উচ্চৈস্বরে কহিলাম, "আপনি কি বিবেচনা কবেন যে, আমাকে এই প্রকাব উপহাস কবিযা চলিযা যাইবেন? আব আমি এই শীতে সাঁকোর উপব নির্ব্বোধেব ন্যায অকাবণে দাঁড়াইযা থাকিব?" ইহা কহিযা আমি এক লম্ফে তাঁহাব অঙ্গবাখাটী দৃঢরূপে ধাবণ কবিযা সজোবে আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। এই প্রকাবে আকর্ষণ কবাতে অঙ্গবাখাটী তাঁহার দেহ হইতে খুলিযা আসিল, অমনি আমি ভূতলে পতিত হইযা ; আহত হইলাম। ইহাতে আমাব বাগ ভযানকরূপে বর্দ্ধিত হইল, আমি তৎক্ষণাৎ ছুবিকাখানি হস্তে দৃঢরূপে ধাবণ কবিয়া ভূতল হইতে গাত্রোত্থান কবিলাম। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে আব দেখিতে পাইলাম না; দেখিলাম,——কেবলমাত্র একটী ছাযা বৈদ্যুতিক গতিতে আমাব সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল। আমি সেই নির্জ্জন স্থানে কিছুক্ষণ স্তম্ভিতেব ন্যায দণ্ডাযমান বহিলাম, বাগে আমাব সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে মনে মনে বিবেচনা কবিলাম যে, এই পবিচ্ছদটী লইযা গেলে ইহাব পবিধাতাকে অনুসন্ধান কবিযা বাহিব কবিতে পাবিব। এইরূপ বিচাব কবিযা আমি অঙ্গবাখাটী ভূতল হইতে তুলিযা লইলাম, এবং উহা আমাব স্কন্ধেব উপব স্থাপিত কবিযা বাটী অভিমুখে গমন কবিতে লাগিলাম। সাঁকো হইতে প্রায অর্দ্ধমাইল পথ চলিযা আসিযাছি, এমন সমযে এক ব্যক্তি আমাব পার্শ্বদেশ দিযা গমন কবিতে কবিতে আমাব কর্ণে অনুচ্চৈস্বরে ফবাসী ভাষায় এই কথাগুলি বলিল,——"জাঁহাপনা? সাবধান! আজ বাত্রিতে কিছুই কবিতে পাবিবেন না।" আমি পশ্চাৎ ফিরিযা তাহাকে দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু তাহাব ছাযা পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকাব ভিত্তিব গাত্র হইতে অপসৃত হইতেছে,—দেখিতে পাইলাম। আমি তখন স্পষ্ট বুঝিতে পাবিলাম যে, যাহাব এই পবিচ্ছদ তাহাকে মনে কবিযা এই সতর্কতাবাক্যগুলি আমাকে বলা হইযাছে। সে যাহাহউক ইহাতে ববং আমাব কৌতূহলেব বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইল না, কিম্বা ইহাতে এই বহস্যেব কিছুমাত্র

মর্ম্মভেদ করিতে পারিলাম না।

বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে নানা প্রকার চিন্তায় আমার মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম,——আমি এই অঙ্গরাখাটী দোকানে লইয়া গিয়া সকল ক্রেতাকে বলিব যে, "আমি এই পরিচ্ছদটী প্রাপ্ত হইয়াছি; যিনি ইহার যথার্থ অধিকারী তিনি অনায়াসে ইহা আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারেন। এই প্রকার করিলে বোধ হয়, সেই ব্যক্তি আমার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিতে আসিবেন; কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা আমার মনে স্থান পাইল না। ভাবিলাম,—এইরূপ অবস্থায় সেই ব্যক্তি নিশ্চয় অপর লোকদ্বারা ইহা আমার নিকট হইতে লইয়া যাইবেন; তাহা হইলে অদ্য রজনীর সেই বিস্ময়কর ব্যাপারের রহস্যভেদ করিতে পারিব না। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমি দীপালোকে অঙ্গরাখাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম; দেখিলাম,——ইহা জেনোয়া নগরের লোহিত বর্ণের মখমলে নির্ম্মিত, ইহার চতুষ্পার্শ্ব আষ্ট্রাকান নগরের স্বর্ণসূত্রে মণ্ডিত, ও মধ্যভাগের কোন কোন অংশ অমূল্য মুক্তাদামে জড়িত। পরিচ্ছদটীর এইরূপ মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার মনে অপর একটী চিন্তা উদিত হইল; আমি উহা কার্য্যে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি পরিচ্ছদটী বিক্রয়ার্থ দোকানে লইয়া গেলাম, এবং সাধারণ লোকে ক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়া উহার মূল্য দুই শত স্বর্ণমুদ্রা ধার্য্য করিলাম। এ প্রকার করিবার আমার দুইটী অভিপ্রায় ছিল;——প্রথমতঃ বিগত রাত্রির সেই ব্যক্তি ইহা ক্রয় করিবার জন্য আমার দোকানে আসিলে, আমি রাত্রির সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিব,——দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি অপর লোকদ্বারা ক্রয় করিলে যথেষ্ট অর্থ লাভ হইবে।

জামাটীর প্রতি অনেকের মন আকৃষ্ট হইল; সকলেই উহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহাকেও গত রাত্রির সেই দীর্ঘাকার পুরুষ বলিয়া বোধ হইলনা। যদিও আমি তাঁহাকে ক্ষীণ চন্দ্রালোকে ক্ষণমাত্র দেখিয়াছিলাম, তথাপি আমার এরূপ দৃঢ়

বিশ্বাস ছিল যে, তাহার সেই দীর্ঘাকৃতিতে তাঁহাকে সহস্র ব্যক্তির মধ্য হইতে বাহির করিতে পারিতাম। সে যাহাহউক সকল ক্রেতাই আমাকে জামাটীর মূল্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; জামাটীর দর শুনিয়া কেহই অত মূল্যে উহা ক্রয় করিতে স্বীকার করিল না বটে, কিন্তু সকলেই একবাক্যে কহিল, "ইতিপূর্ব্বে আমরা কখন এরূপ মনোহর পরিচ্ছদ ফ্লরেন্স নগরের কোন দোকানে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে পরিধান করিতে দেখি নাই।" এই কথা শুনিয়া তখন আমার স্পষ্ট বোধ হইল যে, রাত্রির সেই দীর্ঘাকার পুরুষ ফ্লরেন্সনগরবাসী নহেন; কারণ তাহাহইলে এই জামাটী অনেকে দেখিতে পাইত।

অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক যুবা পুরুষ আসিয়া জামাটী ক্রয় করিতে চাহিল; আমি ঐ যুবককে পূর্ব্বে অনেকবার আমার দোকানে দেখিয়াছিলাম। তিনি ঐ জামাটীর দর কমাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি দুইশত স্বর্ণমুদ্রার এক কপর্দ্দক ন্যূনেও উহা বিক্রয় করিতে সম্মত হইলাম না। তখন সেই যুবা চিৎকার করিয়া কহিলেন, "আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, জেলিউকস! আমি পথের ভিখারী হইলেও তোমার এই জামা ক্রয় করিতে নিবৃত্ত হইবনা।" এই কথা বলিয়া সেই যুবক একটী থলি বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে স্বর্ণমুদ্রা গণিতে লাগিল। আমি তখন ভাবিতে লাগিলাম যে, এই জামটীর এত অল্প মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া অত্যন্ত মূঢ়তার কার্য্য করিয়াছি, এতদাপেক্ষা অধিক মূল্য ধার্য্য করিলেও জামাটী বিক্রীত হইত, এবং আমিও প্রচুর অর্থ পাইতাম। সে যাহাহউক এক্ষণে আমি আর কি করিব; যখন এই মূল্যে বিক্রয় করিতে স্বীকার করিয়াছি, তখন, অবশ্য বিক্রয় করিতে হইবে; আর গত রাত্রির পরিশ্রমের পুরস্কার যথেষ্ট পাইলাম। এইরূপে আপন মনকে প্রবোধ দিয়া আমি স্বর্ণমুদ্রাগুলি গণিয়া লইলাম। সেই যুবা তখন জামাটী আপনার স্কন্ধের উপর রাখিয়া দোকান হইতে প্রস্থান করিল। আমি মুদ্রাগুলি বাক্সের মধ্যে রাখিতেছি, এমন সময়ে সেই যুবা পুনরায় আমার দোকানে

আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র দিয়া কহিলেন, "ঐ পত্রখানি এই জামার মধ্যে ছিল; তোমার জামা ক্রয় করিয়াছি, পত্রখানিত আর ক্রয় করি নাই।" আমি পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলাম:—

"জেলিউকস।

তুমি দুইশত স্বর্ণমুদ্রায় জামাটী বিক্রয় করিতেছ, আমি চারিশত স্বর্ণমুদ্রায় উহা ক্রয় করিব। অদ্য রজনী ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় জামাটী লইয়া সেই স্থানে আসিও সেই স্থানে উহার মূল্য পাইবে।"

আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম জামাটী বিক্রয় করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি; এক্ষণে ইহার আর অন্য উপায় দেখিতে পাইতেছিনা। আমি আর সে স্থানে না দাঁড়াইয়া যুবার সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইলাম। অবশেষে তাহাকে ধরিয়া কহিলাম, "ওহে ভাই! তোমার স্বর্ণমুদ্রা ফিরাইয়া লও আমি আমার জামা বিক্রয় করিব না।" প্রথমে সেই যুবক মনে করিল আমি তাহার সহিত পরিহাস করিতেছি, কিন্তু আমি বাস্তবিক চাহিতেছি জানিয়া তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন; এবং চিৎকার করিয়া কহিলেন, "জেলিউকস! তোমার ন্যায় অভদ্র ব্যক্তি আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই।" আমারও অত্যন্ত রাগ হইল; আমি উপহাস করিয়া কহিলাম, "আহা! মহাশয় কি ভদ্রতা দেখাইতেছেন, আপনার ভদ্রতাবাক্যে আমার মস্তক শীতল হইল, এক্ষণে জামাটী ফিরাইয়া দিয়া সহমানে প্রস্থান করুন।" এইরূপে মুখামুখী হইতে হইতে শেষ হাতাহাতী হইল। আমি সুবিধা বুঝিয়া তাহার হস্ত হইতে জামাটী কাড়িয়া লইয়া পালাইবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই যুবা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া

আমাকে দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে নগররক্ষককে ডাকিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে নগররক্ষক আসিয়া আমাদের উভয়কে বিচারালয়ে লইয়া গেল; তখন সেই যুবা আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া বিচারকের নিকট অভিযোগ করিল। বিচারক আইনানুসারে অঙ্গরাখাটী তাহাকেই প্রদান করিলেন। এইরূপে সিদ্ধকাম হইতে না পারিয়া আমি তখন তাহাকে বিক্রীত অর্থের উপর অধিক স্বর্ণ-মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলাম,—দশ,—বিশ,—ত্রিশ—পঞ্চাশ,—ষাইট, সোত্তর,—আশী, কিন্তু ইহাতেও সেই যুবক জামাটী প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইল না। অবশেষে আমি আর অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তাহাকে আরো অধিক অর্থ দিতে স্বীকার করিলাম। তখন যুবক আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, আমার নিকট হইতে অতিরিক্ত একশত স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া জামাটী আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিল, এবং স্মিতবদনে কহিল, "জেলিউকস! তুমি কি মূর্খ? এই জামাটীর জন্য তোমার কত মুদ্রা ক্ষতি হইল, ইহা কি একবার ভাবিয়া দেখিলে না?" তাহার এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে আন্দোলন করিলাম, "অন্ধ! তুমি কি জানিবে? আমি ইহার দ্বারা ক্ষতি-পূরণ করিয়া কত অর্থলাভ করিতে পারিব; ইহার কি জানিবে?" আমাদের এই প্রকার বিবাদের জন্য রাজপথে অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল। ফ্লরেন্স নগরের অপামরসাধারণে জানিত যে, আমি প্রাণান্তেও কখন এক কপর্দ্দকেরও ক্ষতি স্বীকার করি নাই; কিন্তু এক্ষণে সহসা আমাকে এতাধিক অর্থের ক্ষতি স্বীকার করিতে দেখিয়া জনতামধ্যগত ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মিত হইল, এবং আমার চতুস্পার্শ্বে হইতে কহিতে লাগিল, "কি জেলিউকস! তুমি বাতুল হইলে না কি?" আমি তাহাদের বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রফুল্লমনে দোকানে প্রত্যাগমন করিলাম।

আমি শীঘ্র শীঘ্র দোকানের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে রজনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অঙ্গরাখাটী একটী পেটিকার মধ্যে রাখিলাম, এবং ঐ পেটিকাটী হস্তে লইয়া গত

রজনীর ন্যায় ঠিক সেইরূপ সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নগরের ঘড়ীতে বারটা বাজিল, অমনি নদীতীরস্থ বনমধ্য হইতে এক ব্যক্তি আমার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম,—ইনি গত রাত্রির সেই অপরিচিত দীর্ঘাকার পুরুষ। গত রাত্রির ন্যায় অবিকল সেই প্রকার আর একটী লোহিতবর্ণের বহুমূল্য অঙ্গরাখায় তাঁহার আপাদমস্তক আবৃত রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলাম; ভাবিলাম,—এ প্রকার বহু অর্থব্যয়সাপেক্ষ মহামূল্য পরিচ্ছদ ইহাঁর কয়টী আছে?—দেখিলাম ত দুইটী আমি গত রাত্রির সেই পথিপার্শ্বস্থ ব্যক্তির সম্বোধন বাক্যে ও অঙ্গরাখাটীর মূল্যের দ্বারা বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, এই দীর্ঘাকার পুরুষ সদ্বংশসম্ভূত এবং জন ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি; এক্ষণে সেই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইল। মনে মনে বিবেচনা করিলাম,—এরূপ লোকের কোন কার্যসমাধা করিতে পারিলে আপনাকে শ্লাঘ্য বোধ করিতে পারিব।

দীর্ঘাকারপুরুষ আমার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জেনিউকস! জামাটী কি আনিয়াছ?"

আমি তাঁহাকে যথাযথ অভিবাদন করিয়া বিনয় সহকারে কহিলাম, "হাঁ জাঁহাপনা। জামাটী আনিয়াছি, কিন্তু ইহার জন্য আমাকে শত স্বর্ণমুদ্রার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।"

দীর্ঘাকার পুরুষ উত্তর করিলেন, "তাহা আমি জানি, এক্ষণে জামাটীর মূল্য গ্রহণ কর?" এই বলিয়া সাঁকোর পার্শ্বস্থ প্রশস্ত আলিসিয়ার উপর চারিশত স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিলেন। চন্দ্রালোকে স্বর্ণমুদ্রাগুলি ঝকমক করিতে লাগিল, অমনি তৎসঙ্গে আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। হায়! তখন একবার ভাবি নাই যে, ইহাই আমার শেষ আনন্দ। আমি তৎক্ষণাৎ স্বর্ণমুদ্রাগুলি আমার পরিহিত অঙ্গরাখার মধ্যে রাখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পরিচ্ছদে আবৃত থাকায় তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না।

আমি পেটিকামধ্য হইতে অঙ্গরাখাটী বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, জাঁহাপনা। গত রাত্রির এই দুর্ব্বিনীতের প্রগল্ভতাদোষ মার্জ্জনা করুন, আমি আপনার অসামান্য বদান্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এক্ষণে বলুন, আপনার কোন কার্য্য সমাধা করিতে হইবে ?—কিন্তু জাঁহাপনা ! কোন কুকর্ম্মে লিপ্ত হইতে যেন এ দাসকে অনুরোধ না করেন ?”

দীর্ঘাকৃতি পুরুষ আপনার স্কন্ধে জামাটী স্থাপিত করিয়া কহিলেন, “ফেলিউকস। তোমার এরূপ বিবেচনা করা অত্যন্ত অন্যায়; চিকিৎসা ভিন্ন তোমার অন্য কোন সাহায্য চাহি না, তাহাও আবার কোন জীবিত ব্যক্তির জন্য নহে,—কোন মৃত ব্যক্তির জন্য।”

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম, “তাহা কি প্রকারে হইতে পারে, জাঁহাপনা ?”

“আমি দূরদেশ হইতে আমার ভগ্নীর সহিত একত্রে এই নগরে আসিয়াছিলাম,”—তিনি আমাকে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইতে ইঙ্গিত করিয়া আপনি অগ্রসর হইতে হইতে বলিতে লাগিলেন,—“এবং আমার জনৈক আত্মীয়ের বাটীতে আমরা উভয়ে বাস করিতেছিলাম। গতকল্য অপরাহ্ণে জ্বররোগে আমার ভগ্নীর মৃত্যু হইয়াছে; আগামী কল্য তাঁহার স্বামী এই নগরে তাহার সমাধি করিবে। আমাদের বংশপরম্পরা এরূপ একটী নিয়ম প্রচলিত আছে যে, আমাদের বংশসম্ভূত সকল ব্যক্তির মৃতদেহ একস্থানে সমাহিত করিতে হয়। এমন কি আমাদের বংশের যে সকল ব্যক্তি এতদপেক্ষা সুদূরদেশে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকার মৃতদেহ স্বদেশে আনিয়া একস্থানে সমাহিত করা হইয়াছে। অদ্যাবধি আমাদের বংশের এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই জন্য এপ্রকার অবস্থায় যদিও আমার ভগ্নীর মৃতদেহ এ স্থানে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি আমি অন্ততঃ তাহার মস্তকটা স্বদেশে লইয়া গিয়া আমাদের বংশের চিরপ্রথানুগত নিয়ম রক্ষা করিতে পারিব, অধিকন্তু আমার পিতা তাঁহার স্নেহময়ী কন্যার মুখাবলোকন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইতে পারিবেন।

স্বহস্তে ভগ্নীর মস্তকটী কাটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার বিবেচনা করিয়া আমি তোমাকে আহ্বান করিয়াছি।”

তাঁহার সহোদরার মস্তক কাটিতে তাঁহাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সহসা আমার মনে অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল, কিন্তু পাছে আমার উপকারক কুপিত হয়েন, এই ভয়ে আমি তাঁহার বাক্য অবহেলা করিতে সাহস করিলাম না। আমি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কহিলাম, “আমাকে মৃতদেহের নিকট লইয়া চলুন, আপনার কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করিয়া দিব।”

দীর্ঘাকার পুরুষ কহিলেন, “এই উপকারের জন্য আমি তোমাকে আরো চারিশত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিব। এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র আইস?” আমি দ্রুতপদে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম; কিন্তু প্রত্যেক পদবিক্ষেপে আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল,—বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। আমার চতুর্দ্দিকে শিবাগণ হৃদয়ভেদী অশিব আর্ত্তনাদে সেই নিশীথ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অশুভ লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল, নৈশ গগন হইতে শতসহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল। এই সমস্ত অলক্ষণের চিহ্ন দেখিয়া আমার মনে সহসা সন্দেহের উদয় হইল। আমি তাহার এই গোপনীয় কার্য্যানুসন্ধান করিতে আর বিরত থাকিতে পারিলাম না,—ভয়ে কম্পিতস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “জাঁহাপনা! যদি ইহারই জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তবে এরূপ গোপনভাবে নিশীথ রজনীতে কেন?”

দীর্ঘাকার পুরুষ উত্তর করিলেন, “আমার আত্মীয়েরা জানিতে পারিলে এই কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইবেন বলিয়া নিশীথ রজনীতে গোপনে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি। আমার ভগ্নীর মস্তকটী কাটিয়া পাঠাইতে পারিলে, আমি আর তাহাদিগকে কোন ভয় করি না।”

আমি কহিলাম, “তাহা সত্য! কিন্তু জাঁহাপনা! আমাকে এত অর্থ দিয়া এ কার্য্য করাইবার প্রয়োজন কি? আপনিত অত্যল্প অর্থ দিয়া অন্য লোকদ্বারা এ কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেন?”

দীর্ঘাকার পুরুষ উত্তর করিলেন, "পারিতাম, সত্য বটে; কিন্তু আমি জানি, তুমি একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, তুমি যেরূপ শীঘ্র এ কার্য্য সম্পন্ন করিবে অন্য লোক অত শীঘ্র পারিবে না। বিশেষতঃ আমার ভগ্নীর মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে অবিকল জীবিতার ন্যায় বোধ হয়, তুমি চিকিৎসক, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবে অন্য লোকে তাহাকে জীবিত বলিয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।"

এই রূপে কথোপকথন করিতে করিতে আমরা একটী বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমার পথপ্রদর্শক তখন কহিলেন, এই আমার ভগ্নীর আলয়।" আমি তাঁহার সহিত ঐ অট্টালিকার পশ্চাদ্দিকস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলাম। দীর্ঘাকার পুরুষ সেই দ্বারে মৃদু মৃদু আঘাত করিবামাত্র অমনি উহা উন্মুক্ত হইল; আমরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনতিবিলম্বে আমরা অপর একটী ক্ষুদ্র দ্বারে উত্তীর্ণ হইলাম, আমার পথপ্রদর্শক অমনি অতি সতর্কতা সহকারে উহা ভিতর হইতে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে একটী ঘূর্ণায়মান তমসাচ্ছন্ন সোপানরাজি দিয়া একটী বৃহদাগারে উপনীত হইলাম, তন্মধ্য দিয়া অপর একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম। ঐ গৃহে একটীমাত্র দীপ জ্বলিতেছিল, উহার ক্ষীণালোকে গৃহের সমুদায় অন্ধকার দূর হয় নাই। ঐ দীপাধারটী গৃহের কড়িকাষ্ঠ হইতে ঝুলিতেছিল। ঐ গৃহের এক পার্শ্বে একখানি পর্য্যঙ্কের উপর তাঁহার ভগ্নীর মৃতদেহ শায়িত ছিল। দীর্ঘাকার পুরুষ আমার সম্মুখ হইতে বদন ফিরাইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে কহিলেন," শয্যার নিকট গমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন কর?" এই বলিয়া তিনি সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরিহিত অঙ্গরাখার ভিতর হইতে পিতৃদত্ত ছুরিকাখানি বাহির করিয়া আমি শয্যার নিকট গমন করিলাম। মৃত কামিনীর সর্ব্বাঙ্গ ছুকুল দ্বারা আবৃত; কেবল মুখখানি দেখা যাইতে ছিল। তখনও পর্য্যন্ত তাহার অনিন্দ্য মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি বিকৃতাবস্থাপন্ন হয় নাই, তখন এই অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না ললনাকে দেখিয়া কেহই

বলিতে পারিত না যে, ইহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আকুঞ্চিত কেশদাম উপাধান বেষ্টন করিয়া স্তবকে স্তবকে ঝুলিতে-ছিল———মুখকান্তি বৃন্তচ্যুত কুসুমসদৃশ মলিন————বিশাল নয়নযুগল নিমীলিত। আমি তাহার কণ্ঠের নলীটী ছেদন করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম, কিন্তু কি ভয়ানক। কণ্ঠনালী ছেদন করিবামাত্র অমনি মৃতবালা তাহার আকর্ণবিস্তৃত লোচনদ্বয় উন্মীলিত করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় নিমীলিত করিল, এবং সজোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, আমার বোধ হইল যেন সেই দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। তখন তাহার সেই অর্দ্ধছিন্ন কণ্ঠদেশ হইতে উষ্ণ শোণিতের উৎস নির্গত হইতে লাগিল। হায়। আমারই কঠিন হস্তে সময়ের এই অর্দ্ধবিকসিত সুন্দর কুসুম অসময়ে ছিন্ন হইল, যদি কাণ্ডজ্ঞান শূন্য না হইয়া একবার এই মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম, তাহা হইলে কি আমি এই অভাগিনী কামিনীর হন্তারক বলিয়া জগতে পরিগণিত হইতাম? আমার তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, এই রমণীর মৃত্যু হইয়াছে, আর যদ্যপি এক্ষণে মৃত্যু না হইয়া থাকে, তথাপি আমি তাহার কণ্ঠ যে প্রকার ছেদন করিয়াছি তাহাতে আর তাহার বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অনুতাপানলে আমার হৃদয় তখন দগ্ধ হইতে লাগিল; আমি ছুরিকা হস্তে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম,———কি আশ্চর্য্য। দীর্ঘাকার পুরুষ কি তবে আমাকে প্রতারিত করিল? কিম্বা এই বালার বাহ্যিক মৃত্যু হইয়াছিল? মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া অবশেষে স্থির করিলাম যে ইহার বাহ্যিক মৃত্যুই সম্ভব। তখন তাঁহার ভ্রাতাকে এই ব্যাপার বলিতে সাহস হইল না, ভাবিলাম,——তাঁহার ভগ্নীর মৃত্যু হয় নাই। যদি এই কথা তাঁহাকে বলি, তাহা হইলে বোধহয় তিনি আমাকে বিচারালয়ে নীত করিবেন, সুতরাং এক্ষণে তাঁহার আদেশানুযায়িক কার্য্য করা বিধেয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি সেই মৃত কামিনীর কণ্ঠের কিয়দংশ পুনরায় ছেদন করিবা মাত্র অমনি সেই মুমূর্ষু বালা গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া যাতনায় ছট ফট্ করিতে লাগিল। আমি

তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উন্মত্তের ন্যায় গৃহদ্বারাভিমুখে ছুটিলাম। গৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্র কে একজন আমার কর্ণে অতিমৃদুস্বরে এই কথাগুলি বলিল, "শীঘ্র পলায়ন করুন নতুবা এক্ষণই নরহন্তা বলিয়া ধৃত হইবেন।" পূর্ব্বোক্ত বৃহদাগারের দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল; সুতরাং অন্ধকারের সেই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম না, আমি তখন কম্পিতস্বরে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যিনি আমাকে এখানে আনিয়াছিলেন, তিনি কোথায় গমন করিলেন?" অমনি সেইরূপ মৃদুস্বরে উত্তর হইল, 'এক্ষণে তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন না; কিন্তু কথিত পারিতোষিক অচিরে প্রাপ্ত হইবেন।" পুনরায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি পথ জানি না কিরূপে এই বাটী হইতে বহির্গত হইব?" কিন্তু আর কোন উত্তর পাইলাম না।

অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া অগত্যা আমি গৃহভিত্তি ধরিয়া ধীরে ধীরে সোপানাভিমুখে অগ্রসর হইলাম, অবশেষে সোপান পাইয়া আমি দ্রুতপদে নিম্নে অবরোহণ করিলাম। নিম্নে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বহির্গত হইবার ক্ষুদ্রদ্বারটী উন্মুক্ত ছিল; আমি তন্মধ্য দিয়া বহির্গত হইলাম, এবং এক লম্ফে রাজপথে আসিয়া রুদ্ধশ্বাসে বাটীর অভিমুখে দৌড়াইতে লাগিলাম। ইতি পূর্ব্বে ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় আমি মৃতকল্প হইয়াছিলাম, কিন্তু বাটীতে উপস্থিত হইলে কিয়ৎপরিমাণে আমার ভয় দূর হইল। অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শোণিতসিক্ত পরিচ্ছদগুলি দগ্ধ করিলাম। বিছানায় শয়ন করিতে গিয়া দেখিলাম, উহার ভিতর এক থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা ও একখানি পত্র রহিয়াছে। পত্রখানি উন্মোচন করিয়া দীপালোকে পাঠ করিলাম ——

"জেলিউকস।

আমি তোমার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ চারিশত স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া গেলাম।"

আমি শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু কিছুতেই আমার নিদ্রা আসিল না। চিন্তাকীট আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম,——সেই কামিনী কি যথার্থ সেই দীর্ঘাকার পুরুষের ভগ্নী? তাঁহার ভগ্নী জীবিত ছিল, ইহা কি তিনি কিম্বা তাঁহার আত্মীয়েরা জানিতেন না? আবার ভাবিলাম,——না, আমি প্রতারিত হইয়াছি; আমি সেই কামিনীকে হত্যা করিয়াছি—অসদ্‌লোকের অসদভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আমি ভ্রান্ত হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছি। দীর্ঘাকার পুরুষ জানিতেন যে, সেই রমণী জীবিতা, নতুবা কেন তাঁহার লোক আমাকে পলায়ন করিতে কহিবে? স্মৃতি হইতে এই সমস্ত চিন্তা দূর করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই উহা আমার মানসপট হইতে অপনীত করিতে পারিলাম না। সেই অর্দ্ধচ্ছেদিত কণ্ঠ কামিনী যেন আমার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল, আমি অমনি ভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিলাম—তথাপি সেই দৃশ্য, উপাধানের নিম্নে মস্তক রাখিলাম,—তথাপি সেই ভীষণ দৃশ্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না। এই যাতনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ভয়ে চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলাম।

রজনীর প্রভাত হইল ক্রমে ক্রমে গত রজনীর ঘটনাসমূহ আমার মানসাকাশে উদিত হইতে লাগিল, ভয়ানক যাতনায় আমি অস্থির হইলাম। প্রত্যহ যেরূপ সময়ে আমি দোকান খুলিতাম, আজিও সেই সময়ে মনের ভাব সংযত করিয়া দোকান খুলিলাম, কিন্তু হায়! আর একটী ঘটনায় আমি একেবারে জীবনে হতাশ হইলাম। আমার স্মরণ হইল যে শিরস্ত্রাণ ও কোটিবন্ধ দগ্ধ করি নাই, ঐ দুইটী দ্রব্য সেই মৃত কামিনীর গৃহে কিম্বা পথিমধ্যে ফেলিয়া আসিয়াছি, যদি সেই গৃহে পড়িয়া থাকে, তবে শীঘ্রই ধৃত হইব, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আমি প্রত্যহ দোকান খুলিয়া যেরূপ সহাস্য বদনে লোকের সহিত কথোপকথন করিতাম আজিও অন্তরনিহিত যাতনারাশি গোপন করিয়া সেই রূপ স্মিতমুখে সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার একজন প্রতিবেশী আসিয়া আমার পণ্যশালায় উপবেশন

করিলেন। তিনি সদালাপী ও অত্যন্ত গল্পপ্রিয়; প্রায় প্রত্যহই প্রভাতে তিনি আমার দোকানে আসিয়া আমাকে নূতন নূতন সংবাদ শুনাইতেন। তিনি ধূমপান করিতে করিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, ফেলিউকস। গতরজনীর সেই বিস্ময়কর, ভীষণ ব্যাপারের বিষয় তুমি কি বিবেচনা কর?" আমি যেন তাঁহার কথা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এইরূপ ছল করিয়া কহিলাম, "কি ব্যাপার বন্ধু?" আমার বন্ধু তখন কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তুমি কি তবে কিছুই জান না? ফ্লরেন্স নগরের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই শুনিয়াছে, আর তুমি শুন নাই? গত রজনীতে শাসনকর্ত্তার কন্যা নিয়নকাকে কে হত্যা করিয়াছে। আহা! কোন নিষ্ঠুর ফ্লরেন্স নগরের এই সুন্দর পুষ্পটী ছিন্ন করিল! ভাই হে! তোমায় আর অধিক কি বলিব, গত দিবস সন্ধ্যাকালে আমি তাহাকে তাহার ভাবী পতির হস্ত ধারণ করিয়া রাজপথে প্রফুল্লমনে বেড়াইতে দেখিয়াছি। আহা! আজ অভাগিনীর বিবাহের দিন; কিন্তু দেখ, কি দুঃখের বিষয়! কোন পাষাণহৃদয় ব্যক্তি এরূপ নৃশংসতাচরণ করিল?" আমার প্রতিবেশির প্রত্যেক কথা শত সহস্র সূচির ন্যায় আমার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল, ইহাতে এই দুর্ব্বিষহ হৃদয়বিদারক যাতনারও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার প্রত্যেক ক্রেতার মুখে গত রজনীর হত্যাকাণ্ডের বিষয় শুনিতে লাগিলাম; কিন্তু আমার মানসপটে সেই ভীষণ দৃশ্য যেরূপ চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়াছিল, ফ্লরেন্স নগরস্থ কোন ব্যক্তির হৃদয়ে সেরূপ ভাবে অঙ্কিত হয় নাই।

বেলা অনুমান দশটা বাজিলে একজন পুলিষকর্ম্মচারী আমার দোকানে আসিয়া অপরাপর সকল ব্যক্তিকে দোকান হইতে বাহিরে যাইতে অনুমতি করিলেন। ভয়ে আমার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু সাধ্যানুসারে সে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন সেই পুলিষকর্ম্মচারী তাঁহার কক্ষদেশ হইতে আমার শিরস্ত্রাণ ও কোমরবন্দ বাহির করিয়া কহিলেন, "সুবিজ্ঞ চিকিৎসক! এই

দ্রব্যগুলি কি আপনার ?" এতদ্দর্শনে আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম,—এই দ্রব্যগুলি আমার নয় বলিয়া ইঁহার নিকট অস্বীকার করি, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিলাম,—অস্বীকার করিলে কি হইবে ? সকলেইত জানে এই শিরস্ত্রাণ ও কোমরবন্ধ আমার, ঐ যে ভূস্বামী অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া উঁকি মারিতেছেন, হয়ত উঁনি এক্ষণেই আসিয়া এই দুইটী দ্রব্য আমার বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিবেন, তবে মিথ্যা কহিয়া আবার কেন অনর্থক পাপ বৃদ্ধি করি। এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমি কহিলাম, "মহাশয়। এই দ্রব্যগুলি আমার বটে, কিন্তু—" "তোমার যাহা বলিবার থাকে, তাহা বিচারকের নিকট বলিও, আমার নিকট বলিলে কি হইবে ?" এই বলিয়া সেই পুলিসকর্ম্মচারী আমার হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দোকান হইতে বহির্গত হইলেন। সকল লোকেই আমাকে পুলিসকর্ম্মচারীর সহিত গমন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কিন্তু কেহই ইহার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিল না। আমি ভয়ে লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অবনত বদনে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। অনেকেই আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন, কিন্তু পুলিসকর্ম্মচারী তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন, অগত্যা তাঁহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া আমরা একটী বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি সেই অট্টালিকা দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কারাগার, তখন পুলিসকর্ম্মচারী আমাকে অট্টালিকা মধ্যস্থ অন্ধকারময় একটী গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দ্বারবদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই তমসাচ্ছন্ন নির্জ্জন কারাগৃহে বসিয়া আমি আপনার অবস্থার বিষয় আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম,—কি ভয়ানক! আমি কার্য্য বিপাকে পতিত হইয়া জগতে নরপশু বলিয়া খ্যাত হইলাম। আমি অর্থ পিশাচ। তাহা না হইলে কেন আমি অর্থের মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি হারাইয়া কারাবাসী হইব ? বাল্যকালে পণ্ডিতবর্গের উক্তি পাঠ করিয়া ছিলাম,—মনে

উদয় হইল,——হায়! স্বর্ণ! তুমিই ইহ জগতধ্বংসের মূল কারণ! প্রতিনিয়তই তোমার দৌরাত্ম্যে,—তোমার ছলনায় এই ধরাগৃহে ভূরি ভূরি পাপের সৃষ্টি হইতেছে। তোমারই প্রবোচনায় হীনবুদ্ধি মানব জগতে পাশব বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, তোমরই জন্য পিতা পুত্রকে—পুত্র পিতাকে,——স্বামী পত্নীকে,—পত্নী স্বামীকে,—সহোদর সহোদরকে হত্যা করিয়া ইহ জগতে পাপের স্রোতঃ প্রবাহিত করিতেছে। তোমারই কলঙ্কের স্পর্শে ভুবনবিদিত মহাত্মাগণের যশোরাশি চিরকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইয়াছে; আর ভাগ্যদোষে আমিও তোমারই জন্য মান সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া আজ পরিণাম চিন্তনে বিব্রত হইতেছি। অনুমান দুই দণ্ডকাল আমি জীবনের আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া এই প্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে আমার কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল, অমনি একজন সীমারা প্রহরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে বাহিরে লইয়া গেল। আমি তাহার সহিত সোপানপঙক্তি দিয়া নিম্নে অবরোহণ করিয়া একটী বৃহৎ আগারে উপনীত হইলাম। ঐ গৃহের এক পার্শ্বস্থিত কৃষ্ণবর্ণ বসনাবৃত একটী বৃহৎ টেবিল বেষ্টন করিয়া দ্বাদশ জন স্থবিরবর নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন। গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থাপিত কাষ্ঠাসনোপরি ফ্লুরেন্সবাসিগণের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি বসিয়া ছিলেন। এত জনসমাগমেও গৃহটী এরূপ নিস্তব্ধ ছিল যে, সূচি পতনের শব্দ অনায়াসে শুনা যাইত। আমি সেই কৃষ্ণবর্ণ বসনাবৃত টেবিলের সম্মুখে নীত হইলে একজন শোকবসন পরিহিত বৃদ্ধ আপন আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। আমি তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম যে, এই বৃদ্ধ ফ্লুরেন্স নগরের শাসনকর্ত্তা, ইহারই কন্যাকে আমি গত রজনীতে হত্যা করিয়াছি। তখন শাসনকর্ত্তা সমবেত দর্শকমণ্ডলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহাত্মাগণ! পাপিষ্ঠ গত রজনীতে আমার কন্যাকে হত্যা করিয়াছে, অতএব স্বয়ং কন্যাঘাতির বিচার করা অনুচিত; কারণ হয়ত আমি কন্যার শোকে অন্ধ হইয়া ইহার প্রতি অবিচার করিতে পারি। এক্ষণে আমি বিচারাসন ত্যাগ করিতেছি; আপনারা অন্য একজন সুবিজ্ঞ, বিদ্বান, বহুদর্শী বিচারককে এই

আসন প্রদান করুন।” এই বলিয়া তিনি অপর একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী সেই দ্বাদশ জন বৃদ্ধের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ স্থবিরকে বিচারক বলিয়া মনোনীত করিলেন। এই মনোনীত বিচারকর্ত্তার বয়ঃক্রম নবতি বৎসরের ন্যূন নহে, তাঁহার মস্তকের কেশদাম, দীর্ঘশ্মশ্রু ও ভ্রূযুগল রৌপ্যবৎ শুভ্রবর্ণ; অবয়ব কুঞ্চিত; দেহের মাংস শিথিল, নয়ন দৃষ্টি জ্যোতঃপূর্ণ ও কণ্ঠস্বর তীব্র। তখন সেই বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন সত্যই তুমি শাসনকর্ত্তার কন্যা বিয়নকাকে হত্যা করিয়াছ?” আমি তখন নির্ভীক হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে কহিলাম, ‘ধর্ম্মাবতার! আমি হত্যা করিয়াছি সত্য বটে, কিন্তু তাঁহাকে আমি জীবিতা বলিয়া জানিতাম না।” এই বলিয়া আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণন করিলাম। সেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিবার সময় আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, শাসনকর্ত্তার মুখমণ্ডল কখন বা ভয়ে পাংশু বর্ণ কখন বা রাগে লোহিত বর্ণ হইতে ছিল। আমার বক্তব্য শেষ হইলে পর শাসনকর্ত্তা চীৎকার করিয়া কহিলেন, “কি পাপিষ্ঠ! অর্থলোভে আমার কন্যাকে হত্যা করিয়া অপরের উপর দোষারোপ করিতেছ?”

শাসনকর্ত্তার এইরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার দর্শনে বিচারক কুপিত হইয়া কহিলেন, “আপনি যখন স্বেচ্ছায় বিচারকের আসন ত্যাগ করিয়াছেন, পুনরায় এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কি আপনার উচিত; অধিকন্তু আপনি কখনই স্থির বলিতে পারেন না যে; এই ব্যক্তি অর্থের লোভে আপনার কন্যাকে হত্যা করিয়াছে। যদি অর্থেরই লোভে এই ব্যক্তি হত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি আপনার কন্যার গাত্র হইতে একখানিও অলঙ্কার অপহৃত হইত না?

বিচারকের এইরূপ ভর্ৎসনাবাক্যে শাসনকর্ত্তা, অপ্রতিভ হইলেন; কিন্তু আমার প্রতি সানুকূল দেখিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে শত সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম। বিচারক পুনরায় বলিলেন, “আপনার কন্যার হত্যাকাণ্ডে নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে।’ এই কথা শুনিয়া শাসনকর্ত্তার মুখমণ্ডল অধিকতর পাংশু-

বর্ণ হইল। পূর্ব্বে আমি যতবার সেই দীর্ঘাকৃতি পুরুষের কথা উল্লেখ করিয়া ছিলাম, ততবারই তাঁহার মুখমণ্ডল এইরূপ বিবর্ণ হইয়া ছিল, ইহাতে আমার স্পষ্টই অনুভূত হইল যে, তাঁহার কন্যার হত্যাকাণ্ডের কারণ তিনি জ্ঞাত আছেন, অধিকন্তু সেই দীর্ঘাকার পুরুষকেও তিনি ভালরূপ চিনেন। সে যাহাহউক বিচারক আবার কহিলেন, "এই হত্যাকাণ্ডের কারণ আমরা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আপনার কন্যার জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি, কি প্রকারে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিব? অদ্য এই বিচার স্থগিত রাখা যাউক; কল্য আপনি কন্যার পত্রাদি বিচারালয়ে আনয়ন করিবেন। সেই সমস্ত পত্রাদি দেখিয়া ন্যায়ানুগত বিচার হইবে।"

অনতিবিলম্বে একজন প্রহরী আসিয়া পুনরায় আমাকে সেই কারাগারে লইয়া গেল। আমি তথায় অনাহারে দুর্ভাবনায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিলাম। সমস্ত রজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু চিন্তা অনেক পরিমাণে লাঘব হইল। ভাবিলাম,—হয়ত শাসনকর্ত্তার কন্যার পত্রাদি দেখিতে দেখিতে তাঁহার এবং সেই দীর্ঘাকার পুরুষের সম্বন্ধে কিছু জানা যাইবে; তাহা হইলেই গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া আমি কিছু আশ্বস্ত হইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে বিচারালয়ে নীত হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি পত্র টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, গত দিবস অপেক্ষা জনতার বৃদ্ধি হইয়া ছিল। বিচারক আমার হস্তে একখানি পত্র দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, ইহা তোমার হস্তাক্ষর?" আমি পত্রখানি দেখিয়াই জানিতে পারিলাম যে, উহা সেই অপরিচিত দীর্ঘাকার পুরুষের হস্তাক্ষর; কারণ ঐ প্রকার হস্তাক্ষরের তিনখানি পত্র আমাকে লিখিত হইয়া ছিল। আমি পত্রখানি পাঠ করিলাম;—

"বিয়ন্‌কা!

আবার কোন নির্ব্বোধ পতঙ্গকে তোমার রূপবহ্নিতে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? দুশ্চারিণি! এখনও কি তোমার আশা মিটে নাই? সাবধান! বিবাহ করিলেই তোমার মৃত্যু হইবে। তোমার মস্তকোপরি শাণিত অসি ঝুলিতেছে; বিবাহের পূর্ব্বরাত্রিতে উহা তোমার কণ্ঠে সংলগ্ন হইবে।

"জে।"

প্রায় অধিকাংশ পত্রই সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। আমি বিচারককে কহিলাম, "ধর্ম্মাবতার! ইহা আমার হস্তাক্ষর নহে, পূর্ব্বোক্ত আমার তিনখানি পত্রও এইরূপ হস্তাক্ষরে লিখিত ছিল; কিন্তু সে পত্র তিন খানির নিম্নে এরূপ স্বাক্ষর ছিল না।" বিচারকর্ত্তা গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ইহা তোমারই হস্তাক্ষর, প্রত্যেক পত্রের নিম্নে তোমারই নামের আদ্যক্ষর স্বাক্ষরিত রহিয়াছে।"

বিচারক শাসনকর্ত্তাকে বলিলেন, "মহানুভব। এ বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আছে, এক্ষণে বলিতে পারেন।" তখন শাসনকর্ত্তা স্বীয় আসন পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! এই পত্রগুলির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, এই নরাধম আমার কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া হিংসায় এই কার্য্য সাধনা করিয়াছে।" শাসনকর্ত্তার এই কথা শুনিয়া বিচারক দোষ স্বীকার করাইবার জন্য আমাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। আমি তখন নিরুপায় দেখিয়া আমার হস্তাক্ষর জানিবার জন্য দোকানের কাগজ পত্রাদি দেখিতে বলিলাম, কিন্তু বিচারক, "সে সব কিছু পাওয়া যাইতেছে না," এই বলিয়া আমার কথা অগ্রাহ্য করিলেন। বিচারকের এই কথা শুনিয়া আমার জীবনের আশা ভরসা সমুদয় বিলুপ্ত হইল; আমি তৎক্ষণাৎ কারাগারে

নীত হইলাম। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে পুনরায় বিচারালয়ে নীত হইয়া দেখিলাম,—তথায় এতাধিক জনসমাগম হইয়াছে যে, অধিকাংশ লোক স্থানাভাবে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, অদ্য শাসনকর্ত্তার মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল; আমি বিচারকের সম্মুখে নীত হইবামাত্র বিচারক একটী কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া মৃদুস্বরে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—

"জেলিউকস! বিচারালয় তোমাকে হত্যাপরাধে অপরাধী প্রমাণিত করিয়া তোমার মৃত্যুর আজ্ঞা প্রদান করিলেন।"

হা অদৃষ্ট! এইকি আমার জীবনের পরিণাম। ইহ জগতে কিনা নারীঘাতী বলিয়া প্রমাণিত হইলাম। হায় সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়া বিদেশে অকালে জল্লাদের হস্তে মরিতে হইল।।

যে দিন আমার ভাগ্যের চরম দশা ঘটিল সেই দিন সন্ধ্যাকালে যখন আমি কারাগারের উদাসঅন্তরে বসিয়া ছিলাম, যখন আমি স্থির মনে স্থির নয়নে ইহ জগতের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পরলোকের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে সহসা কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল, অমনি একজন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সেই ব্যক্তি নীরবে বহুক্ষণ ধরিয়া স্থির দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল অবশেষে কোমল স্বরে কহিল "জেলিউকস। পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকালে আমাকে কি তোমায় এই অবস্থায় দেখিতে হইল।" ক্ষীণ দীপালোকে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর আমার মানসে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিল। তিনি আমার পারিস নগরবাসী প্রিয়বন্ধু ভেলিটী। ভেলিটী বলিল, "জেলিউকস! আমার পিতা এই নগরের প্রধান বিচারক; ঘটনাক্রমে আমি তাঁহার সহিত এই নগরে আসিয়াই তোমার দুর্ঘটনার বিষয় শুনিতে পাইলাম, তাই তোমার অন্তিমকালে তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। কিন্তু জেলিউকস! তোমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল? কেন নিরর্থক বিয়নকাকে হত্যা করিলে?" এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেলাম। ভেলিটী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, "জেলিউকস! আমি তোমার পরম মিত্র

তবে কেন মিথ্যা কথা কহিয়া আমাকে প্রতারণা করিতেছ ? আমার নিকট সত্য ঘটনা প্রকাশ কর।” আমি কহিলাম, “ভাই! কবে আমাকে মিথ্যা কথা কহিতে দেখিয়াছ ? এই অন্তিমকালে তোমার নিকট মিথ্যা কথা কহিলে আমার কি লাভ হইবে বলত ? আমি তোমার সমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি তখন বিয়নকাকে জীবিত বলিয়া জানিতাম না: কেবলমাত্র অর্থলোভে অন্ধ হইয়া বিবেকশক্তি হারাইয়া এই কার্য্য করিয়াছি।” ভেলিটী উত্তর করিল, ‘ তুমি কি বিয়ন-কাকে চিনিতে না ?” আমি উত্তর করিলাম, “ ভাই! চেনা দূরে থাকুক, ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই।” ভেলিটী কহিল, “জেলিউকস। ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে, তাহা না হইলে তোমার উপর শাসনকর্ত্তার এত আক্রোশ কেন ? নগরে জনরব উঠিয়াছে যে, বিয়নকা তোমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য এক ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিতেছে বলিয়া তুমি হিংসায় তাহাকে হত্যা করিয়াছ।” আমি কহিলাম, “ভাই! তুমি ঠিক অনুমান করিয়াছ শাসনকর্ত্তা সেই দীর্ঘাকার পুরুষকে ভালরূপ জানেন, রহস্য প্রকাশ হবে বলিয়া আমার উপর তাঁহার এত আক্রোশ।” এতক্ষণ ভেলিটী কাঁদিতে ছিল ; এক্ষণে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, ‘ জেলিউকস! তোমার জীবন রক্ষার নিমিত্ত আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলাম।

ভেলিটী প্রস্থান করিল। আমি মনে করিলাম, ভেলিটী একজন আইনবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ও তাঁহার পিতা এই নগরের প্রধান বিচারক, তাঁহারা চেষ্টা করিলে আমার জীবন রক্ষা হইতে পারে ; আর ইহাও স্থির জানি যে, ভেলিটী আমার জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবে না। এইরূপ স্থির করিয়া আমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম ; দুই দিন অতিবাহিত হইল ; তখন যে ক্ষীণ আশার ক্ষীণ জ্যোতিঃ আমার হৃদয়কে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিভাসিত করিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইল। তৎপরে তৃতীয়দিন,——সেই ভয়ানক দিনে আমাকে ইহ জগতের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে, ধার্য্য হইয়াছিল ; সেই দিন বেলা অপরাহ্নে আমি বধ্য ভূমিতে নীত হইলাম। তখন

সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই; বধ্যভূমি জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছে; ঘাতক শাণিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,——আজ্ঞা পাইলে উহা আমার কণ্ঠে সংলগ্ন করিবে বলিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এমন সময়ে সেই জনতামধ্য হইতে একজনের কণ্ঠস্বর উত্থিত হইল,—— "জেলিউকস! জেলিউকস!" আমি সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম,——ইহা আমার দুঃখের সমাংশভাগী, প্রণয়ের অকৃত্রিম মিত্র ভেলিটীর। ভেলটী সেই জনতা ভেদ করিয়া আমার নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিল,—আমাকে আলিঙ্গন করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিলেন, "জেলিউকস! জেলিউকস! আমি সুখবর আনিয়াছি,—— তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে, তুমি মুক্ত হইলে, কিন্তু ভাই! তোমার দেহের একটী অঙ্গহীনতার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে,— তোমার বামবাহু ছিন্ন হইবে।" আমি সজলনয়নে কহিলাম, "ভাই! আজ তুমি যে কাজ করিলে, তাহা চিরকাল আমার মানসে অঙ্কিত থাকিবে; কিন্তু ভাই! কি প্রকারে আমার জীবনরক্ষা হইল, শুনিতে পাই কি?" ভেলিটী কহিলেন, "সর্ব্ব প্রথমে আমি পিতার নিকট যাইয়া একে একে তোমার সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলাম, তিনি আমাকে আপিল করিতে কহিলেন, আমি তাঁহার মতানুসারে তাঁহারই নিকট আপিল করিলাম। তোমার বিষয় পুনরায় অনুসন্ধান হইবে জানিয়া শাসনকর্ত্তার মুখ শুকাইয়া গেল, যাহাতে এই বিষয়ে আর অনুসন্ধান না হয় তিনি তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বিফল হইল। তোমার শেষ বিচারনিষ্পত্তির জন্য পাঁচজন বিচারক নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার পিতাই সর্ব্বপ্রধান। বিচার আরম্ভ হইল, সেই পত্রগুলির সহিত তোমার হস্তাক্ষর মিলাইবার জন্য তোমার দোকানের খাতা-পত্রাদির অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। অবশেষে আমার পিতা তোমার দোকানের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আনিতে কহিলেন; তাঁহার আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত বিচারালয়ে আনীত হইল, পিতা স্বহস্তে সেই সমস্ত দ্রব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনু-

সন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে তোমার একটী ক্ষুদ্র বাক্সমধ্যে একখানি পত্র দেখিতে পাওয়া গেল, সেই পত্রখানির শিরদেশে শাসনকর্তার নাম লিখিত ছিল। পিতা সর্ব্ব-সমক্ষে সেই পত্রখানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেনঃ—

"পাপিষ্ঠ!

সমস্ত জানিয়া শুনিয়া কেন একজন নির্দ্দোষির প্রাণবধ করিতেছ? জিজ্ঞাসা করি, স্বহস্তে তাহার দোকানের খাতাপত্রাদি দগ্ধ করিবার কারণ কি?"

"জে।"

সেই পত্রখানি পঠিত হইবামাত্র শাসনকর্তার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইল, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিলেন। ইহা আর কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল আমি তাঁহার বদনমণ্ডলের এই বিশুষ্কভাব ভালরূপ লক্ষ্য করিলাম। এই পত্রখানির হস্তাক্ষর বিয়নকাকে লিখিত পত্রের অনুরূপ, ইহারও নিম্নে সেই প্রকার স্বাক্ষর ছিল। আমার পিতা অপর চারিজন বিচারককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'মহাত্মাগণ! মহানুভব শাসনকর্তার কন্যার হত্যাকাণ্ড রহস্যজালে পরিপূর্ণ। এক্ষণে ইহার গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ করা যাইতেছে না। বলিতে পারি না, কে এই পত্র ইহার ভিতর রাখিল, কিন্তু এই পত্রখানির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, হতভাগ্য ফেলিউকস নির্দ্দোষী, আর মহানুভাব শাসনকর্তার উপর যে দোষারোপ করা হইতেছে, সে বিষয়ে আমরা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, অনুরোধ করি তিনিই ইহার সদুত্তর প্রদান করিবেন।' এই বলিয়া পিতা আসন পরিগ্রহ করিলেন, তখন শাসনকর্তা দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,

'মহাত্মাগণ। ধূর্ত্ত শঠতাজাল বিস্তার করিতে কোন ত্রুটি করে নাই আত্মদোষপ্রক্ষালনের নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছে। দুরাচার মনে করিয়া ছিল যে, হত্যাপরাধে ধৃত হইলে এই পত্রখানির দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, এই ভাবিয়া ইহা পূর্ব্ব হইতেই এই বাক্সের ভিতর রাখিয়াছে, নতুবা রক্ষকবৃন্দের চক্ষে ধূলা দিয়া কে এই পত্র রাখিয়া গেল? ইহা যে তাহারই হস্তাক্ষর, সে বিষয়ে বোধহয় কাহারও সন্দেহ নাই।' শাসনকর্ত্তার এই সমস্ত কথা শুনিয়া অপর চারিজন বিচারক আমার পিতাকে কহিলেন, 'মহানুভব! এই পত্রখানির দ্বারা আপনি কিছু সে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না।' এই কথা শুনিয়া পিতা পুনরায় তোমার দ্রব্য সামগ্রী দেখিতে লাগিলেন; সৌভাগ্যক্রমে তোমার দোকানের একখানি হিসাবের খাতা দেখিতে পাওয়া গেল। তখন পিতা তোমার খাতার সহিত পত্রগুলির হস্তাক্ষর মিলাইয়া দেখিলেন,——উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তোমার এই হস্তাক্ষর দেখিয়া অপর চারিজন বিচারক পিতাকে কহিলেন, মহানুভব! যদিও এই পত্রগুলি সে ব্যক্তি লিখিয়া না থাকে, যদিও সে ব্যক্তি অর্থলোভে অন্ধ হইয়া মহানুভব শাসনকর্ত্তার কন্যাকে হত্যা করিয়া থাকে, তথাপি সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না; কিম্বা তাহার মৃত্যুদণ্ড মার্জ্জনা করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক হইয়া জীবিতকে মৃত বলিয়া স্থির করে, তাহার অপরাধ কি ক্ষমা করা যাইতে পারে? মৃত্যুই তাহার উপযুক্ত শাস্তি।' সকলেই তোমার বিপক্ষ; কেবলমাত্র পিতা তোমার অনুকূলে বলিলে কি হইবে? কিছুতেই তোমার মৃত্যুর আজ্ঞা খণ্ডন করা গেল না। অবশেষে আমরা ক্ষুণ্ণমনে বিচারালয় হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। বাটীতে আসিয়া পিতা কহিলেন, "জেলিটী। কেবল শাসনকর্ত্তার ষড়যন্ত্রে এ প্রকার অবিচার হইল। আগামী কল্য তোমার বন্ধুর মৃত্যুদিন স্থির না হইলে আমি তাঁহার জীবনরক্ষা করিতে পারিতাম,———স্বয়ং রাজার নিকট যাইয়া শাসনকর্ত্তার দর্পচূর্ণ করিতে পারিতাম; এক্ষণে কি করিব

আর সময় নাই।’ আমি তখন নৈরাশ হইয়া কহিলাম, “পিতঃ আর কি কোন উপায় নাই?’ পিতা কহিলেন, ‘থাকিতে পারে, যদি ক্লুবেন্‌স নগরের বিচারালয়ে পূর্ব্বে কখন এরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে,———আর যদি সেই ঘটনায় অন্যপ্রকার দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার বন্ধুর জীবন রক্ষা হইতে পারে। ভাল, এক্ষণে একবার পুরাতন বিচারনিষ্পত্তিপুস্তকসমূহ দেখা যাউক।’ এই বলিয়া পিতা সেই সমস্ত পুস্তক আনিবার জন্য একখানি অনুমতি পত্র লিখিয়া দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞাপত্র দেখাইয়া বিচারালয় হইতে সেই সমস্ত পুস্তক বাটীতে আনয়ন করিলাম। আমি এবং আমার পিতা সেই রজনীতে নিদ্রা না যাইয়া সেই রাশীকৃত পুস্তক হইতে একে একে প্রত্যেক পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক পৃষ্ঠা তন্নতন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। এইরূপ সমস্ত রজনী অন্বেষণ করিবার পর একখানি পুস্তকে অবিকল এই ঘটনার অনুরূপ আর একটী ঘটনা দেখিতে পাইলাম। তাহাতে এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা লিখিত ছিল:———“তোমার বামহস্ত ছিন্ন হইবে,—তুমি তোমার সমস্ত ধনসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে,——তুমি চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইবে।” জেলিউকস। ইহাই তোমার অপরাধের শাস্তি। এই উপস্থিত দণ্ড সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হও,———হৃদয় দৃঢ় কর। যখন আমি এই দণ্ডাজ্ঞা দেখিতে পাইলাম, তখন তোমার জীবনরক্ষা হবে ভাবিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইল, আমি পিতাকে কহিলাম, ‘এক্ষণেত আমার বন্ধুর জীবনরক্ষা হইতে পারে।’ পিতা কহিলেন, ‘অবশ্য হইবে। বেলা দুই প্রহরের সময় তুমি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিও।’ আমি তাঁহার কথানুসারে বিচারালয়ে গমন করিয়া পুনর্ব্বিচার প্রার্থনার জন্য আবেদন করিলাম, কিন্তু আপনার বিচারক আমার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না, কহিলেন, ‘এই বিচার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, পুনরায় উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না।’ আমার

পিতা কহিলেন, ' মহাত্মাগণ! বিচারালয়ের এপ্রকার রীতি নহে; আরো কাল যাহাকে আপনারা দোষী বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, হয়ত আজ সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। কাল আপনারা অপরাধিকে যে দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, হয়ত আজ অপরাধির সে দণ্ড অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। গতদিবস আপনারা যে অপরাধিকে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে; পুরাতন বিচারনিষ্পত্তিপুস্তকসমূহ অন্বেষণ করুন, দেখিতে পাইবেন,—এরূপ অপরাধে প্রাণ দণ্ড হয় নাই।, এই কথা বলিয়া পিতা সেই বিচারনিষ্পত্তি পুস্তকখানি আনিতে বলিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে পুস্তকখানি আনীত হইল তিনি সর্ব্বসমক্ষে সেই পুস্তক লিখিত দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিলেন। তখন বিচারকগণ অপ্রতিভ হইলেন, তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রোধ করিয়া পুস্তকে লিখিত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। দণ্ডাজ্ঞাপত্র হইতে এতাধিক বিলম্ব হইল, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে ঠিক সময়ে আসিয়াছি, আর কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব হইলে তোমার রুধিরসিক্ত ছিন্নমস্তক ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিতাম। " এই বলিয়া ভেলিটী আমার দণ্ডাজ্ঞাপত্র প্রধান রক্ষকের হস্তে প্রদান করিলেন। তখন সেই জনতাপরিপূর্ণ বধ্যভূমিতে একখণ্ড প্রস্তরের উপর আমার বাম হস্ত স্থাপিত হইল, জল্লাদ শাণিত অসি উত্তোলন করিল, উর্দ্ধোত্থিত চাকচিক্যময় তরবারী অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমনিভ কিরণে বিভাসিত হইল। বন্ধুগণ! আর কি শুনিবেন? কিছুক্ষণপরেই আমার ছিন্ন হস্ত বিগলিত রক্তস্রোতে আপাদ মস্তক রঞ্জিত হইল,—আমি মূর্চ্ছিত হইলাম।

ভেলিটী আমাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাঁহার আলয়ে লইয়া গেলেন; আমি এক পক্ষকাল তাঁহারই আবাসে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিলাম। অতঃপর আমার জীবনদাতা,—প্রিয়বন্ধু ভেলিটী আমাকে পথপর্য্যটনযোগ্য অর্থ প্রদান করিলেন; কারণ এতদিন অনবরত পরিশ্রম করিয়া আমি যে সমস্ত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তৎসমুদায়ই রাজভাণ্ডারে নীত হইয়াছিল আমি তখন ভেলিটীর নিকট হইতে বিদায়

লইয়া ফ্লুরেন্স নগর হইতে সিসিলি দ্বীপে গমন করিলাম, এবং তথায় দুইদিবস অবস্থিতি করিয়া জন্মভূমি কনসট্যান্টীনোপল নগরে প্রত্যাগমন করিলাম।

বন্ধুগণ! বোধ হয় আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, "আমার বাটীবিক্রীতঅর্থের অর্দ্ধাংশ এক বন্ধুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া ফ্লুরেন্স গমন করিয়া ছিলাম। এক্ষণে উহাই আমার জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র সম্বল। আমি সেই বন্ধুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার আবাসে আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম; ইহাতে আমার বন্ধু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল "সে কি জেলিউকস? রাজপ্রাসাদতুল্য তোমার মনোহর অট্টালিকা থাকিতে কেন আমার সামান্য কুঠীর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছ?" তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি ক্ষুণ্ণচিত্তে কহিলাম, "হা ঈশ্বর! বিপদ্কালে সকলেই উপহাস করে!" আমার এই রূপ আক্ষেপে বন্ধু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "জেলিউকস! আমি তোমার সহিত উপহাস করিতেছি না; সত্য কথাই বলিতেছি। প্রায় এক সপ্তাহ হইল তোমার ফ্লুরেন্স নগরের এক বন্ধু আসিয়া তোমার নামে একখানি অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছেন, এবং প্রতিবেশিগণকে কহিয়াছেন যে, তুমি শীঘ্রই ফ্লুরেন্স নগর হইতে প্রত্যাগত হইবে।" আমি তৎক্ষণাৎ আমার বন্ধুর সমভিব্যাহারে সেই বাটীতে গমন করিলাম। সেই বাটীতে আমার পরিচিত কতিপয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমার হস্তে এক খানি পত্র দিয়া কহিলেন, "জেলিউকস তুমি। যে বন্ধুকে বাটী ক্রয় করিতে পাঠাইয়া ছিলে, তোমার সেই বন্ধু তোমাকে এই পত্র খানি দিতে বলিয়াছেন। আমি পত্র খানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলাম:—

"জেলিউকস!

তোমার এক হস্ত গিয়াছে, কিন্তু উহার কষ্ট তোমার অপেক্ষা আমি অধিক অনুভব করিতেছি; আজ হইতে দুইটী হস্ত তোমার সুখের নিমিত্ত অনবরত কার্য্য করিবে। এই বাটী ও ইহার সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী তোমাকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিলাম, গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবে। স্বচ্ছন্দে একজন ধনী ব্যক্তির জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রতিবৎসর যে অর্থ ব্যয় হয়, তদপেক্ষাও অধিক স্বর্ণমুদ্রা তুমি প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে এই নরাধমের অপরাধ মার্জ্জনা কর। জেলিউকস! যদি জগতে তোমার অপেক্ষা হতভাগ্য কেহ থাকে, তবে স্থির জানিও, সে অভাগা আমি।"

যদিও পত্রখানির হস্তাক্ষর দেখিয়া আমি লেখককে চিনিতে পারিলাম, তথাপি সবিশেষ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার প্রতিবেশিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! সে ব্যক্তির আকৃতি কিরূপ?" তিনি কহিলেন, "একটী বহুমূল্য লোহিতবর্ণ পরিচ্ছদে তাঁহার আপাদমস্তক আবৃত থাকায় আমরা তাঁহার মুখ দেখিতে পাই নাই, কিন্তু তাঁহার দেহায়তন অত্যন্ত দীর্ঘ। কথাবার্ত্তায় বোধ হইল তিনি একজন ফরাসী।" সে যাহা হউক আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া সেই দীর্ঘাকার পুরুষের মহদান্তঃকরণের যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। আমি বাটীর সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, সমস্ত দ্রব্য সুশৃঙ্খলভাবে যথোপযুক্তস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। বাটীর বহির্ভাগে একখানি দোকান ছিল; উহার দ্রব্য সামগ্রী আমার ফবেনস নগরের দোকানাপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট।

আমি সেই বাটীতে আমার জীবনের দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিলাম। যদিও আমার কোন বিষয়ের অভাব ছিল না, তথাপি বাণিজ্যার্থে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম, কারণ অলসের ন্যায় কালক্ষেপ করিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল। এই রূপে বাণিজ্যার্থে নানা দেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলাম, কিন্তু ভাগ্যনেমির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে স্থানে আমার দুরদৃষ্টের বিষময় ফল ফলিয়া ছিল, সেই ভয়ানক স্থানে,——ফ্লরেন্স নগরে আর কখনও পদার্পণ করি নাই। আজও পর্য্যন্ত সহস্রাধিক স্বর্ণমুদ্রা প্রতি বৎসরান্তর পাইয়া থাকি। সেই উদার চেতা এই রূপ সদয় ব্যবহার করিয়াও আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতে পারেন নাই,——বিদন্কার প্রতিমূর্ত্তী আমার অন্তরে সদাই জাগরূক রহিয়াছে।

জেলিউকসের উপাখ্যান সমাপ্ত হইল। সকলেই তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেলিম বরাক তাঁহার দুঃখে এতাধিক কাতর হইলেন যে, তাঁহার হৃদয়নিহিত শোকোচ্ছাস আর সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেন না,—অনেকেই তাঁহার নয়নকোণে জলবিন্দু দর্শন করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই বিষয়ে কথোপ-কথন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেলিম বরাক, কম্পিতস্বরে কহিলেন, "মহাশয়। যে হতভাগার জন্য আপনার বাম হস্ত ছিন্ন হইল,—যে হতভাগা আপনার জীবনকে বিপদমুখে নিক্ষেপ করিল, এক্ষণে কি আপনি সে হতভাগাকে ঘৃণা করেন না?"

জেলিউকস উত্তর করিলেন "এক সময় করিয়াছি,——আমার জীবনের চিরসুখ নষ্ট করিয়াছে বলিয়া একসময়ে আমি কায়মনবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট তাহার অমঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আর তাহাকে ঘৃণা করি না, এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।"

সেলিম বরাক সাদরে জেলিউকসের করগ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আপনার অন্তঃকরণ অতি মহৎ! তাই শত্রুরেও ক্ষমা করিলেন।"

এই সময়ে রক্ষকাধ্যক্ষ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কহিলেন, "অদ্য কেহই নিদ্রা যাইবেন না; বণিকগণ প্রায়ই এই স্থানে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকেন; অধিকন্তু রক্ষকগণ আমাকে কহিল যে, তাহারা মরুভূমির এক প্রান্ত হইতে একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী পুরুষকে শিবিরাভিমুখে আসিতে দেখিয়াছে।"

এই সংবাদ শ্রবণে বণিকগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহাদিগকে এইরূপ সশঙ্কিত দেখিয়া সেলিমবরাক ভয়সূচক কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া সস্মিত বদনে কহিলে, "আপনাদের এতাধিক প্রহরী থাকিতে, কেন অকারণ সামান্য আরবদস্যুকে ভয় করিতেছেন?"

রক্ষকাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "সত্য, মহাশয়! যদ্যপি তাহারা আপনার কথিত সামান্য দস্যু হইত, তাহা হইলে আমরা অশঙ্কিত চিত্তে নিদ্রা যাইতে পারিতাম, কিন্তু কিছুদিন হইল, ভীমবিক্রান্ত অরবাসন পুনরায় রঙ্গভূমে দেখা দিয়াছেন। তাঁহার নাম শুনিলে বোগদাদের সিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হয়।"

সেলিমবরাক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে অরবাসন?"

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বণিক উত্তর করিলেন, "জনসমাজে এই অদ্ভুত মনুষ্যের বিষয়ে নানা প্রকার আশ্চর্য্যজনক গল্প প্রচলিত আছে। অনেকেই বলেন,——তিনি একজন পিশাচসিদ্ধ পুরুষ; কারণ এককালীন তিনি একাকী পাঁচ ছয় জন বলবান পুরুষকে পরাজিত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন,——তিনি একজন অসমসাহসী বীর্য্যশালী ফরাসী যোদ্ধা, রাজদণ্ডভয়ে সুদূর মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা যে কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি যে একজন পলায়িত অপরাধী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

লিজা নামক অপর একজন বণিক কহিলেন, "তাঁহার যে কোন গুণ নাই, এমন কথা কিছু আপনি বলিতে পারেন না। সত্য বটে, তিনি একজন দস্যু; কিন্তু দস্যুদিগের ন্যায় তাঁহার প্রকৃতি নীচ নহে। তাঁহার উদার অন্তঃকরণের ভূরি ভূরি প্রমাণ

পাওয়া গিয়াছে; এক সময়ে তিনি আমার সহোদরের প্রতি যে প্রকার সদয় ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহা শুনিলে তাঁহাকে দস্যু বলিয়া সম্বোধন করিতে বোধহয় আপনাদের লজ্জা হইবে। তিনি তাঁহার সমস্ত দস্যুদলকে সম্পূর্ণ সুশাসনে রাখিয়াছেন; যত দিন হইতে তিনি মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করিতেছেন; ততদিন অন্য কোন দস্যুদল পথিকদিগের দ্রব্যলুণ্ঠন করিতে সাহস করে নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি কখন দস্যুর ন্যায় পর্য্যটকগণের দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করেন নাই। অপর দস্যুগণের হস্ত হইতে পথিকগণকে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, এবং যে কেহ সেই কর ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করেন, তিনি নিরাপদে মরুভূমিতে পর্য্যটন করিতে পারেন; কারণ অববাসনই এই মরুভূমির অধিপতি।”

বণিকগণ শিবিরের ভিতর বসিয়া এই প্রকার গল্প করিতেছেন; এমন সময়ে একজন প্রহরী দ্রুতবেগে তাহাদের নিকটে আসিয়া সভয়ে কহিল, “দস্যুকর্ত্তৃক আমরা আক্রান্ত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই; প্রায় চারি সহস্র সশস্ত্র অশ্বারোহী দস্যু দ্রুতবেগে আমাদের শিবিরাভিমুখে আসিতেছে। এক্ষণে তাহারা প্রায় আমাদের সার্দ্ধ দুই ক্রোশ অন্তরে রহিয়াছে।”

বণিকগণ এই আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আকমেদ্ কহিলেন, “বন্ধুগণ! উদ্ধারেরত কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না; এক্ষণে আপনাদের বিবেচনায় কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত? তাহাদের আক্রমণে বাধা দিবেন, কিম্বা নির্ব্বিবাদে তাহাদিগের আক্রমণ সহ্য করিবেন? আমার বিবেচনায় তাহাদের আক্রমণে বাধা না দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।”

অপর দুইজন বণিক তাঁহার শেষোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু জেলিউকস ও উদ্ধতস্বভাব মুলী তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। মুলী সেলিমবরাককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! এ বিপদে আপনি কি আমাদের কিছু সাহায্য করিবেন?”

সেলিমবরাক সভয়ে কহিলেন, “বলেন কি মহাশয়? আপনারত

কম সাহস নয়! দুইশত প্রহরী লইয়া আপনি চারি সহস্র আরব দস্যুকে পরাজয় করিবেন? জানিয়া শুনিয়া কে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইবে বলুন? আল্লার অনুগ্রহে ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে একবার তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইযাছি; আবার কি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরা দিব,———হেলায় আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিব?"

মুলী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আপনি কাপুরুষ! তাই মরিতে ভয় করেন!"

সেলিমবরাক সহাস্যে কহিলেন, "ভাল, কাজের সময় আপনার পুরুষত্ব দেখা যাইবে।" এই বলিয়া তিনি আপনার কটিবন্ধ হইতে নীল নক্ষত্রাঙ্কিত লোহিত বর্ণের একখানি ক্ষুদ্র রুমাল বাহির করিয়া উহা একটী বর্শার তীক্ষ্ণাগ্রভাগে বন্ধন করিলেন। তৎপরে উহা শিবিরের উপরিভাগে সংলগ্ন করিয়া দিতে একজন রক্ষককে আদেশ করিলেন। এতদ্দর্শনে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বণিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! উহাতে আমাদের কি উপকার দর্শাইবে?"

সেলিমবরাক গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "দস্যুগণ এই রুমালখানি দেখিতে পাইলে, আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া প্রস্থান করিবে।" মুলী তাঁহার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আকমেদ্ শিবিরের উপরিভাগে ঐ দীর্ঘ বর্শা বাঁধিয়া দিতে রক্ষককে তৎক্ষণাৎ অনুমতি করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। ইত্যবসরে তাঁহারা সকলেই পটমণ্ডপের বহির্ভাগে গমন করিলেন; জেলিউকস ও মুলী সমস্ত প্রহরিগণের সহিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে দস্যুগণের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সে যাহা হউক এই ক্ষুদ্র পতাকা মরুভূমির নির্দ্দয় সন্তান-গণের উপর অদ্ভুত আধিপত্য বিস্তার করিল, তাহারা ঐ সঙ্কেতসূচক রুমাল দর্শন করিবার মাত্র অন্যদিকে তাহাদের গতি পরিচালিত করিল, এবং চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অনন্ত মরুভূমির অনন্ত বালুকারাশির মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

এই অচিন্তনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া বণিকগণ

স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন,——কাহারও মুখে বাঙনিষ্পত্তি হইল না; সেলিমবরাক পটমণ্ডপের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া মরুভূমির সুদূরবর্ত্তী বিলীনপ্রায় অশ্বারোহিগণের প্রতি স্থিরভাবে স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে মুলী সেলিমবরাকের গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ মুখমণ্ডলের প্রতি ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টে চাহিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কে আপনি, মহানুভব? কাহার অসীম পরাক্রমে আমাদের ধন প্রাণ রক্ষিত হইল? কে এই মরুভূমির দুর্দ্দান্ত দস্যুসম্প্রদায়কে এক সামান্য সঙ্কেতে বশীভূত করিল?"

সেলিমবরাক বিনীত ভাবে কহিলেন, "মহাশয়! আমি যাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য,——আমার যাহা সাধ্যাতীত, সেই অতিরিক্ত ক্ষমতা আমাকে প্রদান করিতেছেন; দুর্দ্দান্ত আরবদস্যুদিগকে দমন করিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই।"

আকম্মেদ্ সোৎসুকে কহিলেন, "মহানুভব! বালক মুলীকে আপনি প্রতারণা করিতে পারেন; কিন্তু এই দূরদর্শী বৃদ্ধকে প্রতারিত করা সহজ ব্যাপার নহে! কেন আত্ম পরিচয় গোপন করিতেছেন?"

সেলিমবরাক কহিলেন, "মহাশয়! আপনাদের নিকট আমি আমার মিথ্যা পরিচয় প্রদান করি নাই। দস্যুদিগের নিকট অবস্থিতির সময় আমি এই রুমালের অদ্ভুত ক্ষমতা পরিদর্শন করিয়াছিলাম; সেই নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া আসিবার সময় আমি ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। ইহাতে কি অর্থ বুঝায় বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা আমি স্থির জানি যে, যে কোন ব্যক্তির নিকট এই সাঙ্কেতিক রুমাল থাকে, দস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার তাঁহার কোন ভয় নাই।"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া বণিকগণ তাঁহাকে শত সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। আকম্মেদ্ কহিলেন, "বলিতে পারি না, আপনার কথা কতদূর সত্য; কিন্তু সে যাহাই হউক আজ আপনি আমাদের জীবনরক্ষা করিলেন; আপনার এ ঋণ আমরা কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিব না।"

তখন তাঁহারা সকলেই প্রফুল্ল মনে শিবিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অতঃপর যখন সূর্য্যের প্রখর কর হীন তেজোবিশিষ্ট হইতে লাগিল; যখন শরীরস্নিগ্ধকর সান্ধ্য সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল; তখন তাঁহারা শিবির সকল উত্তোলন করিয়া দ্রব্য সমূহ উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোপিত করিলেন, এবং সজ্জিত হইয়া পথপর্য্যটনার্থ পুনরায় বহির্গত হইলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইবার অব্যবহিত পরে এক স্থান মনোনীত করিয়া শিবির সকল পুনরায় সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপরে তাঁহারা একত্রে আহারাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া স্ব স্ব স্থানে বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন। বিশ্রামের পর যখন তাঁহারা পুনরায় মিলিত হইলেন, তখন মুর্লী লিজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! অদ্য আপনার গল্প বলিবার পালা।"

এতদশ্রবণে লিজা কহিলেন, "বন্ধুগণ! গতদিবস আমি দুর্দ্ধর্ষ অরবাসনের যে উদার প্রকৃতির কথা বলিয়া ছিলাম, অদ্য আমার সহোদরের একটী দুঃসাহসিক কার্য্য বর্ণন করিয়া তাহা প্রমাণিত করিতেছি; শ্রবণ করুন।

ফতেমা।

একারা নগরের কাজি আমার পিতা; তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। আমি জ্যেষ্ঠ, আমার ভ্রাতা ও ভগ্নী আমার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। আমার পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদর বোগ্দাদাধীশ্বর কালিফের প্রধান উজীর; তিনি নিঃসন্তান বলিয়া আমাকে অধিক ভালবাসিতেন, এই নিমিত্ত আমি তাঁহার আলয়ে অধিক দিন বাস করিতাম। আমার বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্যেষ্ঠতাত আমাকে তাঁহার আলয়ে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন; অচিরকালমধ্যে আমি তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,—তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন। এই রোগ হইতে তিনি আর আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না, কিছুদিন পরেই নবতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার সমস্ত বিষয়ের আমাকে উত্তরাধিকারী করিয়া ইহ জগতের মায়া কাটাইয়া তিনি পরলোকে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি দুইবৎসর তাঁহার আলয়ে বাস করিলাম। অতঃপর বাল্যলীলাভূমি সুখনিদান জন্মভূমির সুন্দর শোভা দর্শনেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল; আমি অনতিবিলম্বে পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভ্রাতা ভগ্নীর বিপদের কথা শ্রবণ করিলাম। কি প্রকারে তাঁহারা সেই বিপদে পতিত হইলেন,—কি প্রকারে তাঁহারা দয়াময় আল্লার অনুগ্রহে সেই বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন, তাহাই এক্ষণে আপনাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি।

আমার ভ্রাতা মুস্তাফা ভগ্নী ফতেমা অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। শৈশবহইতেই তাঁহাদের পরস্পরের ভালবাসায় পরস্পরের হৃদয় পরিপ্লুত হইয়াছিল। সেই ভালবাসার আতিশয্যে তাঁহারা একত্রে আহার, একত্রে বিহার, একত্রে ক্রীড়া করিয়া পরস্পরকে আমোদিত

করিতে পরস্পরে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাঁহাদের সেই ভালবাসারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আমার পিতার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর, পিতার সেই বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহারা তাঁহার কষ্টলাঘব করিবার জন্য চেষ্টার কোন ক্রটি করিতেন না। ফতেমার ষোড়শ জন্মদিনে আমার ভ্রাতা মুস্তাফা একটী মহাভোজের আয়োজন করিয়া সমস্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিলেন; সেই উৎসবোপলক্ষে মধ্যাহ্ন-কালে পিতার উদ্যানবাটীতে নৃত্যগীতাদি হইতে লাগিল। বেলা অপরাহ্নে নৃত্যগীত ভঙ্গ হইল, আহূত ব্যক্তিমাত্রেই আহার করিয়া আমার ভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করি-লেন। মুস্তাফার কতিপয় বন্ধু তরণীযোগে কিছুক্ষণ সমুদ্রে পর্য্যটন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। মুস্তাফা তাঁহাদের সে অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া উহা সুন্দররূপে সজ্জিত করিলেন।

ফতেমা ও তাঁহার সহচরীগণ আনন্দিত মনে সেই তরণীতে আরোহণ করিলেন; অমনি নৌকা ভাসিতে ভাসিতে তরঙ্গসহ নাচিতে নাচিতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। তখনও সন্ধ্যার ছায়ায় সাগরতীরস্থ বিটপিরাজীর শ্যামল দেহ আবৃত হয় নাই,——তখন ও বসন্তের সুনীল অম্বরে একটীও নক্ষত্র প্রকাশিত হয় নাই;—সান্ধ্য সমীরণহিল্লোলে ধূয়মান সরিৎপতির উর্ম্মিমালা নাচিতে নাচিতে ছুটিতে ছিল,—অদূরবর্ত্তী একারা নগর সেই সান্ধ্যশোভায় আপনাকে ভূষিত করিয়া সেই নৌকারূঢ় জনগণের মন মোহিত করিতেছিল। এইরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে মুস্তাফার ক্ষুদ্রতরী মৃদু মৃদু বাহিয়া যাইতেছিল। মুস্তাফা নৌকা ফিরাইতে দাঁড়িদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু ফতেমা ও তাঁহার সহচরীগণ নৌকা আর কিছুদূর বাহিতে মুস্তাফাকে অনুরোধ করিলেন। মুস্তাফা অত্যন্ত অনিচ্ছায় তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইলেন; কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানের অদূরে একখানি দস্যুতরী দৃষ্ট হইয়াছিল। এই স্থানের অনতিদূরে একটী অন্তরীপ

সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। বালিকাগণ সেই স্থানে ক্ষণকাল ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহারা সেই অন্তরীপ প্রদিক্ষণ করিয়া আসিবামাত্র অনতিদূরে একখানি দস্যুপোত দেখিতে পাইলেন। মুস্তাফার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল, তিনি নৌকাখানি তীরাভিমুখে বাহিতে দাঁড়িদিগকে তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহার সেই সন্দেহ শীঘ্রই বদ্ধমূল হইল, কারণ সেই সশস্ত্র পুরুষপরিপূর্ণ নৌকাখানি দ্রুতবেগে তাঁহাদের নৌকাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল; মুস্তাফার নৌকাপেক্ষা তাহাদের বাহিত্র অধিক থাকাতে তাহারা শীঘ্রই মুস্তাফার তরীর সম্মুখে আসিল। এই আকস্মিক বিপদ উপস্থিত দেখিয়া বালিকাগণ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; তাঁহারা সকলেই নৌকার বাহিরে আসিতে লাগিলেন। মুস্তাফা তাহাদের সকলকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—কহিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই; তোমরা নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাক, এই প্রকার অনাবশ্যক দৌড়াদৌড়ি করিলে কি হইবে? এক্ষণেই নৌকা তোমাদের ভারে উল্টাইয়া পড়িবে; কেন আর নূতন বিপদ ঘটাও।" কিন্তু তাঁহার এই প্রকার সান্ত্বনাবাক্যের কোন ফল দর্শাইল না। দস্যুপোতখানি তাঁহাদের নৌকার এক পার্শ্বে আসিল; অমনি তাহারা সকলে নৌকার অপর পার্শ্বে গমন করিলেন। এই প্রকার নৌকার একপার্শ্বে ভার পতিত হইবামাত্র উহা উল্টাইয়া পড়িল,——বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত হইল।

তীরভূমি হইতে সকল লোকই এই দস্যুপোতখানির গতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ঐ নৌকাখানির এই প্রকার দ্রুতগতি দেখিয়া তাহাদের মনে আশঙ্কার উদ্রেক হইল। তীরস্থ কতিপয় নৌকা আমার ভ্রাতার নৌকাখানির উদ্ধারসাধন মানসে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দ্রুতবেগে বাহিয়া চলিল, কিন্তু তাহারা সেই বিপদময় স্থানে উপস্থিত হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বেই আমার ভ্রাতার নৌকাখানি উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। সে যাহা হউক তাহারা আসিয়াই জলমগ্ন ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিতে লাগিল।

এই গোলযোগে সুবিধা পাইয়া দস্যুপোতখানি সজোরে বাহিয়া তাহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গেল। বিপদগ্রস্ত নৌকার সমুদায় আরোহির উদ্ধারসাধন হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য তীরাগত পরিত্রাতা তরিগুলি একস্থানে মিলিত হইল। সকল আরোহী নিরাপদে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কেবল আমার সেই অভাগিনী ভগিনী ফতেমা ও তাঁহার শৈশবসহচরী জোবেদীকে দেখিতে পাওয়া গেল না। প্রাণসমা প্রিয়তমা ভগ্নীর অদর্শনে মুস্তাফা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহার বন্ধুগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের উদ্বেগ প্রশমিত হইল না। তখনও পর্য্যন্ত ডুবারীগণ ফতেমা ও জোবেদীকে অনুসন্ধান করিতে বিরত হয় নাই, কিন্তু সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা সমুদ্রের অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছেন, আর এখনে অন্বেষণ করা বৃথা! এইরূপ স্থির করিয়া তরীগুলি তীরাভিমুখে বাহিয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে তরীগুলি উপকূলে উপনীত হইল, সকল আরোহী একে একে অবরোহণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে একজন সশস্ত্র পুরুষ একখানি তরী হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তীরে অবরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। এই ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন বটে, কিন্তু তীরস্থ কতিপয় ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিলেন। অনতিবিলম্বে সে ব্যক্তি ধৃত হইয়া সমুদ্রোপকূলে আনীত হইল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন মুস্তাফার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কি জন্যই বা পলায়ন করিতেছিলেন?" সে ব্যক্তি এই কথার কোন উত্তর প্রদান করিল না, নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। তখন মুস্তাফার মনে সন্দেহ হইল, তিনি ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, পাপিষ্ঠ! "কে তুই?" সেই অপরিচিত ব্যক্তি অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিল,———কহিল, "আমি একজন দস্যু; যে সময়ে আমি আপনাদের নৌকায় আরোহণ করিয়া দুই-

জন জলমগ্ন প্রায় রমণীকে আমাদের নৌকায় উত্তোলন করিয়া দেই, সেই সময়ে আমার সঙ্গিগণ আমাকে ভ্রমক্রমে পরিত্যাগ করিয়া ধৃত হইবার ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ সাগরজলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সন্তরণ দিয়া আমাদের পোতাভিমুখে গমন করিতে-ছিলাম; এমন সময়ে আপনাদের একখানি তরী আসিয়া আমি জলমগ্ন হইতেছি ভাবিয়া জল হইতে আমাকে উত্তোলন করিল।" মুস্তাফার বন্ধুগণ সেই দস্যুকে তৎক্ষণাৎ পুলিষের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মুস্তাফা বাটী আসিবার পূর্ব্বেই আমার বৃদ্ধ পিতা এই অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার দুঃখের আর অবধি ছিল না, তিনি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। বাল্যসখী প্রাণপ্রতিমা সহোদরাকে হারাইয়া ভগ্নহৃদয়ে মুস্তাফা বাটীর অভি-মুখে আসিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে তিনি শত সহস্র বার আপনার উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারই দোষে ফতেমা এই অভাবনীয় বিপদমুখে পতিত হইয়াছেন। ফতেমার বাল্যসহচরী জোবেদীর জন্য মুস্তাফার হৃদয় অল্প উদ্বেলিত হয় নাই,—— নয়নযুগল হইতে অল্প জলধারা বহির্গত হয় নাই: কারণ জোবেদীর পিতা তাঁহার একমাত্র তনয়াকে মুস্তাফার করে সমর্পণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। মুস্তাফাও জোবেদীর পাণিগ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অভিলাষী হইয়াছিলেন। এতদিনে বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া যাইত; কেবল পিতার অমত হইবে ভাবিয়া মুস্তাফা সে প্রস্তাব তাঁহার নিকট উত্থাপন করেন নাই, কারণ জোবেদি তাদৃশ উচ্চবংশসম্ভূতা নহেন, কিম্বা তাঁহার পিতার তাদৃশ ধন সম্পত্তি ছিল না।

আমার পিতা অত্যন্ত ক্রোধী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন; এই নিমিত্ত মুস্তাফা বাটীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি-লেন না। যখন পিতার শোকাবেগ কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রশমিত হইল, তখন তিনি মুস্তাফাকে তাঁহার সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "মুস্তাফা! তুমিই আমার বৃদ্ধ বয়সে হৃদয়ের চিরশান্তি নষ্ট করিলে,——আমার নয়নযুগলের চিরানন্দ অপহরণ করিলে। এক্ষণে

আমার সম্মুখ হইতে দূর হও? আমি তোমাকে চিরকালের নিমিত্ত আমার সম্মুখ হইতে নির্ব্বাসিত করিলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিলাম, যতদিন না তুমি আনন্দময়ী,—আমার নয়নপুত্তলী ফতেমাকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে সমর্পণ করিবে, ততদিন তোমার পিতার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।”

আমার হতভাগ্য ভ্রাতা মুস্তাফা পিতার এই প্রকার ভৎসনা-বাক্যে কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলেন না। তিনি ইতিপূর্ব্বেই ফতেমা ও জোবেদীকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বাটী পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইয়াছিলেন, এবং আশা করিয়াছিলেন যে, এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ই তিনি পিতার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু হায়! তাঁহার কি দুর্ভাগ্য! ইহার পরিবর্ত্তে কি না তিনি পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া চিরকালের জন্য তাঁহার সম্মুখ হইতে দূরীকৃত হইলেন। সে যাহাহউক পূর্ব্ব দুঃখ তাঁহার মানস অধিকার করিয়াছিল বলিয়া এই নব দুঃখ,— পিতার অভিশাপবাক্য তাঁহার এই বিপদাপন্ন অবস্থায় শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে আর স্থান পাইল না, বরং ইহাতে তাঁহার সহোদরার অনুসন্ধানোৎসাহ সম্যকপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে মুস্তাফা কারালয়ে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই জলদস্যু শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটী তমসাচ্ছন্ন গৃহে বসিয়া রহিয়াছে। মুস্তাফা ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে বিস্তর প্রলোভন দেখাইয়া কহিলেন, “আমি তোমাকে মুক্ত করিব; এক্ষণে সত্য করিয়া বল, তোমার সঙ্গিগণ সেই দুইটী রমণীকে কোথায় লইয়া যাইবে? আর তাহাদিগকে লইয়াই বা কি করিবে?” দস্যু কহিল, “আমরা দাসীবিক্রেতা, সুন্দরী কামিনীগণকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া নানা স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকি। আমার সঙ্গিগণও গতদিবসের সেই ললনাদ্বয়কে বিক্রয়ার্থ লইয়া গিয়াছে, বলিতে পারি না তাহারা কোন স্থানে বিক্রীত হইবে, কিন্তু বোধ হয় আমার সঙ্গিগণ তাহাদিগকে বালসোরা নগরে লইয়া যাইবে,

কারণ সুন্দরী ললনাগণ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সেই স্থানে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকেন।" মুস্তাফা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা কত মূল্যে বিক্রীত হইতে পারেন?" দস্যু উত্তর করিল, "আমরা এতদিন এই কার্য্য করিতেছি, কিন্তু কখন এ প্রকার অসামান্যা সুন্দরী আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। তাঁহারা যে কত অর্থে বিক্রীত হইবেন, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা আমি স্থির জানি যে, আমার সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে সহস্র মুদ্রার এক কপর্দ্দক ন্যূনে বিক্রয় করিবে না।"

এই সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া মুস্তাফার মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল, তিনি ভাবিলেন যে, দস্যুদিগের আগে বালসোরা নগরে উপস্থিত হইতে পারিলে আমার কার্য্যসিদ্ধ হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বালসোরা নগরে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে পিতার ক্রোধাগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, তিনি মুস্তাফাকে তাঁহার সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে ফতেমার অনুসন্ধানের বিষয়ে কি স্থির করিলে?" মুস্তাফা দস্যুমুখাৎ যে সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন, পিতার নিকট সেই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। পিতা কহিলেন, "তুমি এক্ষণেই দুই সহস্র অর্থ লইয়া একজন দ্রুতোষ্ট্রারোহণে বালসোরা নগরে গমন কর।" মুস্তাফা তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। অতঃপর জোবেদীর বাটীতে গমন করিয়া তাঁহার পিতার নিকট হইতে সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। জোবেদীর পিতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "যাও বৎস! আল্লা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।" মুস্তাফা বালসোরা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কোন জলযান বালসোরা নগরে যাইত না, এই কারণে মুস্তাফা স্থলপথ অবলম্বন করিলেন। পাছে দস্যুদিগের পরে তথায় উপস্থিত হয়েন, এই ভয়ে তিনি অনবরত পথপর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তাঁহার

ঘোটকটী দ্রুতগামী ও উহার পৃষ্ঠে অন্য কোন ভারদ্রব্য না থাকাতে তিনি স্থির করিলেন যে, ছয় দিবস মধ্যে বালসোরা নগরে উপস্থিত হইতে পারিবেন। সে যাহা হউক চতুর্থ দিবস সায়ংকালে মুস্তাফা একাকী একটী ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন,—পথে জনমানবের সমাগম নাই,———গ্রামের অদূরে তাঁহার সম্মুখভাগে এক সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে,———সেই শস্যক্ষেত্রের স্থানে স্থানে কদাচিত কৃষকের দুই একটী জীর্ণ পর্ণ-কুটীর দৃষ্ট হইতেছে,———এমন সময়ে সহসা পথিপার্শ্বস্থ অদূর-বর্ত্তী একটী ঝোপের মধ্য হইতে ভীষণ তূর্য্যনিনাদ হইল। সেই তূর্য্যধ্বনি অনন্ত বায়ুসাগরে না মিশাইতে মিশাইতে তিন জন অশ্বা-রোহী পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মুস্তাফা সেই দস্যু ত্রয়কে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত ও বলবান দেখিয়া নির্ব্বিবাদে তাহাদের করে আত্মসমর্পণ করিলেন। দস্যুত্রয় তৎক্ষণাৎ ঘোটক হইতে অবরোহণ করিয়া মুস্তাফার পদদ্বয় তাহার ঘোটকের উদরের নিম্নে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল, এবং তাঁহার অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া তাঁহাকে তাহাদের মধ্যস্থলে রাখিয়া নীরবে দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

এই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া মুস্তাফার সমুদায় আশা ভরসা তাঁহার হৃদয় হইতে একবারে অন্তর্হিত হইল। তাঁহার সমস্ত অর্থ লুণ্ঠিত হইয়াছে, কি প্রকারে তিনি ফতেমা ও জোবেদীকে মুক্ত করিবেন? তাঁহার এক্ষণে কেবল অকিঞ্চিৎকর জীবনমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য সে জীবনও উৎসর্গ করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু হায়! তাহাও দস্যুগণের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাহাদের সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে গমন করিয়া একটী পর্ব্বতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুস্তাফা দেখিতে পাইলেন, সেই পর্ব্বতের কিঞ্চিদ্দূরে কতকগুলি ঘন বৃক্ষ-পত্রাচ্ছাদিত পর্ণকুটীর সারি সারি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, একটি ক্ষুদ্র প্রবাহিণী ক্ষুদ্র প্রবাহে পর্ব্বতের পাদদেশ বিধৌত করিয়া ধীরে

ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা ধীরে ধীরে সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা সমতল গিরিবক্ষে উপস্থিত হইলেন, উহার চারিধার অত্যুচ্চ নয়নরঞ্জক তরুরাজির দ্বারা পরিবেষ্টিত; শ্যামলদূর্ব্বাদল পরিশোভিত ভূমিতল দর্শকের নয়নমন বিমুগ্ধ করিতেছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মস্তাফা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, অসংখ্য পটমণ্ডপ সেই স্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে; অশ্ব ও উষ্ট্র সকল শিবিরের বহির্ভাগে লৌহকীলকে আবদ্ধ রহিয়াছে। একটী শিবিরমধ্য হইতে সুমধুর বীণাধ্বনি সহকারে রমণীকণ্ঠবিনিঃসৃত বসন্তকালের কোকিলঝঙ্কারবৎ সঙ্গীতলহরী উত্থিত হইয়া সেই বিটপিমালাপরিশোভিত সমতল গিরিবক্ষ কাঁপাইয়া অনন্ত বায়ুসাগরে মিলাইতেছে। এই স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া ফতেমার সুন্দর মুখকান্তি মস্তাফার মনে উদয় হইল,———অমনি তাঁহার মন অস্থির হইল, কারণ ফতেমাও মধ্যাহ্নকালে পিতার উদ্যানে সহকারতরুছায়ায় বসিয়া এইরূপ সুমধুর গান মস্তফাকে শ্রবণ করাইতেন। দস্যুগণ তাঁহার পদদ্বয়ের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাকে ঘোটক হইতে অবরোহণ করিতে কহিলেন। তিনি তাহাদের আজ্ঞানুসারে পদব্রজে গমন করিয়া একটী বৃহৎ পটমণ্ডপের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মুস্তাফা মনে মনে কহিলেন, এরূপ শান্তিময় স্থানে অশান্তির চিরদাস দস্যুগণের আবাস কি শোভা পায়? মুস্তাফা সেই পটমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,———উহার অভ্যন্তরভাগ অতি সুন্দররূপে সজ্জিত,—অসংখ্য দীপালোকে আলোকিত। স্থানে স্থানে সুবর্ণখচিত কিংখাপমণ্ডিত শয্যা বিন্যস্ত হইয়া উহার অধিপতির অতুল ঐশ্বর্য্যগরিমা প্রকাশ করিতেছে। উহার মধ্যে একটী শয্যায় একজন স্থূলাঙ্গ খর্ব্বাকৃতি পুরুষ বসিয়া আছে, তাহার মুখাকৃতি অতি কদাকার, গাত্রচর্ম্ম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নয়নদ্বয় ক্ষুদ্র ও আরক্ত, নাসিকা চেপ্টা, কর্ণ বৃহৎ, মস্তক কেশশূন্য। এই ভীষণাকৃতি পুরুষকে দেখিয়া মস্তাফার মনে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। মস্তফা সেই খর্ব্বাকৃতি পুরুষের সম্মুখে নীত হইলে সেই ব্যক্তি আপন

আধিপত্য দেখাইবার জন্য গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। মুস্তাফা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি এই সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; কিন্তু দস্যুদিগের কথাবার্ত্তায় তাহার সে ভ্রম তৎক্ষণাৎ দূর হইল।

একজন দস্যু সেই খর্ব্বাকৃতি পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হোসেন! জাঁহাপনা কোথায়?"

"হোসেন উত্তর করিল, "তিনি মৃগয়া করিতে গিয়াছেন এখনও; প্রত্যাগমন করেন নাই, কেন? তাঁহাকে কি দরকার?"

অপর একজন দস্যু কহিল, "তোমার শুনিবার কোন অধিকার নাই।"

হোসেন সগর্ব্বে কহিল, "আমার অধিকার আছে, জাঁহাপনা আমাকে তাহার প্রতিনিধির স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন।"

অপর একজন দস্যু কহিল, "তবে তিনি নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।"

এতদশ্রবণে হোসেন ক্রুদ্ধ হইয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং দস্যুত্রয়কে প্রহার করিবার জন্য অগ্রসর হইল; কিন্তু দস্যুগণ সজোরে ধাক্কা দিয়া তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। কিছুতেই তাহাদিগকে প্রহার করিতে না পারিয়া হোসেন তাহাদের উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিয়া সমস্ত পটমণ্ডপ কম্পিত করিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা পটমণ্ডপের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; অমনি একজন দীর্ঘাকার সুশ্রী যুবা শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উজ্জ্বল লোহিতবর্ণের মনোহর অঙ্গরাখায় তাঁহার দেহ আবৃত রহিয়াছে; স্বর্ণখচিত একটী শ্বেতবর্ণের শিরস্ত্রাণ তাঁহার মস্তক রক্ষা করিতেছে, মণিমুক্তা জড়িত একখানি কোষমুক্ত তরবারী তাহার কটিদেশ হইতে ঝুলিতেছে। তাঁহার দৃষ্টি তীব্র, শ্মশ্রু দীর্ঘ, দেহাকৃতি বলিষ্ঠ।

যুবক শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিবার মাত্র সমস্ত পটমণ্ডপ নিস্তব্ধ হইল; তিনি সেই বিবাদপ্রবৃত্ত দস্যুগণের প্রতি ভীষণ কটাক্ষপাত করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কে আমার শিবিরে কলহ করিতে সাহস করে?"

একজন দস্যু বিবাদের কারণ নির্দ্দেশ করিল। রাগে যুবকের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি সেই খর্ব্বাকৃতি পুরুষকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কখন তোমাকে আমি আমার প্রতিনিধির স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছি, হোঁসেন?" যুবককে এই প্রকার ক্রুদ্ধ দেখিয়া হোঁসেনের আকৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্ব হইয়া গেল, যুবকের দৃষ্টি যেমন অন্য দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, অমনি হোঁসেন গুড়ি-মারিয়া শিবিরদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সত্বরতা সহকারে এক লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিল।

হোঁসেন শিবির হইতে পলায়ন করিলে যুবক একটী শয্যার উপবেশন করিলেন। তখন দস্যুত্রয় আমার ভ্রাতা মস্তাফাকে তাহার সম্মুখে লইয়া গিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, "জাঁহাপনা! আপনার আজ্ঞানুসারে আমরা সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া যুবক মুস্তাফার প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "স্বলিকার পাশা! তোমার বিবেকশক্তি তোমাকে বলিবে, এক্ষণে কেন তুমি বন্দিভাবে দস্যুপতি অবরাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছ।"

আমার ভ্রাতা দস্যুপতি অবরাসনের পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! আপনার ভ্রম হইয়াছে, আমি স্মুলিকার পাশা নহি, আমি একজন হতভাগ্য সামান্য মনুষ্য।"

মস্তাফার এই কথা শুনিয়া শিবিরস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইল। দস্যুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "নরাধম! তুমি স্মুলিকার পাশা নও এ কথা বলিলে কি হইবে? তোমার এ প্রকার অস্বীকারে কোন ফল দর্শিবে না। যিনি তোমাকে ভালরূপ চিনেন, আমি তাঁহাকেই এই স্থানে আহ্বান করিতেছি।" এই বলিয়া দস্যু-পতি একজন দস্যুকে ইঙ্গিত করিলেন, অমনি সে ব্যক্তি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই দস্যু এক বৃদ্ধা স্ত্রী-লোকের সহিত পুনরায় শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিল। দস্যুপতি সেই বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জুলিমা! এই ব্যক্তিই কি

সুলিকার পাশা মৈমুদ আলি?”

•জুলিমা কহিল, “আল্লার দিব্য! এই ব্যক্তিই সুলিকার পাশা মৈমুদ আলি।”

অরবাসন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “পাপিষ্ঠ! ভাবিও না যে, এই প্রকার মিথ্যা কথা কহিয়া তুমি অরবাসনের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিবে।”

এই বলিয়া দস্যুপতি কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, অতঃপর বৃদ্ধার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমার ভ্রাতাকে গম্ভীরস্বরে কহিলেন “ভাল, পাশা মৈমুদ আলি! তুমি কি ইঁহাকে চিন?”

আমার ভ্রাতা কহিলেন, “জাঁহাপনা! আমি জন্মাবচ্ছিন্নে যাঁহাকে কখন দেখি নাই, তাঁহাকে কি প্রকারে চিনিব!”

এই কথা শুনিয়া দস্যুপতির নয়ন ক্রোধে আরক্ত হইল, তিনি আপন অধর দংশনপূর্ব্বক কহিলেন, “নরাধম! যাঁহাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছ,——যিনি তোমার পীড়নে নগর পরিত্যাগ করিয়া এমন দুর্গম অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,———যাঁহার এক-মাত্র কন্যারত্নকে হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইয়াও নিশ্চিন্ত হও নাই: তাঁহাকে তুমি চিন না?”

আমার ভ্রাতা বরাবর দস্যুপতির সহিত বিনীত ভাবে কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার এরূপ বিনয়ে কোন ফল দর্শাইল না, তখন আর নিজের কাপুরুষত্ব প্রকাশ করিলেন না,—সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কহিলেন, “দস্যুপতি! দস্যুবৃত্তি করাই তোমার ব্যবসা! লোকের সর্ব্বস্বহরণ, প্রাণিবধ প্রভৃতি অকার্য্যই তোমার নিত্য ব্রত! আমি যৎকালে তোমার হস্তে পতিত হইয়াছি, তখন স্থির জানি যে, তুমি আমার প্রাণবধ করিয়া সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিবে। তোমার হস্তে জীবনের আশা আর আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণের বাসনা উভয়ই সমান!”

এই কথা শুনিয়া দস্যুপতি জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, “শোন, পাশা মৈমুদ আলি! তোমার ন্যায় পাপিষ্ঠের রক্তে আমার অসি

কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। কাল প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে তোমাকে আমার অশ্বপুচ্ছে বন্ধন করিব, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই সূর্য্য সুলিকার পর্ব্বতমালার পশ্চাদ্দেশে অস্তমিত হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অশ্বারোহণে তোমাকে টানিয়া লইয়া সমস্ত বন ও এই পর্ব্বতময় ভূভাগের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতে বিরত হইব না।”

এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আমার ভ্রাতার হৃদয় হইতে সাহস একেবারে তিরোহিত হইল, তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, “প্রিয় ভগ্নী ফাতেম,———প্রাণাধিকা জোবেদী! তোমাদিগকে আর মুক্ত করিতে পারিলাম না।”

একজন দস্যু মুস্তাফার হস্ত পশ্চাদ্দিকে বন্ধন করিতে করিতে কহিল, “এক্ষণে তোমার কাকুতি মিনতি করা বৃথা! তোমার দুষ্কর্ম্মের ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল! যদি আর এক রাত্রি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে তবে নীরবে আমার সহিত আইস।”

দস্যুগণ আমার ভ্রাতাকে বন্ধন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে অপর তিন জন দস্যু একজন ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া সেই শিবিরে উপস্থিত হইল; এবং তাঁহাকে অবরাসনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া কহিল, “জাঁহাপনা! আপনার আজ্ঞানুসারে আমরা এই ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনিয়াছি।”

এই নবাগত বন্দিকে দেখিয়া দস্যুপতি বিস্মিত হইয়া নিস্পন্দের ন্যায় বসিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ হইতে একটীও বাক্য নির্গত হইল না। অপরাপর দস্যুগণ সাশ্চর্য্যে দণ্ডায়মান রহিল। সকলেই আমার ভ্রাতার ও নবাগত বন্দির মুখাবলোকন করিতে লাগিল,— দেখিল,———উভয়েরই মুখাকৃতি একরূপ, কোন বিভিন্নতা নাই! আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! মুস্তাফা ও এই বন্দিকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, দেখিলেন,———এই ব্যক্তির মুখাকৃতি ও শরীরগঠন তাঁহরই অনুরূপ কেবল শরীরের বর্ণ তাঁহার অপেক্ষা ঈষৎ কাল ও শ্মশ্রুগুচ্ছ অল্প দীর্ঘ।

এই নবাগত বন্দী দস্যুপতির মুখ প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, "তুমি কি জন্য আমাকে বন্দী করিলে? আমি কে জান? আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি?"

দস্যুপতি সক্রোধে কহিলেন, "বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছি, তুমি কে, তাহাও ভালরূপ জানি! যে নরাধমের জীবন আমি একবার রক্ষা করিয়াছি, তুমি সেই সুলিকার পাঁশা পাপিষ্ঠ মৈমুদ আলি।"

এই বলিয়া দস্যুপতি সেই দস্যুত্রয়কে ইঙ্গিত করিলেন, অমনি তাহারা তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। অতঃপর তিনি আমার ভ্রাতার নিকট আসিয়া স্বহস্তে তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন, ভ্রমবশতঃ আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি ও আপনার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি; এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ঐ নরাধমকে ধৃত করিবার যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, আপনি ঠিক সেই সময়ে ধৃত হইয়াছেন; আর আপনার আকৃতির সহিত ঐ পাপাত্মার আকৃতির সাদৃশ্য থাকাতে সহজেই এই ভ্রমোৎপাদন হইয়াছে।"

আমার ভ্রাতা উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা! আপনার সৌজন্য দর্শনে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বিদায় দিন, কোন কারণবশতঃ অদ্য রজনীতেই আমাকে বালসোরা নগরাভিমুখে গমন করিতে হইবে।"

দস্যুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালসোরা নগরে এত শীঘ্র গমন করিবার আপনার এমন কি প্রয়োজন আছে? ——— জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" আমার ভ্রাতা দস্যুপতির নিকট সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণন করিলেন।

দস্যুপতি কহিলেন, "পথপর্য্যটনে আপনার ঘোটক ও আপনি যেরূপ ক্লান্ত হইয়াছেন, তাহাতে এরূপ অবস্থায় কখনই আপনি নিরাপদে দুই ক্রোশের অধিক পথ গমন করিতে পারিবেন না। অতএব অদ্য রজনী আমার শিবিরে অবস্থিতি করুন, কাল প্রাতঃকালে

আমি আপনাকে এমন এক সুগম পথ দেখাইয়া দিব যে, আপনি কাল সন্ধ্যাকালে বালসোরা নগরে উপস্থিত হইতে পারিবেন।” দস্যুপতির আবাসে আমার ভ্রাতার ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পাছে তাঁহার কথা অস্বীকার করিলে আবার কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে অগত্যা তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। দস্যুপতি তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে আহার সামগ্রী আনিতে কহিলেন। ভৃত্য তাঁহাদের সম্মুখে ভোজ্যদ্রব্য স্থাপিত করিল; তাহারা দুইজনে একত্রে আহার করিলেন। ভৃত্য ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যসমূহ সে স্থান হইতে লইয়া গেল। অপর একজন ভৃত্য আসিয়া সরবতপরিপূর্ণ সুবর্ণপাত্র তাঁহাদের সম্মুখে ধারণ করিল; তাঁহারা একে একে তাহা পান করিলেন। সরবত পানান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ ও ধূমপান করিতে করিতে নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অতঃপর দস্যুপতি আমার ভ্রাতাকে বিশ্রাম করিতে কহিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আমার ভ্রাতা পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শয়ন করিবার মাত্র প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে এক ভয়ানক কোলাহলে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি জাগ্রত হইয়া শিবিরের ভিতর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অনুমানে বুঝিলেন শিবিরের বাহিরে ঐ কোলাহল হইতেছে। ইহার কারণ নিরূপিত করিবার জন্য শিবিরের দ্বারে গমন করিলেন,———দেখিলেন, আরবাসন একখানি কাষ্ঠাসনোপরি বসিয়া রহিয়াছেন, ও জন দশ বার দস্যু গত রজনীর সেই খর্ব্বাকৃতি হোসেনকে বন্ধন করিয়া কোলাহল করিতে করিতে দস্যুপতির অভিমুখে আগমন করিতেছে। দস্যুগণ দস্যুপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হইয়াছে?”

একজন দস্যু হোসেনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিল, “জাঁহাপনা! গত রজনীতে এই পাপিষ্ঠ পাশাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দুই জনে অশ্বারোহণে পলায়ন করিতেছিল, আমরা জানিতে পারিয়া ধৃত করিয়াছি।”

দস্যুপতি কহিলেন, "পাশা কোথায়?"

অপর একজন দস্যু কহিল, "তিনি কারাগারে বন্দী আছেন।"

দস্যুপতি হোঁসেনের প্রতি ভীষণ কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "হোঁসেন! তুমি পদে পদে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে অবমানিত করিতেছ; প্রতিবারই আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া আসিতেছি। তুমি আমার পুরাতন ভৃত্য এইজন্য তোমার প্রাণদণ্ড করিলাম না; কিন্তু যাবজ্জীবন তোমাকে কারাগারে বদ্ধ থাকিতে হইবে।"

হোঁসেনকে সে স্থান হইতে লইয়াগেলে অবরাসন শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার ভ্রাতার করমর্দ্দনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়! আপনার মঙ্গল হউক! আসুন, এক্ষণে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শিবির হইতে বহির্গত হই।" এই বলিয়া তিনি আমার ভ্রাতার হস্তে এক পাত্র সরবত প্রদান করিলেন, ও আপনি এক পাত্র পান করিয়া একজন ভৃত্যকে তাঁহাদের অশ্বদ্বয় সজ্জিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মুস্তাফা অবরাসনের সমভিব্যাহারে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন,——ঐ বৃহৎ পটমণ্ডপের চতুস্পার্শ্বস্থ ভূভাগে নানাবিধ পার্ব্বতীয় কুসুমতরু রোপিত হইয়াছে,—স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ শোভা পাইতেছে, প্রত্যেক লতাকুঞ্জের মধ্যে এক এক খানি করিয়া কাষ্ঠাসন স্থাপিত রহিয়াছে, অসংখ্য পটমণ্ডপ ঐ পুষ্পতরুশোভিত ভূমিখণ্ড বৃতির স্বরূপ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং ঐ বৃহৎ-পটমণ্ডপের শিরদেশে একটী নীল নক্ষত্রাঙ্কিত লোহিত বর্ণের পতকা বায়ু ভরে উড়িতেছে। তাঁহারা কিয়দ্দূর পদব্রজে গমন করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন, এবং পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমার ভ্রাতা কহিলেন, "জাঁহাপনা! সুলিকার পাশা কি জন্য বন্দী হইলেন?"

দস্যুপতি কহিলেন, "আমার পিতার একজন বন্ধু সুলিকায় বাস করিতেন, তাঁহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর। তাঁহার একমাত্র

কন্যা ও বৃদ্ধ ভার্য্যা ব্যতীত ইহ সংসারে তাঁহার আর কেহই ছিল না। কন্যার নাম জেমিনা ও সহধর্ম্মিণীর নাম জুলিমা। আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের আলয়ে গমন করিতাম; সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবার কথা স্থির হইয়াছিল। একদিন জেমিনা তাঁহাদের আলয়ের একটি গৃহের মুক্ত বাতায়নপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এমন সময়ে সেই গৃহের সম্মুখস্থ বর্ত্ম দিয়া সুলিকার পাশা বায়ুসেবনার্থ অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পথিপার্শ্বস্থ একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বাটী কার?' সে ব্যক্তি উত্তর করিলেন, 'আলি রহমন খাঁর।' তৎপরদিবস প্রাতঃকালে পাশা রহমন খাঁকে আপন আলয়ে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তিনি পাশার প্রাসাদে উপস্থিত হইলে পাশা তাঁহাকে কহিলেন, 'আমি শুনিলাম, তোমার এক সুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা আছে; এক্ষণে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি।' রহমন খাঁ উত্তর করিলেন, 'জাঁহাপনা! এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সে সম্বন্ধ কি প্রকারে ভগ্ন করিব?" এই কথা শুনিয়াও পাশা তাঁহাকে ক্রমাগত অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রহমন খাঁ কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দুই দিন পরে পাপিষ্ঠ পাশা জন কয়েক লোক সমভিব্যাহারে বলপূর্ব্বক রহমন খাঁর আলয়ে প্রবেশ করিয়া বল-পূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিল,——দুর্ব্বল বৃদ্ধ জনক জননীর সমক্ষে,——মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে,——ভীরু প্রতি-বেশিগণের সম্মুখে তাঁহাদের একমাত্র কন্যা রাক্ষসের হস্তে পতিত হইল, কেহই সে পামরের কঠিন হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিল না,——সকলেই নীরবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সেই কার্য্য অবলোকন করিল। হা আল্লা! আমি যদি সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে পাষাণ্ড পাশা কি আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিত?"

এই কথা বলিতে বলিতে দস্যুপতির নয়ন আরক্ত হইল,——

মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ ক্রোধচিহ্ন লক্ষিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি

এই কথা বলিতে বলিতে দস্যুপতির নয়ন আরক্ত হইল,——মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ক্রোধ চিহ্ন লক্ষিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিয়া আবার কহিলেন, "এই ঘটনার দুইবৎসর পূর্ব্বে পাশা একদিন এই অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন; আমি সেই দিন সন্ধ্যাকালে ব্যাঘ্রমুখ হইতে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম। ইহাতে পাশা আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আমাকে এই কথা কহিয়াছিলেন, 'আজ আপনার দ্বারা আমার জীবন রক্ষা হইল, আমি জীবনে কখন এ উপকার বিস্মৃত হইব না। এক্ষণে আমার আলয়ে আসুন, আমি আপনাকে পুরস্কার স্বরূপ যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিব।' আমি তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সগর্ব্বে কহিয়াছিলাম, 'জাঁহাপনা! অর্থলোভে আমি আপনাকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে রক্ষা করি নাই, অরবাসন কখন অর্থলোভে কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তির জীবনরক্ষা করে নাই,——করিবেও না।' এই বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম। যে দিন আমি রহমন খাঁর বিপদের কথা শুনিলাম, সেইদিন পাশাকে পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করাইয়া বিনীয় সহকারে এইরূপ ভাবে একখানি পত্র লিখিলাম:——

'জাঁহাপনা!

আজি দুই বৎসরের কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, স্থুলিকার নিকট বর্ত্তী অরণ্য একবার স্মরণ করুণ! সেই অরণ্যে যে ব্যক্তি ব্যাঘ্র মুখ হইতে আপনার জীবণ রক্ষা করিয়াছিল, আজি সেই ব্যক্তি ভিক্ষার জন্য আপনাকে পত্র লিখিতেছে,—সেই সময়ে যে ব্যক্তি আপনার পুরস্কার অবহেলা করিয়াছিল, আজি সেই ব্যক্তিই সেই পুরস্কার প্রর্থনা করিতেছে। জাঁহাপনা! তাহাকে কি এক্ষণে সেই পুরস্কার প্রদান করিবেন?—ভিক্ষাস্বরূপ তাহাকে কি বৃদ্ধ আলি রহমন খাঁর অভাগিণী কন্যাকে প্রদান করিবেন? আমি অন্য ভিক্ষা চাহিনা পুরস্কার স্বরূপ আমাকে এই ভিক্ষা দান করুণ!'

'চিরানুগত'

অরবাসন।'

আমি এই পত্র খানি আমার একজন বিশ্বাসী লোক দ্বারা পাশার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। পাশা পত্র খানি পাঠ করিয়া আমাকে অযথা গালি দিতে লাগিলেন, এবং আমার বিশ্বাসী লোককে তৎক্ষণাৎ দস্যু বলিয়া জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি বধ্যভূমিতে উপণীত হইয়া প্রভুভক্ত ভৃত্যের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ভৃত্য! তোর শোক ভুলিনাই! অরবাসনের শিরায় শিরায় প্রতিহিংসা বহ্নি জ্বলিতেছে। আজ সে বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবে পাশা মৈমুদ আলি! প্রভুভক্ত ভৃত্যহন্তা! আজ তোমার মৃত্যু অপরিহার্য্য জগতে এমন কোন লোক নাই যে তিনি আজ তোমাকে অরবাসনের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারেন।"

অবরাসন আর কথা কহিতে পারিলেন না, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার তৎকালীন সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ভ্রাতারও মনে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। অবরাসন পুনরায় বলিলেন, "আমি চতুর্দ্দিকে চর নিযুক্ত করিয়াও জেমিনার কোন সন্ধান পাইলাম না। হতভাগ্য জনক কন্যার শোকে ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন; জেমিনার মাতা এক্ষণে আমার আবাসে বাস করিতেছেন। গত রজনীতে যে বৃদ্ধা আপনাকে পাশা সৈমুদ আলি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধাই অভাগিনী জেমিনার জননী,——হতভাগা আলি রহমন খাঁর সহধর্ম্মিণী।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহারা বনের এক প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অবরাসন আপন অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করিয়া তাহার বেগ সংযত করিলেন, এবং আমার ভ্রাতাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। অতঃপর অবরাসন বিদায়সূচক করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! অলৌকিক ঘটনায় আপনি দস্যুপতি অবরাসনের অতিথি হইয়াছেন। আমি অন্যায়পূর্ব্বক আপনার প্রতি বিস্তর কটুকথা প্রয়োগ করিয়াছি, এক্ষণে নিজ গুণে আমার সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ এই তরবারীখানি গ্রহণ করুন; যদ্যপি কখন আমার সাহায্য আপনার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সে সাহায্য চাহিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, এই তরবারীখানি আমার নিকট কোন লোকের দ্বারা প্রেরণ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ আপনার আনুকূল্যার্থ গমন করিব। এই মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী দিতেছি, গ্রহণ করিয়া বাধিত করুন, বোধহয় পথে ইহা আপনার প্রয়োজন হইতে পারে।"

দস্যুপতির এই প্রকার অসামান্য বদান্যতা দেখিয়া আমার ভ্রাতা চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তিনি সাদরে তরবারীখানি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সেই মুদ্রাপরিপূর্ণ থলিয়াটী লইতে অস্বীকৃত হইলেন। অবরাসন আর একবার আমার ভ্রাতার করমর্দ্দনপূর্ব্বক মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিমেষ মধ্যে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

মুস্তাফা অবরাসনকে সে স্থান হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এক্ষণে তাঁহার অনুধাবন করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিবেন না। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি ঘোটক হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং সেই থলিয়াটী ভূতল হইতে তুলিয়া লইলেন। সেই থলিয়া খুলিবা মাত্র তাঁহার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না,——সাশ্চর্য্যে দেখিলেন,——উহা অগণ্য স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ। মহানুভব দস্যুপতির এপ্রকার উদারপ্রকৃতি দেখিয়া তিনি আল্লার নিকট তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিতে করিতে আপন অশ্বকে সেই নির্দ্দিষ্ট পথে দ্রুতবেগে ধাবিত করিলেন।

লিজা গল্প বলিতে নিরস্ত হইয়া আরমেদের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

আরমেদ কহিলেন, "যদি এপ্রকার হয়, তাহাহইলে তাঁহার স্বভাবের উপর দোষারোপ করা আমাদের অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। তিনি আপনার সহোদরের সহিত যে প্রকার সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সেই অতুল গুণগ্রামের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

মুন্সী কহিলেন, "তিনি উদারচেতা মুসলমানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন; সে যাহাহউক বোধহয় আপনার গল্পটা এক্ষণে শেষ হয় নাই। আপনার ভ্রাতা আপনার ভগ্নী ফতেমা ও সুন্দরী জোবেদীকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন কি না, এই সমস্ত শুনিতে আমরা অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি; এক্ষণে গল্পের পরিশিষ্টাংশ বর্ণন করিয়া আমাদের সে কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।"

লিজা কহিলেন, "যদ্যপি আপনারা বিরক্ত না হয়েন, তাহাহইলে আমি গল্প বলিতে পারি। আমার ভ্রাতার দুঃসাহসিক কার্য্যের শেষাংশ শ্রবণ করিলে আপনারা নিশ্চয়ই অতীব বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন।"

সেই দিন বেলা অপরাহ্ণে মুস্তাফা বালসোরা নগরে উপনীত হইলেন। সমস্ত দিন পথপর্য্যটন করিয়া তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া-

ছিলেন; স্বেদবারিনির্গমে তাঁহার সমস্ত শরীর প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। পান্থশালায় সে রাত্রি অতিবাহিত করিবার মানসে তিনি পথিপার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়। নিকটে কোন পান্থ-নিবাস আছে কি?"

সে ব্যক্তি একটী পথ দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "এই পথ দিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ গমন করিলে পান্থশালা দেখিতে পাইবেন।"

মুস্তাফা তাঁহার বাক্যানুসারে সেই নির্দ্দিষ্ট পথে আপন অশ্ব-ধাবিত করিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং পান্থশালার একজন ভৃত্যের হস্তে আপন অশ্ব সমর্পণ করিয়া একটী গৃহে বিশ্রাম করিতে লাগি-লেন। কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আহারপাত্র স্থাপন করিল। তিনি তন্মধ্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। ভৃত্য ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যসমূহ স্থানান্তরিত করিয়া একপাত্র সরবত আনিয়াদিল; তিনি সরবত পান করিয়া শয়ন করিবা মাত্র প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

সেই কৌমুদীময়ী রজনীতে,———সেই আলোকশূন্য পান্থনিবাসে এক সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া মুস্তাফা সুষুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন,——কুসুমোদ্যান বেষ্টিত এক মনোহর অট্টা-লিকা; তাহার একতম সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে ফতেমা ফুটন্ত সুরভি প্রসূনভূষণে বিভূষিতা হইয়া কারুকার্য্যখচিত এক অপূর্ব্ব স্বর্ণসিংহা-সনোপরি উপবিষ্টা রহিয়াছেন। কতিপয় অলোকসামান্যা রূপবতী ললনা মণিময় আভরণের দ্বারা আপন আপন সুন্দর বপুর সুন্দর-কান্তি পরিবর্দ্ধন করিয়া বীণাধ্বনিসহকারে সুমধুরস্বরে গান গাহিতেছে। ফতেমা একাগ্র মনে সেই স্বরলহরী শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে, অকস্মাৎ এক বিকটাকার ব্যাঘ্র সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ফতেমাকে মুখে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, ফতেমা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। মুস্তাফা ব্যাঘ্রমুখ হইতে ফতেমাকে উদ্ধার করিবার মানসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই

তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। এই প্রকার দৌড়াইতে দৌড়াইতে মুস্তাফা কত নগর নগরী, গ্রাম দেশ, বন উপবন, প্রান্তর, নদ নদী উত্তীর্ণ হইয়া এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলেন। ব্যাঘ্র অবলীলাক্রমে সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু মুস্তাফা তাহাতে উঠিতে পারিলেন না। তিনি উদাস নয়নে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিলেন, দেখিলেন——সেই তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের অত্যুন্নত শিখর হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নিম্নে অবরোহণপূর্ব্বক ব্যাঘ্রের কণ্ঠ ছেদন করিয়া ফতেমাকে উদ্ধার করিলেন। মুস্তাফা সবিস্ময়ে দেখিলেন,——ব্যাঘ্র আপন মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া খর্ব্বাকৃতি হোসেনের মূর্ত্তি ও জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহানুভব অব্বাসনের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মুস্তাফা আহ্লাদে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ এক প্রস্তরখণ্ডে পদ লাগিয়া পড়িয়া গেলেন, অমনি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

তিনি জাগ্রত হইয়া দেখিলেন——রজনী প্রভাত হইয়াছে; বালার্ক পূর্ব্বীয় গগনকে সিন্দুর রাগে রঞ্জিত করিয়া উদয়াচলে উদিত হইয়াছে; প্রাভাতিক সমীরণ পুষ্পসৌরভ অপহরণ করিয়া মৃদুমন্দভাবে মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া প্রবেশ করিতেছে; সুমধুরস্বরী বিহগগণ তরুশাখায় বসিয়া সুমিষ্টস্বরে কলরব করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া এক জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া প্রস্থান করিল; মুস্তাফা মুখপ্রক্ষালন করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক বিষণ্ণমনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পান্থশালাধ্যক্ষ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজও কি আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করিবেন ?"

মুস্তাফা কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন; "না, আমি অদ্যই এস্থান পরিত্যাগ করিব। ভাল, মহাশয়। প্রতি বৎসর যে এই নগরে দাসী বিক্রয় হয়, তাহার বাজার কবে বসিবে ?"

পান্থশালাধ্যক্ষ কহিলেন, "গতকল্য সে বাজার হইয়া গিয়াছে।"

এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র মুস্তাফার মস্তকে হইল ; বিলম্বের জন্য তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, " কাল প্রায় দুইশত রমণী বিক্রয়ার্থ আনীত কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুইটী ললনার অসামান্য সৌন্দ প্রত্যেক দর্শকের মন মুগ্ধ হইয়াছিল। আমি এতদিন এ বাস করিতেছি বটে, কিন্তু কখন এরূপ সুন্দরী বিক্রীত হই নাই। অনেকেই তাঁহাদিগকে ক্রয় করিবার নিমিত্ত ব্য ছিলেন, অবশেষে তাঁহারা চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রীত হইলেন।

মুস্তাফা এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, সেই ললনা আর কেহ নহে, যাঁহাদিগকে তিনি কষ্ট সহ্য করিয়া অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহারা তাঁহার সেই অভাগিনী ফাতমা ও প্রিয়তমা জোবেদী। মুস্তাফা পান্থশালাধ্যক্ষকে জি কবিলেন, " কে তাঁহাদিগকে ক্রয় করিয়াছে ? "

পান্থশালাধ্যক্ষ কহিলেন, ' থুলীকস নামে একজন ধনাঢ্য ব তাঁহাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন। তিনি সুলতানের অতি প্রিয়পাত্র পূ এই প্রদেশের পাশা ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বার্দ্ধক্য বশতঃ সে কা পরিত্যাগ করিয়া সুখে আপন ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন। "

মুস্তাফা জিজ্ঞাসা করিলেন, " তিনি কি এই নগরে বাস করেন ? '

পান্থশালাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, " না, বালসোরা নগর হইতে শতাধিক ক্রোশ উত্তরে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার আলয়। "

এই কথা শুনিয়া মুস্তাফা প্রথমে চিন্তা করিলেন যে, পাশা থুলীকস্ কদাচিৎ এক দিবসের পথ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধরিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তি কি প্রকারে বহুলোকবলসম্পন্ন পাশার হস্ত হইতে ফতেমা ও জোবেদীকে উদ্ধার করিবেন। দস্যু-পাত অবরোধের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল ; তিনি ভাবিলেন,

্যেপতির সাহায্য পাইলে তিনি নিশ্চয়ই কষ্টেমা ও
দ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু উহাও অসম্ভব! কারণ
নকট গমন করিতে তাঁহার যে সময় লাগিবে, সে সময়ের
থুলীকস্ আপনার আলয়ে উপস্থিত হইবেন। তিনি এই
বতেছেন, এমন সময়ে সেই গৃহে হোঁসেন প্রবেশ করিল।
োসেনকে সে স্থানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভয়ে মুস্তাফার
শুকাইয়া গেল। হোঁসেন ইঙ্গিতে মুস্তাফাকে আহ্বান করিল
নিচ্ছায় তাহার সহিত অপর এক গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সেন তাঁহার প্রতি এক ভীষণ কটাক্ষপাত করিয়া কহিল;
কে দেখিয়া বোধহয় আপনি বিস্মিত হইয়াছেন; আমি কি
মুক্তিলাভ করিলাম, ইহাই বোধহয় আপনি এক্ষণে ভাবি-
ন।" এই বলিয়া হোঁসেন আমার ভ্রাতার মুখপ্রতি স্থির
চাহিয়া রহিল। তাহার সে প্রকার দৃষ্টিতে স্পষ্টই প্রতীয়-
হইল যে, সে আমার ভ্রাতার তৎকালীন মনোভাব জ্ঞাত হই-
নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে। বাস্তবিক সে সময়ে আমার ভ্রাতা
মনে ঐ বিষয়ই আন্দোলন করিতেছিলেন। সেযাহাহউক হোঁসেন
নরায় কহিল, "আপনি আমাদের শিবির হইতে প্রস্থান করিলে
ের প্রভু কারাগারে গমন করিয়া স্বহস্তে আমার বন্ধন মোচন পূর্ব্বক
কহিলেন, 'হোঁসেন। তুমি আমার পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য; এই
নিমিত্ত আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে
কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তোমাকে বালসোরা নগরাভিমুখে গমন
করিতে হইবে, শীঘ্র প্রস্তুত হও।' আমি তাঁহারই আজ্ঞানুসারে কাল
সন্ধ্যাকালে বালসোরা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

মুস্তাফা কহিলেন, "দস্যুপতি যে তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা
করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে
আমার নিকট কি তোমার কোন প্রয়োজন আছে?"

হোঁসেন কহিল, এত ব্যস্ত হইবেন না; যে কার্য্যোপলক্ষে আমাকে
বালসোরা নগরে আসিতে হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছি,

শ্রবণ করুন,—আপনার প্রমুখাৎ আমাদের প্রভু আ°
বিষয় শ্রবণ করিয়া সেই রাত্রিতেই একজন বিশ্বস্ত ৫
চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আপনার ভগিনীদের অনুসন্ধান
নগরে প্রেরণ করেন; আপনি বালসোরা নগরাভিমুখে গ:
পর সেই লোক প্রত্যাগমন করিয়া প্রভুকে সংবাদ f
বালসোরা নগরে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাশ
আপনার ভগ্নীদিগকে ক্রয় করিয়াছে। সে ব্যক্তি আরো ব
পাশা থুলীকস অদ্য প্রাতঃকালে বালসোরা নগর পরিত্যাগ
তাঁহার সমভিব্যাহারে অধিক লোকজনও নাই। এই সমস্ত
শ্রবণ করিয়া প্রভু আপনাকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ম
প্রেরণ করিয়াছেন।"

আমার ভ্রাতা সবিস্ময়ে কহিলেন, "আমাকে অনুসন্ধান করি
কি জন্য? হোঁসেন! আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে প
তেছি না।"

হোঁসেন কহিল, "ব্যস্ত হইবেন না, সকলই আপনাকে বুঝাইয়
দিতেছি, আমাদের প্রভু স্থির করিয়াছেন যে, তিনি কতিপয় সাহসী
লোক লইয়া পথিমধ্যে পাশা থুলীকসের হস্ত হইতে আপনার ভগ্নী
দিগকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিবেন। এই বিষয় আপনাকে জানাইবার
নিমিত্তই তিনি আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কাল
সন্ধ্যাকালে,——আপনি আসিবার পূর্ব্বে আমি এই পান্থশালায়
উপস্থিত হইয়া পথিমধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে
মনে করিয়াছিলাম যে, এই পান্থশালায় আপনার দেখা পাইব।
সেই জন্য পান্থশালায় আসিয়াই আপনাকে অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু
আপনার দেখা না পাওয়াতে আমি স্থির করিলাম যে, এই স্থানে
আহার ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আপনাকে অন্বেষণ করিতে
বহির্গত হইব, কিন্তু বিশ্রাম করিতেগিয়া পথ পর্য্যটনের ক্লান্তি বশতঃ
শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। এক্ষণে আমার সে অপরাধ অনুগ্রহ-
পূর্ব্বক মার্জ্জনা করুন, এবং প্রভুর নিকট আমার নিদ্রার কথা

বন না; তাহাহইলে প্রভু পুনবায় আমাকে অবিশ্বাস যাব আপনিত সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমি ব তাঁহার আদেশ অবহেলা করি নাই।"

স্রাণা আহ্লাদে কহিলেন, "সে জন্য তুমি কোন চিন্তা একণে তোমাদের প্রভু কোথায়?"

া কহিল, "তিনি দশ বা বলিষ্ঠ লোকের সমভি- নিকটবর্ত্তী আমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন।"

ও ইতাগ্রে মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তার মনোমত হওয়াতে তিনি সানন্দে কহিলেন, "হোসেন! রব প্রভুর মন অতি উদার। তাঁহার ন্যায় উন্নত প্রকৃতির লোক কদাপি দর্শন করি নাই, এ জীবনে তাহার এ ঋণ পরিশোধ ত পারিব না।"

হোঁসেন কহিল, "এক্ষণে আর অধিক বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র মার সহিত আসুন।"

মুস্তাফা তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার অশ্ব জ্জিত করিতে কহিয়া হোঁসেনের সমভিব্যাহারে পান্থশালার বহির্দ্বারে পস্থিত হইলেন। ভৃত্য তাহার অশ্বদ্বয় সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আনয়ন করিল হোঁসেন, এক লম্ফে তাহার অশ্বোপরি আরো- হণ করিল। মুস্তাফা আপন অশ্বে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতে- ছেন, এমন সময়ে পান্থশালাধ্যক্ষ দ্রুতপদে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া হোঁসেনের অশ্বের মুখরশ্মি ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "আমার দাম চুকাইয়া না দিয়া তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।"

হোঁসেন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "মহাশয়! ক্ষমা করুন, আমার ভ্রম হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া সে আপন অঙ্গরাখার ভিতর হস্ত প্রবেশ করাইয়া চতুর্দ্দিকে কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় অশ্বোপরি বসিয়া থাকিয়া সে আমার ভ্রাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়! এক্ষণে আমাকে একটী মুদ্রা কর্জ্জ দিন; প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি আবার এই মুদ্রা পরিশোধ করিব।

দ্রুতবেগে আগমন করাতে বোধ হয় পথিমধ্যে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।”

আমার ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ একটী স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া হোঁসেনের সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। ক্রমাগত দুই ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মুস্তাফা কহিলেন, “আর কত দূর গমন করিলে দস্যুপতির সহিত সাক্ষাৎ হইবে?”

হোঁসেন হস্তোত্তলন করিয়া কহিল, “ঐ যে তালবৃক্ষ দেখিতেছেন, উহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রভু আমাদের অপেক্ষা করিতেছেন।”

মুস্তাফা তাহার কথানুসারে সেই তালবৃক্ষতলে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, অন্যূন দ্বাদশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী পুরুষ দ্রুতবেগে তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে। তখন হোঁসেন এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আরক্ত নয়নে রূঢ়স্বরে মুস্তাফাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, “শোন, মুস্তাফা! তুমিই আমার দুঃখের মূল কারণ! তোমার উপর প্রতিশোধ লইবার এমন উত্তম সুবিধা কখনই পরিত্যাগ করিব না। এক্ষণে তোমার এই অন্তিমকালে একবার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর!” এই কথা বলিয়া সে আপন হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক মুস্তাফার মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে আঘাত করিল। তাহার অব্যর্থ সন্ধান ব্যর্থ করিতে সময় পাইলেন না। সেই আঘাতেই অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন

আমার ভ্রাতা সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন, তিনি একটী পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই গৃহের দীপাধারে একটী মাত্র দীপ্ মিটি মিটি জ্বলিতেছে; একজন দীর্ঘাকার বৃদ্ধ পার্শ্বে শয্যাপরি বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি গম্ভীর, শ্মশ্রু তুষারসদৃশ শ্বেতবর্ণ, বক্ষ বিশাল, দেহাকৃতি বলিষ্ঠ। আমার ভ্রাতা স্থির নয়নে সেই বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া সজোরে”

,াগ করিলেন। মুস্তাফাকে একরূপভাবে দীর্ঘনিশ্বাস :তে দেখিয়া সেই বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঃ কোন কষ্ট বোধ হইতেছে ?''

কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার ভ্রাতা চমকিয়া উঠিলেন; সে পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি স্থির নয়নে বৃদ্ধের য়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। র ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, " না, আমি এক্ষণে ; অনুভব করিতে পারিতেছি না, বরং শরীর যেন । সুস্থ হইয়াছে।''

লয়া আমার ভ্রাতা শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। গত কে একে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল, তিনি রবে বসিয়া থাকিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " এ আলয় বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, " আমার।''

ভ্রাতা কহিলেন, " কোন মহানুভব সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে ানয়ন করিয়াছেন ?'' বৃদ্ধ মৃদুস্বরে কহিলেন, " আমি।''

ভ্রাতা কহিলেন, " তবে আপনারই অনুকম্পায় আমার হইয়াছে ? আপনিই আমার জীবনদাতা ?"

ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, " যিনি অনাথের নাথ, নিরা- াশ্রয়, দুর্ব্বলের সহায়,——সেই করুণানিধান দয়াময় াপনার জীবনরক্ষা করিয়াছেন; আমি কেবল উপ- "

র এই প্রকার ঔদার্য্যপরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার বিস্ময়ে সতৃষ্ণ নয়নে বৃদ্ধের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইল; অমনি স্থবির গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ ব্যস্ততাসহকারে হইয়া কহিলেন, " আসুন।''

ক স্থবির শয্যার নিকট আসিয়া মুস্তাফার পার্শ্বে উপবেশন ক জিজ্ঞাসা করিলেন, " কি হে বাপু! শরীরের কোন-

রূপ গ্লানি অনুভব করিতেছ কি?" আমার ভ্রাতা কহিলেন,

"তোমার হাতটা দেখি, বাপু।" এই বলিয়া তিনি প্রকোষ্ঠ টি। ।। বহিলেন,——কহিলেন, "হুঁ, জ্বরত্যাগ হ আর অতি অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন। ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই, কাল পুষ্টিকর আহার প্রদান কি আর আমাকে ডাকিবার আবশ্যক করে না, এক্ষণে আমি বিদায় হং

চিকিৎসক প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ আমার ভ্রাতাকে কহি "এক্ষণে আপনি নিদ্রা যান, তাহা হইলে আপনার শরীর সুস্থ হইবে।" বৃদ্ধের কথানুসারে আমার ভ্রাতা শয়ন করি এবং অনতিবিলম্বে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। পর প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিতপূর্ব্বে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হই। তিনি জাগরিত হইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ সেইরূপ ভাবে তাঁহার পা বসিয়া রহিয়াছেন। আমার ভ্রাতা লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আ সমস্ত রাত্রি এইরূপ ভাবে আমার পাশে বসিয়া রহিয়াছেন আমি আপনার অকৃত্রিম দয়ায় চমৎকৃত হইয়াছি।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা করিয়াছি; উহার অতিরিক্ত কিছুই করি নাই।" এই বলিয়া একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন, ভৃত্য তৎক্ষণাৎ এক পাত্র জল আনিয়া দিল। মুস্তাফা মুখপ্রক্ষালন করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক এক পাত্র স্নিগ্ধ সরবত পান করিলেন। বৃদ্ধ সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। মুস্তাফা একাকী ধীরে ধীরে সেই গৃহে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্য এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। মুস্তাফা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নানাবিধ উপাদেয় আহার সামগ্রী স্তরে স্তরে রজতপাত্রে সজ্জিত রহিয়াছে। তিনি বৃদ্ধের সহিত একত্রে আহারক্রিয়া সমাপন করিয়া কর্পূরবাসিত সুশীতল সরবত পান করিলেন। আহারান্তে তাঁহারা একখানি প্রস্তরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক।

র্ষণ ও ধূমপান করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিছু-আমার ভ্রাতা সে স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধকে করিলেন, মহাশয়! পাশা খুলিকসের আলয় এ স্থান হইতে ”

দ্ধ উত্তর করিলেন, পঞ্চাশৎ ক্রোশের অধিক হইবে না।”

র ভ্রাতা কহিলেন, “আপনি কি প্রকারে আমাকে উদ্ধার লেন?”

বৃদ্ধ কহিলেন, “কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি একাবা য় গমন করিয়াছিলাম, সে কার্য্য সমাপন করিয়া কতিপয় ের সমভিব্যাহারে সে নগর হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় থমধ্যে আপনাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম। আপনার শ্বকে সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া আমরা অনুমান রিলাম যে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া আঘাত লাগাতে আপনি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন; এইরূপ অনুমান করিয়া আপনাকে আমার আলয়ে আনয়ন করিয়াছি। ভাল, মহাশয়! আপনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কি প্রকারে পতিত হইলেন?”

আমার ভ্রাতা সক্ষোভে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “বিশ্বাসঘাতকের কথায় বিশ্বাস করিবার সমুচিত প্রতিফল! আমার অবিমৃষ্যকারিতার চূড়ান্ত নিদর্শন!! এই বলিয়া তিনি ফতেমা ও জোবেদীকে হরণ,——পিতার অভিশাপ,——ফতেমা ও জোবেদীর অনুসন্ধানার্থ স্বদেশ পরিত্যাগ,————পথিমধ্যে দস্যুহস্তে পতিত হওন,——দস্যুপতি অবরাসনের অলৌকিক বদান্যতা,——হোঁসেনের প্রতারণা প্রভৃতি ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। হোঁসেনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধের চক্ষু আরক্ত হইল, তিনি ক্রোধে দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া কহিলেন, “আপনি সে পাপাত্মাকে উচিতমত শাস্তি দিতে পারিলেন না, বড় আক্ষেপের বিষয়।”

আমার ভ্রাতা কহিলেন “আপনি সে সময়ে সে স্থানে উপস্থিত

না হইলে আমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইত; আপন, আমাদের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া বোধ হয় দুরাচার দস্যু পলায়ন করিয়াছিল। সে যাহা হউক আপনি আমার জীবন করিয়াছেন, তজ্জন্য আল্লার নিকট শত সহস্রবার আপনার মং কামনা করিব,——পরলোকে আপনি স্বর্গের আনন্দময় শান্তি নিকেতনে অনন্ত শান্তি উপভোগ করিবেন,——এই নশ্বর জগতে আপনার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইবে,——আপনার দেবোপম দয়াগুণে আমার ন্যায় শত শত দুর্ভাগার দুঃখের অবসান হইবে; কিন্তু মহাশয়! আপনি জীবন দান না করিলে আমার পক্ষে ভাল হইত, তাহা হইলে এত মনঃকষ্ট সহ্য করিতে হইত না,——অবাধে চির শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিতাম। যদি ফতেমা ও জোবেদীকে উদ্ধার করিতে পারি, তবে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব, নতুবা এই রূপ ভাবে দেশে দেশে বনে বনে ভ্রমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব। আমার যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা প্রতারকের প্রতারণায় নষ্ট করিয়াছি, এক্ষণে নিঃসম্বল হইয়া তাহাদিগের উদ্ধারের কোন উপায় অবলম্বন করিব?"

আমার ভ্রাতার এই প্রকার আক্ষেপ সূচক বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধ সকরুণ স্বরে কহিলেন, "আপনি নিঃসম্বল বলিয়া কিছুমাত্র চিন্তিত বা ক্ষুব্ধ হইবেন না, আপনার যত অর্থের প্রয়োজন হইবে আপনি তাহা আমার ভাণ্ডার হইতে লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। আর আপনার ভগ্নীর উদ্ধারের জন্য আমিও চেষ্টার কোন ত্রুটি করিব না। ফতেমা ও জোবেদীকে উদ্ধার করিবার আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। আপনি এই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া প্রথমে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করুন; তৎপরে সেই উপায় অবলম্বন করা যাইবে।"

বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া আমার ভ্রাতা তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, আনন্দে তাঁহার মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না। বৃদ্ধ পুনরায় কহিলেন, "আমি জানি,

। পাশা মেমুদ আলি পাশা থুলীকসের প্রিয় বন্ধু! থুলিকার । আকৃতির সহিত আপনার আকৃতির সৌসাদৃশ্য আছে, আপনি .র আলয়ে গমন করিয়া থুলিকার পাশা বলিয়া আত্মপরিচয় ান করিলে সাদরে গৃহীত হইবেন, এবং পাশা থুলীকস ফতেমা ও ারেদীকে যে অর্থে ক্রয় করিয়াছেন, সেই অর্থ তাঁহাকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে যাচ্ঞা করিলে বোধ হয় কখনই তিনি আপনার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।”

বৃদ্ধের এই প্রকার যুক্তিপরিপূর্ণ বাক্যে আমার ভ্রাতা তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া আল্লার নিকট তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আনন্দে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল,— শরীরের দৌর্ব্বল্য যেন একবারে অপনীত হইল। বৃদ্ধ তাঁহার হস্ত-ধারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। অতঃপর বৃদ্ধের আবাসে মুস্তাফা মনের অতুলানন্দ উপভোগ করিয়া দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে এক পক্ষকাল গত হইলে এক দিন মুস্তাফা বৃদ্ধকে কহিলেন, “আপনার অনুকম্পায় আমি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছি, আর অলসের ন্যায় বৃথা কালক্ষেপ করা আমার বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমি স্থির করিয়াছি যে, কাল প্রভাতে ফতেমা ও জোবেদীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পাশা থুলীকসের আলয়াভিমুখে গমন করিব, এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় কি?”

বৃদ্ধ কহিলেন, “ইহাতে আমার কোন অমত নাই। ভাল, কালই গমন করিবেন, এক্ষণে পথপর্য্যটনযোগ্য আয়োজন করুন।” এই বলিয়া বৃদ্ধ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া আমার ভ্রাতার হস্তে স্বর্ণমুদ্রাপরিপূর্ণ দুইটী থলিয়া প্রদান করিলেন। আমার ভ্রাতা শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। বৃদ্ধের সেই দুইটী থলিয়াতে আট সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তিনি সেই অর্থের

অর্দ্ধাংশ লইয়া কতিপয় ঘোটক, একটী উষ্ট্র ও পাশা থুলীকসকে উপঢৌকন দিবার যোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বৃদ্ধের বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মুস্তফা বেতন দ্বারা দ্বাদশ জন নূতন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত করিলেন, এবং আপনি একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক উপঢৌকনের দ্রব্যাদি উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাটীর প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ সে স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আল্লার নিকট কায়মনোবাক্য প্রার্থনা করিতেছি, যেন তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ করেন।" অতঃপর আমার ভ্রাতা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অশ্বারোহণে ভৃত্যগণের সমভিব্যাহারে থুলীকসের প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্রমাগত পাঁচ দিন পথ পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা পাশা থুলীকসের প্রাসাদ হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটী পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন। মুস্তফা সেই পান্থশালায় আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তিনি একজন ভৃত্যকে থুলীকসের প্রাসাদে প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে তিনি এক প্রকার বৃক্ষপত্র নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার রস বহির্গত করিলেন, এবং তাঁহার দীর্ঘশ্মশ্রুগুচ্ছ ও দেহের বর্ণ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণ করিবার জন্য ঐ রস সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলেন, কারণ সুলিকার পাশা মৈমুদ-আলির শ্মশ্রু ও দেহের বর্ণ তাঁহার অপেক্ষা অল্প কৃষ্ণবর্ণ ছিল। কিছু পরে তাহার ভৃত্য পাশা থুলীকসের চারিজন সুবেশ পরিহিত ভৃত্যের সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। পাশা থুলীকস্ আমার ভ্রাতাকে তাঁহার আলয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ঐ চারিজন ভৃত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুস্তফা তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারে পাশার প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। পাশার প্রাসাদ অতি উচ্চ, উহা একটী সুবৃহৎ মনোহর

উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতি; ঐ উদ্যানের চারিপার্শ্ব অত্যুচ্চ ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। মুস্তফা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই প্রকার সুন্দর পরিচ্ছদপরিহিত অপর চারিজন ভৃত্য সে স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইবার মাত্র তাহারা তাঁহাকে সাদরে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করাইল; মুস্তাফা তাহাদের সমভিব্যাহারে মর্ম্মরপ্রস্তরের সোপান পঙক্তি দিয়া দ্বিতলস্থ একটী বৃহৎ সুসজ্জিত গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্ফটিকময় মনোহর দীপাধারে অসংখ্য বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইয়া আলোকমালা প্রদান করিতেছে; একটী কিংখাপ মণ্ডিত শয্যার উপর একজন ক্ষীণকায় বৃদ্ধ বসিয়া রহিয়াছেন। বৃদ্ধের বয়ক্রম নবতি বৎসরের ন্যূন নহে; তাঁহার মস্তকের কেশদাম শ্মশ্রুগুচ্ছ শুভ্রবর্ণ; দেহের মাংস শিথিল; দেহাকৃতি নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ। মুস্তফাকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধ ব্যস্ততাসহকারে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন, এবং সস্মিত বদনে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া সাদরে সেই শয্যার উপর উপবেশন করাইলেন। মুস্তফার ভৃত্যগণ সেই সমস্ত উপহারদ্রব্য পাশার সম্মুখে স্থাপন করিল। পাশা অতি আমোদপ্রিয়-লোক; তিনি কৌতুক করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার কুঠীরের নিকটে আসিয়া পান্থশালায় আহার করিলেন কেন? আমার বাটীতে আহার করিলে বোধ হয় আপনার মানের হানি হইবে;——সেই জন্য কি?"

আমার ভ্রাতা লজ্জিতের ন্যায় ভাণ করিয়া কহিলেন, "আপনি তজ্জন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া আপনার আলয়ে উপস্থিত হইতে পারি নাই।"

এইরূপে তাঁহারা সেই স্থানে বসিয়া নানাবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ পাশা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া অপর এক গৃহে লইয়াগেলেন; সে গৃহে নানাবিধ উপাদেয় আহার সামগ্রীর আয়োজন করা হইয়াছিল। তাঁহারা একত্রে আহার করিয়া পুনরায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন; কথায় কথায় আমার ভ্রাতা

নূতন ক্রীতদাসীদের কথা উত্থাপন করিলেন। পাশা থুলিকস্ কহিলেন, "সম্প্রতি আমি দুইজন ললনা ক্রয় করিয়াছি,—বহু আয়াসে বহু অর্থব্যয়ে ক্রয় করিয়াছি, তাহাদের অরূপ রূপের কথা কি বলিব! এক মুখে,—এক মুখে কি যদি আমার সহস্র মুখ থাকিত, তাহা হইলেও বোধ হয় তাহাদের প্রকৃত রূপ বর্ণনা করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। দুঃখের বিষয় এই যে, তাহারা আমার আলয়ে আসিয়া অবধি সদাই বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কহে না। আমি কতবার তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছি,—কতবার ভয় দেখাইয়াছি,—তাহাদের নিকট কত কাকুতি মিনতি করিয়াছি; তথাপি একটীও বার কথা কহে নাই। ইহার নিগূঢ় কারণ কি বলিতে পারেন?"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ পাশা উত্তরের প্রত্যাশায় আমার ভ্রাতার মুখমণ্ডলের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু মুস্তাফা কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তাঁহাকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পাশা পুনরায় কহিলেন, "বোধ হয় তাহাদিগের এ ভাব চিরদিন থাকিবে না,——শীঘ্রই অপনীত হইবে। আপনি কি বলেন?"

পাশা থুলিকসের প্রমুখাৎ ঐ দুইজন ললনার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে চিনিতে আমার ভ্রাতার আর কাল বিলম্ব হইল না, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। মস্তাফা আনন্দচিত্তে কহিলেন, "বোধ হয় আপনি ঐ ললনাদ্বয়কে গত মাসে চারিসহস্র স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছেন তাহাদের আকৃতি এই—"

আমার ভ্রাতার কথা শেষ না হইতে হইতে অমনি বাধা দিয়া পাশা থুলিকস সাশ্চর্য্যে কহিলেন, "হাঁ, হাঁ,——ঠিক ঠিক, আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন? আপনি তাহাদিগকে চিনেন না কি?"

"চিনি না আবার?" আমার ভ্রাতা কম্পিত হৃদয়ে কাতরস্বরে কহিলেন, তাঁহাদিগকে চিনি না আবার? তাঁহারা আমার হৃদয়ের—

না, না। বিশেষরূপ চিনি। বিশেষরূপে জানি! সেই জন্যই আমি আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি; আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কারণই হ'চ্ছে তাঁহারা।"

এই কথা শুনিয়া পাশা থুলিকস্ বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে আমার ভ্রাতার মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন,——চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "তাহাদের জন্য আমার আলয়ে আপনার আগমন? ইহার অর্থ কি? আমিত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

"ভাল, বুঝাইয়া দিতেছি,—প্রণিধান করুন।" এই বলিয়া আমার ভ্রাতা বৃদ্ধের মুখপ্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "আপনি সম্প্রতি যে দুইজন রমণীকে ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার এক বন্ধুর সহোদরা; আর অপর জন তাঁহার এক আত্মীয়ের কন্যা। প্রায় দুইমাস গত হইল একদিন অপরাহ্নে তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমার বন্ধু নৌকারোহণে সমুদ্রোপরি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে সহসা একখানি দস্যুপোত আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং তাঁহার সহোদরা ও জ্ঞাতিকন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া পলায়ন করিল। আমার বন্ধু তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন, কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন যে, আপনি তাঁহাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন। আমার বন্ধু জানিতেন যে, আপনার সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্য আছে; সেই জন্য এই সংবাদে তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না তিনি প্রফুল্ল মনে আমার আলয়ে আগমন করিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক আপনার নিকট আসিতে আমাকে বিস্তর অনুরোধ উপরোধ—"

মুস্তাফার কথায় বাধা দিয়া পাশা কহিলেন, "ওসব কথা এখন থাক,—কাল শুনিব। এক্ষণে আমার পুরাতন ক্রীতদাসীগণ কেমন নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা করিয়াছে, তাহা একবার পরীক্ষা করুন।"

আমার মাতা ব্যগ্রতাসহকারে কহিলেন, "গান পরে শুনিব! এক্ষণে আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন,——ঐ ললনাদ্বয়কে ভিক্ষা-

স্বরূপ প্রদান করিয়া আমাকে চিরবাধিত করুন।"

আমার ভ্রাতার এই উক্তিতে বৃদ্ধ পাশা আপন কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক লজ্জিত ভাবে কহিলেন, "সুভান অল্লা! একি? প্রবল পরাক্রান্ত সুলতানের প্রিয়পাত্র,—সুলিকার পাশা মহানুভব মৈমুদ্ আলিকে ভিক্ষাদান? এ কথা কি সম্ভব? যাঁহার অতুল মান,—অতুল বিক্রম,—অতুল বিভব। তাঁহাকে আবার ভিক্ষা দান? অমন কথা মুখে আনবেন না। ছি, ছি। এ কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। আপনার আবার কিসের অভাব?"

আমার ভ্রাতা সাগ্রহে কহিলেন, "ভাল, তাহাই হউক, আমি ভিক্ষা চাহিনা। আপনি ভিক্ষাস্বরূপ দান করিবেন না। অনুরোধ করি, উপহার স্বরূপ দান করুন।"

পাশা থুলীকস্ ক্ষুণ্ণমনে মৃদুস্বরে কহিলেন, "উপহার স্বরূপ? হাঁ, ওকথা বরং বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের জন্য আমার অনেক পরিশ্রম,—অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে।"

মুস্তাফা সানন্দচিত্তে কহিলেন, "অর্থের কথাত আপনি বলিতে পারেন। সত্য, তিনি আমার বন্ধু। কিন্তু তাঁহার সহিত আপনার সম্বন্ধ কি? পরের জন্য কেন আপনি এত ক্ষতি স্বীকার করিবেন? এরূপ অনুরোধ করিতে আমি ইচ্ছা করি না, আপনি সেই ক্রীত অর্থ লইয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলে আমার বন্ধু যথেষ্ট উপকৃত হইবেন ও আমিও চরিতার্থ হইব। আপনি নাকি মহানুভব সদাশয় ব্যক্তি, সেই জন্য এরূপ দয়া করিলেন। নতুবা অপর লোকে কি করিতে পারে?"

পাশা থুলীকস্ অতিশয় তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তি। আমার ভ্রাতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও তোষামোদে অনিচ্ছায় তাহার কথায় সম্মত হইলেন। আমার ভ্রাতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এরূপ সহজে ফতেমা ও জোবেদীকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। সে যাহা-হউক তিনি আনন্দে বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আপনার দয়া অপূর্ব্ব,—আপনার মন অতি উদার, আপনার হৃদয় সরলতায় পরি

পূর্ণ। একপ উন্নত প্রকৃতির লোক আমি কখন দেখি নাই। সে যাহা হউক এখনে আমার নিকট অর্থ নাই, কাগজ কলম আনিতে আদেশ করুন, ঋণপত্র লিখিয়া দিতেছি। স্থলিবায় উপস্থিত হইলেই আপনার এ সমস্ত অর্থ পরিশোধ করিব।’

এই কথা বলিয়া আমার ভ্রাতা মনে মনে হাসিলেন,—ভাবিলেন, যখন প্রতারণা করিতে আসিয়াছি, তখন সকল বিষয়েই প্রতারণা করিব। আমার নিকট চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আছে, কেন তাহা প্রদান করিব? এইরূপ ভাবিয়া তিনি বৃদ্ধের প্রতি একবার অপাঙ্গ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। মুস্তাফার নিকট অর্থ নাই, ইহা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ মনে কহিলেন, ‘লিখিয়া দিবার প্রয়োজন কি? আমি কি আপনাকে বিশ্বাস করি না? না, না। তা বটে, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, তিনি আপনার বন্ধু আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? তবে কি জন্য তাঁহাকে বিশ্বাস করিব? সে যাহা হউক এক্ষণে লিখিয়া দিবার আবশ্যক কিছুই নাই, কাল লিখিয়া দিলেও চলিবে।”

বৃদ্ধ পাশার এরূপ বাগাড়ম্বরী শ্রবণ করিয়া আমার ভ্রাতা মনে মনে হাস্য করিয়া কহিলেন, ‘না, এখনই লিখিয়া দিবার আবশ্যক হইতেছে, আমি কাল প্রভাতেই স্থলকাডিমুখে গমন করিব।’

বৃদ্ধ পাশা তখন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “ইহা আপনার অত্যন্ত অন্যায়। অনুগ্রহপূর্বক যদি আমার কুটীরে পদার্পণই করিয়াছেন, তবে দুই চারি দিন আমার আলয়ে অবস্থিত করুন। এত শীঘ্রই যাইবার আবশ্যক কি?”

মুস্তাফা প্রথমে মনে করিলেন যে, বৃদ্ধের কথার অনুমোদন করা যুক্তিসিদ্ধ। পথশ্রমে আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এইস্থানে দুই চারি দিবস বিশ্রামলাভ করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না—তিনি ভাবিলেন,—দস্যু-হস্তে পাশা সৈয়দ আলির অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, যদি এই সংবাদ জনসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়ে,—যদি এই সংবাদ ইনি কাল প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলেই বিষম বিভ্রাট! এমন উত্তম সুবিধা তাহা

হইলে আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। হয়ত প্রতারক বলিয়া ধৃত হইয়া চিরকারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে—সমস্ত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে,——আমার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। আমার ভ্রাতাকে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ সাহ্লাদে কহিলেন, "দেখুন, আমাদের কেমন অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ। আপনার কথা আমি অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না, আর আপনিও আমার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। কেমন অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ। কেমন অকৃত্রিম প্রণয়।"

পাশার এই উক্তিতে আমার ভ্রাতা সচকিত বিনীতভাবে বলিলেন, "মহানুভব! এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার কথা আমি কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারি না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার বন্ধু কত উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। একপ অবস্থায় এ স্থানে অবস্থিতি করা আমার পক্ষে কি যুক্তিসিদ্ধ?"

এই কথা শুনিয়া পাশা আপন আলয়ে অবস্থান করিবার জন্য আর তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন না। তিনি একজন ভৃত্যকে কাগজ, লেখনি ও মস্যাধার আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন, ভৃত্য অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ পালন করিল। মুস্তাফা কাগজ ও লেখনী হস্তে লইয়া বৃদ্ধ পাশাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "মহানুভব! খণপত্রে কত অর্থের কথা লিখিব? ঐ কন্যাদ্বয়কে আপনি চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করিয়াছেন, আর বালসোরা নগর হইতে তাহাদিগকে আপনার প্রাসাদে আনয়ন করিতেও বোধ হয় আপনার সহস্রমুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।'

বৃদ্ধ পাশা সবিস্ময়ে কহিলেন, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা? বলেন কি? আরও অধিক অর্থ ব্যয় হইয়াছে, বলুন।'

মুস্তাফা স্থির জানিতেন যে, বালসোরা নগর হইতে ফতেমা ও জোবেদাকে এইস্থানে আনয়ন করিতে পাশার সহস্র স্বর্ণমুদ্রার দশমাংশের একাংশও ব্যয় হয় নাই। তিনি মনে মনে আন্দোলন করিলেন যে, খণপত্রে আমি যতই অর্থ লিখিয়া দিই না কেন,

তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতি হইবে না——তাহার এক কপর্দ্দকও আমাকে পরিশোধ করিতে হইবে না; বরং ইহাতে এই অর্থপিশাচ পাশা আমার প্রতি অধিক সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "তাহা হইতে পারে, আপনার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির অধিক অর্থব্যয় করা কিছু অসম্ভব নহে। বোধ হয় আপনার চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়া থাকিবে।"

পাশা সানন্দচিত্তে কহিলেন, "না না, অত অর্থ ব্যয় হয় নাই। তাহা——হইতে পারে,——চারিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইতে পারে, আমার স্মরণ নাই।"

সুলিকার বল্লিত পাশা বৃদ্ধের কথায় কোন উত্তর প্রদান না করিয়া সেই কাগজখণ্ডে আট সহস্র সুবর্ণমুদ্রার কথা উল্লেখ করিলেন। লিখন কার্য্য সমাপ্ত হইলে ঋণপত্রের নিম্নে পাশা মৈমুদ আলির নাম স্বাক্ষরিত করিয়া উহা বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ উহা পাঠ করিয়া কহিলেন, "ঠিক্ হইয়াছে। কাল প্রভাতেই যদি আপনি গমন করেন, তবে অদ্য রাত্রে আমার কিঙ্করীগণের পরীক্ষা গ্রহণ করুন।"

আমার ভ্রাতা কহিলেন, ক্ষতি কি।"

তখন বৃদ্ধের আদেশক্রমে কিঙ্করীগণ সেই সুবিস্তৃত সুসজ্জিত গৃহে আগমন করিল। প্রথমে গীত আরম্ভ হইল,——দ্বাদশজন সুবর্ণালঙ্কারভূষিতা ললনা সমস্বরে গান গাহিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের সেই বীনাবিনিন্দিত মধুর স্বরলহরী প্রথমে পঞ্চমে ক্রমে ক্রমে সপ্তমে উঠিয়া সেই দীপালোকিত গৃহ, প্রাসাদ উপবনস্থ তরুরাজি, আর সেই নৈশ নীলাম্বর কাঁপাইয়া ধূয়মান বায়ুসাগরের অনন্ত বায়ুরাশিতে মিলাইয়া গেল। তৎপরে সঙ্গীতসহকারে নৃত্য আরম্ভ হইল; সুন্দরী ললনাগণ আপন আপন সুষমা আকৃতির লাবণ্যছটা প্রকাশিত করিয়া সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হেলাইয়া দোলাইয়া মৃদঙ্গধ্বনি সহকারে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল; তাহাদিগের চরণাশ্রিত সুবর্ণনূপুরের মধুর নিক্কণে গৃহটী মৃদুমন্দ নিনাদিত হইতে লাগিল।

মুস্তাফা নৃত্য দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সভা ভঙ্গ হইল; রজনী দুই প্রহর অতীত হওয়াতে মুস্তাফা একজন কিঙ্করের সমভিব্যাহারে শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন।

আমীর ভ্রাতা পাশা থুলিকসের শয়নাগারস্থ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার সে নিদ্রার ব্যাঘাত হইল, তিনি জাগরিত হইয়া দেখিলেন,——একটী ভীষণ মূর্ত্তি দীপহস্তে তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ নয়নে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছে। সেই সময়ে সেই গৃহে সেই মূর্ত্তিটীর অস্তিত্ব বিষয়ে মুস্তাফা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না, কারণ তিনি তখন অনুমান করিলেন যে, তিনি নিদ্রিত,———নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে একরূপ বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। স্বপ্ন না প্রকৃত ঘটনা। ইহা স্থির করিবার জন্য মুস্তাফা বারংবার আপন বাম বাহুতে নখাঘাত ও চক্ষু মর্দ্দন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি মূর্ত্তিটী তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইল না, অপিচ সেইস্থানে সেই ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিকট স্বরে হাস্য করিতে লাগিল। যদি তন্মুহূর্ত্তে সেই স্থানে বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় তিনি অধিকতর ভীত হইতেন না, কিন্তু সেই মূর্ত্তিটীর সেইরূপ বিকট হাস্যনিনাদ শ্রবণ করিয়া মুস্তাফার-আপাদ-মস্তক কম্পিত হইল,——তিনি নিস্পন্দের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন; কারণ সে মূর্ত্তিটী আর কাহারও নহে,——দস্যুপতি অরবাসনের অবিশ্বাসী প্রতারক ভৃত্য খঞ্জাকৃতি হোঁসেনের। তখন হোঁসেন মুস্তাফাকে সম্বোধন করিয়া বিদ্রূপস্বরে কহিল, "প্রভু! গোলাম হোঁসেনকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

বিস্ময়জনক ভাব অপনীত হইলে মুস্তাফা ক্রোধে কম্পিত স্বরে কহিলেন, "এ গৃহে তোমার কি প্রয়োজন, পাপিষ্ঠ?"

ঈষৎ হাসিয়া হোঁসেন উত্তর করিল, 'শান্ত হউন, প্রভু! আপনি বুদ্ধিমান হইয়া আমার এই স্থানে আগমন করিবার সামান্য কারণটা অনুভব করিতে পারিলেন না? আপনি কি জন্য পাশার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাহারই প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে আমি এই গৃহে আসিয়াছি। আপনার ঐ সুন্দর মুখখানি আমার ভালরূপ স্মরণ আছে, কিন্তু বাস্তবিক যদি আমি স্বচক্ষে স্থলিকার পাশার মৃতদেহ দর্শন না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আপনি আমাকেও প্রতারিত করিতেন। কিন্তু আমি এক্ষণে আপনার নিকট একটী বিষয়ের প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি।"

আমার ভ্রাতার সম্পূর্ণ ভয়, পাছে তাঁহার এমন সুযোগ নষ্ট হয় ও তিনিও কল্পিত পাশা বলিয়া ধৃত হয়েন। কিন্তু হোসেনের শেষোক্ত বাক্যে তাঁহার মন বিষয়পরিণামে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন, "হাঁ হাঁ হোসেন। আমি তোমার প্রস্তাব বুঝিতে পারিয়াছি, আমি তোমার প্রস্তাবানুসারেই কার্য্য করিব। পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে এখনই অর্থ দিব,—এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা। এই দণ্ডেই দিতেছি, গ্রহণ কর।"

হোসেন হাসিয়া উত্তর করিল, "আপনার স্বর্ণমুদ্রা আপনারই থাকুক আমি উহার প্রত্যাশী নহি, আমার প্রস্তাব স্বতন্ত্র। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার সহিত আপনার সহোদরার বিবাহ দিবেন। তাহা হইলে আপনার জীবন উদ্ধার করিতে আমি যথেষ্ট সাহায্য করিব। আর যদি এ বিষয়ে অস্বীকার করেন তাহা হইলে আমার নূতন প্রভুর নিকট গমন করিয়া একবার পাশার বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব।"

হোসেনের এই প্রকার উক্তিতে ক্রোধে আমার ভ্রাতার সর্ব্বশরীর প্রজ্জলিত হইল। যে তরুমাল এতদিন জলসেচন করাতে উন্নত পরিবর্দ্ধিত হইয়া মুকুলাগমে সুশোভিত,——কুসুমাগমে ফলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, হায়! সেই সময় কিনা উহা একজন নিষ্ঠুর কাঠুরিয়ার সামান্য কুঠারাঘাতে বিছিন্ন হইল! এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া——এত যত্ন এত কৌশল করিয়া যখন তিনি তাঁহার বাঞ্ছা প্রায় সুসিদ্ধ করিয়াছেন, তখন কিনা পাপিষ্ঠ হোসেন কোথা হইতে আসিয়া তাহাতে প্রতিবন্ধক হইল। ইহা কি সামান্য

আক্ষেপের বিষয়! মুস্তাফা এই আকস্মিক বিপদের প্রতিবিধান করিবার,—তাঁহার এই যত্নপালিত কৌশলজাল অপ্রকাশিত রাখিবার একমাত্র উপায় স্থির করিলেন:——সেই উপায়———পাপিষ্ঠ হোঁসেনের কর্বুরিত বক্ষে তাঁহার অসি বসিত করা ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতে পাইল না। তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে তিনি ক্ষিপ্রহস্তে অরবাসনপ্রদত্ত তরবারিখানি গ্রহণ করিয়া সত্বরতাসহকারে শয্যা হইতে হোঁসেনের অভিমুখে এক লম্ফ প্রদান করিলেন। হোঁসেন পূর্ব হইতেই সতর্ক ছিল, সুতরাং মুস্তাফার মনোরথ সফল হইল না। হোঁসেন হস্তস্থিত দীপাধারটী সজোরে ভূতলে নিক্ষেপ করিল, দীপ নির্বাপিত হইল,—— ——সমস্ত গৃহ অন্ধকারে আবৃত হইল। তখন হোঁসেন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে গৃহ হইতে পলায়ন করিল।

হোঁসেনকে বধ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া মুস্তাফা ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, তখন চিন্তাস্রোত একে একে তাহার হৃদয়ে সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এক্ষণে ফাতেমার ও জোবেদীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপনার প্রাণরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হইলেন। সেই গৃহের মুক্ত বাতায়নপথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া নিম্নে পতিত হইলে পলায়ন করিতে সক্ষম হইবেন কিনা, ইহা দেখিবার জন্য উহার নিকটে গমন করিলেন। দেখিলেন,———ভূমিতল হইতে বাতায়নপথ অতি উচ্চ, সেরূপ উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পতিত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার দেহ চূর্ণীকৃত হইবে, আর পতিত হইলেও যদি বা আল্লার অনুগ্রহে তাঁহাকে কোনরূপ অঙ্গহীনতাকষ্ট সহ্য করিতে না হয়, তথাপি তিনি পলায়ন করিতে সমর্থ হইবেন না, কারণ যে অত্যুচ্চ দুরারোহ ইষ্টক প্রাচীর উদ্যানের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নহে। এইরূপে তিনি সেই স্থানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এমন সময়ে

সহসা কতিপয় ব্যক্তির কর্কশ চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,——অন্যূন দ্বাদশজন সশস্ত্র পুরুষ প্রজ্জ্বলিত মশাল হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দর্শনে তিনি ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে হস্ত-দ্বারা তরবারিখানি ও বিভিন্ন পরিচ্ছদ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া আ-ল্লার নাম গ্রহণপূর্ব্বক নৈরাশে সেই বাতায়ন হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। নিম্নে পতিত হইয়া তিনি আহত হইলেন বটে কিন্তু অদ্ভুতভাবে বুঝিলেন যে, সে আঘাতে তাঁহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্ন হয় নাই। প্রহরিগণ মুস্তাফাকে বাতায়ন হইতে পতিত হইতে দেখিয়া সাশ্চর্য্যে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল, কারণ তাহারা সকলেই ভাবিয়াছিল যে [illegible] তাঁহার দেহ চূর্ণী-কৃত হইয়াছে, কিন্তু [illegible] দেখিল,—— তিনি সে স্থান হইতে উঠিয়া [illegible]ছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রহরী তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য সেই দিকে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল, অপর কয়েকজন চীৎকার করিয়া অপরাপর প্রহরিগণকে আহ্বান করিতে লাগিল; মুস্তাফা দৌড়াইতে লাগিলেন——উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহার গতিরোধ হইল,—— সম্মুখেই সেই দুরারোহ প্রাচীর,—আর পলায়ন করিবার পথ নাই,— ক্ষণকালের মধ্যে পশ্চাদ্ধাবিত প্রহরিগণ আসিয়া তাঁহাকে ধরিবে; স্বেদবারিনির্গমে তাঁহার সমস্ত শরীর প্লাবিত হইয়াছে,——নিশ্বাস প্রশ্বাস সজোরে বহিতেছে। গত্যন্তর না দেখিতে পাইয়া তিনি ভয়ে নৈরাশে ক্ষণকালের জন্য সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন; অমনি পশ্চাদ্দিগ হইতে একজন প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধৃত করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মুস্তাফা অমানুষিক বলসহকারে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন, এবং পদাঘাতে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ত্বরিত পদে নিকটস্থ একটী বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। ঐ বৃক্ষটী প্রাচীরের সন্নিকটেই অবস্থান করিতেছিল, তিনি সেই বৃক্ষ হইতে

লম্ফপ্রদান করিয়া প্রাচীরের উপর পতিত হইলেন। প্রহরিগণ সেই বৃক্ষতলে আগমন করিয়া বিস্মিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল, বাস্তবিক মনুষ্যে যে এতদূর লম্ফ প্রদান করিতে পারে, ইহা তাহারা একবার ভ্রমেও ভাবে নাই সে যাহা হউক মুস্তাফা প্রাচীরের উপর হইতে পুনরায় লম্ফ প্রদান করিয়া রাজবর্ত্মে পতিত হইলেন, এবং সে স্থান হইতে উঠিয়া উদ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন, এই রূপে কিয়ৎকাল দৌড়াইয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মুস্তাফা দৌড়াইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই নিবিড় অন্ধতমসময় কাননমধ্যস্থিত একটী বিশাল বৃক্ষতলে পরিশ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কোন পন্থা অবলম্বন করিলে ফতেমা ও জোবেদাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন, সেই চিন্তাস্রোতই তখন তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। সেই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া তিনি তাঁহার অশ্ব ও ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে; কিন্তু সেই স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী তাঁহার হস্তচ্যুত হয় নাই, এক্ষণে উহাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন রহিল।

সেই ভীষণ স্থানে [illegible] একাকী বৃক্ষতলে বসিয়া সেই নির্ভীক চিন্তাশীল যুবক চিন্তা করিতে করিতে ফতেমা ও জোবেদাকে উদ্ধার করিবার অপর একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া অরণ্যের ঘনতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া নিশাবসানে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ে একটী ঘোটক ক্রয় করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী নগরে উপনীত হইলেন, এবং তথাকার পান্থশালায় আহার করিয়া পান্থশালাধ্যক্ষের নিকট একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিলেন। পান্থশালাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া আমার ভ্রাতাকে চিকিৎসকের বাটীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাহাকে আদেশ করিলেন। মুস্তাফা পান্থশালাধ্যক্ষের হস্তে আহার

সামগ্রীর ন্যায্য মূল্য প্রদান করিয়া ভৃত্যের সমভিব্যাহারে পান্থনিবাস হইতে বহির্গত হইলেন। চিকিৎসকের আলয় পান্থনিবাস হইতে প্রায় সার্দ্ধ দুইক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছিল; পান্থশালার ভৃত্য মুস্তাফাকে চিকিৎসকের বাটী দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। চিকিৎসকের আলয়ের বহির্দ্বার আবদ্ধ ছিল, মুস্তাফা সেই দ্বারে বারংবার করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন লোলিত দেহ ও পলিত কেশবিশিষ্ট শুক্লবসন পরিহিত অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ সেই দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক মুস্তাফার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন?"

মুস্তাফা উত্তর করিলেন, "এই বাটীতে যে চিকিৎসক বাস করেন, আমি তাঁহারই নিকট আসিয়াছি, তাঁহার কাছে আমার কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "যে প্রয়োজন বশতঃ আপনি এখানে আসিয়াছেন, তাহা আমার নিকট অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারেন, আমিই সেই চিকিৎসক।"

মুস্তাফা তাঁহার হস্তে কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা দিয়া কহিলেন, "আমার কিছু ঔষধের প্রয়োজন আছে, আপনি তাহা প্রদান করিতে পারেন?"

চিকিৎসক সানন্দচিত্তে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা করুন, কি প্রকার রোগের ঔষধ দিতে হইবে।"

আমার ভ্রাতা কহিলেন, "আমাকে এ প্রকার ঔষধ প্রদান করুন যে, তাহা সেবন করিলে জীবন্ত মানুষকে অবিকল মৃতের ন্যায় দেখাইবে; অপিচ তাহাতে সে ব্যক্তির কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না; অধিকন্তু কোন চিকিৎসক তাহাকে জীবিত বলিয়া স্থির করিতে না পারেন।"

চিকিৎসক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; মুস্তাফা সেইস্থানে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চিকিৎসক প্রত্যাগমন করিয়া আমার ভ্রাতার হস্তে দুইটী ঔষধের মোড়ক

প্রদান করিয়া কহিলেন, 'এই দুইটী মোড়কের মধ্যে একটীতে ধূসর-বর্ণের চূর্ণ ও অপরটীতে শ্বেতবর্ণের চূর্ণ পাঁচভাগে বিভক্ত আছে; যাঁহাদের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক নয়, তাঁহাদিগকে একভাগ ও বিংশতিবৎসরের অতিরিক্ত বয়স্কদিগকে দুই ভাগ ধূসরবর্ণের চূর্ণ সুশীতল জলের সহিত সেবন করাইলে তাহারা পাঁচ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে। অন্য চিকিৎসকের কথা দূরে থাকুক,——আমি স্বয়ং ও তাহাকে জীবিত বলিয়া স্থির করিতে পারিব না, কিন্তু সাবধান! পাঁচঘণ্টাকাল অতীত হইলে কোন ঔষধে সে ব্যক্তিকে জীবিত করা যাইবেনা। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার নাসিকার ভিতর এই শ্বেতবর্ণের চূর্ণ প্রবেশ করাইয়া দিয়া সজোরে ফুৎকার দিলেই সে ব্যক্তি সংজ্ঞালাভ করিবে। সাবধান! ইহার ব্যতিক্রম হইলে তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য।"

আমার ভ্রাতা তাহার হস্তে আরও কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পান্থশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। তখন আমার ভ্রাতা ভাবিলেন,———এই ঔষধের পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া কখন এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিব না। চিকিৎসককে বিশ্বাস কি? সে ব্যক্তি অনায়াসে আমাকে প্রতারণা করিতে পারে। তাহার ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য! এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ওহে! আমি অতি সংগীতপ্রিয় ব্যক্তি, অতএব আমার বিশ্রামের সময় একজন সুগায়ক ভিক্ষুক বালককে আমার গৃহে প্রেরণ করিও।"

ভৃত্য সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। মুস্তাফা বিশ্রামলাভাশয়ে পর্য্যাঙ্কপরি শয়ন করিবামাত্র প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। দুই ঘণ্টাকাল পরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি জাগরিত হইয়া দেখিলেন———সেই গৃহের দ্বারদেশে একটী বালক অবনত বদনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বালকের আকৃতি অতি সুন্দর,——বদন মণ্ডল মলিন,—বয়স অনুমান দ্বাদশ বৎসর,—পরিধানে একটী শুভ্র পরিচ্ছদ।

তাহাকে দেখিয়া আমার ভ্রাতার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল; তিনি অতি কোমলস্বরে তাহাকে নিকটে আসিতে আহ্বান করিলেন। বালক তৎক্ষণাৎ সচকিতভাবে মস্তকোত্তলন করিয়া তাঁহাকে যথাবিহিত অভিবাদনপূর্ব্বক কম্পিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে আগমন করিল। মুস্তাফা কোমলস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক! তুমি কি চাও? কি জন্ম দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছিলে?"

মুস্তাফার এ প্রকার উক্তিতে বালক সবিস্ময়ে তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিল, কিছুক্ষণ পরে সে অনবত বদনে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আপনার ভৃত্য এই গৃহের দ্বারদেশে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে কহিয়া প্রস্থান করিয়াছে।"

বালকের এই কথা শুনিয়া মুস্তাফা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বাস্তবিক বালকের যে প্রকার সুকুমার আকৃতি, তাহাতে তাহাকে ভিখারীবালক বলিয়া তিনি প্রথমে অনুমান করিতে পারেন নাই। তিনি বালকের প্রতি স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিলেন,—চাহিয়া চাহিয়া সাশ্চর্য্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তুমি কি ভিক্ষুকবালক? গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ?"

বালক সজলনয়নে কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "পূর্ব্বে কখন ভিক্ষা করি নাই, আজ এই সর্ব্বপ্রথম আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। কি প্রকারে ভিক্ষা করিতে হয় জানি না, যদি অপরাধ করিয়া থাকি মার্জ্জনা করুন।"

আমার ভ্রাতা সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া নিকটস্থ একখানি কাষ্ঠাসনোপরি বসিতে কহিলেন, ভিখারিবালক ধীরে ধীরে সেই কাষ্ঠাসনোপরি উপবেশন করিল। মুস্তাফা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাপু?"

বালক উত্তর করিল, "আমার নাম মেহেরালি।"

মুস্তাফা সুমিষ্টস্বরে কহিলেন, "ভাল, মেহেরালি। তুমি কখন ভিক্ষা কর নাই; তবে আজ কি জন্ম ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ?"

মেহেরালি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাষ্প পূরিত

লোচনে কম্পিতকণ্ঠে কহিল, “পিতা ভিন্ন ইহ সংসারে আমার আর কেহই ছিলেন না; প্রায় দুই মাস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে,——এতদিন যে তরুমূলে এ অভাগা আশ্রয় পাইয়াছিল, এক্ষণে সেই আশ্রয় তরু প্রবল বাতে ভগ্ন হইয়াছে। আশ্রয়বিহিন হইয়া এতদিন বৃক্ষতলে, প্রান্তরে রাজবর্ত্মে শয়ন করিয়া নিশা যাপন করিয়াছি; তখন খাইবার সংস্থান ছিল—পিতার যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া দুইমাস উদরপূরণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। কাল অনাহারে সমস্ত নিশাযাপন করিয়াছি,—আজ আর অনশনে থাকিতে পারিলাম না, সুতরাং জঠরজ্বালা নিবারণার্থে ভিক্ষা করিতে পান্থশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। সেই সময়ে আপনার ভৃত্যকে পান্থশালা হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিলাম, সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল; তুমি কি গান গাহিতে জান? আমি উত্তর করিলাম, ‘জানি।’ আপনার ভৃত্য কহিল, ‘আমার সহিত আমার প্রভুর নিকট আইস, ভাল গান গাহিতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।’ আমি তাহার সহিত এই গৃহে আসিলে সে কহিল, ‘এই স্থানে দাড়াইয়া থাক; প্রভু জাগরিত হইলে গান গাহিও।’ এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল।”

গতদিবস হইতে বালক অনাহারে আছে জানিতে পারিয়া করুণায় মুস্তাফার হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “বালককে আহার করাইয়া আন, এবং আমাকে এক পাত্র সরবত দিয়া যাও।”

ভৃত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞাপালন করিল, মুস্তাফা ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে সেই সরবৎপাত্রে এক ভাগ ধূসরবর্ণের চূর্ণ মিশ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মেহেরালি আহার করিয়া প্রত্যাগমন করিল। মুস্তাফা তাহার হস্তে সরবত পাত্র প্রদান করিয়া পান করিতে কহিলেন; মেহেরআলি তৎক্ষণাৎ উহা অসঙ্কুচিতচিত্তে পান করিলেন। মুস্তাফা মেহেরালিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “ভাল, মেহেরালি! আজিত তোমার এক প্রকার দিনপাত হইল, কাল কি উপায়ে জীবিকা

নির্ব্বাহ করিবে ? না হয় আমি তোমাকে এক বৎসরের আহারের সংস্থান করিয়া দিয়া গেলাম ; তৎপরে কি করিবে ? আমার নিকট অধিক অর্থ নাই, থাকিলে দিয়া যাইতাম।"

তাঁহার একূপ অসামান্য বদান্যতা দেখিয়া মেহেরা আলি বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখ মণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিল ; কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, "তৎপরে না হয় পরিশ্রম করিয়া [illegible] নির্ব্বাহ করিব।"

মুস্তাফা কহিলেন "তুমি আমার সহিত গমন করিবে ? তাহা হইলে তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহার চেষ্টা করিতে কোনরূপ ত্রুটি করিব না।"

মেহেরালি মুস্তাফার [illegible] সম্মত হইল। কিছুক্ষণ পরে মুস্তাফা কহিলেন "দেখ মেহেরালি ! তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমি [illegible] গমন করিব, সে স্থানে যদি কেহ তোমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে কি উত্তর দিবে ?"

এই কথা বলিয়া তিনি [illegible] তাহার প্রতি চাহিলেন,—দেখিলেন, বালক কাঁদিতেছে—কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা ভূমিতলে উপবেশন করিল,—তাহার মস্তক [illegible] হইতে অনর্গল ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতে লাগিল। তখন মুস্তাফা এই ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া সহজেই বুঝিতে পারিলেন [illegible] অসুস্থ হইয়াছে। তিনি মেহেরালির [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একূপ করিতেছ কেন মেহেরালি ?"

"বলিতে পারি না, প্রভু ! [illegible] আমার শরীর একূপ অবসন্ন হইতেছে।" [illegible] ধীরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া মেহেরালি ভূতলে শয়ন করিল।

তখন মুস্তাফা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ধীরে ধীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উত্তোলন করিলেন, এবং তাহাকে ধীরে ধীরে শয্যায় শায়িত করিয়া প্রাণপণে তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বালকের মৃত্যু লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, মুস্তাফা

সবিস্ময়ে দেখিলেন,—প্রথমে তাহার নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল; তৎপরে তাহার সেই প্রফুল্লশিরীষকুসুমসদৃশ সুকুমার দেহে ক্রমে ক্রমে নীলিমার আভা প্রকাশিত হইতে লাগিল। মুস্তাফা তাহার গাত্রে ও নাসিকাগ্রে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন,——তাহার সমস্ত শরীর শীতল ও নিশ্বাস প্রশ্বাস একবারে রুদ্ধ হইয়াছে; তাহার মুখের ভিতর অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়াও তিনি কিছুমাত্র উষ্ণতা প্রাপ্ত হইলেন না। অৰ্দ্ধ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত বালক সেই শয্যার উপর মৃতবৎ পতিত রহিল; মুস্তাফা অনিমিষ নয়নে তাহার প্রতি চহিয়া রহিলেন, কিন্তু তাহার শরীর আর কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইল না। তখন তিনি এক ভাগ শ্বেতবর্ণের চূর্ণ সেই মৃত বালকের নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া সজোরে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাহার শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল, বালক তৎক্ষণাৎ নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া শয্যোপরি উপবেশনপূর্ব্বক হস্তদ্বারা চক্ষু মৰ্দ্দন করিতে লাগিল। তখন মুস্তাফা সহাস্য বদনে কহিলেন, "কি হে বাপু! তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল নাকি?"

মুস্তাফার এই উক্তিতে বালক লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পর্য্যঙ্ক হইতে অবরোহণ করিল, মুস্তাফা সানন্দে কহিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে আমার সহিত অশ্বারোহণে তোমাকে বহুদূর গমন করিতে হইবে, তুমি যাইতে পারিবে ত? তোমার শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে কি?" বালক উত্তর করিল, "না।"

অতঃপর মুস্তাফা বালকের সমভিব্যাহারে পান্থশালা হইতে বহির্গত হইয়া কতিপয় চিকিৎসাপুস্তক, নানা প্রকার বৃক্ষলতাদির শুষ্কপত্র ও মূলপূর্ণ একটী পেটিকা, কৃত্রিম সুদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুগুচ্ছ, আপাদলম্বিত একটী কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গরাখা, একখানি চস্‌মা, একটী অশ্বতর ও বালকের জন্য একটী ঘোটক ক্রয় করিলেন। তিনি সেই কৃত্রিম শ্মশ্রুগুচ্ছ ও অঙ্গরাখাটী পরিধান করিয়া নাসিকায় চস্‌মাখানি প্রদান করিলেন, এবং অপরাপর দ্রব্যসমূহ সেই পেটিকামধ্যে আবদ্ধ করিয়া অশ্বতরপৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। এইরূপে একজন ভ্রমণকারী চিকিৎস-

কের বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া তিনি বালকের সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে পুনরায় পাশা থুলীকসের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, এবার তিনি প্রতারক বলিয়া ধৃত হইবেন না, কারণ তাঁহার সেই সুদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুগুচ্ছ তাঁহার মুখমণ্ডলকে এরূপ আবৃত করিয়াছিল যে, তিনি আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলেন না। সে যাহা হউক তাঁহারা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই একটী ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন, এবং তথাকার সামান্য পান্থশালায় আহারাদি করিয়া নিশাযাপন করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা পুনরায় পথপর্যটনে বহির্গত হইলেন; বনমধ্যস্থ বন্ধুর সঙ্কীর্ণ রথ্যাবলম্বন করিয়া বেলা তিন ঘটিকার সময় পাশা থুলীকসের প্রাসাদতোরণে উপস্থিত হইয়া মুস্তাফা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু দ্বাররক্ষকগণ তাঁহার সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া কহিল, "জাঁহাপনা এক্ষণে প্রমোদভবনে বন্ধুগণের সহিত বিশ্রাম করিতেছেন; এসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাল প্রভাতে আসিও, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিব।"

প্রহরিগণের এই উক্তিতে মুস্তাফা অগত্যা নৈরাশে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। মেহেরালি তখন তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিল, "প্রভু! আর কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া কেন আপনি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন? উহাদের হস্তে কিছু অর্থ দিলে বোধ হয় উহারা এক্ষণেই সম্মত হইবে।"

বালকের এই ন্যায়ানুগত ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আ৽ার ভ্রাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ একজন রক্ষককে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তাহার হস্তে কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া বিনয়সহকারে কহিলেন, "বাপু হে! জাঁহাপনার নিকট আমার কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে; অদ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আমার বিস্তর ক্ষতি হইবে। এক্ষণে একবার সাক্ষাৎ করাইয়াদিতে পারিলে প্রস্থানকালে আমি ইহার চতুর্গুণ অর্থ তোমাকে দিয়া যাইব।" বলা বাহুল্য যে, মুস্তাফার এই কথায় প্রহরী আর কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন

না করিয়া পাশাকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রদান করিবার নিমিত্ত সে স্থান হইতে সহাস্য বদনে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে রক্ষক প্রত্যাগমন করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে যাইতে মুস্তাফাকে ইঙ্গিত করিল; মুস্তফা ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে অপর একজন রক্ষকের হস্তে অশ্বতর ও ঘোটকদ্বয়ের মুখরশ্মি সমর্পণ করিয়া পেটিকাহস্তে মেহেরালির সমভিব্যাহারে রক্ষকের অনুসরণ করিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানপঙ্‌ক্তিতে আরোহণ করিয়া দ্বিতলস্থ একটী সুসজ্জিত গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,———পাশা খুলিকস্ সুন্দর গালিচায় উপবেশনপূর্ব্বক মুক্তাদামপরিশোভিত উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া পারিষদবর্গের সহিত হাস্যামোদ করিতেছেন। মুস্তাফা সেই গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র পাশা তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কি জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ?"

মুস্তাফা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া উত্তর করিলেন, "আমার নাম চাকামানুকাবুধিবাবা, আমি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক।"

এই কথা শুনিয়া পাশা আমার ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাল, ভাল, চানুকুমামাধাবাবা,' অথবা তুমি যে বাবাই হও না কেন, তাহাতে কিছু এসে যায় না, তোমার নাম শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমি একজন সুচিকিৎসক। অতএব চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে তোমাকেই ডাকিব, এক্ষণে আমার গৃহে কোন রোগী নাই?"

চাকামানুকাবুধিবাবা সস্মিত বদনে কহিলেন, "জাঁহাপনা' অনেক সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির আলয়ে আমি যাতায়াত করিয়া থাকি; তাঁহারা সকলেই আমার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এই জন্য আমি প্রতি বৎসর তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদের ক্রীতদাসীগণের চিকিৎসা করিয়া থাকি। আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য, যশ ও মানসম্ভ্রমের কথা অনেক দিন হইতে আমি শুনিয়াছি, আর আপনি সময়ে সময়ে আপনার ক্রীত-

দাসীগণের পীড়ায় বিপুল অর্থও ব্যয় করিয়া থাকেন, ইহাও আমি জানি। যাহাতে তাঁহাদের আর পীড়া না হয়,——যাহাতে আপনার বিপুল অর্থ ব্যয় না হয়, তাহারই প্রতীকার করিতে আপনার ভবনে আমার আগমন হইয়াছে। আপনি আমাকে সাধারণ চিকিৎসকের ন্যায় জ্ঞান করিবেন না; তাঁহাদের চিকিৎসা হইতে আমার চিকিৎসা স্বতন্ত্র। আমি লোকের নাড়ী দেখিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহার কবে মৃত্যু হইবে; অধিকন্তু আমার ঔষধের গুণে কত শত ব্যক্তি মৃত্যুর কঠিন হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। আপনি আমাকে এক প্রকার ভবিষ্যদ্বক্তা বলিলেও বলিতে পারেন।”

পাশা কহিলেন, “ভাল, ভাল, চাম্‌চামাবাবা! আমার ক্রীতদাসীগণের চিকিৎসা পরে করাইব; এক্ষণে আমার হাত দেখিয়া বল দেখি, আমার মৃত্যু কবে হইবে?”

এই কথা শুনিয়া চাকামানুকাবুধিবাবা পেটিকাটী মেহেরালির হস্তে প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে পাশার নিকট গমন করিলেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, “জাঁহাপনা! আপনার নাড়ীর যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে আপনার মৃত্যু যে কবে হইবে, তাহার কিছুই আমি স্থির করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা স্থির জানি যে, আপনার মৃত্যু দশ বৎসরের পূর্ব্বে হইবে না।”

পাশা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হাঁ হাঁ, ঠিক্ ঠিক্, চাম্‌বাবা! অথবা তোমার নাম যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু এসে যায় না; যথার্থ তুমি সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বটে, তুমি ঠিক বলিয়াছ। এক্ষণে আমার ক্রীতদাসীগণের নাড়ী পরীক্ষা করিবে চল।”

এই কথা বলিয়া পাশা খুলীকস্ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চাকামানুকাবুধিবাবাকে তাঁহার সহিত গমন করিতে কহিলেন। প্রাণসমা সহোদরা ফতেমা ও প্রিয়তমা জোবেদীকে দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া চাকামানুকাবুধিবাবার হৃদয়ে আনন্দলহরী উথলিয়া উঠিল; তিনি অতি কষ্টে সেই আনন্দবেগ গোপন করিয়া ঘাতপ্রতিঘাত হৃদয়ে

মেহেরালিকে সমভিব্যাহারে লইয়া পাশার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাশা তাঁহাদিগকে একটী ক্ষুদ্র সুসজ্জিত গৃহে লইয়া গেলেন; কিন্তু চাকামানুকাবুধিবাবা সে গৃহে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পাশা খুলীকস্ সেই গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র কহিলেন, "ওহে! তোমার নামটী আমি বিস্মৃত হইয়াছি।"

চাকামানুকাবুধিবাবা কহিলেন, "আমার নাম চাকামানুকাবুধিবাবা।

পাশা সানন্দে কহিলেন, "হাঁ হাঁ, ঠিক্ ঠিক্, ঐ নামই বটে; আমার স্মরণ ছিল না। সে যাহা হউক দেখ, চাকামদাবাবেলদাবাবা! তুমি ঐ গবাক্ষের নিকট গমন কর। আমার প্রত্যেক ক্রীতদাসী ঐ গবাক্ষের মধ্য দিয়া আপন হস্ত বাহির করিবে, তাহা হইলে তুমি তাহার নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।"

এই কথা বলিয়া পাশা অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক চাকামানুকাবুধিবাবাকে সেই গৃহের ভিত্তিসংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ দেখাইয়া দিলেন। তিনি উহার নিকট গমন করিয়া দেখিলেন,—গবাক্ষটীর বিস্তার দশ অঙ্গুলী ও দৈর্ঘ্য এক বিতস্তি। চাকামানুকাবুধিবাবা প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই সুযোগে তিনি তাঁহার প্রিয় ভগ্নী ফতেমাকে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু পাশার এই প্রকার ব্যবহারে তাঁহার সে আশা একবারে তিরোহিত হইল। সে যাহা হউক তিনি সেই গবাক্ষসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া পাশার ক্রীতদাসীগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন পাশা আপনার কোমরবন্ধ হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া একে একে ক্রীতদাসীগণের নাম উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রত্যেক নামাহ্বানে একটী করিয়া হস্ত সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষমধ্য দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল, এবং চাকামানুকাবুধিবাবা সেই হস্ত ধারণ করিয়া নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ছয় জন ক্রীতদাসীর নাম আহূত ও তাহাদের শরীর সুস্থ কথিত হইলে পাশা খুলীকস্ ফতেমাবনাম আহ্বান করিলেন; অমনি একখানি

ক্ষুদ্র সুকোমল সুগোল হস্ত ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া বহির্গত হইল। চাকামানুকাবুধিবারা সানন্দচিত্তে কম্পিত হস্তে সেই ক্ষুদ্র হস্তখানি ধারণ করিয়া কিছুক্ষণ পরে পাশাকে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "জাঁহাপনা! ইনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন; সে যাহা হউক এই পীড়ার জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমার নিকট এই রোগের অমোঘ ঔষধ আছে; কিছুক্ষণ পরেই উহা আমি প্রস্তুত করিয়া দিব। এক্ষণে অপরাপর ক্রীতদাসীগণের নাম আহ্বান করুন; আমার কার্য্য একবারে সমাধা করিয়া যাই।"

পাশা উৎকণ্ঠিত চিত্তে সবিস্ময়ে কহিলেন, "অ্যাঁ! বল কি? কঠিন পীড়া? এক্ষণেই এই রোগের প্রতীকার কর?—শীঘ্র ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দাও? অপরাপর ক্রীতদাসীগণকে পরে দেখিও।"

পাশার এই উক্তিতে চাকামানুকাবুধিবারা ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মেহেবালিকে আলিবাহারে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং পেটিকা হইতে লিখিবার উপকরণাদি বাহির করিয়া এক খণ্ড কাগজে সত্বরতাসহকারে এই কয়েকটী কথা লিখিলেন,—

"ফতেনা।"

"আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, তোমার আর কোন ভয় নাই। তোমাকে যে ঔষধ পান করিতে দিবে, তুমি তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে পান করিও; তাহা হইলে আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব।"

"মুস্তাফা।"

এইরূপে লিখনকার্য্য সমাপন করিয়া ও হস্তে সেই কাগজখণ্ড গোপন ভাবে লইয়া তিনি সেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে সেই গৃহে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়া পাশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, চাকাম্‌দাবাবা! ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে ত?"

চাকামানুকাবুধিবাবা কহিলেন, "হাঁ, ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু আর একবার তাঁহার হাত না দেখিয়া আমি উহা আপনার হস্তে প্রদান করিতে পারিতেছি না; কারণ তাহা হইলে স্থির জানিতে পারিব যে, তাঁহার নাড়ীর অবস্থানুসারে আপরাপর দ্রব্য ঔষধে মিশ্রিত করা হইয়াছে কিনা।"

এই কথা শুনিয়া পাশা পুনর্ব্বার ফতেমার নাম উচ্চারণ করিলেন; অমনি সেই তুষারধবলিত সুন্দর ক্ষুদ্র হস্তখানি আবার ধীরে ধীরে বহির্গত হইল। চাকামানুকাবুধিবাবা অমনি ফতেমার হস্ত ধারণ করিয়া পাশার অজ্ঞাতসারে সেই কাগজখণ্ডখানি তাঁহার হীরকবলয়ের নিম্নে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি পাশার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন,—তিনি অন্যমনস্কভাবে ধূমপান করিতেছেন। তখন চাকামানুকাবুধিবাবা আপনার পরিহিত অঙ্গরাখার ভিতর হইতে এক ভাগ ধূসরবর্ণের চূর্ণ বাহির করিলেন, এবং উহা পাশার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "ঔষধ ঠিক্ প্রস্তুত হইয়াছে; এক্ষণে আপনি এই চূর্ণ ঔষধ এক পাত্র সুশীতল সরবতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিবেন; তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া পাশা তৎক্ষণাৎ একজন অন্তঃপুররক্ষক খোজাকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে সেই চূর্ণ ঔষধ প্রদান করিয়া চাকামানুকাবুধিবাবার ব্যবস্থানুযায়ীক ফতেমাকে উহা পান করাইতে অনুমতি করিলেন। খোজা প্রস্থান করিলে পর চাকামানুকাবুধিবাবা পাশাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! এক্ষণে অপরাপর ক্রীতদাসীদিগকে আহ্বান করুন।"

ফতেমার এই আকস্মিক পীড়ার জন্য পাশার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন

হইয়াছিল; সুতরাং তিনি অবশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা না করিয়া চাকামাসুকাবুধিবাবুকে কহিলেন, "সময়ান্তরে তুমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও; এক্ষণে আমার সহিত বাহিরে আইস!"

চাকামাসুকাবুধিবাবু এই অবসরে জোবেদীকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া একবারে হতাশ হইলেন না; কারণ তিনি স্থির জানিতেন যে, অদ্য যে উপায়ে ফতেমার উদ্ধার সাধন হইবে, দুই চারি দিবস পরে পাশার শোকসন্তপ্ত হৃদয় প্রশমিত হইলে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি জোবেদীকেও উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপে হৃদয়ে আশালতা রোপন করিয়া ঐ বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে তিনি পাশার সমভিব্যাহারে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যখন তাঁহারা বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন পাশা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, চাঁদিমবাবা! তুমি যে ঔষধ প্রদান করিয়াছ, তাহা সেবন করিয়া ফতেমা নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে ত?"

চাকামাসুকাবুধিবাবু সভাবে একটী কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপন দীর্ঘ শ্মশ্রুগুচ্ছ হস্তদ্বারা কণ্ডুয়ন করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! জাঁহাপনা! সেই করুণানিধান সর্ব্বশক্তিমান আল্লাই এসময়ে আপনাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারেন! আমার ন্যায় সামান্য মনুষ্যের সাধ্য কি যে, বিধাতার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তিনি আপনার শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করেন! ক্ষুদ্র আমি, আমার ঔষধে ফতেমার জীবন রক্ষা হইতে পারে না, দুই ঘণ্টাকাল পরেই বোধ হয় তাহার মৃত্যু হইবে।"

এই অচিন্তনীয় কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পাশা থুলীকদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; তিনি ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তবে রে পাজি, বেল্লিক, হারামজাদা, গর্দ্দভ চিকিৎসক! যার জন্য আমি সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়াছি, যার জন্য আমি কত পথ পর্য্যটন কষ্ট সহ্য করিয়াছি, সে কিনা আমার আলয়ে সামান্য কুকু-রের ন্যায় মরিয়া যাইবে? আর আমি কিনা অত অর্থের দায়

একেবারে পরিত্যাগ করিব? তাহাও কি আমার প্রাণে সহ্য হয়? শোন্ রে মিথ্যাবাদী চিকিৎসক! যদি ফতেমাকে তুই আরোগ্য করিতে না পারিস্, তাহা হইলে——আমি আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি ————নিশ্চই তোর ঐ পাগড়ীজড়ান মুণ্ডটা এইস্থানে রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবেক।"

পাশাকে এইরূপ অস্বাভাবিক কুপিত হইতে দেখিয়া চাকামান্কা বুধিবাবার মনের আশা মনেই লয় পাইল, কারণ তখন তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এ উপায়ে আর রোগিণীর উদ্ধার সাধন হইবে না। তিনি ভাবিলেন——যখন ফতেমার মৃত্যুসংবাদ না পাইয়া পাশা আমাকে বধ করিতে প্রতীজ্ঞা করিয়াছেন, তখন না জানি, প্রকৃত মৃত্যুসংবাদ পাইলে তিনি সে প্রতীজ্ঞা রক্ষা করিতে কতদূর যত্নবান হইবেন, তিনি আপন স্বভাবের যে প্রকার পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহাতে এস্থানে ক্ষণকাল অবস্থিতি করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, সুতরাং ফতেমার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে এস্থান হইতে পলায়ন করিতে হইবে। আমার জীবন রক্ষা করিতে হইলে ফতেমার উদ্ধার সাধন হইবে না। চাকামান্কাবুধিবাবা মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! আমি আপনার সহিত এতক্ষণ কৌতুক করিতেছিলাম। যাঁহারা কখন দুঃখের মুখ অবলোকন করেন নাই, তাঁহারা কখন প্রকৃত সুখ আস্বাদন করিতে পারেন না। এই কারণে আমি ফতেমার মৃত্যুসংবাদ দিয়া আপনাকে কোপান্বিত ও আপনার হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছি। বিশেষ জন্য ? আপনি নিরন্তর সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন, প্রকৃত সুখের মুখ কখন দর্শন করেন নাই। অধিকন্তু আমার স্বভাবও ঐ রূপ। বড় সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের আলয়ে গমন করিয়া আমি তাহাদের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি যে ঔষধ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে যদিই ফতেমা আরোগ্য লাভ না করেন, তাহা হইলে অন্য উত্তম ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিব। আমি থাকিতে আপনার কিসের ভয়?"

এই কথা শুনিয়া পাশা আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

সেই সময়ে একজন কৃষ্ণকায় খোজা অন্তঃপুর হইতে আগমন করিয়া সংবাদ দিল যে, সে ঔষধে ফতেমার কোন উপকার দর্শাইল না, এক্ষণে তাঁহার বদন হইতে অবিরল ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতেছে, ও মৃত্যুর অপরাপর লক্ষণ সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। এই সংবাদে পাশা উন্মত্তের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, এবং চাকামান্‌কাবুধিবাবার দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কহিলেন, "চাঁদিবাব! এক্ষণে তোমার গুণপণা প্রকাশ কর। অন্য ঔষধ দিয়া ফতেমাকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা কর। আমি তোমাকে দুইটী সুবর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিব।"

চিকিৎসক কহিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই, আমি এক্ষণেই; অন্য প্রকার নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেছি, তাহা সেবন করিয়া ফতেমা মুহূর্ত্তকালমধ্যে আরোগ্য লাভ করিবেন।"

পাশা ব্যগ্রতাসহকারে কহিলেন, "হা হাঁ ঠিক্ ঠিক্, নূতন ঔষধ,———ভাল ঔষধ বটে, তাহার পীড়ার উপশম হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই দুইটী সুবর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিব, কখনই ইহার অন্যথাচরণ করিব না। যদি বিশ্বাস না হয়, এক্ষণেই গ্রহণ কর।"

চিকিৎসক পাশার কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অপর এক গৃহে প্রবেশ করিলেন; অমনি মেহেরালি ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তখন চাকামান্‌কাবুধিবাবা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মেহেরালি! তুমি সুচতুর বালক, তোমাকে বোধ হয় কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে না। আমি প্রস্থান করিলে পর তুমি সতর্কতার সহিত এ স্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া শীঘ্র আমার সহিত পান্থশালায় মিলিত হইও।"

অতঃপর চিকিৎসক পাশার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! কতকগুলি পীড়ানাশক লতামূল আনিবার জন্য আমাকে সমুদ্রতীরে গমন করিতে হইবে; সে মূল ভিন্ন ফতেমা কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব সেই মূল শীঘ্র আনিয়া আমি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।"

এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পাশার আলয় হইতে বহির্গত হইলেন। সমুদ্রোপকূল হইতে পাশার প্রাসাদ অর্দ্ধ ক্রোশের ও অনধিক দূরে অবস্থিতি করিতেছিল, সুতরাং তথায় উপনীত হইতে চাকামান্‌কাবুধিবাবার অধিক বিলম্ব হইল না। সেই নির্জ্জন সিকতাময় সমুদ্রোপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি আপনার গাত্র হইতে সেই কৃষ্ণবর্ণের আপাদলম্বিত অঙ্গরাখাটী উন্মোচন করিলেন; তৎপরেই আবার তাঁহার আনন হইতে সেই সুদীর্ঘ শুভ্রশ্মশ্রুগুচ্ছ বিচ্যুত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ দ্রব্যদ্বয় তরঙ্গিত সাগরনীরে সজোরে নিক্ষেপ করিলেন; অমনি উহারা তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে ভাসিতে লাগিল। এইরূপে চাকামান্‌কাবুধিবাবার বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুস্তাফা আনন্দচিত্তে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তথাকার বিপণি হইতে দুইটী দ্রুতগামী, বলিষ্ঠ ও কৃষ্ণকায় ঘোটক ক্রয় করিয়া পান্থশালায় গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে মেহেরালির জন্য অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না। এক ঘণ্টাকাল পরে——সন্ধ্যার ছায়ায় পান্থশালার চতুর্দ্দিক বেষ্টিত হইলে মেহেরালি পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মুস্তফা সোৎসুকে কহিলেন, "সংবাদ কি, মেহেরালি?"

মেহেরালি কহিল, "প্রভু! আপনি পাশার আলয় হইতে পলায়ন করিয়া আসিলে পর একজন অন্তঃপুররক্ষক খোজা আসিয়া পাশাকে সংবাদ দিল যে, তাঁহার ক্রীতদাসী ফতেমার মৃত্যু হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, তাহার নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত ও দেহ নীল—বর্ণবিশিষ্ট হইয়াছে। এই সংবাদে পাশা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া খোজার পৃষ্ঠে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "আমার আলয় হইতে দূর হ'ও, বেল্লিক? অতঃপর আপনাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তিনি একজন ভৃত্যকে সমুদ্রতীরে প্রেরণ করিলেন; কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য তথায় প্রত্যাগমন করিয়া পাশাকে কহিল, 'প্রভু! হতভাগ্য বৃদ্ধ চিকিৎসক জলমগ্ন হইয়াছেন। আমি সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম——তাঁহার সেই কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গরাখা সমুদ্র-

পরি তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং উহার কিঞ্চিদ্দূরেই আবার তাঁহার সেই শুভ্রশ্মশ্রুগুচ্ছ শোভিত মুখমণ্ডল মধ্যে মধ্যে তরঙ্গোপরি ভাসিয়া উঠিতেছে।' এই কথা শুনিয়া পাশা অধিকতর কুপিত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "হারামজাদা! পৃথিবীর সকল চিকিৎসকই কি জলমগ্ন হইয়াছে? আর কোন চিকিৎসক কি জীবিত নাই? চারিম্বারা জলমগ্ন হইয়াছে, তাহাতে আমার কি? তোকে এ সংবাদ দিতে কে বলিল? শীঘ্র অন্য একজন চিকিৎসক ডাকিয়া আন।, এই বলিয়া তিনি ভৃত্যকে সজোরে এক ধাক্কা মারিলেন, ভৃত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল। ক্ষণকাল পরেই একজন চিকিৎসক তাঁহার প্রসাদে আগমন করিল পাশা তাঁহাকে ফতেমার পীড়ার ঔষধ দিতে কহিলেন। চিকিৎসক অন্তঃপুরে গমন করিয়া ফতেমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আসিয়া কহিলেন, ' জাঁহাপনা! মৃতদেহে প্রাণবায়ু সঞ্চার করিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই।' ফতেমাকে আরোগ্য করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া পাশা উন্মত্তের ন্যায় আপন শ্মশ্রুগুচ্ছ আকর্ষণ ও কপালে বারম্বার করাঘাত করিতে করিতে আপনার ও চিকিৎসকের প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল তখন তিনি ফতেমাকে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাইবার নিমিত্ত একজন ভৃত্যকে একটী শবাধার ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আমি যেন আপনার শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এইরূপ ভাণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলাম।'

এই সংবাদে মুস্তাফার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না; তিনি সস্নেহে মেহেরালিকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, " মেহেরালি! তোমার চতুরতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি, তোমার এ উপকার আমি কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। এক্ষণে আমার সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রে চল, ফতেমাকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। এস্থানে বিলম্ব করিলে আমাদের কার্য্যের হানি হইতে পারে।"

মেহেরালি কহিল, "প্রভু! এ পেটিকাটী কি সঙ্গে লইয়া জাইব ?"

মুস্তাফা কহিলেন, "না মেহেরালি! যে জন্য ইহা ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে সম্পন্ন হইয়াছে, আর উহাতে আবশ্যক নাই, ঐ স্থানে রাখিয়া আইস।"

অতঃপর মুস্তাফা মেহেরালিকে সমভিব্যাহারে লইয়া পান্থশালা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সেই ক্রীত অশ্বে আরোহণ করিয়া অনধিককালবিলম্বে পাশা থুলিকসের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পাশার সমাধিক্ষেত্র সমুদ্রোপকূলের সন্নিহিত; তাঁহার প্রাসাদ হইতে উহা অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। তাঁহারা সেই জন সমাগমশূন্য বিভীষিকাময় সমাধিক্ষেত্রের একটী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তমস্তোমে চতুর্দ্দিক আবৃত হইয়াছে,—আকাশে চাঁদ নাই,——ক্ষীণ জ্যোতির্বিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশের স্থানে স্থানে অনাকস্তবের পার্শ্ব হইতে মিটি মিটি জ্বলিতেছে,——গোরস্থানের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিটপিরাজি খদ্যোতমালায় স্ব স্ব দেহ ভূষিত করিয়াছে। তখন মুস্তাফা মেহেরালিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মেহেরালি! এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র সহায়,——আমার বিপদের একমাত্র বন্ধু! আজ বোধ হয় তোমার দ্বারাই মুস্তাফার চিরপোষিত আশা সফল হইবে।"

মেহেরালি কহিল, আমাকে, কি করিতে হইবে প্রভু? আজ্ঞা করুন।"

মুস্তাফা সন্নিহিত একটী সমাধিস্তম্ভের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "তুমি ঐ সমাধিস্তম্ভের পার্শ্বে গমন কর, এবং পাশার ভৃত্যগণ শবাধার লইয়া আসিলে ঐ স্থান হইতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিও। আর আমি এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিব; তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা সমস্ত রাত্রি শবরক্ষা না করিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে, ও আমাদেরও কার্য্য সিদ্ধ হইবে।"

মেহেরালি মুস্তফার আদেশানুসারে সেই সমাধিস্তম্ভের পার্শ্বে গমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া রহিল। তখন মুস্তফা সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পাশার শববাহক ভৃত্যগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে

লাগিলেন কিছুক্ষণ পরেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যে চারিজন লোক সমাধিক্ষেত্রে আগমন করিতেছে; তাহাদের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী দুই জনের হস্তে খননযন্ত্র ও প্রজ্বলিত মশাল, এবং পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দুই জনের মস্তকে শবসিন্দুক। মুস্তাফা তখন সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারাই পাশার শববাহক ভৃত্য,——ফতেমার মৃতদেহ বহন করিয়া আনিতেছে। সে যাহা হউক মুস্তাফার সৌভাগ্য ক্রমে ভৃত্যগণ সেই বৃক্ষের নিকটেই আগমন করিল, এবং শব বাহক ভৃত্যদ্বয় মস্তক হইতে শবাধারটী নামাইয়া অপর দুই জন ভৃত্যের সহিত বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দুইজন ভৃত্য কিছুদূরে গমন করিয়া শব প্রোথিত করিবার জন্য মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল; অমনি সেই সময়ে মেহেরালি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া খননকার্য্যানুরত ভৃত্যদ্বয় সেই স্থানে ভয়ে জ্বলন্ত মশাল ও খনিত্রাদি নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে উদ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া বৃক্ষতলে আগমন করিল। তখন বৃক্ষতলস্থ একজন ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করে দৌড়ে আসিলে কেন? কি হয়েছে?"

একজন ভয়াকুল ভৃত্য হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিল, "ভূত—ভূত—"

সেই সময়ে মেহেরালি অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল, তাহার সেই উচ্চ ক্রন্দননিনাদ বৃক্ষতলস্থ ভৃত্যদ্বয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র একজন সাহসী ভৃত্য কহিল, "আমার সঙ্গে একজন আইস, কে কাঁদিতেছে দেখিয়া আসি।"

অপর একজন ভৃত্য সভয়ে কহিল, "তুমি পাগল হয়েছ নাকি? ভূত ধরিতে জাইবে? তোমার কি প্রাণে ভয় নাই?"

"ভাল, কাহারও যাইবার আবশ্যক করে না, আমি একাকি যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া সেই সাহসী ভৃত্য গমন করিতে উদ্যত হইল; তখন অপর তিনজন ভৃত্য তাহাকে গমন করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল, কিন্তু সে তাহাদের নিষেধ বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করাইয়া সাহসের উপর নির্ভর পূর্ব্বক ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গমন করিল। মুস্তাফা অবসর বুঝিয়া সেই সময়ে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে

সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের একটী সাখা সবলে দোলাইতে লাগিলেন। তখন সেই বৃক্ষতলস্থ ভীত ভৃত্যত্রয় সভয়ে চীৎকার করিয়া মনে মনে আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া সাহসী ভৃত্যের সাহস একবারে তিরোহিত হইল, তখন সে তাহার সেই বুদ্ধিমান সঙ্গিগণের পথাবলম্বন করিতে কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্ব করিল না। মুস্তাফা অনতিবিলম্বে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া মেহেরালিকে আহ্বান করিলেন, অমনি মেহেরালি শিক্ষানুসারে সজ্জিত ঘোটকদ্বয় আনয়ন করিল। মুস্তাফা সেই শবাধারটী একটী অশ্বের পৃষ্ঠে আরোপণ করিয়া আপনি সেই অশ্বে আরোহণ করিলেন; মেহেরালি অপর অশ্বে আরোহণ করিল। তখন দুইটী অশ্ব আপনাপন আরোহী লইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল, অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতীত হইতে না হইতে তাহারা এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল। তখন মুস্তাফা এক প্রকাণ্ড তরুতলে অশ্ববেগ সংযত করিয়া তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং মেহেরালির আনুকূল্যে অশ্বপৃষ্ঠে হইতে শবসিন্দুকটী নামাইয়া বৃক্ষতলে স্থাপন করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে দীপ জ্বালিবার উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তদ্দ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া শবসিন্দুকের আচ্ছাদন উত্তোলন করিবামাত্র তিনি ভয়ে বিস্ময়ে ও নৈরাশে স্তম্ভিতের ন্যায় সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি দেখিলেন,———সেই শবাধারের ভিতর তাঁহার ভগ্নী ফতেমার পরিবর্ত্তে এক অপরিচিতা রূপবতী ললনার মনোহারিণী মূর্ত্তি শয়ান রহিয়াছে। তাঁহার এই বহুযত্নপালিতা সফলাম্মুখী আশা দ্বিতীয় বারেও বিফল হইল দেখিয়া তিনি ক্রোধে শবাধারে আবরণ নিক্ষেপ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তখন সহসা দয়া আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল,—অন্তর হইতে কাঠিন্য একবারে দ্রবীভূত হইল,———কোমলতায় মন গলিয়া গেল॥ তিনি ভাবিলেন,———এই নিরপরাধিনী কামিনীর দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। তাহা না হইলে আমার সহোদরা ফতেমার পরিবর্ত্তে এই অপরিচিতা ললনার উদ্ধার সাধন কেন হইবে? ইঁহার

অকাল মৃত্যু ঘটাইলে আমার কি লাভ হইবে? হায় আমারই ভুর-দৃষ্ট বশতঃ বোধ হয় ভ্রমক্রমে পাশার খোজাগণ এই কামিনীকে ঔষধ সেবন করাইয়াছে। মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় শবসিন্দুকের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক দেখিলেন যে রমণী সেই ভাবেই শয়ন করিয়া আছেন। তখন তিনি একভাগ শ্বেতবর্ণের চূর্ণ সেই শবাধারশায়িতা কামিনীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া সজোরে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই রমণী নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থিরনয়নে মুস্তাফার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সে প্রকার দৃষ্টিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, তিনি কোথায় আসিয়াছেন, ইহাই যেন স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সে যাহা হউক রমণী অবশেষে সেই সবাধার হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মুস্তফার পদতলে পতিত হইয়া, গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া বীণাবিনিন্দিত স্বরে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাকে দুর্ব্বিষহ কারাযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন, আপনারই অনুগ্রহে দুই বৎসরের পর পিতামাতাকে দেখিতে পাইব। তজ্জন্য আল্লা আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। মূর্খ রমণী আমি, কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয় জানি না, যদি———"

মুস্তাফা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভগ্নী ফতেমার পরিবর্ত্তে তোমার উদ্ধার কেন হইল?"

রমণী সবিস্ময়ে মুস্তাফার মুখপ্রতি চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "বুঝিয়াছি,——পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারি নাই, এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি,————কেন আপনি আমাকে উদ্ধার করিলেন। পাশা থুলীকসের প্রাসাদে আমার ফতেমা নাম প্রদত্ত হইয়াছে, আপনি আমাকে আপনার ভগ্নী ফতেমা বিবেচনা করিয়া আমার হস্তেই সেই ক্ষুদ্র পত্রখানি প্রদান করিয়াছিলেন।"

মুস্তাফা সাশ্চর্য্যে কহিলেন, তোমারই নাম ফতেমা? তোমাকেই আমি পত্রখানি দিয়াছি? তবে কি পাশার আলয়ে ফতেমা ও জোবেদী নামে কোন রমণী নাই?"

রমণী কহিলেন, "ঐ নামে অভাগিনী রমণীদ্বয় সম্প্রতি সেই স্থানে আসিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের আর সে নাম নাই। পাশা তাঁহাদিগকে মিরজা ও নূরমহল নাম দিয়াছেন।"

মুস্তাফা সজোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সখেদে মৃদুস্বরে কহিলেন, "হা আল্লা! আমার সকল শ্রমই পণ্ড হইল! আমার সকল চেষ্টাই বিফল হইল!"

ফতেমা কহিলেন, "মহাশয়! আপনি একেবারে হতাশ বা নিরুৎসাহ হইবেন না! আপনি দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া একেবারে আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিবেন না। পুনরায় চেষ্টা করুন;——অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন! নিশ্চয়ই আল্লা আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

আমার ভ্রাতা বিমর্ষভাবে কহিলেন, "হায়! তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার আমি কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না।"

ফতেমা কহিলেন, "এক উপায় আছে। আপনি পাশার অন্তঃপুরের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেই অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে পতিত হইবেন। সেই প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে মিরজা ও নূরমহলের গৃহ; সে স্থানে একজনমাত্র প্রহরী থাকে। সেই প্রহরিকে কলকৌশলে হস্তগত করিতে পারিলে আপনি নিরাপদে কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে জন কয়েক বলিষ্ঠ সাহসী লোককে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।"

আমার ভ্রাতা ফতেমার এই মন্ত্রণা নিতান্ত অযুক্তিকর বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। বাস্তবিক তিনি সে সময়ে সে উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায় ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন,——এই উপায় অবলম্বন করিলে আল্লার অনুগ্রহে ফতেমা ও জোবেদীকে উদ্ধার করিতে পারিব বটে, কিন্তু এ কার্য্যে কতিপয় বিশ্বাসী লোক আবশ্যক করে, এরূপ বিশ্বস্ত বন্ধু আমি কোথায় পাইব? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা দস্যুপতি অরবাসনের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না;

তিনি স্থির করিলেন যে, অরবাসনের সাহায্য প্রার্থনা করিতে তাঁহার নিকট গমন করিবেন। তখন তিনি আনন্দে কহিলেন, " সে যাহা হউক হয় তোমার মন্ত্রণানুসারে না হয় অন্য কোন সদুপায়াবলম্বনে, আমার ভগ্নী ফতেমা ও জোবেদীকে পরে উদ্ধার করিব, এক্ষণে তুমি কোথায় যাইবে বল ?"

ফতেমা কহিলেন," এক্ষণে আমি বাটী যাইব ; কিন্তু কি করিয়াই বা যাইব ? একাকিনী গমন করিতে ভয় হয় পাছে পুনরায় দস্যুহস্তে পতিত হই ; আরও আমি জানি না,——আমার বাটী কোনদিকে——কত-দূরে,———পদব্রজে গমন করিতে পারিব কিনা।"

মুস্তাফা কহিলেন, "ভাল, তোমার বাটী কোথায় ? আমি না হয় তোমাকে তথায় রাখিয়া আসিব।"

ফতেমা কহিলেন, " আমার বাটী স্মলিকায়।"

মুস্তাফা সাশ্চর্য্যে কহিলেন, " স্মলিকায় ? তোমার পিতার নাম কি ?"

ফতেমা কহিলেন, " আলি রহমন খাঁ।"

মুস্তাফা অধিকতর বিস্ময়সহকারে কহিলেন, "আলি রহমন খাঁ ? তোমারই নাম জেমিনা ? দস্যুপতি অররাসন কি তোমারই ভাবী পতি ? পাশা সৈয়দ আলি তোমাকেই কি বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিল ?"

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ফতেমা বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে মুস্তাফার মুখপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,———চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, " হাঁ মহাশয় ! আমিই সেই অভাগিনী জেমিনা, কিন্তু আপনি এ সমস্ত ঘটনা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন ?"

মুস্তফা কহিলেন, " দস্যুপতি অররাসন আমার একজন প্রিয় বন্ধু ; আমি তাঁহারই প্রমুখাৎ সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছি। ভাল, পাশা থুলীকসের প্রাসাদে তুমি কি প্রকারে আসিলে ?"

জেমিনা কহিলেন, "যে দিন পাশা আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া লেন, তাহার কিছু দিন পরে আমি এক রজনীতে সুবিধা পাইয়া

তাঁহার প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিলাম। ভীতা সহায়হীনা রমণী আমি, কোন পথ দিয়া গমন করিলে পিতার আলয়ে পৌঁছিতে পারিব, তাহা জানিতাম না; সুতরাং সেই সময়ে অনাথবন্ধু দুর্ব্বলের একমাত্র সহায় দয়াময় আল্লার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া একটী অপ্রশস্ত পথাবলম্বনপূর্ব্বক দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলাম। কিছুদূর গমন করিবার পর একটী দুর্গম অরণ্যে আমার গতিরোধ হইল। সেই সময়ে কতিপয় দস্যু সহসা আমাকে আক্রমণ করিল; আমি তাহাদের হস্তে পতিত হইলাম। অনন্তর তাহারা আমাকে বালসোরা নগরে লইয়া গিয়া পাশা থুনীকসের নিকট বিক্রয় করিল। আমি তাঁহার আলয়ে এতদিন ধরিয়া কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম; কিন্তু অদ্য আল্লার অনুকম্পায়, ও আপনার অনুগ্রহে আমার সে সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইল।"

মুস্তাফা ফতেমাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সে সমস্ত ভাব অপনীত হইল। তিনি ভাবিলেন,———আমার শুভাদৃষ্ট বশতঃই বোধ হয় ফতেমার পরিবর্ত্তে জেমিনার উদ্ধার সাধন হইয়াছে; কারণ ইঁহার উদ্ধার না হইয়া যদি ফতেমার উদ্ধার সাধন হইত, তাহা হইলে আমি জোবেদীকে উদ্ধার করিতে পারিতাম না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের উভয়েরই উদ্ধার সাধন হইবে; কারণ দস্যুপতি অবরাসন কত যত্ন কত চেষ্টা করিয়াও এতদিন যে জেমিনার কোন অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই, আমার দ্বারা সেই জেমিনার উদ্ধার সাধন হইয়াছে জানিলে, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করিবেন। তাঁহার প্রকৃতি যেরূপ উদার,———মন যেরূপ উন্নত,———হৃদয় যেরূপ মহৎ, তাহাতে তিনি উপকারকের উপকার না করিয়া কখনই নিরস্ত হইবেন না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার প্রাতা জেমিনাকে কহিলেন, "তোমার মাতা স্বলিকায় নাই; তিনি এক্ষণে দস্যুপতির আবাসে বাস করিতেছেন। এক্ষণে আমার সঙ্গে চল, পরে তোমাকে সেই স্থানে রাখিয়া আসিব।"

জেমিনা সোৎসুকে কহিলেন, "আমার পিতা কোথায় আছেন তিনি কেমন আছেন? আমার মাতা ভাল আছেন?"

মুস্তাফা কহিলেন, "তোমার মাতা ভাল আছেন বটে; কিন্তু তোমার শোকে তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে।"

পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিবার মাত্র জেমিনার আয়ত লোচনদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইল, তাঁহার সেই সুন্দর অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল; তিনি নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। রজনী অন্ধকারময়ী; ধীর মৃদুল সমীরণ-হিল্লোলে অরণ্যের বৃক্ষ শাখা মৃদু মৃদু দুলিতেছে,—আকাশের দুই একটী নক্ষত্র কাননস্থ তরুপত্রের মধ্য দিয়া উঁকি মারিতেছে,—নিশাচর পক্ষিগণ পক্ষধ্বনি করিয়া এক বৃক্ষ হইতে অপর এক বৃক্ষে উড়িয়া বসিতেছে,—অভাগিনী বালিকা সেই অন্ধতমসময় শ্বাপদসঙ্কুল বন মাঝারে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া পিতার শোকে নীরবে অশ্রুজলে পরিহিত বসন সিক্ত করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহাদের পশ্চাতে বৃক্ষ হইতে একটী গুরুভার পতনের শব্দ হইল। অমনি মুস্তাফা চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন,———হস্তস্থিত মশালের ক্ষীণালোকে দেখিলেন,———সাক্ষাৎ পাপমূর্ত্তি হোসেন শাণিত কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। এই দৃশ্য দেখিবার মাত্র মুস্তাফার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। ইহা তাঁহার দৃষ্টির বিভ্রম মনে করিয়া তিনি বাস্তভার সহিত দুই একবার চক্ষু মর্দ্দন করিলেন, কিন্তু তথাপি সে মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইল না। মুস্তাফাকে এইরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া পাপিষ্ঠ হোসেন উচ্চ হাসি হাসিয়া কহিল, "প্রভু! গোলাম হোসেন হাজির, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

"তোমাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে!" ক্রোধে ঘৃণায় রুদ্ধকণ্ঠে এই কয়েকটী কথা বলিয়া মুস্তাফা ক্ষিপ্রহস্তে তরবারী গ্রহণপূর্ব্বক হোসেনের অভিমুখে লম্ফ প্রদান করিলেন, হোসেন অমনি ভয়ে দুই এক পদ পশ্চাৎ গমন করিল। তখন সহসা বৃক্ষ হইতে একজন মনুষ্য লাফাইয়া পড়িল,———তার পর একজন,———তার পর আর

একজন। এইরূপে তিন জনে মিলিত হইয়া মুস্তাফাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল। মুস্তাফা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। এতক্ষণ পাপিষ্ঠ হোঁসেন দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই ব্যাপার পরিদর্শন করিতেছিল; কিন্তু যখন দেখিল,——তাহার সঙ্গিগণ মুস্তাফাকে বন্ধন করিয়াছে, তখন সে নিকটে আসিয়া হাসিয়া কহিল, "গোলাম হোঁসেনের প্রতি এত অনুগ্রহ কেন, প্রভু?"

মুস্তাফা পাপিষ্ঠ হোঁসেনের সেই বিদ্রূপবাক্য অবনত বদনে নীরবে সহ্য করিলেন। অনতিবিলম্বে দস্যুগণ মেহেরালিকে বন্ধন করিয়া আমার ভ্রাতার অঙ্গরাখার ভিতর হইতে স্বর্ণমুদ্রার থলিয়াটি বাহির করিয়া লইল। তখন পাপিষ্ঠ হোঁসেন তাহার সঙ্গিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাই সকল! তোমরা সকলেই বোধ হয় শুনিয়াছ যে, এ কামিনী আমাদের প্রভু পাশা থুলীকাসের ক্রীতদাসী, তবে ইঁহাকে লইয়া তোমরা কি করিবে? ইঁহাকেত এ স্থানে বিক্রয় করা যাইবে না, আর অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইলে যদি আমাদের প্রভু ঘুণাক্ষরে এ সংবাদ জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের আর নিস্তার থাকিবে না; সুতরাং এরূপ স্থলে ইঁহাকে বিক্রয় করা আমার বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না। সেই জন্য বলিতেছি যে, তোমরা এই কামিনীকে লইয়া কি করিবে?"

একজন দস্যু কহিল, "সে বিবেচনা পরে করা যাইবে।"

পাপিষ্ঠ হোঁসেন কহিল, "না অগ্রে স্থির করিয়া রাখা ভাল। তোমরা অদ্য যে অর্থ পাইলে তাহার ভাগ আমি চাহি না, তৎপরিবর্ত্তে আমি এই কামিনীকে চাহিতেছি, তোমরা আমার এই প্রস্তাবে সম্মত আছ কি না, বল? আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব।"

অপর একজন দস্যু হাসিয়া কহিল, "তুমি সংসারী হইবে? ভাল ভাল, তাহাই হইবে; এক্ষণে তোমার প্রভুর দশা কি করিবে বল?"

পাপিষ্ঠ হোঁসেন হাসিয়া কহিল, "হাঁ হাঁ, ঠিক বলিয়াছ, ভাই!

গোলাম হোসেনের প্রতি প্রভুর খুব অনুগ্রহ আছে বটে, কিন্তু প্রভুর প্রতি গোলাম হোঁসেনের অনুগ্রহ কিছু কম নাই!"

তখন দস্যুত্রয় এই বিদ্রূপবাক্য শ্রবণ করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে করতালি প্রদানপূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল; তাহাদের সেই পৈশাচিক হাস্যে সমস্ত বনভূমি কম্পিত হইল,—বিহগকুল ভয়ে স্ব স্ব কুলায় ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

"তবে প্রভু' গোলাম হোঁসেনকে কি যমালয়ে একা যাইতে হইবে? আপনি কি সঙ্গে যাইবেন না?" এইকথা বলিয়া পিশাচ হোঁসেন পৈশাচিক স্বরে হাস্য করিতে করিতে বামহস্তে আমার ভ্রাতার গলদেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তস্থিত সেই শাণিত ছুরিকাখানি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল। অমনি মুস্তাফা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার এই অন্তিমকালে মনে মনে আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নিমেষের পর নিমেষ, তাহার পর আর এক নিমেষ অতীত হইল; তথাপি সেই পিশাচের হস্তস্থিত শোণিতপিপাসু ছুরিকা মুস্তাফার হৃদয়ের রক্ত পান করিল না। তখন তিনি ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলেন, অমনি তাঁহার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি বিস্মিতভাবে দেখিলেন,—পাপিষ্ঠ হোঁসেন ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতেছে; আর তাঁহার সম্মুখে এক তেজস্বী জটাধারী সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া একজন দস্যুর গলদেশ ধরিয়া অনবরত মুষ্ট্যাঘাত করিতেছেন। সন্ন্যাসী তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল। তখন অপর দুইজন দস্যু দুই পার্শ্ব হইতে সেই সন্ন্যাসিকে যুগপৎ আক্রমণ করিল; অমনি তিনি পার্শ্ব ফিরিয়া সেই দস্যুদ্বয়ের মধ্যে এক জনকে ধৃত করিয়া শূন্যে উত্তোলন করিলেন, এবং মস্তকোপরি বারদ্বয় ঘুরাইয়া দশহস্তপরিমিত স্থান দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সে আর উঠিতে পারিল না; সেই স্থানে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। ইহা দেখিয়া অপর দস্যু ভয়ে পলায়ন করিল; হোঁসেন ইতিপূর্ব্বে গড়াইতে গড়াইতে পলায়ন করিয়াছিল। মুস্তাফা সেই সন্ন্যাসির অদ্ভুত বলবিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তখন তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যেন মহম্মদ সন্ন্যাসির রূপ ধারণ করিয়া

তাঁহাদিগকে এই ভয়ানক বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন। সে যাহা হউক সন্ন্যাসী মুস্তাফার হস্তপদাদির বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া নিমেষমধ্যে অরণ্যের ঘনতর প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া মুস্তাফার সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল, তখন তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুস্তাফা মেহেরালির নিকট গমন করিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তখনও পর্য্যন্ত ভূতলপতিত মশালটী নির্ব্বাণ হয় নাই, মেহেরালি উহা তুলিয়া লইল। তখন মুস্তাফা মশালের সামান্য আলোকে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সেই মুদ্রার থলিয়াটী ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ উহা গ্রহণ করিয়া আপনার কটিবন্ধে রাখিয়া দিলেন। তাঁহাদের অশ্বদ্বয় কিঞ্চিদ্দূরে অপর একটী বৃক্ষমূলে আবদ্ধ ছিল, তাঁহারা সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই তরুমূলে অপর একটী সুন্দর ঘোটক বাঁধা রহিয়াছে। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, সেই অশ্বের পৃষ্ঠোপরি স্ত্রীলোকের বসিবার উপযুক্ত সুন্দর পলায়ন শোভা পাইতেছে। ইহা দেখিয়া মুস্তাফা সাতিশয় বিস্মিত হইলেন; তিনি ভাবিলেন যে, সেই সন্ন্যাসিরূপী দয়াময় মহম্মদই বোধ হয় জেমিনার জন্য এই সজ্জিত ঘোটক রাখিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহারা তিনজনে তিনটী অশ্বে আরোহণ করিয়া বালসোরা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আহত দস্যুদ্বয় সেই স্থানে পড়িয়া রহিল।

উপর্য্যুপরি ছয় দিন পথপার্য্যটনের পর মুস্তাফা নিরাপদে বালসোরা নগরে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধের আলয়ে গমন করিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায় হইয়াছিল। বৃদ্ধ আপন বহির্বালয়ের একটী সামান্য প্রকোষ্ঠে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন; তিনি আমার ভ্রাতা ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয়কে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। জেমিনাকে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরমধ্যে প্রেরণ করা হইল। আমার ভ্রাতা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বৃদ্ধের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিলেন। গম্ভীর প্রকৃতি বৃদ্ধ মুস্তাফার সেই চিকিৎসকবেশধারী চাকামান্মুকারুদ্দিবার নাম শ্রবণ করিয়া

এই দুঃখের সময়েও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু যখন তিনি পাপিষ্ঠ হোঁসেনের বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুর কার্য্যকলাপের বিষয় শ্রবণ করিলেন; তখন তিনি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহার প্রতি অজস্র অভিসম্পাতবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আমার ভ্রাতা পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন বলিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে কহিয়া সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। মুস্তাফাও আহারাদি করিয়া শয়ন করিবার মাত্র প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

পরদিন রজনী প্রভাত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি মুখপ্রক্ষালন ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া দস্যুপতি অববাসনের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, সুতরাং তাঁহার সহিত আমার ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল না। বেলা চারি ঘটীকার সময়ে তিনি সেই পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং অশ্বটীকে নিকটস্থ একটী বৃক্ষমূলে বন্ধন করিয়া কম্পিত হৃদয়ে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সেই সমতল গিরিবক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,——তথায় দস্যুপতির পটমণ্ডপসমূহের চিহ্নমাত্র নাই, সমস্ত উপত্যকা নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, কেবল দুই একটা পক্ষী তরুশাখায় বসিয়া উচ্চ কণ্ঠে কলরব করিয়া মধ্যে মধ্যে সে স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। তখন তাঁহার অন্তর হইতে সমস্ত আশা ভরসা একেবারে অন্তর্হিত হইল; তিনি সেই স্থানে একখানি শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন,——সন্ধ্যার ছায়ায় উপত্যকার চতুর্দ্দিক আবৃত হইল; তথাপি তাঁহার চিন্তার বিরাম হইল না। কতক্ষণ পরে রজনী প্রহরাতীত হইলে তিনি সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন,——অন্ধকার চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া সেই নির্জ্জন উপত্যকাভূমিকে অধিকতর নির্জ্জন করিয়া তুলিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে

পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে পথপর্য্যটন করাতে তিনি সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং শরীরের এরূপ দুর্ব্বলাবস্থায় অশ্বারোহণে নগরাভিমুখে গমন করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুরূহ হইল। তখন তিনি স্থির করিলেন যে, অদ্য রজনী উপত্যকায় যাপন করিয়া কাল প্রভাতে নগরে গমন করিবেন। মনে মনে এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেই পর্ব্বতের পাদদেশবিধৌতা ক্ষুদ্র প্রবাহিণী হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি জলপান করিয়া উদর পূর্ণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর কথঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইল। তৎপরে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র দেখিলেন,———তাঁহার সন্মুখে এক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী জ্বলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মুস্তাফা সেই সন্ন্যাসিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন,—ইনি সেই সন্ন্যাসী—যে সন্ন্যাসী পাপিষ্ঠ হোঁসেনের হস্ত হইতে তাঁহাকে একবার উদ্ধার করিয়াছেন,——ইনি সেই সন্ন্যাসী! তখন মুস্তাফার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না; তিনি বিস্মিত হইয়া নিস্পন্দের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে কহিলেন, কিন্তু মুস্তাফা তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "প্রভু! কে আপনি? এ নরাধম কিসে আপনার এত কৃপার পাত্র হইল, জানিনা; কিন্তু—"

তখন সন্ন্যাসী আপন মুখাগ্রভাগে তর্জ্জনী প্রদান করিয়া তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু আমার ভ্রাতা তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া কহিলেন, "প্রভু! নির্ব্বোধ মানব আমি, আপনার মহিমা কি বুঝিব? তথাপি—"

আমার ভ্রাতার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে অমনি সন্ন্যাসী রোষ কষায়িত লোচনে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার সেই দৃষ্টিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, আমার ভ্রাতা তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া যেন তিনি তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন। সন্ন্যাসী পুনরায় তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিবার নিমিত্ত মুস্তাফাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন; অমনি তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী প্রথমে

পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন, তৎপরে তিনি সেই নির্জ্জন উপত্যকার মধ্য দিয়া কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া ঘন বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত একটী প্রস্তরময় গৃহের সন্মুখে উপনীত হইলেন। সেই গৃহের দ্বার বন্ধ ছিল, কিন্তু সন্ন্যাসী সেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবার মাত্র উহা অমনি উন্মুক্ত হইল। তখন সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে আমার ভ্রাতাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে কহিলেন। তিনি তাঁহার আদেশানুসারে বিনা বাক্যব্যয়ে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন, অমনি উহার দ্বার আপনি রুদ্ধ হইল। মুস্তাফা দেখিলেন যে, সেই গৃহটি নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যে সুচারুরূপে সজ্জিত; উহার এক পার্শ্বে একখানি সুন্দর পর্য্যঙ্কোপরি মখমলের অপূর্ব্ব শয্যা বিরাজিত রহিয়াছে,——মধ্যস্থলে একখানি অপূর্ব্ব শ্বেত প্রস্তরাসনোপরি স্ফটিকময় মনোহর আলোকাধারে দীপ উজ্জ্বলতররূপে জ্বলিতেছে। সেই দীপাধারের কিঞ্চিদ্দূরে আর একখানি প্রস্তরাসনের উপর নানাবিধ উপাদেয় আহারসামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। এই সমস্ত দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া মুস্তাফা ক্ষণেকের তরে আত্মবিস্মৃত হইলেন। তৎপরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন যে, এ সন্ন্যাসী কখনই সামান্য মনুষ্য নাহেন; কারণ তিনি আমার মনের ভাব কিপ্রকারে জানিতে পারিলেন,——আমি যে ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এ বিষয় তিনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন। তখন মুস্তাফা উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্তব সমাপ্ত হইলে তিনি সেই সমস্ত আহারসামগ্রীতে উদর পূর্ণ করিয়া সেই মখমল মণ্ডিত কোমল শয্যায় শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে তিনি জাগরিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তখনও পর্য্যন্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল, কিন্তু তিনি সেই দ্বারসমীপে গমন করিবার মাত্র উহা সহসা আপনি উন্মুক্ত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, দেখিলেন,——সেই গৃহদ্বারের কিঞ্চিদ্দূরে একটী তরুমূলে তাঁহার অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে, কিন্তু তথায় তিনি সেই সন্ন্যাসী বা অপর কোন মনুষ্যকে দেখিতে

পাইলেন না। সে যাহা হউক তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বৃক্ষ মূল হইতে অশ্বের বন্ধন উন্মোচন করিলেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র নদীতটে মুখপ্রক্ষালন ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া বালসোরা নগরাভিমুখে গমন করিলেন। বেলা দণ্ডদুই থাকিতে তিনি বৃদ্ধের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সানন্দে কহিলেন, "আমি আপনার জন্য অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিলাম, আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?"

আমার ভ্রাতা বিষণ্ণচিত্তে তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ সেই সন্ন্যাসির কথা শ্রবণ করিয়াও কিঞ্চিৎমাত্র বিস্মিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না, কহিলেন, "অগ্রে যদি এবিষয় আমার নিকট বলিতেন, তাহাহইলে আপনাকে পথকষ্ট সহ্য করিতে হইত না। সেযাহাহউক এক্ষণে আপনি পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন; আহার করিয়া বিশ্রাম করুন; দস্যুপতি অবরাসন কোথায় থাকেন কাল তাহার সন্ধান পাইবেন।"

আমার ভ্রাতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুপতি এক্ষণে কোথায় আছেন, তাহা আপনি জানেন নাকি?"

"সে কথা আজ নহে, কাল বলিব।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। আমার ভ্রাতাও তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আশ্বস্তচিত্তে পরমানন্দে সে নিশা অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে বৃদ্ধ সহাস্য বদনে আমার ভ্রাতার নিকট আসিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তখন আমার ভ্রাতা মুখপ্রক্ষালন ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বৃদ্ধের সেই গত রজনীর কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া তিনি সানন্দে কহিলেন, "আমি স্থির করিয়াছি, অদ্যই দস্যুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিব; এক্ষণে তিনি কোথায় বাস করিতেছেন তাহা আমাকে বলিয়া দিন। বিলম্ব করিলে কার্য্যে অনেক বিঘ্ন ঘটিতে পারে।"

বৃদ্ধ সাশ্চর্য্যে কহিলেন, "তিনি এক্ষণে কোথায় বাস করিতেছেন,

তাহা আমি কিপ্রকারে বলিব? আমি তাঁহার নামমাত্র শুনিয়াছি; কখন তাঁহাকে চক্ষেও দেখি নাই।”

মুস্তাফা নৈরাশে কহিলেন, “তবে আপনি কাল রাত্রিতে কিপ্রকারে বলিলেন যে, আজ আমি তাঁহার সন্ধান পাইব?”

বৃদ্ধ স্থির অথচ গম্ভীরভাবে কহিলেন, “অবশ্য পাইবেন,—আজি তাঁহার সন্ধান অবশ্য পাইবেন। আপনি এক্ষণে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখুন বোধহয় ঘণ্টা দুই একের মধ্যে সেই পত্রের উত্তর পাইবেন।”

“পত্র লিখিলে?” আমার ভ্রাতা সাশ্চর্য্যে কহিলেন, “পত্র লিখিলে তাহার উত্তর পাইব? তাহা কিপ্রকারে হইতে পারে মহাশয়? কাহাকে দিয়া আপনি তাঁহার নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন? তিনি কোথায় আছেন, তাহা কে জানে?”

বৃদ্ধ কহিলেন “পত্র কাহাকেও দিয়া পাঠাইতে হইবে না; তাঁহার চরেরা লইয়া যাইবে।”

আমার ভ্রাতা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন স্থানে পত্র দিয়া আসিলে তাঁহার চরেরা লইয়া যাইবে?”

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, “তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; আপনার যেখানে ইচ্ছা সেইখানে পত্র ফেলিয়া দিতে পারেন। তাঁহার চরেরা সর্ব্বস্থানেই যাতায়াত করে।”

বৃদ্ধের এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমার ভ্রাতা বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, বৃদ্ধ মুস্তাফার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, “আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয়; তথাপি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন? তাহাতে আপনার কি ক্ষতি হইবে?”

বৃদ্ধের কথা যদিও মুস্তাফার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল, তথাপি তিনি উহা একেবারে অবিশ্বাস করিলেন না। বৃদ্ধের আদেশে তৎক্ষণাৎ লিখিবার উপকরণাদি আনীত হইল। আমার ভ্রাতা দস্যুপতি অরবাসনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিলে পর

যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া পত্রের শেষাংশে এই কয়েক পঙ্‌ক্তি সংযোগ করিয়া দিলেন:——

"মহাশয়!"

"এক্ষণে আপনারই উপর আমার সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে। আপনি না সহায়তা করিলে আমি এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইব না। স্মরণ করুন,—আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় আপনি আমাকে যে প্রশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন; আজি তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আমি আপনার সাহায্য প্রর্থনা করিতে সাহস করিতেছি। আপনার সাহায্য ভিন্ন ফতেমা ও জোরেদিকে উদ্ধার করিবার আর উপায়ন্তর নাই। জেমিনা এক্ষণে আমার নিকটেই রহিয়াছেন; অনুমতি পাইলে তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া যাইব। অধিক আর কি বলিব আপনার পত্রের উপরই আমার সুখদুঃখ নির্ভব করিতেছে, জানিবেন।"

"অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
"মুস্তাফা।

এইরূপে লিখন কার্য্য সমাপন করিয়া মুস্তাফা সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৃদ্ধকে শ্রবণ করাইলেন। অতঃপর তিনি উহার শীর্ষদেশে দস্যুপতি অরবাসনের নাম লিখিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে পত্রখানি কোথায় রাখিতে হইবে?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "আপনার যেখানে ইচ্ছা! কিন্তু বোধহয় রাজপথে ফেলিয়া দিলে উত্তর শীঘ্র পাইবেন।"

যাহাতে পত্রের উত্তর শীঘ্র পাই, সেইরূপ করাই আমার কর্ত্তব্য।" এই কথা বলিয়া মুস্তাফা সেই গৃহের মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া পত্রখানা রাজমার্গে নিক্ষেপ করিলেন, উহা অমনি পথের এক-পার্শ্বে উড়িয়া পড়িল। তখন তাঁহারা সেই গৃহের বাতায়নের নিকট উপবেশন করিয়া দেখিতে লাগিলেন,——রাজপথে কত শত লোক অনবরত আসিতেছে—যাইতেছে; তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহই সে পত্র লইয়া গেল না,——মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অতীত হইল, তথাপি সেই পত্র সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ পরে একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা তাহার ক্ষুদ্র শরীর হেলাইয়া দোলাইয়া গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে সেই পথদিয়া আসিতে আসিতে থমিল, এবং পত্রখানি কুড়া-ইয়া লইয়া আবার সেইরূপ ভাবে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। তখন আমার ভ্রাতা বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয় একটী বালিকা যে পত্রখানি লইয়া গেল।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "যাউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই; ঐ বালিকাই বোধহয় দস্যুপতি অরবাসনের চর।"

মুস্তাফা এতক্ষণ সন্দেহদোলায়মান চিত্তে বৃদ্ধের কথা বিশ্বাস করিয়া ছিলেন; কিন্তু যখন বৃদ্ধ সেই বালিকাকে দস্যুপতি অরবা-সনের চর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন তিনি তাহার সমস্ত কথা একে-বারে অবিশ্বাস করিলেন। অপর তিনি তাঁহার কথায় অবহেলাসূচক হাস্য করিয়া কহিলেন, "অসম্ভব! একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা প্রভূত-বল দস্যুপতি অরবাসনের চর? অসম্ভব!"

"অসম্ভব কিছুই নহে!" বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "জগতে অস-ম্ভব কিছুই নাই। এক্ষণে আপনি যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ করিতে-ছেন হয়ত দণ্ড দুই পরে আপনিই আবার তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ করিবেন। সেযাহাহউক এবিষয়ে আপনার সহিত এক্ষণে বৃথা তর্ক করিয়া কোন ফল নাই, এক্ষণে অধিক বেলা হইয়াছে স্নানাহার করিবেন চলুন।"

আমার ভ্রাতা শীঘ্র শীঘ্র স্নানক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বৃদ্ধের

সহিত একত্রে আহার করিলেন। আহারান্তে তাঁহারা উভয়ে বিশ্রাম করিবার জন্য সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মুস্তাফা পাদুকা পরিধান করিবামাত্র তাঁহার পদতলে একখণ্ড কাগজ সংলগ্ন হইল; তিনি সেই কাগজখণ্ড পাদুকার ভিতর হইতে বহির্গত করিয়া দেখিলেন,——উহা একখানি পত্র, শিরোদেশে তাঁহারই নাম লিখিত রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখাছিলঃ——

"মহাশয়!"

"আপনার পত্র পাঠ করিয়া আমি সমস্ত সমচার অবগত হইলাম। আপনি এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম করিয়াও অদ্যাবধি আপনার ভগ্নী ফতেমা ও জোরেদীকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই, জানিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আর আপনি হতভাগ্য আলি রহমন খাঁর কন্যাকে উদ্ধার করিয়া যে কেবল আমাকে ঋণ ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, এমত নহে; সেই অভাগিনী রমণী, যাঁর নিরুদ্দিষ্টা কন্যা আপনার প্রসাদে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, তিনিও আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলেন। পাশা খলীকসের আলায় হইতে আপনার ভগ্নী ফতেমা ও জোরেদীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনি অতি বিনীতভাবে আমার সাহায্য প্রর্থনা করিয়াছেন বলিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। আপনাকে অদেয় আমার কি আছে? সাহায্য? তুচ্ছ কথা! আপনার সুখের নিমিত্ত আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, যদি আমার জীবন দিলে আপনার কণা-

মাত্র উপকার হয়, তাহাও আমি অকাতরে দিতে প্রস্তুত আছি। অধিক আর কি বলিব, আপনার ঋণ আমি কখন কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিব না। এক্ষণে যত শীঘ্র পারেন, অনুগ্রহ করিয়া পাশা থুলীকসের সমাধিক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে আসিবেন; তাহা হইলে আমি আপনার সাক্ষাৎ পাইব।”

“অনুগৃহীত ”

“অরবাসন।”

মুস্তাফা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া এককালীন বিস্মিত, চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া বৃদ্ধের মুখপ্রতি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে? ওরূপ ভাবে চাহিয়া রহিয়াছেন কেন?”

আমার ভ্রাতা বৃদ্ধের কথায় কোন উত্তর প্রদান না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই স্থানে সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বৃদ্ধ তাঁহার নিকটে আসিয়া পত্রখানি পাঠ করিয়া কহিলেন, “বাপু আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার সমস্ত কেশ পাকিয়া গিয়াছে; আর তুমি অপরিণত বয়স্ক যুবা, তোমার অপেক্ষা আমি এ সংসারে অনেক দেখিয়াছি,——অনেক শুনিয়াছি,——অনেক জানিয়াছি; অতএব বৃদ্ধের কথা কখন অবিশ্বাস করিও না, কিম্বা হাসিয়া তাচ্ছল্যভাবে উড়াইয়া দিও না!”

মুস্তাফা বৃদ্ধের এই স্নেহ ও উপদেশপূর্ণ ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন, “মহাশয়! অজ্ঞ আমি, আমার অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করুন; গত কথা উত্থাপন করিয়া আমাকে আর লজ্জা দিবেন না! কিন্তু মহাশয়! এক বিষয়ে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি; আমার পাদুকার মধ্যে এই পত্র কি প্রকারে আসিল? আমি এই কতক্ষণ পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া আহার করিতে বসিয়াছি, ইতিমধ্যে কে আমাদের চক্ষে ধূলা দিয়া এই পত্র ইহার ভিতর রাখিয়া

গেল? অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা দস্যুপতি অববাসনেব চব, ইহা তত আশ্চর্য্য-জনক না হইলে হইতে পারে; কিন্তু এই পত্রের বিষয় অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক বলিতে হইবে।”

বৃদ্ধ কহিলেন, “দস্যুপতি অরবাসনেব পত্র কত লোক কত প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই! কেহ পরিহিত অঙ্গরাখার মধ্যে, কেহ উপাধানেব নিম্নে, আবার কেহবা পুস্তকেব ভিতর এইরূপ অলক্ষিত ভাবে ও অজ্ঞাতসারে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কে পত্র রাখিয়া যায়, ইহা দেখিবার জন্য কত লোক কত চেষ্টা করিয়াছেন; তথাপি অদ্যাবধি কেহ তাহা জানিতে পারেন নাই। যেযাহা-হউক আপনি দস্যুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহার উত্তর পাইবেন।”

আমার ভ্রাতা বৃদ্ধের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সাশ্চর্য্য দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি পত্রসম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া কহিলেন, “তবে আজই আমি দস্যুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিব। জেমিনা এক্ষণে আপনার আলয়ে অবস্থিতি করুন; দস্যুপতি পরে যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ কার্য্য করা যাইবে। ইহাতে আপনার অভিমত কি?”

বৃদ্ধ কহিলেন, “দস্যুপতি জেমিনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে লিখিলেও আমি তোমার সঙ্গে তাঁহাকে পাঠাইতাম না; কারণ রমণী সঙ্গে থাকিলে পথে নানারূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; আর তুমি যে উদ্দেশে দস্যুপতির নিকট গমন করিতেছ, রমণী সঙ্গে থাকিলে তাহা কখন সিদ্ধ করিতে পারিবে না।”

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহার ভৃত্যগণকে মুস্তাফার ভ্রমণযোগ্য দ্রব্যাদি আয়োজন করিতে কহিলেন। অনতিবিলম্বে ভৃত্যগণ তাঁহার আদেশ পালন করিল। মুস্তাফা তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।”

অনন্তর মুস্তাফা বৃদ্ধের সমভিব্যাহারে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্বটী বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী; মুস্তাফা

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ হালদার, কার্য্যাধ্যক্ষ। ৬ নং বাগবাজার হরলাল মিত্রের লেন।

তাহার পৃষ্ঠে কষাঘাত করিবামাত্র সে নিমেষমধ্যে বৃদ্ধের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া মুস্তাফা সন্ধ্যাকালে একটী সামান্য সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তিনি অপরাহ্ন বেলায় পাশা থুলীকসের সমাধিক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিয়া তিনি অশ্বটীকে একটী তরুশাখায় বন্ধন করিলেন, এবং স্বয়ং বিশ্রাম করিবার আশয়ে অপর একটী তরুমূলে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন,—বেলা অবসান প্রায়, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমনিভ কিরণের অপূর্ব্ব ছটায় বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহের শিরদেশ রঞ্জিত হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, আর ক্ষণকাল পরেই এই নয়নরঞ্জক দৃশ্যমাধুরি আমার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইবে; তখন ঘোর অন্ধকার সমস্ত বনকে আবৃত করিবে, তাহাহইলে আজ আর দস্যুপতির সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি আমাকে এই অরণ্যে শীঘ্র আসিতে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু পত্রেত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ করেন নাই, তবে কোথায় কি প্রকারে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব? তিনি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন; এমন সময়ে সহসা কতিপয় অশ্বের পদধ্বনি তাঁহার শ্রুতি গোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সচকিতে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন,—প্রায় দশ পনর জন সশস্ত্র অশ্বারোহী পুরুষ বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অতি দ্রুতবেগে তাঁহারই অভিমুখে আগমন করিতেছে। অনতিবিলম্বে অশ্বারোহিগণ আমার ভ্রাতার নিকটবর্ত্তী হইলেন। মুস্তাফা দেখিলেন, সে দলের অধিনায়ক আর কেহ নহে, যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তিনি এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন,——ইনি সেই প্রবল পরাক্রান্ত উন্নতচেতা মহানুভব অরবাসন। অরবাসন আমার ভ্রাতাকে দেখিবামাত্র এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর দস্যুপতি তাঁহার অনুচরগণকে বিশ্রাম করিতে কহিয়া আমার

ভ্রাতার সহিত একটী তরুমূলে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন, "দুইদিন হইল আমি এই অরণ্যে আসিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।"

মুস্তাফা কহিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমি আপনার পূর্ব্ববাসস্থানে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ আপনি সে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন।"

দস্যুপতি কহিলেন, "আমরা এক স্থানে কখন বাস করি না; নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে আমাদিগকে নানা স্থানে বাস করিতে হয়। আপনি বৃথা কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, আমার পূর্ব্ব বাসস্থানে গমন করিবার পূর্ব্বে আমাকে পত্র দিলেন না কেন?"

মুস্তাফা কহিলেন, "আপনার যে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, জানিলে কি এত পথকষ্ট ভোগ করিতাম? সেযাহাহউক জিজ্ঞাসা করি, কোন অলৌকিক বলে আপনি একপ বিস্ময়জনক ব্যাপার সম্পন্ন করেন?"

দস্যুপতি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কিসে আবার আপনি আমার অলৌকিক বলের পরিচয় পাইলেন?"

আমার ভ্রাতা কহিলেন, "সকলের সমক্ষে অথচ অজ্ঞাতসারে পাদুকার মধ্যে পত্র রাখা কি অমানুষিক ক্ষমতা নহে? আপনার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তির চর কিনা এক সামান্য বালিকা! ইহাও কি বিস্ময়জনক ব্যাপার নহে?"

অররাসন কহিলেন, "পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ক্ষমা করুন, মহাশয়! আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এক্ষণে আমি অক্ষম! উহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইবে না, কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না, আপনি স্বয়ং তখন এই পত্রে বিষয় সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে ও জানিতে পারিবেন। সেযাহাহউক আপনি পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কি সত্য?——সত্যই কি আপনি জেমিনাকে পাশা থুলীকসের আলয় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন? না অমাকে লোভ দেখাইয়া আপনার কার্য্যোদ্ধারের জন্য একপ লিখিয়াছেন? সত্য করিয়া বলুন, তাহাতে আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট

হইবে না! আমি প্রতিশ্রুত আছি যে, আপনার বিপদে সাহায্য করিব ; সে প্রতিজ্ঞা অবশ্য পালন করিব। স্থির জানিবেন,——অরবাসন কখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গদোষে দোষী হইবে না।”

দস্যুপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুস্তাফা অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, জেমিনাকে সঙ্গে করিয়া না আনিলে অরবাসন তাঁহার কথা একেবারে অবিশ্বাস করিবেন। তিনি দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “মহাশয়! আপনার সহিত প্রতারণা করিয়া আপন কার্য্যোদ্ধার করিতে পত্র লিখিয়াছি, এরূপ ভাবিবেন না! এরূপ নিচাশয় আমাকে মনে করিবেন না! এরূপ নীচ কুলে আমি জন্ম গ্রহণ করি নাই!”

দস্যুপতি কহিলেন, “ভাল, তাহাই হউক,——আপনার কথা সত্য বলিয়া মানিলাম ; কিন্তু কি জন্য আপনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন না?”

আমার ভ্রাতা কহিলেন, “তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতে ত আপনি পত্রে উল্লেখ করেন নাই? বিশেষতঃ আমরা যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে রমণী সমভিব্যাহারে থাকিলে বিপদ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা, এই ভয়ে তাঁহাকে লইয়া আসি নাই।”

অরবাসন কহিলেন, “কেবল বিপদ ঘটিবার ভয়ে কি? না আপনার আর কোন অভিপ্রায় আছে?”

আমার ভ্রাতা কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, “মহাশয়! স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমার আর কি অভিপ্রায় আছে?”

দস্যুপতি আমার ভ্রাতার প্রতি স্থির নয়নে চাহিয়া কহিলেন, “আপনি মনে করিয়াছেন যে, আমি জেমিনাকে পাইয়া আপনার ভগ্নী ফতেমা ও জোবেদীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিব, কিম্বা আপনার আর কোন অসদভিপ্রায় আছে, তাহা কে বলিতে পারে?”

দস্যুপতির এই শেষোক্ত বাক্য শুনিয়া মুস্তফা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, “মহানুভব অরবাসন! আপনার ন্যায় উন্নতচেতা

পুরুষের হৃদয়ে এরূপ চিন্তা স্থান পাওয়া অতীব আশ্চর্য্য! আপনার কথায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি; পূর্ব্বে জানিতাম না যে, আপনি এরূপ সন্দিগ্ধমনা পুরুষ! যদি আমার কোন অসদভিপ্রায় থাকিত, তাহাহইলে জেমিনার কথা পত্রে উল্লেখ করিতাম কি? আর জেমিনা সম্বন্ধে যাহা আমি পত্রে লিখিয়াছি, তাহা যদি আপনার প্রত্যয় না হয়; তাহাহইলে আমার সমভিব্যাহারে আপনার একজন অনুচরকে প্রেরণ করুন, আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিব। তৎপরে আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন।”

দস্যুপতি হাসিয়া কহিলেন, “ভাল, আপনার সমস্ত কথা আমি বিশ্বাস করিলাম। আপনার ভগ্নীকে উদ্ধার করিয়া অদ্য রাত্রেই বালসোরা নগরে গমন করিব। এক্ষণে আপনার সমভিব্যাহারে আমার একজন অনুচরকে বালসোরা নগরে প্রেরণ করিবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।”

এই কথা বলিয়া দস্যুপতি তাঁহার একজন অনুচরকে আহার-সামগ্রী আনিতে কহিলেন। অনুচর ক্ষণকাল পূর্ব্বে সুবর্ণথালে তাঁহাদের আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, আজ্ঞা পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিল। ঘোরান্ধকারে সমস্ত বন আবৃত হইয়াছিল বলিয়া অপর একজন ভৃত্য প্রজ্বলিত দীপাধার তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া গেল। আমার ভ্রাতা পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং উপাদেয় আহারসামগ্রী সম্মুখে পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সে সমস্ত দ্রব্যে উদর পূর্ণ করিলেন। আহারান্তে উচ্ছিষ্ট দ্রব্যসমূহ স্থানান্তরিত হইলে একজন ভৃত্য সুরভি তাম্বুল ও তামাক আনয়ন করিল। দস্যুপতি মুস্তাফার হস্তে তাম্বুল-পাত্র প্রদান করিয়া ধূমপান করিতে করিতে কহিলেন, “আর দুই ঘণ্টা কাল পরে আমরা পাশা থুলীকসের আলয়ে গমন করিব। ইতিমধ্যে দুইজন অনুচরকে তথায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য! তাহারা ইত্যবসরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া পাশা থুলীকসের অন্তঃপুরস্থ প্রহরিগণের গতি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে ও কোনরূপ সুবিধাজনক উপায়

দেখিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সংবাদ দিতে পারিবে।”

এই কথা বলিয়া দস্যুপতি দুইজন অনুচরকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ পাশা থুলীকসের প্রাসাদাভিমুখে গমন করিল। অনন্তর তাঁহারা সেই অনাবৃত স্থানে বসিয়া নানাবিধ কথোপকথনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে একজন অনুচর পাশা থুলীকসের আলয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, “প্রভু! এই উপযুক্ত সময়; আর অধিক বিলম্ব করিবেন না।”

অনুচরের এই কথা শুনিয়া আমার ভ্রাতা ও দস্যুপতি সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। দস্যুপতির পাঁচজন অনুচর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে দস্যুপতি স্বীয় অঙ্গরাখার ভিতর হইতে একটী তুরী বাহির করিয়া তাহাতে সজোরে তিন বার ফুৎকার দিলেন। সেই তুরিধ্বনি অনন্ত বায়ুসাগরে না মিশাইতে মিশাইতে পিপীলিকা শ্রেণিবৎ অসংখ্য সশস্ত্র অশ্বারোহিপুরুষ তাঁহাদের দুই পার্শ্ব দিয়া তীরবেগে গমন করিতে লাগিল। মুস্তাফা এই ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন, তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেই দেখিতে পাইলেন, যে প্রত্যেক বৃক্ষকাণ্ডের পার্শ্ব দিয়া অশ্বারোহী পুরুষ বহির্গত হইতেছে। তিনি চমকিত হইয়া দস্যুপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “মহাশয়! ইহারা কে?”

দস্যুপতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “ইহারা আমার অনুচর!”

আমার ভ্রাতা সবিস্ময়ে কহিলেন, “আপনার অনুচর? এত অনুচর সমভিব্যাহারে আপনি আসিয়াছিলেন? ভাল, ইহারা এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছে?”

দস্যুপতি কহিলেন, “ইহারা পাশা থুলীকসের প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিবে?”

মুস্তাফা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেখানে এরূপ ভাবে থাকিবার প্রয়োজন?”

দস্যুপতি কহিলেন, “অরসালন কখন কোন স্থানে গমন করিলে

এইরূপ সতর্কভাবে গমন করিয়া থাকে। অরবাসন যে উদ্দেশে যে-খানে গমন করে, সে উদ্দেশ সিদ্ধ না করিয়া কখন সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করে না; অদ্যাবধি কখন তাহার কোন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নাই! আজি আমরা যে উদ্দেশে গমন করিতেছি, তাহা যদি সিদ্ধ না হয় কিম্বা কোন ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে ইহাদের সাহায্যে আমরা অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিব।"

মুস্তাফা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মনে মনে এই দস্যুদলাধিনায়কের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে নীরবে গমন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহারা পাশা গুলীকসের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণের প্রাচীরসমীপে উপনীত হইলেন। সে স্থানে দস্যুপতির পূর্ব্বপ্রেরিত অনুচরের সহিত সাক্ষাৎ হইল; সে দস্যুপতির আদেশক্রমে স্বীয় অঙ্গরাখার ভিতর হইতে একটী রোজ্জুসোপান বাহির করিল। দস্যুপতি সেই রজ্জুসোপানের সাহায্যে সর্ব্ব প্রথমে প্রাচীরের উপর আরোহণ করিলেন, তৎপরে আমার ভ্রাতা ও দস্যুপতির তিনজন অনুচর একে একে প্রাচীরের উপর উঠিলেন। দস্যুপতি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া অপর তিনজন অনুচরকে প্রাচীরের উপর উঠিতে নিষেধ করিলেন; তাহারা সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দস্যুপতির দ্বিতীয় আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর দস্যুপতি পুনরায় সতর্কতার সহিত চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া নীরবে ধীরে ধীরে রজ্জুসোপানদ্বারা প্রাঙ্গণে অবরোহণ করিলেন। দস্যুপতি অতঃপর মুস্তাফা ও তাঁহার অনুচরত্রয়কে অবরোহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা সকলে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—প্রাঙ্গণটী অতিবৃহৎ; উহার চারিধারে সারি সারি গৃহ। কিন্তু তথায় একজনমাত্রও প্রহরী নাই। মুস্তাফা দস্যুপতিকে সম্বোধন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! তাঁহারা উত্তরদিকের একটী প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ আছেন।"

দস্যুপতি আমার ভ্রাতার কথানুসারে উত্তর দিকে অগ্রসর হইলেন; মুস্তাফা ও অনুচরত্রয় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিয়া দেখিলেন, একজন সশস্ত্র প্রহরী একটী গৃহের দ্বারসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া ভিত্তিসংলগ্ন দীপাধারের উজ্জ্বল আলোকে পুস্তক পাঠ করিতেছে। অরবাসন পশ্চাৎ হইতে সেই প্রহরিকে সবলে ধারণ করিয়া নিমেষমধ্যে ভূতলশায়ী করিলেন; অমনি মুস্তাফা আপন কটীবন্ধ হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া দৃঢ়রূপে তাহার মুখ বন্ধ করিলেন। দস্যুপতি তাহার কোমরবন্ধ খুলিয়া তাহার হস্তপদাদি দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "চীৎকার কিম্বা পলায়ন করিবার চেষ্টা করিও না, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ তোমার প্রাণ বধ করিব। এক্ষণে মিরজা ও নুরমহল কোন গৃহে আবদ্ধ আছেন, সত্য করিয়া বল।"

প্রহরী ইঙ্গিতে পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহ দেখাইয়া দিল। তাঁহারা সকলে সেই গৃহের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ রহিয়াছে। দস্যুপতি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া কহিলেন, "প্রভুভক্ত অসি সহায়ে আমি এক্ষণেই এই দ্বার উন্মুক্ত করিব।"

এই বলিয়া তিনি সেই দ্বারে সজোরে এক পদাঘাত করিলেন; অমনি দুই জন সশস্ত্র প্রহরী দ্বার ভিতর হইতে উন্মুক্ত করিয়া বহির্গত হইল। দস্যুপতি ও তাঁহার অনুচরত্রয় নিমেষমধ্যে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা সকলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দ্বারপার্শ্বে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দস্যুপতি সেই ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র উন্মুক্ত তরবারী হস্তে তাহার নিকট গমন করিলেন; সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। এই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া দস্যুপতি চমকিত হইলেন; তিনি তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে আলোর নিকট আনয়ন করিয়া দেখিলেন, এই ব্যক্তি আর কেহ নহে, মুস্তাফার পরিচিত তাঁহারই অবিশ্বাসী ভৃত্য হোঁসেন। দস্যুপতি উপর্য্যুপরি দুইবার পদাঘাত করিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু হোঁসেন তাঁহার পদদ্বয় দুই হস্তে ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মুস্তফা তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক তাহার বক্ষস্থলোপরি

শাণিত তরবারীর তীক্ষ্ণাগ্রভাগ স্থাপিত করিয়া কহিলেন, “মিরজা ও নূরমহল কোন গৃহে আবদ্ধ আছে দেখাইয়া দাও?”

হোঁসেন অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী গৃহ দেখাইয়া দিল। মুস্তাফা তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। গৃহের দ্বার তালাদ্বারা আবদ্ধ ছিল, মুস্তাফা তরবারীর দ্বারা তালা ভগ্ন করিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফতেমা ও জোরেদী আগবিত হইয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। বহু দিবসের পর মুস্তাফাকে দেখিতে পাইয়া বালিকাদ্বয়ের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মুস্তাফা আপন নয়নবারি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কতক্ষণ পরে মুস্তাফা চক্ষুর জল রুমালে মুছিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, “ফতেমা! আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র তোমরা বাহিরে আইস।”

বালিকাদ্বয় সত্বরতাসহকারে আপন আপন দেহ হইতে পাশা-প্রদত্ত অলঙ্কাররাশি উন্মোচনপূর্ব্বক শয্যার উপর সক্রোধে নিক্ষেপ করিয়া মুস্তাফার সমভিব্যাহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। দস্যুপতির অনুচরত্রয় পাশার ধনরাশি লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত অরবাসনের আদেশ প্রার্থনা করিল; কিন্তু মহানুভব অরবাসন তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, “লোকে এ কথা যেন না বলিতে পারে যে, অরবাসন সামান্য তস্করের ন্যায় রাত্রিকালে গৃহস্থের আলয়ে প্রবেশ করিয়া ধনরাশি অপহরণ করে।”

অনন্তর দস্যুপতির অনুচরত্রয় বন্ধনদশায় হোঁসেনকে প্রাঙ্গ-ণের মধ্যস্থলে আনয়ন করিল। তথায় তাহারা হোঁসেনের গলদেশে রেশমী রজ্জুর ফাঁস পরাইয়া দিল। হোঁসেন আপন চরমদশা উপস্থিত জানিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বারংবার দস্যুপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু দস্যুপতি, “পাপিষ্ঠ! তোমাকে অনেকবার ক্ষমা করিয়াছি; এবার ক্ষমা করিলে আমি ঈশ্বরের নিকট দোষী হইব।” এই কথা বলিয়া দুইজন অনুচরকে ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ

তাহারা রজ্জুর দুই পার্শ্ব ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিল। অমনি হোঁসেনের কণ্ঠে ফাঁস দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইল। কিছুক্ষণ পরেই হোঁসেনের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল। তাহার প্রাণহীন দেহ ধরাতলে পড়িয়া গেল। এত দিনের পর ইহ জগতে তাহার লীলাখেলা ফুরাইল।

এইরূপে হোঁসেনকে উচিতমত শাস্তি প্রদান করিয়া দস্যুপতি পূর্ব্বাত রজ্জুসোপানের সাহায্যে স্বদলে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। ফতেমা ও জোবেদীর জন্য পূর্ব্বে দুইটী ঘোটক আনা হইয়াছিল। মুস্তাফা তাঁহাদিগকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দিয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিলেন। তৎপরে দস্যুপতি স্বদলে ঘোটকে আরোহণ করিয়া আমার ভ্রাতাকে শীঘ্র সে স্থান ত্যাগ করিতে কহিলেন। কারণ পাশা খুলীকস এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে কখন বিরত হইবেন না। দস্যুপতি তিন বার তুরীধ্বনি করিয়া আপন অশ্বকে দ্রুত-বেগে পরিচালিত করিলেন। অপর অশ্বগুলি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেগে গমন করিতে লাগিল। ছয় দিন স্থানে স্থানে বিশ্রাম ও আহা-রাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক মুস্তাফা দস্যুপতির সমভিব্যাহারে বালসোরা নগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মুস্তাফা বৃদ্ধের আলয়সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার আলয়ের বহির্দ্বার কুঞ্চিদ্বারা আবদ্ধ রহি-য়াছে। এতদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে অর-বাসনের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। অরবাসন ঈষৎ হাসিয়া বিদ্রূপ-স্বরে কহিলেন, "মহাশয়! ইহাই কি আপনার বৃদ্ধের আলয়?"

মুস্তাফা কাতরস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! বিদ্রূপ করিবেন না! আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি জেমিনাকে উদ্ধার করিয়া এই আলয়ে রাখিয়া গিয়া——"

দস্যুপতি আমার ভ্রাতার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যথেষ্ট হইয়াছে; আর কেন? ক্ষান্ত হউন! আপনার কার্য্যত সিদ্ধ হই-য়াছে, তবে কেন আর মিথ্যা কথা কহিয়া শপথ করিয়া আপন পাপ বৃদ্ধি করেন।"

মুস্তাফা বিনীত ভাবে কহিলেন, "মহাশয়! প্রার্থনা করি, আপনি

কিছুদিন এই স্থানে অবস্থিতি করুন ; তাহাহইলে আপনি আমার কথা সত্য কি অসত্য জানিতে পারিবেন। বৃদ্ধ কোন কার্য্যবশতঃ কোথায় গিয়াছেন, কিয়দ্দিবসের মধ্যে বোধহয় তিনি আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিবেন। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন বটে, কিন্তু আমি সেই বৃদ্ধকে অবিশ্বাস করি না,—কখন করিবও না।"

দস্যুপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল ভাল, আপনি অতি সাধু পুরুষ! জানিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ জগতে আপনার মানসপ্রসূত বৃদ্ধের দেখা সহজে কি পাওয়া যাইবে?"

মুস্তাফা কহিলেন, "আমি যে বৃদ্ধের কথা বলিয়াছি, তাহাও কি আপনি মিথ্যা স্থির করিলেন?"

দস্যুপতি হাসিয়া কহিলেন, "না না, তাহা মিথ্যা বলিয়া স্থির করিব কেন? আপনি যেরূপ উচ্চাশয় পুরুষ, তাহাতে কি আপনার মিথ্যা কথা কহা কিম্বা আমাকে প্রতারণা করা সম্ভবে?"

মুস্তাফা সকাতরে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার যে চর আমার পাদুকার মধ্যে পত্র রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন যে, এ আলয়ে কোন বৃদ্ধ ছিল কি না।"

অরবাসন কহিলেন, "জিজ্ঞাসা করিতে হইবে কেন? আমি তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যুপতি আমার ভ্রাতার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। মুস্তাফা তাঁহার এই বিদ্রূপপরিপূর্ণ তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিয়া নীরবে অবনত মস্তকে সেই স্থানে দাণ্ডায়মান রহিলেন। দস্যুপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন, "মহাশয়! আজ আপনি অদ্ভুত কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। আপনার এই অদ্ভুত প্রত্যুপকার আমি ইহ জগতে কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। অদ্যাবধি কেহ কখন যাহাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই, আজ আপনি তাহাকে অনায়াসে প্রতারিত করিলেন! ধন্য আপনার ক্ষমতা! ধন্য আপনার চাতুরী!!"

মুস্তাফা মস্তক উত্তোলন করিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন,

"মহাশয়! অনুরোধ করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সাত দিন এই স্থানে অবস্থিতি করুন।"

দস্যুপতি কহিলেন, "ভাল, আজি হইতে সপ্তম দিবসে বেলা দ্বিপ্রহর কালে আপনি যেখানেই থাকুন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

এই কথা বলিয়া দস্যুপতি আমার ভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বদলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মুস্তাফা তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের আলয়ের পার্শ্ববর্ত্তী একখানি বাটী ভাড়া করিয়া ফতেমা ও জোবেদীর সহিত তথায় অবস্থান করিলেন। সেই দিন হইতেই তিনি বৃদ্ধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আহারক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক সমস্ত দিন নগর পর্য্যটন করিয়া বৃদ্ধের কোন সন্ধান না পাওয়াতে সন্ধ্যাকালে নৈরাশে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে পাঁচদিন গত হইল; তথাপি কোথাও বৃদ্ধের সন্ধান পাইলেন না। ষষ্ঠ দিন তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বৃদ্ধের অনুসন্ধানে বাজারে গমন করিয়া লোকমুখে শুনিলেন,—পাশা হুলীকস প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে, কিয়দ্দিবস অতীত হইল কতিপয় দস্যু রজনীযোগে তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার একজন ভৃত্যকে হত্যা করিয়া দুইজন কৃতদাসীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। যে কেহ তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। অধিকন্তু সেই দুইজন কৃতদাসীর প্রতিমূর্ত্তি পুলিষের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। পুলিষকর্ম্মচারিগণ সেই দস্যুগণকে ধৃত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে বটে; কিন্তু অদ্যাবধি তাহাদের কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। এই সংবাদে মুস্তাফা সাতিশয় ভীত হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের অনুসন্ধানে বিরত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতে করিতে দেখিলেন,—মেহেরালি পথিপার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে তিনি অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মেহেরালিকে আহ্বান করিলেন। মেহেরালি আমার ভ্রাতাকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বৃক্ষতল হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে যথাবিহিত অভি-

বাদন করিল। মুস্তাফা তাহাকে বৃদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মেহেরালি কহিল, "প্রভু! তিনি কোথায় গিয়াছেন জানি না। আপনি যে দিন তাঁহার আলয় হইতে প্রস্থান করেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে তিনি আমাকে দুইটী মৃন্ময় কলস ক্রয় করিয়া আনিতে কহিলেন। আমি প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার আলয়ের বহির্দ্বারে তালাদ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। আমি সমস্ত রাত্রি সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম; কিন্তু তিনি আর আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন না। আমি সেই দিন হইতে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবন ধারণ করিতেছি।"

মুস্তাফা মেহেরালিকে দেখিয়া যে পরিমাণে আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পরিমাণে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, মেহেরালি! মৃন্ময় কলস কিনিয়া আনিতে তোমার কত বিলম্ব হইয়াছিল?"

মেহেরালি কহিল, "প্রভু! অর্দ্ধঘণ্টা কালও অতীত হয় নাই।"

মুস্তাফা কহিলেন, "ভাল, তিনি কি তোমাকে কিছুই বলিয়া যান নাই?"

মেহেরালি ধীরে ধীরে কহিল, "না।"

মুস্তাফা তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। মেহেরালিকে সমভিব্যাহারে আসিতে কহিয়া তিনি চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে বাটীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কেন যে বৃদ্ধ এরূপ ভাবে আপন আবাসবাটী পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন, তিনি তাহার কারণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভাবিলেন, যদি বৃদ্ধকে অনুসন্ধান করিতে আর কিয়দ্দিন এই নগরে বাস করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইব, সুতরাং অদ্য রজনীযোগে এই স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয়। যদি আমি আল্লার অনুগ্রহে ফতেমা ও জোবেদীকে লইয়া নিরাপদে স্বদেশে পৌঁছিতে পারি, তাহা হইলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া জেমিনার অনুসন্ধানে পুনরায় বালসোরা নগরে প্রত্যাগমন করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মুস্তাফা মেহেরালিকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই দিন তথায় বাস

করিয়া তৎপর দিন অতি প্রত্যুষে ফতেমা ও জোবেদীকে পুরুষবেশ পরিধান করাইয়া বালসোরা নগর পরিত্যাগ করিলেন। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে তাঁহারা নগরপ্রান্তস্থিত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফতেমা ও জোবেদী পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং মুস্তাফা সেই স্থানে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা সকলে একটী বহু-শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। মুস্তাফা খাদ্যদ্রব্য সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়াছিলেন। আহারান্তে তাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে কতিপয় সশস্ত্র পুরুষ সহসা তথায় আসিয়া মুস্তাফাকে বন্ধন করিল। মুস্তাফা এই আকস্মিক আক্রমণে এককালীন ভীত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু তিনি ইহার কারণ কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারিলেন না। ফাতমা ও জোবেদী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুস্তাফা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনারা কে? কি জন্য আমাদিগকে বন্দী করিলেন?"

তাহাদের মধ্যে একজন গম্ভীর স্বরে কহিল, "আমরা পুলিষকর্ম্মচারী, হত্যাপরাধে আপনাকে বন্দী করিয়াছি।"

মুস্তাফা তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, পাশা খুলীকসের ভৃত্য হোসেনের হত্যাপরাধে তিনি ধৃত হইলেন। যে বিপদভয়ে আজ তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে সেই বিপদ সমুপস্থিত হইল। তিনি এইরূপ আকাশপাতাল ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের সঙ্গে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন ফতেমা, জোবেদী ও আপনার পরিণাম ভাবিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পাষাণহৃদয় পুলিষকর্ম্মচারিগণ তাঁহার দুঃখে কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখিত না হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। মুস্তাফা তাহাদের সমভিব্যাহারে বনমধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কিছুদূর গমন করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় অনেকগুলি শিবির সন্নিবেশিত করা ছিল; পুলিষকর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের সকলকে একটী বৃহৎ শিবিরমধ্যে লইয়া গেল। মুস্তাফা সেই শিবিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—

অসংখ্য সশস্ত্র পুরুষ উন্মুক্ত তরবারীহস্তে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; পটমণ্ডপের একপার্শ্বে একখানি সর্ব্বোচ্চ আসনোপরি একজন চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পুলিষকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সম্মুখে মুস্তাফাকে লইয়া গেল। বালক রমণীকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুরস্বরে মুস্তাফাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমি বালসোরা নগরের কাজি, দস্যুদল ধৃত করিবার জন্য এই অরণ্যে প্রেরিত হইয়াছি। প্রায় এক পক্ষকাল অতীত হইল, আপনি দস্যুপতি আবরাসের সহিত যোগ দিয়া রজনীযোগে পাশা খুলীরসের প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার একজন ভৃত্যকে হত্যা করিয়াছেন, এবং তাঁহার দুইজন কৃতদাসীকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। মহানুভব পাশা আমার নিকট তাঁহার কৃতদাসীদ্বয়ের যে দুইখানি প্রতিকৃতি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই দুইখানি আপনার সঙ্গিনী ললনাদ্বয়ের আকৃতির অনুরূপ; সুতরাং আপনি আত্মাপরাধ প্রক্ষালনে মিথ্যা কথা কহিলেও আমি তাহা বিশ্বাস করিব না। এই দুইজন ললনাই আপনার অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আপনি হত্যাপরাধে ধৃত হইয়াছেন; সুতরাং আমি আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলাম।"

মুস্তাফা এই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বলস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে জলধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহ সংসার তাঁহার নয়নে অন্ধকারময় বোধ হইল। তিনি নৈরাশ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হা আল্লা! আমার অদৃষ্টের পরিণাম কি এই হইল!"

এই কথা বলিয়া মুস্তাফা সেই স্থানে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে মুস্তাফা চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন,— তাঁহার হস্তের বন্ধন মুক্ত হইয়াছে, তিনি সেই পটমণ্ডপের ভিতর বসিয়া রহিয়াছেন। ফতেমা ও জোবেদী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে কাজি আর সেই দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী,—যিনি পাপিষ্ঠ হোসেনের করালকবল হইতে তাঁহাকে একবার উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি

দস্যুপতির সেই নির্জ্জন উপত্যকায় আহার দিয়া তাঁহার পরিশ্রান্ত কলেবর সবল করিয়াছিলেন,—সেই করুণানিধান তাঁহার জীবনদাতা দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মুস্তাফা সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া সকাতরে কহিলেন, "প্রভু! একবার আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন; এবার কি এ বিপদ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন না?"

সন্ন্যাসী মুস্তাফার হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সে স্থান হইতে উত্তোলন করিলেন। কাজি আমার ভ্রাতার নিকট আসিয়া হাসিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনার পরম সৌভাগ্য যে আজ আমার ইষ্টদেবতা আপনার সহায় হইলেন। এক্ষণে এই ললনাদ্বয়কে লইয়া আপনি অচিরাৎ এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন।"

মুস্তাফা যখন জানিতে পারিলেন যে তিনি সন্ন্যাসির আদেশে মুক্তি পাইয়াছেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি সজল নয়নে প্রেমপূর্ণ কটাক্ষে সন্ন্যাসীর মুখপ্রতি চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "কে আপনি প্রভু? কোন মহানুভব বার বার আমার জীবনদান করিতেছেন?"

মুস্তাফার এই বাক্যে সন্ন্যাসির বদনে মৃদুমন্দ হাস্যকণা প্রকটিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে আপন জটাজাল উত্তোলন করিলেন, বদনাবৃত সুদীর্ঘ শ্মশ্রুগুচ্ছ উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মুস্তাফা সবিস্ময়ে দেখিলেন,—সেই সন্ন্যাসী আর কেহ নহে; পাপিষ্ঠ হোঁসেন কর্ত্তৃক আহত হইলে তাঁহাকে যিনি আপন আলয়ে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিয়া বহুযত্নে তাঁহার জীবন দান করিয়াছিলেন,—যাঁহার আলয়ে তিনি জেমিনাকে রাখিয়া দস্যুপতির নিকট গমন করিয়াছিলেন,—আর যিনি জেমিনাকে লইয়া আপন বসতবাটী পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন,—ইনি সেই মহানুভব তাঁহার জীবনদাতা বালসোরা নগরের বৃদ্ধ। এতদ্দর্শনে মুস্তাফা যার পর নাই বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মহানুভব! আপনি—আপনি সন্ন্যাসিবেশে হোঁসেনের হস্ত হইতে আমাকে ও জেমিনাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন? এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার বাহুতে এত বল?"

এতচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া আপন কৃত্রিম তুষারধবল শ্মশ্রু-গুচ্ছ উৎপাটন করিয়া পরিহিত আজানুলম্বিত অঙ্গরাখাটী দেহ হইতে উন্মোচন করিলেন। মুস্তাফা অধিকতর বিস্মিত ও চমকিত হইয়া দেখিলেন,—সেই ছদ্মবেশী বৃদ্ধ, দস্যুদলের অধিনায়ক মহানুভব **অরবাসন**। এই অচিন্তনীয় অননুভূত বিস্ময়কর ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া মুস্তাফা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন মহানুভব অরবাসন তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে পার্শ্ববর্ত্তী একখানি কাষ্ঠাসনোপরি সাদরে উপবেশন করাইলেন, এবং আপনি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, এ জীবনে কখন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। এক্ষণে এই কাজিকে কি চিনিতে পারিয়াছ?"

এই কথায় মুস্তাফা কাজির মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন,——জেমিনা, কাজিবেশে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। তখন জেমিনা আমার ভ্রাতাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! স্বামির অনুরোধে আমি আপনার মনে কষ্ট দিয়াছি, এক্ষণে আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" তৎপরে তিনি ফতেমা ও জোবেদীর হস্ত-ধারণ করিয়া সাদরে কহিলেন, "ভগিনি মিরজা! সখি নূরমহল! তোমাদের অভাগিনী ভগিনী জেমিনাকে কি মনে পড়ে?" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন।

বিস্ময়জনক ভাব অপনোদিত হইলে মুস্তাফা সানন্দে কহিলেন, "মহানুভব অরবাসন! আপনি যে সন্ন্যাসী ও বৃদ্ধের বেশে আমার জীবন দান করিয়াছেন, ইহা আমি স্বপ্নেও একবার ভাবি নাই। ভাল, আমি হোঁসেনকর্ত্তৃক আহত হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়াছিলাম, ইহা আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন?"

দস্যুপতি কহিলেন, "আপনি আমার শিবির হইতে প্রস্থান করিলে পর হোঁসেন কারাগার হইতে পলায়ন করে; আমি তাহাকে ধৃত করিবার জন্য কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে বালসোরা নগরে গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে দূর হইতে দেখিলাম, এক ব্যক্তি

শ্রীদেবব্রত নাথ হালদার, কার্যাধ্যক্ষ। ৬ নং শাঁখারীটোলার হরলাল মিত্রের লেন।

অপর এক ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া পলায়ন করিল। আমি নিকটে আসিয়া দেখিলাম, সে আহত ব্যক্তি আপনি। তখন জানিতে পারি-নাই যে হোসেন আপনাকে আহত করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সে-যাহাহউক আপনি যে বালক মেহেরালিকে সঙ্গে লইয়া আমার আলয়ে আসিয়াছিলেন, সে বালক কে তা জানেন? জেমিনার খুল্লতাত পুত্র!"

অনন্তর মুস্তাফা দস্যুপতির আলয়ে দিবসত্রয় পরমানন্দে বাস করিয়া ফতেমা ও জোবেদীকে সমভিব্যাহারে লইয়া একারা নগরাভিমুখে গমন করিলেন। মহানুভব আবরাসন কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে একারা নগরের প্রান্ত দেশে রাখিয়া আসিলেন। মুস্তাফা আপন আলয়ে লইয়া যাইবার জন্য দস্যুপতিকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর মুস্তাফা সজল নয়নে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। আমার পিতা আপন হৃতা কন্যাকে পাইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন এবং মুস্তাফাকে ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি মহাসমারোহে জোবেদীর সহিত মুস্তাফার বিবাহ দিলেন।

সেই বিবাহের দিন মুস্তাফা আহূত ব্যক্তিগণের সমক্ষে আপন কাহিনী ধীরে ধীরে বিবৃত করিলেন। সকলেই সমস্বরে মুক্তকণ্ঠে সেই উদারচেতা মহানুভব আবরাসনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার বৃদ্ধ পিতা আপন আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, জোবেদীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধীরে ধীরে মুস্তাফার নিকট আসিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বৎস! আজ হইতে তুমি তোমার পিতার অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইলে। যাহাকে তোমার ঐকান্তিক ও অবিশ্রান্ত আগ্রহ বীরের ন্যায় লাভ করিয়াছে, তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ তোমার হস্তে প্রদান করিলাম; আশীর্ব্বাদ করি, গ্রহণ করিয়া সুখী হও। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন জননী জন্মভূমী তোমার ন্যায় বীর সন্তান নিত্য নিত্য প্রসব করিয়া আপন কীর্ত্তিস্তম্ভ এই বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেন।"

বণিকগণ সমস্ত রাত্রি পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মরুভূমির এক প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে বণিকগণ নবদূর্ব্বাদল পরিশোভিত ভূমিখণ্ড ও নব ঘন বৃক্ষপত্রের শ্যামশোভা দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। এতদিন তাঁহাদের নয়ন যে সৌন্দর্য্য দেখিতে বিরত ছিল, আজি সেই নয়নরঞ্জিনী চারু শোভা দেখিয়া তাঁহারা সকলে আনন্দে বিমুগ্ধ হইলেন। সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের উপত্যকায় একটী সরাই ছিল। সেই পান্থনিবাসে তাঁহারা সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিলেন। যদিও তথায় তাঁহারা সকলে স্বল্প বিশ্রামসুখ উপভোগ করিলেন, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দিত ও সুখী হইলেন। কারণ তাঁহারা বিভীষিকাময়ী মরুভূমির সর্ব্ব প্রকার বিপদাপদ হইতে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সকলেই মন খুলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। মূলী আনন্দে নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে এরূপ ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া গম্ভীরপ্রকৃতি জেলুকসেরও বদনে মৃদুমন্দ হাস্যকণা প্রকটিত হইল। কিন্তু তিনি আপন সহচরগণকে নৃত্যে আনন্দিত করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া একটী মনোরম গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বাটুল মাক।

মক্কা নগর আমার জন্মস্থান। সুখময়ী জন্মভূমি! তোমার ক্রোড়ে কত খেলা খেলিয়াছি, কত দৌরাত্ম্য করিয়াছি, তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। বাল্যলীলা কে কবে ভুলিয়া গিয়া থাকে? গুরুজনপ্রদত্ত বাল্যের দৌরাত্ম্য নিবারণী বেতসীশাখার দারুণ আঘাত আমার স্মৃতির প্রতি পংক্তিতে অদ্যাবধি খোদিত রহিয়াছে। আমাদিগের স্বদেশীয় বাল্যকালের বাটুল মাককে আমার সেই কারণে বিশেষরূপ স্মরণ আছে। তাহার জন্য যে কতশত বেত্রাঘাত আমার শৈশবের কোমল হস্ত পীড়িত করিয়াছে, তাহা আপনাদের সমক্ষে বলিতে আমি লজ্জা বোধ করিতেছি। আমাদিগের দেশের সেই বাটুল মাক অতি বৃদ্ধ বয়সেও দুই হাতের অনধিক উচ্চ ছিল। তাঁহার আকৃতি অতি কদাকার, তাহার শরীর যেমন ক্ষুদ্র ও শীর্ণ, মস্তকটী তেমনি অস্বাভাবিক বৃহৎ। এমন কি সেই নগরে তাহার ন্যায় বৃহন্মস্তক আর কাহারও ছিল না। মাক একাকী একটী বৃহৎ বাটীতে বাস করিতেন, এবং মাসান্তরে একবার করিয়া বাটীর বাহির হইতেন। এই কারণে অনেক সময় লোক সন্দেহ করিত যে মাক জীবিত নাই, কিন্তু দিবা দ্বিপ্রহরকালে তাঁহার সেই জনশূন্য বৃহৎ অট্টালিকার ছাদের উপর হইতে অপরিমিত ধূম পুঞ্জ উত্থিত হইতে দেখিয়া তাহাদের সে সন্দেহ তৎক্ষণাৎ দূর হইত। মাক স্বহস্তে আপন রন্ধনাদি ও অন্যান্য সমুদয় গার্হস্থ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। সময়ে সময়ে বৈকাল বেলা মাকের বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া গমন করিলে লোকে তাহার বাটীর ছাদের উপর একটী বৃহন্মস্তককে বেড়াইতে দেখিয়া স্থির করিতেন যে মাক সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছেন।

লোককে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে আমরা একদল দুরন্ত বালক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলাম। সুতরাং মাককে বাটীর বাহিরে দেখিলে আমাদের আমোদের আর পরিসীমা থাকিত না। মাকের বাটীর বাহির হইবার নিরূপিত দিবসে আমরা দলবদ্ধ হইয়া তাহার বাটীর সম্মুখে

উপস্থিত হইতাম, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাক বাটীর বাহির না হইতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতাম।

মাকের বাটীর বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র আমারা সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার সেই পাগড়ী জড়ান বৃহৎ মস্তকটী দেখিতে পাইতাম। তৎপরে তাঁহার সেই কদাকার ক্ষুদ্র শরীর একটী আজানুলম্বিত শিথিল অঙ্গরাখা পরিধান করিয়া বহির্গত হইত। তাহার কটিদেশ হইতে একখানি বৃহৎ তরবারি লম্বিত থাকিত। বাস্তবিক সেই তরবারীখানি এমত বৃহৎ যে মাক তাহা ধারণ করিয়াছে, কিম্বা উহা মাককে ধারণ করিয়াছে, ইহা লোকে সহজে স্থির করিতে পারিত না। সেযাহাহউক মাক যখন এইরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বাটীর বাহিরে আসিতেন, তখন আমাদের আমোদের হুলস্থুলী পড়িয়া যাইত। তখন আমরা আনন্দে করতালি দিয়া উন্মত্তবৎ নাচিতে নাচিতে তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া চলিতাম। মাক সম্মুখে আসিয়া আমাদিগকে যথাবিহিত অভিবাদনপূর্ব্বক অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে পথ অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ দ্রুতবেগে গমন করাতে তাহার পদতলের বৃহৎ পাদুকা খুলিয়া পড়িত অমনি তিনি তাহা ভূমিতলে ঠুকিয়া পুনরায় পায়ে পরিতেন। দুরন্ত বালক আমরা তখন উচ্চৈস্বরে " বেঁটে মাক! বেঁটে মাক!" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতাম। মাকের সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা একটী শ্লেষব্যঞ্জক গীত রচনা করিয়াছিলাম। কখন কখন বা সেই গীতটী ব্যঙ্গ স্বরে গাহিতে গাহিতে আমরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যাইতাম। সেই গীতটী এইরূপ :—

"ওহে বেঁটে বেঁটে বেঁটে মাক!
রূপ দেখে হয়েছি অবাক।
রূপের কথা কই'তে গেলে,
ধরে না হাসি মোদের গালে।
বাস কর ভাই! মস্ত ঘরে,
বেরো(ও) মাসে একবার করে।
মাথাটা কোথা পেলে হে ভাই!
মস্ত দেখি যে আধখানাই।
ঘুরিয়ে মুণ্ড আড়াই পাক,
দৌড়ে ধর ওহে বেঁটে মাক!"

এইরূপে আমরা মাককে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করিতাম। অপরাপর বালকগণের অপেক্ষা আমি অত্যন্ত দুরন্ত ও লোকের অনিষ্ট করিতে তৎপর ছিলাম। অন্যান্য বালকগণ লোকের যে অনিষ্টকর কার্য্য করিতে ভয় করিত, আমি অম্লান বদনে তাহাদিগকে ভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া গালি দিতে দিতে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতাম। সুতরাং আমার সঙ্গিগণ মাকের গাত্র স্পর্শ করিতে সাহস করিত না, কিন্তু আমি প্রায়ই তাহার চাদরের কোণ ধরিয়া পশ্চাৎ হইতে সজোরে আকর্ষণ করিতাম। একবার আমি তাঁহার সেই বৃহৎ জুতার গোড়ালিতে এরূপ বলে এক আঘাত করিয়াছিলাম যে, মাক তাহাতে ভূতলে পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার আমোদ আমি সর্ব্বপ্রধান কৌতুক বলিয়া বোধ করিতাম। এইরূপে আমরা প্রতি মাসে মাককে বিরক্ত ও উপদ্রুত করিতাম, কিন্তু তিনি একদিনের তরেও আমাদের প্রতি কোপ বা রাগের কোন চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। সেযাহাহউক একদিন আমি মাককে এরূপ এক আঘাত করিয়াছিলাম যে, তিনি ক্ষণকাল সে স্থান হইতে উঠিতে পারেন নাই। মাক আমাদিগকে কিছু না বলিয়া বরাবর আমাদের বাটীর অভিমুখে গমন করিতে

লাগিলেন। তখন আমার আর ভয়ের পরিসীমা রহিল না। মাক আমাদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে পর আমি ধীরে ধীরে আমাদের বাটীর বহির্দ্বারের পার্শ্বে গমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দেখিলাম, মাক কিছুক্ষণ পরে আমার পিতার সমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন। আমার পিতা বাটীর বহির্দ্বারদেশে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান সহকারে বিদায় দিলেন। আমার তখন আমোদ পীড়ার ন্যায় বোধ হইল। আমি বহুক্ষণ গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রহিলাম, কিন্তু অবশেষে ক্ষুধায় কাতর হইয়া সে স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আমি ক্ষুধাকে পিতার শতসহস্র বেত্রাঘাত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভয় করিতাম। সুতরাং আর লুকাইয়া থাকিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ আমি শান্তভাবে অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে গমন করিয়া পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম।

আমার পিতা আমাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন "শুনিলাম, আজ তুমি মাককে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছ। আজ আমি মাকের জীবন-কাহিনী তোমার নিকট বলিব, তাহা শুনিলে বোধহয় তুমি আর কখন তাঁহাকে বিরক্ত করিবে না। কিন্তু গল্প বলিবার পূর্ব্বে এবং পরে তোমাকে তোমার দৈনিক নির্দ্ধারিত ঔষধ পান করিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে উহা চিরকাল তোমার স্মৃতির পংক্তিতে খোদিত থাকিবে।"

আমার নিরূপিত দৈনিক ঔষধ আর কিছুই নহে, পঁচিশ বেত্রাঘাত মাত্র। আমার পিতা প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে আমাকে সেই ঔষধ পান করাইতেন। কখন ইহার ব্যতিক্রম হইত না। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ একগাছি লম্বা বেত বাহির করিয়া নির্দ্দয়রূপে আমার করতলে পঁচিশ ঘা আঘাত করিলেন। এইরূপে পিতা আমাকে ঔষধ পান করাইয়া মাকের জীবনবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মাকের পিতার নাম মুক্র। মুক্রও মাকের ন্যায় এইরূপ বিরলে বাস করিতেন, লোকের সহিত বড় একটা মিশিতেন না। তথাপি মক্কা নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিত। মুক্র আপন একমাত্র সন্তান মাকের এইরূপ কদাকার আকৃতি দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি একদিনের তরেও মাককে স্নেহ

বা প্রীতিপূর্ণ কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না; কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে নিরতিশয় যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মার্ক পিতার ঘৃণা ও অযত্নে এবং মাতার স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মার্ক পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় সকল বিষয়ে অজ্ঞ ও পাঠে বীতরাগ ছিলেন। এই কারণে তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার ও নিদারুণ প্রহার করিতেন; কিন্তু মার্ক তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি বা অসন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেন না।

মার্কের পিতার অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না, সুতরাং তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার এক ঐশ্বর্য্যশালী আত্মীয়ের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া সংসারের অনাটন নিবারণ করিতেন। এইরূপে অর্থগ্রহণ করাতে মুক্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঋণজালে জোড়িত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার সেই পরমাত্মীয় তাঁহাকে অর্থ দিতে ক্ষান্ত হইলেন। মুক্র সংসার প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া অগত্যা আপন আবাসবাটীখানি সেই আত্মীয়ের নিকট বন্ধকস্বরূপ রাখিয়া পুনরায় অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলে। এই সময়ে মার্কের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহার স্নেহময়ী জননীও এই সময়ে সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া ইহ জগত পরিত্যাগ করিলেন। এই দুর্ঘটনার কিয়দ্দিবস পরেই আবার তাঁহার পিতা তাহাকে এই দুঃখ পরিপূর্ণ অকূল সংসার-পাথারে ভাসাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন মার্কের দুর্দ্দশার একশেষ হইল।

মার্কের পিতার মৃত্যুর পরদিবস সেই আত্মীয় আসিয়া তাঁহার আবাস বাটী অধিকার করিলেন। মার্ক সেই বাটীতে অবস্থান করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাষাণ-হৃদয় আত্মীয় তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে বাটী হইতে বহির্গত হইতে কহিলেন। তখন সহায়সম্পত্তিহীন মার্ক সজলনয়নে কাতরস্বরে কহিলেন "আমি এক্ষণেই এই আলয় হইতে প্রস্থান করিতেছি, আপনি আমার প্রতি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক কেবল আমার পিতার পুরাতন পরিচ্ছদগুলি প্রদান করুন।"

তাঁহার পিতার আত্মীয় তাঁহার এই প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ পরিচ্ছদগুলি প্রদান করিলেন। তাঁহার পিতা দীর্ঘাকার ও স্থূলকায় পুরুষ ছিলেন; সুতরাং ঐ পরিচ্ছদগুলি ব্যবহারযোগ্য করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। মাক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেক বুদ্ধি ব্যয় করিয়া অবশেষে ঐ পরিচ্ছদগুলির দৈর্ঘ্য ছেদন করিয়া আপন অঙ্গের অনুযায়িক করিলেন, কিন্তু পরিসরভাগ ছেদন না করিলে যে পোষাকগুলি তাঁহার দেহে অত্যন্ত ঢিলা হইবে, ইহা তখন তাঁহার বুদ্ধিতে যোগাইল না। সে যাহা হউক পরিচ্ছদগুলি পরিধান করাতে তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। এখন তোমরা মাককে যে বৃহৎ পাগড়ী, যে দীর্ঘ কটিবন্ধ, যে শিথিল অঙ্গরাখা যে সুবৃহদায়তন-বিশিষ্ট পাজামা পরিধান করিয়া প্রতিমাসে বাটীর বাহির হইতে দেখিতেছ, এই সমুদায়ই তাঁহার পিতার। মাক এইরূপ বেশ ভূষায় আপনাকে সজ্জিত করিয়া একগাছি যষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত পিতার বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার পিতার আত্মীয় দয়াপরবশ হইয়া পাথেয়স্বরূপ তাঁহার হস্তে কয়েকটী মুদ্রা প্রদান করিলেন। মাক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথাবিহিত অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

বাতুল মাক অর্থলাভাশয়ে মনের আনন্দে সমস্ত নগর পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কোথাও অর্থ পাইলেন না। তখন তিনি নৈরাশ্যে নগর পরিত্যাগ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর কালে এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। সেই প্রান্তরের এক স্থানে কতিপয় শ্বেত উপলখণ্ডের উপর সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হওয়াতে দূর হইতে উহা ঝকমক করিতে-ছিল। নির্ব্বোধ মাক সেই প্রস্তরখণ্ডাবলি দেখিবামাত্র সাতিশয় প্রফুল্ল মনে কুড়াইয়া আনিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সমস্ত নিশ্চয়ই হীরকখণ্ডে পরিণত হইবে, কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্ট বশতঃ উহা আর হীরকখণ্ডে পরিণত হইল না। তখন মাক নৈরাশ্যে সে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই প্রান্তরের একস্থানে একটী সুবৃহৎ সরোবর ছিল। সেই সরসীর

বায়ুতাড়িত দর্পণবৎ স্বচ্ছ সলিলোপরি মধ্যাহ্নকালের দীপ্যমান ভাস্কর উজ্জ্বল আলোকময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হওয়াতে এক অপূর্ব্ব মনোহারিণী শোভা সমুৎপাদিত হইয়াছিল। মাক সেই শোভা অবলোকন করিবামাত্র আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, উহা নিশ্চয়ই কোন খনিস্থান ঐ স্থানে নিশ্চয়ই অযুত অযুত হীরকখণ্ড ও রাশি রাশি মণিমাণিক্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মাক মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া সেই দিকে বেগে গমন করিলেন, কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র সেই কুহকময়ী প্রতিচ্ছায়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইল। তখন তিনি নৈরাশ্যে ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই প্রান্তরের অপর একস্থানে রাশি রাশি বালুকাকণা উজ্জ্বল রবিকরে ঝিকমিক করিতেছিল। মাক সেই বালুকাকণাকে স্বর্ণকণা মনে করিয়া পরমানন্দে দ্রুতপদে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু হায়! কি দুর্ভাগ্য! নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তখন তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এক্ষণে তিনি এক নব জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সে যাহা হউক, মাক এইরূপে কল্পনা আশার অনুসরণে দুই দিন বৃথা পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া ও পরিশ্রমে এককালীন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তিনি অর্থোপার্জ্জন করা যেরূপ সহজ মনে করিয়াছিলেন এক্ষণে উহা তাঁহার পক্ষে ততোধিক দুরূহ বোধ হইল। এক্ষণে সেই প্রান্তরস্থ বৃক্ষের স্বভাবজাত ফলই তাহার একমাত্র আহার এবং কঠিন মৃত্তিকাই একমাত্র শয্যা স্বরূপ হইল।

তৃতীয় দিবস সায়ংকালে মাক একটী পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে করিতে সুদূরব্যবস্থিত একটি মনোহর নগর দেখিতে পাইলেন। আকাশের পূর্ণ চন্দ্রের বিমল কিরণে সেই নগরের উন্নত সৌধরাজি বিভাসিত হইয়াছিল। সেই নগরের সৌধশিখরস্থ সুনীল পতাকাশ্রেণী বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া যেন ইঙ্গিতে মাককে তথায় গমন করিতে আহ্বান করিতেছিল। মাক অনিমিষ লোচনে সেই অপূর্ব্ব প্রাকৃত শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্ষণ-

কাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মনে মনে কহিলেন, "মাক! এত দুঃখ এত কষ্টের পর আজ বুঝি তোমার শুভাদৃষ্ট বশতঃ এই পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছেন। ঐ নগরে নিশ্চয়ই তুমি তোমার আশানুরূপ ফল লাভ করিবে।" দুই দিবসের ক্লান্তিসত্ত্বেও মাক আনন্দে লাফাইয়া কহিলেন, "হয় এইস্থানে না হয় আর কোথাও নয়।"

এই কথা বলিয়া মাক গিরিশিখর হইতে অবরোহণ করিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে সেই নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মাক গিরিশৃঙ্গ হইতে নগরটীকে নিকটস্থ বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত রজনী পরিভ্রমণ করিয়াও তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরকালে মাক নগরতোরণে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে মাক ক্ষুধা তৃষ্ণায় ও সমস্ত রজনীর পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি আপনা আপনি কাঁপিতে কাঁপিতে একবারে বিবশ হইল; সুতরাং তোরণসম্মুখস্থ একটী উন্নত তাল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া তিনি নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মাক আপন অঙ্গের পোষাকাদি গুছাইয়া পরিচ্ছদগুলি সুচারুরূপে পরিধান করিয়া সেই নগরের প্রত্যেক পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার আগমনে কোন বাটীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল না কিম্বা কেহই এই কথা বলিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ করিল না, "বাটুল মাক! আমার বাটীতে কিঞ্চিৎ জলযোগ ও বিশ্রাম করিতে আইস।"

এইরূপে মাক বৃথা পর্যটন করিয়া সাতিশয় ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া নৈরাশে একটী সুন্দর সৌধের নিম্নে উপবেশন করিলেন। তিনি অনিমিষ লোচনে আশাপূর্ণ কটাক্ষে সেই উন্নত সৌধটী নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে উহার দ্বিতলস্থ একটী গৃহের বাতায়নদ্বার উন্মুক্ত করিয়া একজন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা আপন তুষারধবল মস্তকটী বহির্গত করিয়া গীতিস্বরে নিম্নোলিখিত কবিতাটী দুই তিনবার আবৃত্তি করিলেন:--

"উপরে আয়, উপরে আয়,
তৈয়েরি খাবার সমুদায়।
রেঁধিছি আমি মোহনভোগ—
দুধে ছানা চিনি দিয়ে যোগ।
জ্ঞাতি বন্ধু যে যেখানে আছে,
ডেকে নিয়ে আয় মোর কাছে।
দিব আমি নানান্ খাবার,
মনসুখে কর্‌বি আহার।
আয় রে বাপ! শীগ্গির আয়,
খাবার বেলা উত্‌রে যায়।"

মাক দেখিলেন, বৃদ্ধার কবিতাটী বলা শেষ হইবামাত্র সেই সৌধের বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; অমনি পালে পালে কুকুর ও বিড়াল সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মাক সেই স্থানে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া বৃদ্ধার এই অভিনব প্রকারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য কিনা, এই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে মাক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, বৃদ্ধা যখন নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিলে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়। অতএব বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধার রন্ধিত সুস্বাদু মোহনভোগ ভক্ষণ করা বিধেয়। তখন তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুইটী বিড়ালশাবক মাকের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিল। মাক তাহাদিগকে রন্ধনশালায় যাইবার পথপ্রদর্শক করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কারণ তাহারা সেই বাটীর কোথায় রন্ধনশালা আছে, তাহা মাকের অপেক্ষা ভালরূপ জানিত।

মাক তাহাদের সমভিব্যাহারে দ্বিতলস্থ একটী বৃহদাগারে উপস্থিত হইলেন। সেই ঘরের চতুর্দ্দিকে সুবর্ণপাত্রে নানাবিধ উপাদেয় আহার

সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত ছিল। অসংখ্য বিড়াল ও কুকুর সারি সারি উপবেশন করিয়া সেই উপাদেয় আহার সামগ্রী মনের আনন্দে আহার করিতেছিল। ইহাতে মাক অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি তিন দিন অনাহারে রহিয়াছেন, আর কিনা নীচ জন্তু এমন উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণ করিতেছে? ইহা কি তাঁহার প্রাণে সহ্য হয়? তিনি আপন হস্ত স্থিত যষ্টিদ্বারা একটী কুকুরকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার আহারসামগ্রী ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়াতে কুকুরটী বিকৃতস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু মাক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র সে সমস্ত দ্রব্য উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। কুকুরের চীৎকারে নিমন্ত্রণকারিণী বৃদ্ধা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া মাকের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বিরক্তসহকারে কহিলেন "আরে মলো! একিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারটা আবার কোথা থেকে এল!"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া মাক স্থির বদনে কহিলেন, "আপনার সুস্বাদু মোহনভোগ খাইবার জন্য এই কতক্ষণ আপনি সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন সুতরাং নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিলে আপনার অসম্মান করা হয় ও পাছে আপনি কিছু মনে করেন, এই ভাবিয়া আপনার বাটীতে আহার করিতে আসিয়াছি, এতদ্ব্যতীত আজ আমার ক্ষুধাটাও কিছু বেশীমাত্রায় ছিল।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "ওহে রূপবান! এ পৃথিবীতে বুঝি তোমার বাস নয়? তুমি আসমান থেকে এসেছ, না? এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে যে, মহারাণী আহাভাজী তাঁহার প্রিয়পাত্র বিড়াল কুকুরদের জন্যই রন্ধন করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে তিনি তাহাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশিগণকে নিমন্ত্রণ করেন। ইহা কি তুমি জান না? এক্ষণে ভাল চাওত সহমানে প্রস্থান কর, নতুবা গলাধাক্কা দিয়া বাটী থেকে বাহির করিয়া দিব।"

বাঁটুল মাক তখন রাজ্ঞী আহাভাজীকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "রাজ্ঞি! ইহা আমি জানিতাম না, আমাকে ক্ষমা করুন।"

মহারাণী আহাভাজী কহিলেন, "যদি তুমি ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত না করিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতে, তাহাহইলে তোমাকে মাপ

করিতাম কিন্তু তুমি সে প্রকৃতির লোক নও, তবে কি জন্য তোমাকে ক্ষমা করিব ?”

তখন মাক তাঁহার প্রতি বাজী আহাভাজীর দয়া উদ্রেক করিবার জন্য সজলনয়নে সকরুণস্বরে কহিলেন, “আমি অতি হুর্ভাগা, এজীবনে সৌভাগ্য এক দিনের তরেও আমার প্রতি কৃপানয়নে কটাক্ষ-পাত করে নাই। অনাহারে তুইদিন অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে আমার এমন ক্ষমতা নাই যে এস্থান হইতে একপদ চলিতে পারি। আজ অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার কুকুর বিড়ালের সহিত একত্রে আহার করিতে দিন।”

ইহা বলিয়া মাক আপন জীবনবৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত একে একে বিবৃত করিলেন। মাকের করুণ কাহিনীতে বৃদ্ধার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তখন তাঁহাকে বহুযত্নপূর্ব্বক খাদ্যাদি প্রদান করিলেন। মাক ঔদরিকের ন্যায় প্রচুর খাদ্য ভক্ষণ করিয়া জঠরানল নিবৃত্ত করিলেন। বৃদ্ধা আহাভাজী মাকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, বাঁটুল মাক। তুমি আমার আলয়ে অবস্থান কর। আমি তোমাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিব। এখানে তোমাকে অতি যৎসামান্যই কাজ করিতে দিব। কি বল, ইহাতে তোমার মন কি ?”

মাক বিড়াল কুকুরের উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে বাজী আহাভাজীর কথায় সম্মত হইয়া সেই দিন হইতে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিলেন। বাস্তবিক সেই দিন হইতে মাককে অতি যৎসামান্য কার্য্যই করিতে হইত। আহাভাজার তুইটি বিড়াল ও চারিটী বিড়ালশাবক ছিল। মাক প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া ঈষদুষ্ণ জলে সেই বিড়ালকয়েকটির গাত্র ধৌত করিয়া দিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা মুছাইয়া দিতেন। এইরূপে তাহাদিগকে পরিষ্কৃত করিয়া তিনি তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি আতর গোলাপ মাখাইয়া দিতেন। বৃদ্ধা আহাভাজী বাটি হইতে বহির্গত হইলে সেই বিড়ালগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহারই উপর পড়িত। তাহাদিগের আহারের সময় সমুপস্থিত হইলে মাক সুবর্ণপাত্রে উপাদেয় আহার সামগ্রী সজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার

করাইতেন, এবং রাত্রিকালে তাহাদিগকে একটী ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্কোপরিস্থ সুকোমল মকমলের শয্যায় শয়ন করাইয়া একখানি বহুমূল্য কিংখাপের চাদরে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দিতেন এই কয়েকটী বিড়াল ব্যতীত আহাভাজীর আরও কতিপয় কুকুর ছিল। তাহাদের সেবা তাঁহাকে করিতে হইত বটে, কিন্তু বিড়ালদিগের ন্যায় ইহাদিগকে তাদৃশ যত্ন করিতে হইত না। কারণ আহাভাজী কুকুরদিগের অপেক্ষা বিড়ালদিগকে অধিক ভাল বাসিতেন। অধিকন্তু একদিন তিনি মারকে বলিয়া ছিলেন যে, বিড়ালগণ তাঁহার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, ইহাদিগকে যত্ন ও সেবা করিবার যেন কোন ত্রুটি না হয়। এইরূপে মারক সংসামান্য কার্য্য করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মহারাণী আহাভাজী মারকের কার্য্যপরম্পরায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা মারকে এতাধিক বিশ্বাস করিতে লাগিলেন যে, তাহার উপর সমস্ত বিষয়ের ভার অর্পণ করিয়া সমস্ত দিন বাটীতে অনুপস্থিত থাকিতেন। বৃদ্ধার অপর কোন দাস দাসী কিম্বা আত্মীয় কুটুম্ব ছিল না; সুতরাং মারক একাকী সেই বৃহৎ বাটীতে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক মারও চির অভ্যাস বশতঃ এইরূপ নির্জ্জনে বাস করিতে ভাল বাসিতেন। এইরূপে মারক রাজ্ঞী আহাভাজীর বিশ্বাসপাত্র হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সময়ে সময়ে ভাবিতেন যে, তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল এই প্রাসাদে এইরূপ সুখস্বচ্ছন্দতায় অতিবাহিত হইবে, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহার ভবিষ্যতের আশা অচিরকালমধ্যেই লয় পাইল। শীঘ্রই এক বিষম অসুবিধা উপস্থিত হওয়াতে তিনি আহাভাজীর আলয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

বৃদ্ধার আলয়ে মারকের কর্ম্মারম্ভ কাল অতীত হইতে না হইতে বিড়ালগণ অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। বৃদ্ধা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেই তাহারা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া গৃহের কোন স্থানে বহুমূল্য দ্রব্য সজ্জিত দেখিতে পাইলেই লম্ফপ্রদান করিয়া তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা প্রত্যহ সন্ধ্যার অব্যবহিতপূর্ব্বে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন

করিতেন। সুতরাং সেই সময়ে এই অনার্জ্জব বিড়ালগণ তাহাদের কর্ত্রীর আগমনকাল উপস্থিত জানিয়া নিরীহ ভালমানুষের ন্যায় গৃহের এক-পার্শ্বে বসিয়া শান্তভাবে পরস্পর ক্রীড়া করিতে লাগিল। রাজ্ঞী আহাভাজী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তাহার গৃহের অধিকাংশ মূল্যবান দ্রব্য নষ্ট ও ভগ্ন হইয়াছে। ইহাতে তিনি সাতিশয় কুপিতা হইয়া মাকের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে তিরস্কার ও প্রহার করিলেন। মাক আত্মদোষ প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কর্ত্রীর সে ভ্রম অপনয়ন করিতে পারিলেন না। রাজ্ঞী তাঁহার বিড়ালগণকে শান্তভাবে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া স্থির করিলেন যে, মাক ভিন্ন কখনই তাঁহার শান্তস্বভাব বিড়ালগণ এই অপকর্ম্মের অভিনেতা নহে। এইরূপে দুষ্টস্বভাব বিড়ালগণ প্রত্যহ উপদ্রব করিয়া মাককে ব্যতি-ব্যস্ত করিতে লাগিল।

এই বিষম অন্তরায় উপস্থিত হওয়াতে অগত্যা মাক বৃদ্ধার আলয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু নিঃসম্বলে পথ পর্য্যটন করা কতদূর কষ্ট কর ইহা তিনি ভালরূপ অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, বৃদ্ধার নিকট হইতে তাহার বেতন গ্রহণ না করিয়া কখন বাটী ত্যাগ করিবেন না। তিনি প্রত্যহ আহাভাজীর নিকট আপন প্রাপ্য বেতন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা প্রত্যহ তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তুমি আমার যে সকল বহুমূল্য দ্রব্য নষ্ট করিয়াছ, অগ্রে তাহার ন্যায্য মূল্য প্রদান কর, তৎপরে তোমার বেতন যাচ্ঞা করিও।"

মাক তখন বেতন আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অন্য উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতে যত্নবান হইলেন। বৃদ্ধার আলয়স্থ একটী গৃহের দ্বার সদা সর্ব্বদাই আবদ্ধ থাকিত। মাক একদিনও সে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বৃদ্ধাকে সেই গৃহে প্রবেশ করিতে দেখেন নাই, কিন্তু তিনি প্রায়ই রজনীযোগে সেই গৃহমধ্যে অর্থের মধুর ঠুনঠুন ধ্বনি শুনিতে পাইতেন। এক্ষণে সেই গৃহ মাকের চিত্ত আকর্ষণ করিল। মাক তখন স্থির করিলেন যে, এই গৃহে নিশ্চয়ই বৃদ্ধার ধনরাশি সঞ্চিত আছে যদি তিনি এই গৃহমধ্যে একবার

প্রবেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার আশা কখন বিফল হইবে না। মাক মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে রাজ্ঞী আহাভার্জী বাটী হইতে বহির্গত হইলে। তাঁহার একটী ক্ষুদ্রকায় কুকুর মাকের নিকটে আসিয়া তাঁহার সেই শিথিল অঙ্গরাখার একপ্রান্ত দংশন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার সেই আকর্ষণে মাকের স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে সে তাঁহাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। বৃদ্ধা ঐ কুকুরটীকে অত্যন্ত ঘৃণা ও তাচ্ছল্য করিতেন, কিন্তু মাক তাহাকে নিরতিশয় যত্ন ও স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিতেন। এই কারণে ঐ কুকুরটী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। সে যাহা হউক মাক ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। কুকুর মাককে বৃদ্ধার শয়নাগারে লইয়া গেল। মাক সাশ্চর্য্যে দেখিলেন যে, সে বৃদ্ধার শয্যার একপ্রান্তে নখাঘাত করিতেছে। মাক তৎক্ষণাৎ শয্যার সেই প্রান্তভাগ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, তন্নিম্নে একটী চাবি রহিয়াছে। মাক সেই চাবিটী গ্রহণ করিবার মাত্র কুকুর পুনরায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মাক পরমানন্দে কুকুরের মনোভিপ্রায়ে বৃদ্ধার শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইলেন। এতদিন তিনি কত চেষ্টা করিয়া যে গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন নাই,—ইহা সেই গৃহ। যে গৃহে মহারাণী আহাভার্জীর ধনরাশি সঞ্চিত ছিল,—ইহা সেই। মাক তৎক্ষণাৎ গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মাক অর্থলাভাশয়ে সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে ধনপাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্ট বশতঃ এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হইলেন না, মাক দেখিলেন, পুরাতন জীর্ণ পরিচ্ছদ ও জঘন্যাকৃতি কাংস্যপাত্র সকল সেই গৃহে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মাক তখন নৈরাশ্যে সেই গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সহসা একটী দ্রব্যে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। ঐ দ্রব্যটী স্ফটিকমণি নির্ম্মিত, উহার উপরিভাগে স্ফটিকময়ী মনোহারিণী এক নারীমূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল। মাক উহা গ্রহণ করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ

সহসা উহা তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া ভূমে নিপতিত হওয়াতে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল।

এই অপকর্ম্ম সঙ্ঘটিত হওয়াতে ভয়ে নৈরাশে মাকের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, মুখমণ্ডল বিশুষ্ক হইয়া গেল, অপরিমিত স্বেদবারি নির্গমে গাত্রাবরণ পরিসিক্ত হইল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল নিস্পন্দের ন্যায় সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। যদি তিনি তৎক্ষণাৎ সে আলয় হইতে পলায়ন না করেন, তাহা হইলে রাজ্ঞী আহাভাজী তাঁহাকে আর জীবিত রাখিবেন না। মাক মুহূর্ত্তের জন্য এইরূপ চিন্তা করিয়া পর্য্যটন-যোগ্য কোন দ্রব্য গ্রহণাভিলাষে সেই গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় এক জোড়া সুবৃহৎ বদর্য্য পাদুকার উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। মাকের পাদুকা ছিন্ন হওয়াতে উহা একেবারে ব্যবহারাযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে উহা মাকের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় বোধ হইল। মাক ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে আপন ছিন্ন পাদুকা সেই স্থানে রাখিয়া সেই বৃহৎ বিনামা পরিধান করিলেন। সেই গৃহের এক প্রান্তে হস্তিদন্তনির্ম্মিত একগাছি সুন্দর যষ্টি অবস্থিতি করিতেছিল। মাক উহা দেখিবামাত্র সযত্নে গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি দ্রুতপাদবিক্ষেপে আপনার শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পিতার পুরাতন পরিচ্ছদগুলি একে একে পরিলেন। সুবৃহৎ শিরস্ত্রাণে মস্তক রক্ষা করিয়া সুদীর্ঘ তরবারী কটিবন্ধে বাঁধিয়া মাক বৃদ্ধার আলয় হইতে বহির্গত হইলেন। রাজ্ঞী আহাভাজীর ভয়ে উদ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে নগরতোরণ উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন; তথাপি তাঁহার পদের বিরাম নাই, তিনি অবিশ্রান্ত দৌড়াইতে লাগিলেন। মাক এ জীবনে কখন এত দ্রুতবেগে দৌড়ান নাই। এই কারণে মাক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন তাঁহার স্পষ্ট বোধগম্য হইল যেন কে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অবশেষে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া মাক জানিতে পারিলেন যে, পাদুকাদ্বয় অদ্ভুত ক্ষমতাবলে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন মাক পাদুকাদ্বয়ের বেগ সংযত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে

পারিলেন না, পাদুকাদ্বয় অবিশ্রান্ত তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তখন মাক অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া ভয়ে নৈরাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, " হোয়া !—ও হোয়া !—হোয়া ! এই ভয়বিহ্বল বাক্যগুলি মাকের বদন হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র অমনি পাদুকাদ্বয় দৌড়াইতে বিরত হইল। তখন মাক পরিশ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

এই পাদুকাদ্বয় পাইয়া মাকের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন,—এত দিনের পর তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। এই অদ্ভুত পাদুকার অদ্ভুত ক্ষমতাবলে এই কুটিল জগতে সুখস্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার আবশ্যকীয় অর্থ উপার্জ্জন করিতে এত দিনের পর তিনি সক্ষম হইবেন। রাজ্ঞী আহাভাজীর আদেশে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার এত দিনের পর সার্থক হইল। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে তিনি সেই পোষ্মাের ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন। শ্রমাধিক্য বশতঃ তাঁহার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং শয়ন করিবামাত্র অচিরকালমধ্যেই তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সেই সুপ্তাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, দেখিলেন,——যে কুকুরের সহায়তায় তিনি পাদুকাদ্বয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই কুকুর রাজ্ঞী আহাভাজীর অনুগ্রপালিত সেই ক্ষুদ্রকায় কুকুর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "হুজুর! এখনও আপনি এই পাদুকার অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় সম্যকরূপ অবগত হয়েন নাই। আমি ইহার ব্যবহার ও অদ্ভুত গুণপনার কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন,——যদ্যপি আপনি এই পাদুকা পরিধান করিয়া একপদ শূন্যে উত্তোলন পূর্ব্বক অপর পদের গোড়ালির উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া তিনবার ঘুরিয়া বেড়ান তাহা হইলে এই পাদুকা মুহূর্ত্তকালমধ্যে আপনাকে আকাশমার্গ দিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। আর ঐ যে মনোহর যষ্টি আপনি রাজ্ঞীর আলয় হইতে আনয়ন করিয়াছেন, উহার আনুকূল্যে আপনি অচিরকালমধ্যে প্রভূত ঐশ্বর্য্যরাশির অধিপতি হইতে পারিবেন। কারণ যে ভূগর্ভে স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য নিহিত থাকিবে ঐ যষ্টি দ্বারা তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন। ঐ যষ্টি স্বর্ণপ্রোথিত

ভূভাগের উপর তিনবার ও রোপ্যপ্রোথিত ভূভাগের উপর দুইবার আঘাত করিবে।" এই কথা বলিয়া কুকুর তাঁহার সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল। তখন মাক জাগরিত হইলেন, অমনি ঐ অদ্ভুত স্বপ্ন তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হইল। তিনি ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে উহার পরিক্ষা গ্রহণ করিতে তৎপর হইলেন। মাক সেই বিনামাদ্বয় পদতলে পরিধান করিলেন, এবং স্বপ্ন দৃষ্ট সেই কুকুরের কথানুসারে একপদ শূন্যে উত্তোলন পূর্ব্বক অপর পদের গোড়ালির উপর সমস্ত শরীরের ভারার্পণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার বৃহন্মস্তকের ভারে ভূতলে পতিত হইয়া আহত হইলেন।

এইরূপে হতভাগ্য মাক অনেকবার ভূতলে পতিত হইয়া নাসিকায় ও মুখে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি একেবারে নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি তাঁহার সমস্ত আয়াস ও যত্ন একত্রিত করিয়া বারবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার আয়াস বিফল হইতে লাগিল। অবশেষে কতক্ষণ পরে তাঁহার মহীয়সী উদ্যমশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায়প্রভাবে তিনি সেকার্য্যে সফলতা লাভ করিলেন। তখন মাক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেই পাদুকাদ্বয়কে একটী মহানগরীতে তাঁহাকে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পাদুকাদ্বয় এই আজ্ঞা পাইবার মাত্র মাককে বহন করিয়া শূন্যে উত্থিত হইল, এবং তড়িদ্বেগে আকাশের ঘন মেঘস্তুপের মধ্য দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে লাগিল। ভয়ে মাক আঁখিদ্বয় নিমীলিত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি চাহিয়া দেখিলেন,— তিনি একটী বৃহৎ বাজারে উপনীত হইয়াছেন। সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে আপণশ্রেণী নানাবিধ মনোহর পণ্যদ্রব্যে সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আপণিকগণ আপন আপন দ্রব্যের গৌরব সম্বর্দ্ধন করিয়া ক্রেতাগণকে মুগ্ধ করিতেছে। কত শত ব্যক্তি নানা কার্য্যোদ্দেশে সেই স্থানের রাজবর্ত্ম দিয়া ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে। মাক ক্ষণকাল সেই স্থানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া এতদপেক্ষা একটী নির্জ্জন স্থানে গমন করা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কারণ বাজারে নানাপ্রকার প্রকৃতির লোক আগমন করিয়া থাকে। তাহাদের

মধ্যে হয়ত কেহ তাঁহার বৃহৎ পাদুকা চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে পারে, কেহ বা হয়ত তাঁহাকে জঘন্য উপহাসে উপদ্রুত করিতে পারে, আবার হয়ত কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাহার সুদীর্ঘ তরবারি আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিতে পারে। মাক ক্ষণকাল এইরূপ জ্ঞানীর ন্যায় বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

অতঃপর মাক কি প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতে সমক্ষম হইবেন এই বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি তাঁহার অন্তর্হিত যষ্টি সাহায্যে ভূগর্ভ নিহিত রজত কাঞ্চন বাহির করিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে পারিবেন; কিন্তু ক্ষণবিলম্বে তাঁহার সে বিশ্বাস অপনীত হইল। কারণ যে স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য প্রোথিত আছে, সে স্থান কোথায় কি প্রকারে জানিতে পারিবেন? অবশেষে তাঁহার পাদুকার অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় তাঁহার স্মরণে আসিল। তখন তিনি আনন্দিত হইয়া মনে মনে কহিলেন, "এই পাদুকাবলে নিশ্চয়ই আমি আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।" তিনি স্থির করিলেন যে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট তাঁহার দৌত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি অনুমান করিলেন যে অন্যান্য ব্যক্তিগণের অপেক্ষা সেই নগরের অধিপতি তাঁহাকে ঐ কর্ম্মের জন্য অধিক বেতন দিতে সক্ষম হইবেন। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মাক পথিপার্শ্বস্থ এক ব্যক্তির নিকট হইতে রাজ প্রাসাদে যাইবার পথ জ্ঞাত হইয়া সেই দিকে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি প্রাসাদ তোরণে উপস্থিত হইয়া একজন প্রহরিকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। প্রহরী তখন তাহাদের অধ্যক্ষকে ডাকিয়া দিল। রক্ষকাধ্যক্ষ প্রাসাদতোরণে আগমন করিয়া মাককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এস্থানে কি জন্য আসিয়াছ?"

মাক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

অধ্যক্ষ সাহঙ্কারে কহিলেন, "রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার তোমার ন্যায় ব্যক্তির কিসের প্রয়োজন?"

ম্যাক বিনীতভাবে কহিলেন, আমি তাঁহার নিকট তাঁহার প্রধান বার্ত্তাবহের পদ প্রার্থনা করিব।

এই কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ ম্যাকের আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "আ নির্ব্বোধ। তোমার ঐ ক্ষুদ্রপদ—— চারি অঙ্গুলি প্রমাণ ক্ষুদ্রপদ সহায়ে রাজার প্রধান বার্ত্তাবহেরপদ যাচ্ঞা কর। যাও যাও। তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ বাতুলের সহিত কথোপকথন করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিবার জন্য এ স্থানে আমি আসি নাই।"

ম্যাক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনম্রস্বরে উত্তর করিলেন, "হুজুর: আল্লার দিব্য, আমি যে কার্য্যভার প্রার্থনা করিতেছি, তাহা নিরাপদে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব। না হয় আপনি আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, আমি তাহার জাজ্জ্বল্যমাণ প্রমাণ দিতে স্বীকৃত আছি। জাঁহাপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্ত্তাবহকে যদি দ্রুতগমনে পরাজয় করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি চিরকারাদণ্ড ভোগ করিব। যে সংবাদ বহন করিয়া আনিতে প্রধান বার্ত্তাবহের দুই ঘণ্টাকাল অতীত হইবে, আমি সে বার্ত্তা অর্দ্ধঘণ্টার অনধিক কাল মধ্যে অনায়াসে বহন করিয়া আনিতে সক্ষম হইব। ইহার অন্যথা হইলে—ঈশ্বর সাক্ষী—আপনি আমার যে দণ্ড দিবেন, তাহাই আমি অবনত শিরে গ্রহণ করিব।"

রক্ষকাধ্যক্ষ তখন মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহা বড় মন্দ কৌতুক নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ ম্যাককে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটী সুন্দর সজ্জিত গৃহ ম্যাকের বাসের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। ম্যাক সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজসূপকার আসিয়া তাঁহাকে নানাবিধ উপাদেয় আহারসামগ্রী প্রদান করিলেন। ম্যাক জন্মাবধি কখন এরূপ সুস্বাদু দ্রব্য জিহ্বায় স্পর্শ করেন নাই; সুতরাং আহার করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। অনন্তর রক্ষকাধ্যক্ষ স্বয়ং রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ম্যাকের বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। রাজা অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয়; সুতরাং অধ্যক্ষের প্রমুখাৎ ম্যাকের এই হাস্যোদ্দীপক দেহাকৃতি ও তাঁহার প্রলাপজনক প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অধ্যক্ষকে সেই

কৌতুকজনক দৃশ্যের সমস্ত আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। অধ্যক্ষ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনার্থ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে মাকের পরীক্ষাস্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। মুহূর্ত্তকালমধ্যে তথায় দর্শকমণ্ডলীর উপবেশনার্থ সারি সারি কাষ্ঠমঞ্চ নির্ম্মিত হইল। একটী সর্ব্বোচ্চ মঞ্চোপরি রাজাসন স্থাপিত হইল; রবিকর নিবারণার্থ সেই রাজাসনের উপরিভাগে কারুকার্য্যখচিত মনোহর নীল বিতান শোভিত হইল। বেলা অপরাহ্নে মাকের পরীক্ষার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। অনধিক কাল মধ্যে মাকের পরীক্ষার কথা রাজ্যের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং সেই সময়ে তথায় বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। এই অহঙ্কারী বামন বীরের কৌতুক দেখিবার জন্য অসংখ্য দর্শকমণ্ডলী দূরস্থান হইতে আগমন করিয়া তথায় রেলারেলি সমবেত হইতে লাগিল।

অপরাহ্ন বেলায় রাজা পুত্রকন্যাগণ সমভিব্যাহারে রঙ্গস্থলে আগমন করিয়া মঞ্চোপরিস্থ আসনে সমাসীন হইলেন। সমবেত দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন মাককে তথায় আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করা হইল। রাজাদেশে মাক তৎক্ষণাৎ অভিনয়স্থলে প্রবেশ করিয়া মন্দ মন্দ পাদবিক্ষেপে মঞ্চের নিকট গমন করিয়া অবনত মস্তকে রাজাকে অভিবাদন করিলেন। খর্ব্বাকৃতি মাক দর্শকবৃন্দের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইবামাত্র তাঁহাদের বদন হইতে আনন্দধ্বনি বিনির্গত হইতে লাগিল। কারণ ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা কখন এরূপ অদ্ভুত আকারের মনুষ্য দর্শন করেন নাই, সুতরাং তাঁহারা মাককে এই ক্ষুদ্র শরীরে এতাধিক বৃহন্মস্তক, দেহে জীর্ণপ্রায় শিথিল অঙ্গবাস, কটিদেশে সুবৃহৎ তরবারী হস্তে তাঁহার দেহায়তনাপেক্ষা সুদীর্ঘ যষ্টি প্রভৃতি একে একে দর্শন করিয়া কিছুতেই তাঁহাদের উচ্চহাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সে যাহা হউক মাক উপহাসকারী দর্শক বৃন্দের প্রতি দৃকপাত করিলেন না। তিনি আপন হস্তস্থিত যষ্টির উপর ভার দিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র শরীর ঈষৎ হেলাইয়া সাহঙ্কারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অধ্যক্ষ রাজাদেশে সেই নগরের একজন বলিষ্ঠ দ্রুতগামী কাফ্রিকে মাকের প্রতিযোগী হইবার উপযুক্ত পাত্র

বিবেচনা করিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই ব্যক্তি পুরস্কার-লোভে কিছুক্ষণ পরে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া মাকের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তখন উভয়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সঙ্কেত করিবার ভার সাহাজাদী আমেরেজার উপর প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে সঙ্কেতসূচক বংশীধ্বনি করিবার মাত্র অমনি দুইজনে দুইটী তীরের ন্যায় নক্ষত্রবেগে প্রাঙ্গণের উপর দৌড়াইলেন।

প্রথমে মাকের প্রতিপক্ষ মাককে পশ্চাতে রাখিয়া কিয়দ্দূর অগ্রগামী হইয়াছিল; কিন্তু মাক তাঁহার সেই অদ্ভুত পাদুকাসহায়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া নিমেষমধ্যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে কতক্ষণ পরে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ঘর্ম্মসিক্ত কলেবরে তথায় উপস্থিত হইল। এই অচিন্তনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ে যুগপৎহর্ষ বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। রাজা ও রাজতনয়গণ করতালী প্রদান পূর্ব্বক দর্শকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। তখন তাঁহারা সমস্বরে মুক্তকণ্ঠে মাকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন, "অদাকার অভিনয়ে মাক অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিল। আল্লা মাককে দীর্ঘজীবী করুন।"

তৎক্ষণাৎ রাজমঞ্চের সম্মুখে মাককে আনয়ন করা হইল। তখন মাক অবনতশিরে রাজাকে অভিবাদন করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, "জাঁহাপনা! আজ আমি আমার অদ্ভুত গুণপনা ও কার্য্যদক্ষতার কণামাত্র আপনাকে প্রদর্শন করাইলাম। এক্ষণে আপনার ন্যায় অতুলবিক্রম রাজশ্রেষ্ঠের নিকট হইতে সামান্য বার্ত্তাবহের পদ প্রাপ্ত হইলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।"

"না," রাজা সানন্দে উত্তর করিলেন, "না, আজ হইতে তুমি আমার প্রধান বার্ত্তাবহের পদ প্রাপ্ত হইলে। আজ হইতে তোমার মাসিক বেতন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা নির্দ্ধারিত হইল। আজ হইতে রাজপ্রাসাদে তোমার চিরবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।"



বাঁটুল নাক।

রাজার এই কথা শুনিয়া মাক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে এত-দিনের পর তাঁহার সৌভাগ্যদীপ্তি উজ্জ্বলতররূপে প্রদীপ্ত হইল। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়াকাশে জীবনের সুখতারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। এই-রূপ সুখকর চিন্তাস্রোতে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে যাহা হউক মাক সেই দিন হইতে রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। যদি কখন কোন গোপনীয় সংবাদ আনয়ন করিবার আবশ্যক হইত, তাহা হইলে রাজা সে কার্য্যভার নিঃশঙ্কচিত্তে মাকের উপরই সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই-তেন। মাকও তাহা স্বল্প সময়ের মধ্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া রাজার বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অপ্রতিহত সুখস্বচ্ছন্দতায় মাকের জীবনের দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইল।

মাকের এইরূপ অভ্যুদয়ে অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তি রাজ্যে থাকিতে কিনা অযোগ্য মাক—একজন সামান্য বামন রাজার প্রণয়পাত্র হইয়া উচ্চ-পদে অভিষিক্ত হইল? দ্রুতগমনব্যতীত যার আর কোন গুণ নাই, সে কিনা অন্ধ রাজাকে ভুলাইয়া তাঁহাদের সুখের পথে কণ্টকরাশি নিক্ষেপ করিল? মাক রাজার স্নেহপাত্র হইয়া সুখে বাস করিতেছে, আর তাঁহারা স্নেহবর্জ্জিত হইয়া দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছেন, এই বৈষম্য কি তাঁহারা প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারেন? এইরূপ ঈর্ষাপরিপূর্ণ চিন্তাস্রোতে তাঁহাদের হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। তখন তাঁহারা মাকের উচ্ছেদসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া তাহার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। মাককে পদদলিত করিবার জন্য তাঁহারা নানা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মাকের প্রতি তাঁহাদের এই অবিবেচক পক্ষপাতী রাজার স্নেহের হ্রাস করিতে তাঁহাদের সকল আয়াস সকল চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। অধিকন্তু রাজা মাককে উত্তরোত্তর আরও উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদের ঈর্ষানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা এই উৎকট বৈরনির্য্যাতনের বশবর্ত্তি হইয়া মাকের এত অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন, ইহা মাক ভ্রমেও একবার ভাবেন নাই। যদি তিনি একবার ইহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহার প্রতি

বিধানের উপায় স্থির করিতেন। মাক কেবলমাত্র দেখিলেন, তাঁহার সহকর্ম্মচারিগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার প্রতি সরল দৃষ্টিও সদয় ব্যবহার করিতেছেন না। এই কারণে তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই উন্নীত অবস্থায় মাক তাঁহার অদ্ভুত যষ্টির ক্ষমতার বিষয় একেবারে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সহসা উহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র ভাবিলেন, যদি তিনি এই যষ্টির সহায়ে কোনস্থানে গুপ্ত ধনরাশি বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সহকর্ম্মচারিগণকে অনায়াসে কৃতজ্ঞতাবশীভূত করিতে পারিবেন। সেই সময়ে তিনি শুনিলেন যে, বর্ত্তমান রাজার পিতার রাজত্বকালের এক সময়ে শত্রুগণ আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজার পিতা তাঁহার ধনাগারের প্রভূত ধনরাশি একস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আরও শুনিলেন যে, সেই ধনরাশি অদ্যাবধিও কেহ বাহির করিতে পারেন নাই, কারণ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বাকরোধ হওয়াতে তিনি সেই গুপ্ত স্থানের কথা তাঁহার পুত্র—বর্ত্তমান রাজাকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। যে দিন মাক এই সমস্ত কথা শুনিলেন সেই দিন হইতে তিনি কোন স্থানে গমন করিলে তাঁহার সেই সুদীর্ঘ যষ্টিগাছিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে কখন বিস্মৃত হইতেন না। কারণ যে স্থানে মৃত রাজার ধনরাশি নিহিত আছে, ঘটনাক্রমে কোন না কোন সময়ে তিনি সেই স্থান দিয়া গমন করিতে পারেন। সে যাহাহউক ঘটনাক্রমে একদিন অপরাহ্নবেলায় তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাসাদোদ্যানের এক প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে একটী সুবৃহৎ সরোবর ছিল, সেই সরোবরের চারি ধারে উচ্চ উচ্চ মহীরুহ শোভা পাইতেছিল। মাক আর কখন সে স্থানে গমন করেন নাই; সুতরাং সেই স্থানে প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা রাশি একত্রীভূত দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। কিশলয়রাজির চারু শোভা,—স্বচ্ছসলিলা সরসীর হিল্লোলিত জলোপরি ভাসমান রজতবর্ণ মরালবৃন্দের মধুর নৃত্য,—অর্দ্ধ বিকশিত পুষ্পদামের হৃদয়গ্রাহী রূপমাধুরী,—নীলাকাশে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমনিভ কিরণের অপূর্ব্ব লাবণ্যচ্ছটা প্রভৃতি একে একে সন্দর্শন করিতে করিতে তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। সহসা একস্থানে তাঁহার হস্তস্থিত

যষ্টি কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। মাক সাশ্চর্য্যে দেখিলেন যষ্টিগাছটী সেই স্থানের উপর তিনবার আঘাত করিল। মাক এই যষ্টির এবম্প্রকার আঘাতের কারণ সম্যকরূপ অবগত ছিলেন; সুতরাং তিনি সেই স্থানকে চিহ্নিত করিবার জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ তরবারী দ্বারা সন্নিকটস্থ বৃক্ষের একটী শাখা ছেদন করিয়া সেই স্থানের উপর প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। অতপর তিনি সানন্দচিত্তে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তথায় একখানি কোদালি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কার্য্যারম্ভের নিমিত্ত নিশীথ রজনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রসাদের সমস্ত ব্যক্তি বিঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলে মাক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ত্বরায় চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। প্রোথিত ধনরাশি উত্তোলন করা তিনি পূর্ব্বে যেরূপ সহজ বিবেচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পক্ষে ততোধিক দুরূহ বোধ হইল। তাঁহার হস্তদ্বয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, কিন্তু কোদালিখানি বৃহৎ ও ভারি, এই কারণে তিনি দুই ঘণ্টাকাল অনবরত পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে ভূমির দুই হস্ত পরিমিত গভীরতা খনন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটী কঠিন পদার্থে তাঁহার কোদালির আঘাত লাগিল। ইহাতে মাক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া অধিকতর ঔৎসুক্যসহকারে খনন করিতে লাগিলেন। তখন আকাশের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিলেন, সেই খাতমধ্যে একটী বৃহৎ লৌহনির্ম্মিত আলিঞ্জর রহিয়াছে। মাক তৎক্ষণাৎ সেই গর্ত্তমধ্যে লম্ফপ্রদান করিয়া আলিঞ্জরের মুখাবরণ উত্তোলন পূর্ব্বক তন্মধ্যে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইলেন। মাক সেই আলিঞ্জরটী উপরে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ক্ষীণহস্ত সেই কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিল না। তখন তিনি পরিহিত অঙ্গরাখায় ও কোটিবন্ধে বহনযোগ্য স্বর্ণমুদ্রা লইয়া সেই পাত্রের মুখ আবৃত করিয়া সতর্কতাসহকারে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিলেন। যদি তাঁহার সেই পাদুকাদ্বয় তিনি পরিধান করিয়া না আসিতেন তাহাহইলে

কিছুতেই তাঁহার সেই ক্ষুদ্র শরীর এতাধিক স্বর্ণমুদ্রা বহন করিয়া আনিতে পারিত না। সে যাহা হউক মাক নিরাপদে তাঁহার শয়নাগারে প্রত্যাগমন করিয়া সে সমস্ত মুদ্রা তাঁহার উপাধানের নিম্নে রাখিলেন।

মাক আপনাকে এতাধিক ধনের অধিপতি জানিয়া স্থির করিলেন যে, এক্ষণে তাঁহার সহকর্ম্মচারিগণ তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। তাহাদের হস্তে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলে নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিবেন, কিন্তু অর্থেতে যে অকৃত্রিম ভালবাসা ক্রয় করিতে পারা যায় না, তখন ইহা নির্ব্বোধ মাকের স্থূল বুদ্ধিতে আসিল না। তিনি প্রত্যহ রজনীযোগে উদ্যান হইতে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া সে সমস্ত অকাতরে মুক্তহস্তে তাহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। মাককে এতাধিক ধনরাশি দান করিতে দেখিয়া তাহাদের ঈর্ষ্যানল অধিকতররূপে প্রজ্জ্বলিত হইল। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মাকের বিরুদ্ধে একটী নূতন ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতে লাগিলেন। একদিন প্রাতঃকালে ধনাধ্যক্ষ আরচাজ রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক ম্লান বদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা ধনাধ্যক্ষের এরূপ মুখমালিন্য দর্শন করিয়া সুমধুরস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধনাধ্যক্ষ আরচাজ! তোমার কি হইয়াছে? আজ তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?

ধনাধ্যক্ষ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সকাতরে কহিলেন, "হায় জাঁহাপনা। এতদিনের পর আমি আপনার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলাম।"

রাজা কহিলেন, "পাগলের ন্যায় কি বলিতেছ? কি জন্য তুমি আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে?"

ধনাধ্যক্ষ বিষণ্ণ চিত্তে কহিলেন, "জাঁহাপনা। এ হতভাগ্য আপনার একজন বিশ্বাসী ভৃত্য, এতদিন আপনি তাহাকে স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এক্ষণে বোধ হয় আপনার সে স্নেহ সে বিশ্বাস শীঘ্রই অপনীত হইবে"

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আ নির্ব্বোধ! কিসে জানিলে তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও বিশ্বাসের হ্রাস হইতেছে?"

ধনাধ্যক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "জাঁহাপনা। মায়াবী মাক মায়াবলে

প্রত্যহ রজনীযোগে ধনাগার হইতে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা অপহরণ করিতেছে সুতরাং তিনি আর কিছুদিন এ রাজ্যে থাকিলে আমি একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাইব। এক্ষণে আপনি আপনার এই চিরবিশ্বাসী ভৃত্য হতভাগ্য আবচাজকে ধনাধ্যক্ষপদ হইতে অনুগ্রহপূর্ব্বক অব্যাহতি প্রদান করিয়া এ বিষম বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন।”

রাজা ধনাধ্যক্ষকে আপন প্রিয়পাত্র বিশ্বাসী ভৃত্য মাকের প্রতি দোষা-রোপ করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,“ ধনাধ্যক্ষ আবচাজ! তোমার কথা অবিশ্বাসযোগ্য। আমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।”

সেই সময়ে প্রধান সুপকার আহ্লী রাজার নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “ জাঁহাপনা! আমি একবারে মারা গেলুম। আমার সর্ব্বস্ব গেল।”

রাজা সাশ্চর্য্যে কহিলেন, “ সুপকার। স্পষ্ট করিয়া বল, তোমার কি হইয়াছে?”

সুপকার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল, “ দীনপালক,—অনাথের নাথ,—দয়াময় প্রভু! এতদিন আপনার নিকট কাজ করিয়া আমি যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আমার সেই দুঃখার্জ্জিত ধনরাশি কাল রাত্রিতে কে অপহরণ করিয়াছে।

রাজা কহিলেন,‘ সুপকার। এস্থান হইতে গমন কর। আমি শীঘ্রই চোরের সন্ধান করিতেছি।”

রাজা এই কথা বলা শেষ হইবামাত্র রক্ষকাধ্যক্ষ বোরাথুজ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,“ জাঁহাপনা। আপনার প্রধান খাত্তাবহ মাক কাল রাত্রিতে এই সমস্ত ধনরাশি অপহরণ করিয়া তাঁহার শয়নাগারে উপাধানের নিম্নে রাখিয়া দিয়াছিল। আমি সন্ধান পাইয়া আপনার নিকট আনয়ন করিতেছি।”

এই কথা বলিয়া রক্ষকাধ্যক্ষ রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা রাজার পদতলের নিকট রাখিয়া দিল। রাজা বিস্মিত হইয়া সেই অর্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুপকার কহিল,‘ জাঁহাপনা! এই সমস্ত অর্থ আমার।”

ধনাধ্যক্ষ কহিল, "জাঁহাপনা! এ সমস্ত অর্থ রাজধনাগার হইতে অপহৃত হইয়াছে।"

রাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "প্রধান সূপকার! কিরূপে জানিলে এ সমস্ত অর্থ তোমার? আর ধনাধ্যক্ষ! তুমিই বা কি প্রকারে জানিলে এ সমস্ত অর্থ ধনাগারের? ইহা মাকের বেতনের অর্থ হইতে পারে।"

ধনাধ্যক্ষ কহিল, "জাঁহাপনা! অদ্যাবধি তিনি তাঁহার বেতনের এক কপর্দ্দকও আমার নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই।"

ধনাধ্যক্ষের এইকথা শুনিয়া রাজা রক্ষকাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কোরাখাজ! আজ হইতে তুমি মাকের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিবে। মাক তস্কর, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যে সময়ে সে ধনরাশি অপহরণ করিবে, সেই সময়ে তুমি তাহাকে বন্দি করিবে। এই আদেশ তোমাকে আমি প্রদান করিলাম।"

রাজার এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা তিনজনে হৃষ্টান্তঃকরণে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। এতদিনের পর তাহাদের চিরবাঞ্ছিত আশা ফলবতী হইল,—তাহাদের ষড়যন্ত্রের অভিনয় সুন্দররূপে সম্পন্ন হইল। হতভাগ্য মাক এই দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সেই দিন রাত্রিকালে কোদালি গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রক্ষকাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ ও প্রধান সূপকার অতর্কিত ভাবে তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। মাক ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি সেই স্থানে গমন করিয়া মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক সেই লোহপিঞ্জর হইতে রাশি রাশি সুবর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রক্ষকাধ্যক্ষ তাঁহাকে ধৃত করিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "তবে রে বিটল বামন! এইবারে কি হয়?"

এই কথা বলিয়া তাহারা তিনজনে হাসিতে হাসিতে মাককে বন্ধন করিতে লাগিল। মাক এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া ভয়ে বিস্ময়ে বিনম্রস্বরে কহিলেন "কি হইয়াছে, কোরাখাজ? তোমরা কি জন্য আমাকে বন্ধন করিতেছ?"

রক্ষকাধ্যক্ষ তাঁহাকে সজোরে পদাঘাত করিয়া কহিল, "রাগে!"

ধনাধ্যক্ষ তাঁহার পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিল, "হিংসায়!"

প্রধান সূপকার সবলে তাঁহার কর্ণদ্বয় আকর্ষণ করিয়া হাঁসিতে২ কহিল, "কুটিম্বিতায়।"

মাক নীরবে সে সমস্ত সহ্য করিয়া কহিলেন, বিনম্র স্বরে "ধনাধ্যক্ষ আরচাজ। তোমাদেরই জন্য আমি এই গুপ্ত ধনাগার রাশির করিয়াছি। তোমরাই গ্রহণ করিলে আমি সুখী হইব।"

ধনাধ্যক্ষ উপহাস করিয়া কহিল, "লইব, লইব, তাহার জন্য এত দুঃখ কেন? নির্ব্বোধ রাজার সমক্ষে আমরা তিনজনে এই ধনরাশি সমাংশে বণ্টন করিয়া লইব।"

ধনাধ্যক্ষ আরচাজের এই কথা শুনিয়া রাগে মাকের সর্ব্বাঙ্গ প্রজ্বলিত হইল,—প্রতিহিংসানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তিনি ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "শোন আরচাজ। বিনা দোষে তোমরা যেমন আমার অবমাননা করিলে, ঈশর সাক্ষী,—ইহার প্রতিশোধ আমি এক সময়ে না এক সময়ে অবশ্য লইব?"

আরচাজ হাঁসিয়া কহিলেন, "বাঁচিলে ত?"

মাক তাহাদিগকে আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে তাহাদের সমভি-ব্যাহারে গমন করিলেন। রক্ষকাধ্যক্ষ সে রাত্রিতে মাককে স্বীয় আবাসের একটী ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মাক বন্ধনা-বস্থায় রাজসভায় নীত হইলে রক্ষকাধ্যক্ষ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "যাঁহাপনা। গত রজনীতে আপনার প্রধান বার্ত্তাবহ মাক চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া যে সময়ে রাজধনাগারের অপহৃত ধনরাশি প্রাসাদোদ্যানে প্রোথিত করিতেছিল, সেই সময়ে আমি প্রধান সূপকার ও ধনাধ্যক্ষের সহায়ে তাহাকে ধৃত করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া রাজা রক্ষকাধ্যক্ষকে সেই সমস্ত ধনরাশি প্রাসাদো-দ্যান হইতে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে রক্ষকাধ্যক্ষ তৎ-ক্ষণাৎ বহুলোকের সহায়ে সেই লৌহালিঙ্গরটী প্রাসাদোদ্যান হইতে রাজ-সভায় আনয়ন করিলেন। রাজা সেই সুবৃহৎ লৌহালিঙ্গরমধ্যে অসংখ্য স্বর্ণ-

মুদ্রা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তৎপরে তিনি মাককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রধান বার্ত্তাবহ। ইহারা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য ?"

মাক অসঙ্কুচিতচিত্তে অম্লানবদনে কহিলেন, যাঁহাপনা! ইহারা যাহা বলিতেছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা!

রাজা কহিলেন, "তবে তুমি এত অর্থ কোথায় পাইলে? কোন স্থান হইতে এই সমস্ত অর্থ আনিয়া প্রাসাদোদ্যানে প্রোথিত করিতেছিলে? সত্য করিয়া বল ?"

মাক বিনীতভাবে কহিলেন, "যাঁহাপনা। এই সমস্ত অর্থ আমি আপনার প্রসাদোদ্যানে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই আলিঙ্গবটী মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত ছিল; আমি উহা উত্তোলন করিতেছিলাম।"

মাকের এই কথায় রাজসভার উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিতে করিতে কহিল, "এই সমস্ত কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

তখন রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "নরাধম। আমারই ধনরাশি অপহরণ করিয়া আবার আমাকেই নির্ব্বোধের ন্যায় প্রতারণা করিতে সাহস করিতেছ? ধনাধ্যক্ষ আবচাজ! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি শপথ করিয়া বল এ সমস্ত অর্থ আমার ধনাগার হইতে অপহৃত হইয়াছে কিনা?"

ধনাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "যাঁহাপনা। এতদপেক্ষা অধিক মুদ্রা ধনাগার হইতে অপহৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আল্লার নামে শপথ করিয়া নিশ্চয় বলিতেছি যে এই সমস্তই ধনাগারের অপহৃত ঐশ্বর্য্য।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা প্রশান্তভাবে মাককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রধান বার্ত্তাবহ। এখনও আত্মদোষ স্বীকারপূর্ব্বক সত্য কথা বল।"

মাক ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন, "যাঁহাপনা! আল্লার দিব্য আমি আপনাকে অসত্য কথা বলি নাই।"

রাজা কহিলেন, "বার্ত্তাবহ। দৈব তোমার প্রতি প্রতিকূল, আমি কি করিব? সত্য কথা বলিলে বরং তোমার পাপের কিয়দংশ ক্ষমা করিতে পারিতাম। এক্ষণে আর একদিন তোমাকে অবসর দিলাম, ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ।"

এই কথা বলিয়া রাজা কারাগারে মাককে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে রক্ষকাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। রক্ষকাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর রাজা সেই সমস্ত ধনরাশি রাজ ভাণ্ডারে লইয়া যাইতে ধনাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। ধনাধ্যক্ষ এইরূপ সৌভাগ্য জনক ঘটনাস্রোতে আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে সে সমস্ত ধনরাশি রাজধনাগারের পরিবর্ত্তে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তথায় প্রধান সূপকার আহলী ও রক্ষকাধ্যক্ষ কোরাথাজ আগমন করিলেন। তখন তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে সেই সমস্ত অর্থ তিনজনে সমানাংশে বণ্টন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, চাকচিক্যময় স্বর্ণমুদ্রারাশির মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র লিপি রহিয়াছে। ধনাধ্যক্ষ সেই পত্রখানি উন্মুক্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন,——

"শত্রুদল আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, সেই জন্য আমি আমার ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ এই স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিলাম। যিনি এই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন, তিনি যদি উহা আমার পুত্রকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে চিরকাল তিনি আমার অভিসম্পাতে বিদগ্ধ হইবেন। স্মরণে রাখিবেন,—এক জন বিপন্ন রাজার অভিশাপ! অভিশাপ! অভিশাপ!!

"রাজা সাদি।"

বলা বাহুল্য যে দুর্বৃত্তেরা পরামর্শ করিয়া ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে সে পত্রখানি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

এদিকে মাক নিরানন্দের আবাস ভূমি নির্জ্জন কারাগৃহে দুঃখপূর্ণ চিন্তাস্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। সে দেশের প্রথানুসারে রাজধনাপহারকের প্রাণদণ্ড হইত, ইহা মাক সম্যকরূপ অবগত ছিলেন; তথাপি তিনি রাজার নিকট তাঁহার যষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার ভয় হইল পাছে রাজা তাঁহার যষ্টি ও পাদুকাদ্বয়ের অদ্ভুত ক্ষমতার

বিষয় শুনিয়া এতদুভয় হইতে তাঁহাকে একেবারে বঞ্চিত করেন। এই উপস্থিত বিপদে তাঁহার পাদুকা কোন কার্য্যকর হইল না। কারণ তাঁহার হস্তপদাদি কারাগৃহের ভিত্তিসংলগ্ন লৌহশৃঙ্খলে এরূপ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, যে পাদুকা সহায়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করা দূরের কথা,—এমন কি তাঁহার কিছুমাত্র নড়িবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি স্থির জানিতেন যে পরদিন রাজার নিকট যষ্টির বিষয় না বলিলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে; সুতরাং তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন.—পাদুকা ও যষ্টিকে স্বাধিকারে রাখিয়া প্রাণদণ্ড গ্রহণ করা অপেক্ষা এতদুভয় হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকা শ্রেয়স্কর! এইরূপ শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অনাহারে অনিদ্রায় অতিকষ্টে সমস্ত দিবানিশা অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে মাক রাজসভায় নীত হইলে রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বার্ত্তাবহ! এক্ষণে যদি সত্য কথা না বল, তাহা হইলে ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

মাক কিছুক্ষণ ম্রিয়মাণ থাকিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "যাঁহাপনা! আমি আপনাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে; কিন্তু কি উপায়ে আপনার উদ্যান হইতে ঐ সমস্ত ধনরাশি বাহির করিয়াছি এবং ঐ সমস্ত ধন কাহার, এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ করুণ"

এই কথা বলিয়া মাক আনুপূর্ব্বী সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিলেন। কিন্তু রাজা মাকের কথা কিছু মাত্র বিশ্বাস করিলেন না। তখন মাক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যাঁহাপনা! যদি আমি ইহা প্রমাণিত করিতে না পারি তাহা হইলে আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিবেন; কিন্তু যদি ইহার আমি প্রমাণ দিতে পারি, তাহা হইলে আপনি আমার জীবন দান করিবেন, স্বীকৃত হউন?"

রাজা মাকের কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। অতঃপর রাজা তাঁহার উদ্যানের কোন স্থলে কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা প্রোথিত করিয়া রাখিবার জন্য একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে আদেশ করিলেন। রাজাদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। তখন রাজা মাক ও স্বীয় সভাসদগণ সমভিব্যাহারে উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রোথিত স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিবার জন্য মাককে

আদেশ প্রদান করা হইল। মাক যষ্টিহস্তে উদ্যানের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। রাজা ও রাজ সহচরগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। একস্থানে মাকের হস্তস্থিত যষ্টি কাঁপিতে লাগিল। তখন মাক যষ্টি পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "দেখুন। যাঁহাপনা।

রাজা ও রাজসভাসদগণ আশ্চর্য্যে দেখিলেন,—যষ্টিগাছটী স্বর্ণমুদ্রা প্রোথিত ভূমিখণ্ডের উপর যেন কোন অলৌকিকবলে তিনবার আঘাত করিল এতদ্দর্শনে রাজা সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ধনাধ্যক্ষ তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। তিনি তাহাকে ধৃত করিবার জন্য দুইজন অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ধনাধ্যক্ষ বন্ধন—দশায় রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা রোষকষায়িত লোচনে তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ধনাধ্যক্ষ আরচাজ। তুমি প্রতারক। আমাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়াছ?"

ধনাধ্যক্ষ ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল, "যাঁহাপনা। আল্লার দিব্য, আমি আপনার নিকট বিন্দুমাত্র মিথ্যা কথা বলি নাই। আমি প্রায়ই নিশীথ রজনীতে দেখিয়াছি যে মাক ধনাগারের ভিত্তিতে তাঁহার হস্তস্থিত এই যষ্টি—দ্বারা তিনবার আঘাত করিতেন ও তৎপরে অনুচ্চৈঃস্বরে কি কথা বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন। পরদিন প্রভাতে আমি দেখিতাম যে ধনাগার হইতে অধিকাংশ ধন অপহৃত হইয়াছে। যাঁহাপনা! এই ঘটনার কথা পূর্ব্বে আপনাকে আমি অবগত করাইয়াছিলাম। অধিকন্তু আপনার প্রধান সূপকার ও রক্ষকাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন আমার কথা সত্য কি অসত্য। আমি তাঁহাদিগকেও দুই তিন রাত্রি এই ব্যাপার দেখা—ইয়াছি।"

রাজা প্রধান সূপকার ও রক্ষকাধ্যক্ষকে ধনাধ্যক্ষের কথা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তাহারা অম্লানবদনে ধনাধ্যক্ষের স্বাপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল। বলা বাহুল্য যে রক্ষকাধ্যক্ষ ধনাধ্যক্ষকে ধৃত করিবার সময় মাকের যষ্টির এই অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় বলিয়াছিলেন ও রাজার সমক্ষে এইরূপ বলিতেও তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা তাঁহাদের কথা সহজেই বিশ্বাস করিয়া ধনাধ্যক্ষকে নিস্কৃতি দিলেন। অতঃপর তিনি মাকের সম্বোধন

করিয়া ছিলেন, ; প্রধান বর্ত্তাবহ। না,—এক্ষণে তুমি এ সম্বোধনের যোগ্য নও। মায়াবি! আমি তোমার জীবনদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছি, সত্য, কিন্তু আমার বোধ হয়—বোধ হয় কেন? নিশ্চয়ই তোমার নিকট এই যষ্টি ব্যতীত অপর কোন মায়াময় দ্রব্য আছে;—যদ্দারা তুমি দ্রুতগমন করিতে সক্ষম হও। আমি তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিলাম সত্য বটে; কিন্তু যদি তুমি তোমার এই অলৌকিক দ্রুতগমনের রহস্য ভেদ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে চিরকারাদণ্ড প্রদান করিব।"

মাক একদিন একরাত্রি কারাগারে বাস করিয়া কারাবাসের সুখ সম্যক—রূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই চিরকারাদণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণবিলম্ব—ব্যতিরেকে কহিলেন, "জাঁহাপনা! আমি এই পাদুকা সহায়ে এরূপ দ্রুতগমন করিতে সক্ষম হই। আমার সমস্ত গুণপনা এই পাদুকার উপরই নির্ভর করিতেছে"

এই কথা শুনিয়া রাজা মাককে তাঁহার পদতল হইতে পাদুকাদ্বয় উন্মোচন করিতে কহিলেন। মাক বিনা বাক্যব্যয়ে পাদুকাদ্বয় পরিত্যাগ করিলেন। রাজা মাকের কথা একবার পরীক্ষা করিবার জন্য সেই পাদুকাদ্বয় পরিধান করিলেন। মাক পাদুকা ব্যবহার করিবার বিষয় কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ করিলেন না; সুতরাং রাজা উন্মত্তবৎ সেই উদ্যানের চতুর্দ্দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। রাজা পাদুকার বেগ সংযত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐন্দ্রজালিক কথাগুলি না জানাতে তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। তখন তিনি ভয়ে নৈরাশ্যে চীৎকার করিতে লাগিলেন; তথাপি পাদুকাদ্বয় দৌড়াইতে বিরত হইল না। রাজার এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া মাক মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। রাজসভাসদ ও রাজানুচরগণ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না। কতক্ষণ পরে রাজা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। পাদুকার বেগ সংযত হইল। রাজানুচরগণ রাজার মূর্চ্ছা ভঙ্গের জন্য তাঁহার মুখে চক্ষে সুশীতল বারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ প্রতিহিংসানলে মাকের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল; কিন্তু

রাজার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের অনল কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইল।

কিছুক্ষণ পরেই রাজার জ্ঞানসঞ্চার হইল। তিনি ধূলিধূসরিত দেহে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সন্নিহিত লতাকুঞ্জমধ্যস্থিত শ্বেত প্রস্তরাসনোপরি উপবেশন করিলেন। মাকের প্রতি তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ মাক যদি এ দেশে না আসিত, তাহা হইলে তাঁহাকে এই অনর্থক কষ্ট সহ্য করিতে হইতনা। তিনি মাককে নিকটে আহ্বান করিয়া আরক্ত নয়নে কহিলেন "নরকের কীট। কেবল তোমারই জন্য আমি এই যন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমি তোমার জীবন ও স্বাধীনতা-হরণ করিব না বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাই আমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে, নতুবা তোমার দেহ সহস্রাংশে বিভক্ত করিলেও আমার ক্রোধের কিছুমাত্র উপশম হইত না। এক্ষণে আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি যে তুমি অবিলম্বে আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন কর। কাল প্রভাতে যদি তোমার এই পাপদেহ এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই রাজ্যের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে তোমাকে নিক্ষেপ করিয়া তোমার পাপদেহ চূর্ণীকৃত করিব।,

এই কথা বলিয়া রাজা মাকের পাদুকা ও যষ্টি আপন শয়নাগারে রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন॥ হতভাগ্য মাক, প্রথমে যে রূপ দীনভাবে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তদপেক্ষা দীনভাবে এইরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। তিনি আপন অদৃষ্টকে ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, যেমন আমিমূর্খের ন্যায় অর্থবলে শত্রুর মিত্রতা লাভ করিতে গিয়াছিলাম, তেমনি তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম। আমার অদৃষ্টের দোষ কি ? আমার নির্ব্বুদ্ধিতার দোষেই ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজ শির নিজ পদতলে দলিত করিলাম। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল পরদিন প্রভাতে তিনি একটি নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা ও তাঁহার অনুচরগণের ব্যবহারে সমস্ত মানবজাতির উপর তাঁহার আত্যন্তিক ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল সেই কারণে তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া

এইরূপ বিরলে বাস করিবার বাসনা করিলেন। অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে গুল্মলতাপরিশোভিত একটি কুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই কুঞ্জের সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডোপরি নব শ্যামল দূর্ব্বাদল রাজগণের কোমল মকমলের শয্যাকে লাঞ্ছিত করিতেছিল,—সেই স্থানের অদূরে একটী ক্ষুদ্র শৈল হইতে নির্ঝরিণী ঝরঝর রবে বিমল বারি উদ্গীর্ণ করিয়া পিপাসাতুরগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছিল। মাক সেই স্থানে শয়ন করিয়া ভাবিলেন, আজ হইতে তিনি অনাহারে থাকিয়া তাঁহার সকল কষ্টের মূলোচ্ছেদ করিবেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

অপরাহ্ণ বেলায় মাকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ক্ষুধায় তাঁহার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল,—ক্ষুধানলে তাঁহার উদর দগ্ধীভূত হইতেলাগিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অতীব কষ্টসাধ্য, সুতরাং তিনি আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই স্থানের অদূরে একটী উডুম্বর বৃক্ষে অনেক গুলি সুপক্ব ফল ফলিয়াছিল। মাক সেই বৃক্ষটী দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গমন করিয়া বৃক্ষতল পতিত ফলরাশি আহরণ পূর্ব্বক আহার করিতে লাগিলেন। সেই ফলগুলি তাঁহার রসনায় অত্যন্ত সুস্বাদু বলিয়া বোধ হইল। আহারান্তে মাক জলপানাশয়ে সেই নির্ঝরণীর নিকট গমন করিলেন। কিন্তু কি ভয়ানক! সেই স্বচ্ছসলিলে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া মাক স্তম্ভিতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাক দেখিলেন,—সুবৃহৎ কর্ণদ্বয় ও দীর্ঘ স্থূল নাসিকায় তাঁহার মুখমণ্ডল শোভিত হইয়াছে। ইহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার কর্ণে ও নাসিকায় হস্ত প্রদান করিলেন। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার শ্রুতি ও নাসিকা বাস্তবিক অর্দ্ধহস্ত পরিমিত বর্দ্ধিত হইয়াছে। তখন তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলেন, "হাঁ, ঠীক হইয়াছে। এতদিনের পর আমার যোগ্যরূপ হইয়াছে? আমি গর্দ্দভ কর্ণেরই যোগ্য বটে, নতুবা নির্ব্বোধ গর্দ্দভের ন্যায় আমি নিজ সুখ নিজ পদে দলিত করিব কেন?"

কিয়ৎক্ষণ পরে মাক তথায় এক শিলাখণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দুর্ভাবনার নিত্যসহচর মনোকষ্ট আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তখন তিনি হৃদয়ে দারুণ নরকযন্ত্রণা, অনুভব করিতে লাগিলেন। নয়নপ্রান্ত হইতে দুই এক বিন্দু উষ্ণ আসার তাহার গণ্ড বহিয়া ভূতলে পতিত হইল। বৈরনির্যাতন বাসনা তাঁহার হৃদয়কে উদ্দীপিত করিল। তিনি ধীরে ধীরে বসনপ্রান্তে নয়নবারি মোচন করিয়া সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন বেলা অবসান হইয়াছিল। সান্ধ্য সমীর স্ফুটন্ত বনজ কুসুমরাজির পরিমল বহন করিয়া বৃক্ষপত্র ঈষৎ কাঁপাইয়া ধীর মৃদুল গতিতে সঞ্চালিত হইতেছিল। তিনি দ্রুতপাদবিক্ষেপে সে স্থান হইতে গমন করিয়া নিকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুর্ভাবনায় সে রাত্রিতে তাঁহার ভালরূপ নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রভাতে ক্ষুধানল পুনর্বার মাককে পীড়ন করিতে লাগিল, সুতরাং তিনি আহারান্বেষণে সেইঅরণ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। মাক সেই অরণ্যের যে দিকে গমন করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই উডুম্বর বৃক্ষ ব্যতীত অপর কোন আহার্য্য ফলের বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন না। গত দিবস তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে অনাহারে বরং তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি উডুম্বর ফল আর ভক্ষণ করিবেন না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে সে প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইল,—ক্ষুধাতিশয্যে অগত্যা তাঁহাকে উডুম্বর ফলই ভোজন করিতে বাধ্য হইতে হইল। তখন তিনি ভাবিলেন, "আমার কর্ণ ও নাসিকা অর্দ্ধ হস্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে এবার না হয় এক হস্তপ্রমাণ বর্দ্ধিত হইবে, আমার যে কষ্ট হইবার হইয়াছে, এতদপেক্ষা আর অধিক কষ্ট কি হইবে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি অপর একটী বৃক্ষতল হইতে রাশি রাশি উডুম্বরফল আহরণ করিয়া উদরপুরিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে মাক আপন কর্ণ ও নাসিকায় হস্ত প্রদান করিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে এবার তাঁহার কর্ণদ্বয় ও নাসিকা নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের দৈর্ঘ্য অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ইহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া সেই নির্ঝরিণীর নিকট গমন করিলেন,—দর্পণবৎ স্বচ্ছসলিলোপরি আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মাক দেখি-

লেন,—তাহার কর্ণদ্বয় পূর্ব্বাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, আর তাঁহার নাসিকা—দীর্ঘ স্থূল নাসিকা পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইয়াছে। মাক তখন এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কারণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন,—প্রথম বৃক্ষের ফলে তাঁহার কর্ণ ও নাসিকা অপরূপ রূপধারণ করিয়াছিল এবং দ্বিতীয় বৃক্ষের ফলে তাহারা স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইল। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিয়া মাক আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিলেন,—শুভাদৃষ্ট আবার তাঁহার মনে নব নব সুখের ছায়া প্রদর্শিত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দুই বৃক্ষ হইতে রাশি রাশি উডুম্বর ফল চয়ন করিয়া আপন অঙ্গাবরণে পৃথক পৃথক ভাবে বন্ধন করিলেন। যে রাজ্য তাঁহাকে উপেক্ষিত করিয়া তাঁহার সুখ নষ্ট করিয়াছিল,—যে রাজ্য হইতে তিনি চিরনির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—যে রাজ্যে গমন করিলে তাঁহাকে অনিচ্ছায় মৃত্যু ক্রোড়ে শয়ন করিতে হইবে, এক্ষণে তাঁহার জ্বলন্ত প্রতিহিংসা ও উৎকট বৈরনির্য্যাতনবাসনা তাঁহাকে সেই বিষাদময় রাজ্যাভিমুখে আকর্ষণ করিল, সুতরাং মাক সেই রাজ্যাভিমুখেই প্রধাবিত হইলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি একটী পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় আহারাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া ছদ্মবেশে তিনি অবিলম্বে সেই অবিবেক রাজার রাজধানিতে প্রবেশ করিলেন।

এ সময়ে সহরে উডুম্বর ফল প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। মাক তাঁহার সুপক্ক ফলগুলি একটী ঝুড়িতে সাজাইয়া রাখিয়া প্রাসাদতোরণের সম্মুখস্থ রাজবর্ত্মের একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। কারণ মাক পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে প্রধান সূপকার রাজার আহারের জন্য এই স্থান হইতেই এ প্রকার দুর্লভ ফল ও অন্যান্য উপাদেয় আহার্য্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকেন। মাককে সে স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল না। তিনি সেই স্থানে আগমন করিবার অর্দ্ধঘণ্টা কাল পরেই প্রধান সূপকার একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রাসাদতোরণের সম্মুখে অনেকগুলি ফলবিক্রেতা বসিয়াছিল। আহুনী একে একে তাহাদের ফলরাশি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন অবশেষে সহসা তাঁহার দৃষ্টি মাকের রক্ষিত সুপক্ক ফলের ঝুড়ির উপর নিপতিত হইল, তখনি তিনি আনন্দে কহিলেন, "আহা। আহা। কি সুন্দর ফল; দুর্লভ পদার্থ। এ ঝুড়িটী তুমি কত মূল্যে বিক্রয় করিবে? বাহবা! বেশ ফল!"

এই কথা বলিয়া প্রধান সূপকার আহ্লী সেই স্থানে উপবেশন করিয়া মাকের ঝুড়িমধ্যগত ফলগুলি গণিতে লাগিলেন। মাক কোন কথা কহিলেন না। আহ্লী পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল না হে! এ ঝুড়িটীর জন্য কি দিতে হইবে?"

মাক কি্ ... া চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি এই ঝুড়িটীর জন্য আটটী স্বর্ণমুদ্রা লইব।"

আহ্লী সবিস্ময়ে কহিলেন, "অ্যাঁ! বল কি? এ বুনো ফলের এত দাম?"

মাক যদি কথিত মূল্যের চারিগুণ অধিক বলিতেন, তাহাহইলেও সূপকার উহা অধিক লাভজনক বোধ করিতেন। বাস্তবিক এ সময়ে এ ফলের মূল্য এতদপেক্ষা অধিক, মূল্য বলিলে পাছে সূপকার উহা ক্রয় না করেন, এই ভয়ে মাক উহার মূল্য এত অল্প বলিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, মাক আহ্লীর কথার উত্তরে কহিলেন, "না মহাশয়। এ ফল বুনো বা সহরেরই হউক, আমি ইহার এক কপর্দ্দকও ন্যূনে বিক্রয় করিব না।"

...কার কল্পিত ক্রোধে কহিলেন, "তুমিত ভারি একগুঁয়ে দেখছি?"

এই কথা বলিয়া তিনি সমভিব্যাহারী ভৃত্যের হস্তে মাকের ঝুড়িটী প্রদান করিয়া মাককে চারিটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। মাক কল্পিত ব্যস্তসহকারে কহিলেন, "না মহাশয়। তাহা হইবে না। আমার ফল ফিরাইয়া দিন।"

"নাও! নাও!! আর মিছে গোলযোগ করিও না।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া সূপকার মাকের হস্তে আর দুইটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক কল্পিত রাগভরে বকিতে বকিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মাকের আশা ফলবতী হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উল্লাসে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের প্রতিহিংসানল কিয়ৎপরিমাণে নির্ব্বাপিত হইল।

অদ্য রাজপ্রসাদে মহাসমারোহ। রাজা কতিপয় আমীর ও নবাবকে স্বীয় প্রাসাদে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা একে একে রাজপ্রসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী সুপ্রশস্ত সাজান গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রধান সূপকার

আহ্লী স্বর্ণথালে নানাবিধ উপাদেয় আহারসামগ্রী সজ্জিত করিয়া গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা আপন পুত্র ও আমীর ওমরাওগণের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্য সূপকার তাঁহার রন্ধনে সমস্ত গুণপনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজা আহার করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। তিনি সূপকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সূপকার। তুমি যোগ্য লোক বটে। আজ তোমার রন্ধনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি প্রত্যেক দ্রব্য অতি সুন্দররূপে রন্ধন করিয়াছ। ইহার পুরস্কার অবশ্য পাইবে।"

সূপকার মস্তক অবনত করিয়া রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "জাঁহাপনা। দিবাপগমে সন্ধ্যা কেমন মধুর। শেষ সুখই প্রকৃত সুখ।"

এই কথা বলিয়া সূপকার তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা সূপকারের কথার ভাবে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি কোন অভিনব উপাদেয় আহার সামগ্রী আনয়ন করিবেন। এই কারণে রাজা কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সূপকার নাকের সেই উড়ুম্বর ফলগুলি স্বর্ণপাত্রে সজ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সূপকারের হস্তে সেই রক্তাভ ফলরাশি দর্শন করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিমাত্রেই অহ্লাদে একবাক্যে কহিলেন, "আহা ! কি সুন্দর ফল। দুর্লভ বস্তু।"

রাজা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আহা। কেমন সুপক্ব। কেমন মনোহর। কেমন ক্ষুধা উদ্রেজক। সূপকার। বাস্তবিক তুমি একটী অমূল্য বস্তু। তোমার গুণগরিমার কথা এক মুখে প্রকাশ করা যায় না। তুমি ফলগুলি কোথায় পাইলে ?"

রাজার মুখে তাহার সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া সূপকার আপনাকে বহু সম্মানিত জ্ঞান করিলেন। তখন তিনি রাজাকে পুনরায় অভিবাদনপূর্ব্বক স্মিত বদনে কহিলেন, "জাঁহাপনা। এ ফল আমি অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া সূপকার সেই ফলপাত্র রাজার সম্মুখে স্থাপন করিল। রাজা সেই পাত্রটী গ্রহণ করিয়া সহস্তে সকলকে পরিবেশণ করিতে লাগি-

লেন। এরূপ দুর্লভ ফল অপরকে আহার করিতে দিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্টবোধ হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে তিনি এ সমস্ত ফল স্বয়ং আহার করেন, কিন্তু এরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সভ্যতার অনুরোধে অগত্যা। প্রত্যেককে দুইটী করিয়া প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ফলগুলি আপনি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর রাজা ঔদরিকের ন্যায় অল্প অল্প করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। সহসা সাহাজাদা জোবেদ আলির দৃষ্টি রাজার উপর নিপতিত হইল; অমনি তিনি ভয়ে বিস্ময়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হায় পিতঃ! কিসে আপনাকে এরূপ কদাকার করিল?"

রাজতনয়ের বাক্যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ রাজার মুখপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাঁহাদের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দেখিলেন,—গর্দ্দভের ন্যায় লম্বা কর্ণ রাজার মস্তকের দুই পার্শ্ব হইতে ঝুলিতেছে আর দীর্ঘ স্থূল নাসিকা তাঁহার অধরের নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে! এই অদ্ভুত ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া আমীর ওমরাওগণ ভয়ে বিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কি বিভ্রাট! তাঁহারা দেখিলেন,—রাজার ন্যায় তাঁহারা সকলেই সমদশাপন্ন হইয়াছেন, সেই বৃহৎ কর্ণ সেই দীর্ঘ স্থূল নাসিকা সকলেরই মুখমণ্ডলকে শোভিত করিয়াছে। রাজা একাগ্রচিত্তে সেই উডুম্বর ফল ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং সাহাজাদা জোবেদ আলির ভয়বিহ্বলস্বর তাঁহার কর্ণে স্পর্শ করে নাই। আহারান্তে তিনি ধীরে ধীরে মস্তকোন্নয়ন করিয়া উজীর আমেরেখাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অমনি সবিস্ময়ে কহিলেন, "একি? উজীর! তোমার একি হইল?"

উজীর আমেরে খাঁ ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "জাঁহাপনা! এ দুর্গতি আমার একার হয় নাই।"

রাজা উজীরের কথায় একে একে সকলের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আপন কর্ণ ও নাসিকায় হস্ত প্রদানপূর্ব্বক সভয়ে কহিলেন, "উজীর—উজীর! কেন এরূপ হইল? কিসে আমাদের এ দুর্গতি করিল?"

উজীর ক্ষুণ্ণচিত্তে কহিলেন, "জাঁহাপনা! বোধহয় এ ফলাহারই আমাদের এই দুর্গতির মূলাধার।"

উজীরের এই কথায় রাজা তৎক্ষণাৎ সূপকারকে নিকটে আহ্বান

করিলেন। সূপকার এতক্ষণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া এই বিষম ব্যাপার পরিদর্শনপূর্ব্বক ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিতেছিল—"না জানি আজ আমার অদৃষ্টে কি ভয়ানক লাঞ্ছনাই আছে। কুক্ষণে এই ফল ক্রয় করিয়া কুক্ষণে রাজাকে আহার করিতে দিয়াছিলাম।" রাজার আহ্বানে সূপকার কম্পিত পদে ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। ভয়ে তাঁহার অর্দ্ধেক প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। রাজা আরক্ত-লোচনে সূপকারের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "সূপকার! এ ফল তুমি কোথায় পাইলে? সত্য করিয়া বল?"

সূপকার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "জাঁহাপনা! এক ব্যক্তি প্রাসাদতোরণে এই ফল বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল আমি তাহারই নিকট হইতে উহা বহুমূল্যে ক্রয় করিয়াছি।"

রাজা সরোষে কহিলেন, "এ ফলের কি গুণ তুমি তাহা জানিতে?"

সূপকার সভয়ে কহিলেন, "জাঁহাপনা! আল্লার দিব্য, এ ফলের বিষয় এ দাস কিছুই অবগত ছিল না।"

রাজা ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "তবে না জানিয়া না শুনিয়া কেন এ ফল আমাদিগকে দিয়াছিলে? একবার পরীক্ষা না করিয়া কেন এ ফল আমাদিগকে আহার করিতে দিলে? যদি এ ফল বিষাক্ত হইত, তাহাহইলে তুমি আমাদের সকলকে প্রাণে মারিতে? তোমার এই অনবধানতাদোষের জন্য আমি তোমাকে কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলাম, আর তোমার সমুদায় সম্পত্তি এই নগরের দীন দুঃখীকে বিতরণ করা হইবে। যদি আমরা এ রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিতে পারি, তাহাহইলে তুমি কারাগার হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারিবে, নতুবা তোমার জীবন কারাগারেই পর্য্যবসিত হইবে-স্থির জানিও।"

এই দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইবার মাত্র সূপকার তৎক্ষণাৎ কারাগারে নীত হইলেন। সেই ফলবিক্রেতার অনেক অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। রাজা ও আমীর ওমরাওগণের অই অঙ্গ-সৌষ্ঠবের কথা অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। রাজপ্রাসাদে পালে পালে চিকিৎসকগণ আসিতে লাগিলেন। অনেক ঔষধা-

দিও প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের সে রোগ আরোগ্য হইল না। এইরূপে রাজা ও ওমরাওগণ দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মাক ফল বিক্রয় করিয়া সেই রাজ্যের একটী নির্জ্জন সামান্য পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতাবৎকাল তিনি তথায় গোপনভাবে অবস্থিতি করিয়া রাজ্যের দুর্ঘটনার বিষয় সমস্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে বিবেচনা করিলেন,—এই উপযুক্ত সময়। প্রতিশোধ লইবার এই উপযুক্ত সময়। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ফলবিক্রীত অর্থে একটী ছদ্মবেশ ক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বেশ পরিধানে করিয়া চিকিৎসকবেশে প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত পেটিকামধ্যে রোগারোগ্যকারী সেই উডুম্বর ফলগুলি ছিল। মাক, রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বিদেশী চিকিৎসক বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। অজালোমের দীর্ঘ কৃত্রিম শ্মশ্রুগুচ্ছ তাঁহার মুখমণ্ডল আবৃত থাকাতে ও সমস্ত শরীর ছদ্মবেশ ধারণ করাতে রাজা তাঁহাকে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য মাক বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। রাজা মাককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বিদেশী চিকিৎসক! যদি তোমার ঔষধে আমাদের এ রোগ আরোগ্য হয়, তাহাহইলে আমি তোমাকে এত অর্থ দিব যে আর কখন তোমাকে এ চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে হইবে না।"

রাজার কথায় মাক কেবলমাত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া পেটিকামধ্য হইতে কতিপয় উডুম্বর ফল বহির্গত করিলেন। সেই সুপক্ক রঞ্জিত উডুম্ব ফল দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মাক একে একে প্রত্যেকের হস্তে এক একটী ফল প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে উহা ভক্ষণ করিতে কহিলেন, কিন্তু ভয়ে সে ফল কেহই ভক্ষণ করিল না। একবার এই ফল ভক্ষণ করাতে তাঁহাদের সকলেরই এই দুর্গতি হইয়াছে, আবার কোন সাহসে সেই ফল ভক্ষণ করিয়া স্বেচ্ছায় অন্য বিপদকে আহ্বান করিবেন? তখন মাক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! যদি এ ফল আহার করিয়া আপনাদের রোগ আরোগ্য না হয়, তাহাহইলে আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিবেন।"

এই কথা বলিয়া মাক সেই ফল ভক্ষণ করিতে তাঁহাদিগকে বিস্তর অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তথাপি কেহ ফল ভক্ষণ করিতে সাহস করিল না।

কতক্ষণ পরে সাহাজাদা জোবেদআলি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ। আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমিই এই ফল ভক্ষণ করিয়া আপনাদের সংশয় দূর করিব।"

রাজা তাঁহাকে সে ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু রাজপুত্র পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়া সে ফলটী মুখমধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। রোগ আরোগ্য হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার কর্ণ ও নাসিকা স্বভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইল। এই ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া সকলের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা আনন্দে অগ্রহ-সহকারে সেই ফল আহার করিলেন। সকলেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, কিন্তু কেবল হতভাগ্য দাম্ভিক নরপতির রোগের উপশম না হইয়া বৃদ্ধি হইল। ইহাও মাকের চাতুরী। কারণ মাক পীড়ানাশকারী ফলের পরিবর্ত্তে পীড়াবৃদ্ধিকারী ফল রাজার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজার রোগ আরোগ্য হইল না। রাজা একে একে সকলের মুখমণ্ডল নিরীক্ষন করিয়া আপন কর্ণ ও নাসিকায় হস্ত প্রদান পূর্ব্বক উদাসনয়নে মাকের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মাক রাজার দুর্গতি দেখিয়া মনে মনে প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'জাঁহাপনা। আপনার এ উৎকট পীড়া। উৎকট ঔষধের ব্যবস্থা আবশ্যক করে। আপনি আমার সমভিব্যাহারে নির্জ্জন স্থানে আসুন।"

রাজা তৎক্ষণাৎ নীরবে মাকের হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার গুপ্তধনাগারে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে অঙ্গুল নির্দ্দেশপূর্ব্বক রাজা মাককে কহিলেন, "এই দেখ, এই আমার গুপ্তধনাগার। এই স্থানে কোটী কোটী দুর্লভ, অমূল্য, রাজ্যের উৎকৃষ্ট রত্ন সঞ্চিত আছে। শুন চিকিৎসক। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে যদি তুমি আমার শরীরের এই অসৌষ্টব নিরাকরণ করিতে পার, তাহাহইলে আমি তোমাকে এই ধনাগারের অর্দ্ধেক রত্ন প্রদান করিব।'

রাজার প্রত্যেক কথা মাকের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল। তিনি গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—এক দারুময়ী যোষিৎমূর্ত্তির পদতলে তাঁহার পাদুকা ও যষ্টি পড়িয়া রহিয়াছে। তখন মাক রাজার প্রতি এক তীব্র কটাক্ষ-

পাত করিয়া কহিলেন, "যাঁহাপনা! আমি আপনাকে যাহা বলিব, তাহা বিশ্বাস করিবেন কি?"

রাজা সোৎসুকে কহিলেন, "না করিব কেন?"

"তবে এই স্থানে উপবেশন করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ করুন।"

রাজা উপবেশন করিলেন। মাক তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া ভূমিতলে অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন। হায়! অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি অতুল মানসম্ভ্রমের অধিকারী, অতুল বিক্রমের অধীশ্বর একজন গর্ব্বিত নরপতি আজ কিনা সামান্য ভূমিশয্যায় বসিয়া সামান্য চিকিৎসকের করুণা-প্রার্থনায় দীননয়নে তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন? অদৃষ্ট! মাক কিছুক্ষণ অঙ্কপাত করিয়া কহিলেন, "যাঁহাপনা! তিনজন ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে আপনার এই ভয়ানক রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি তাহাদের লক্ষ্যস্থল। আপনার পুত্র ও স্বামীর ভ্রমরাগণ নহে। সুতরাং আমার মহৌষধে তাহারা আরোগ্য হইলেন, আপনি আরোগ্য হইলেন না।"

রাজার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি সক্রোধে কহিলেন, "কে আমার শত্রু হইল? কে আমার এ দুর্গতি করিল? কোন নির্ব্বোধ পতঙ্গ স্বেচ্ছায় আমার ক্রোধানলে ঝাঁপ দিল?—কে আপন মৃত্যুকে আহ্বান করিল? বল, চিকিৎসক?"

মাক সহর্ষে কহিলেন, "আমি তাহাদের নামোল্লেখ করিতেছি।"

এই কথা বলিয়া মাক কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভূমিতলে তিনটী নাম লিখিলেন। রাজা সবিস্ময়ে সেই নামত্রয় একে একে পাঠ করিলেন,—

"কো—রা—থা—জ।"

"আ—ব—চা—জ।"

"আ—হু—নী।"

এই নামত্রয় পাঠ করিয়া রাজা ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না। মাক রাজার মনোভাব অবগত হইয়া সানন্দে কহিলেন, "যাঁহাপনা! এই তিন ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া

আপনাকে মায়ফল আহার করাইয়াছে। অতএব এই উৎকট রোগের উৎকট ঔষধের ব্যবস্থা দিতেছি শ্রবণ করুণ। প্রথম ব্যক্তির দক্ষিণ পদ, দ্বিতীয় ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত ও তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণদ্বয় ছেদন করিতে হইবে। ছেদন করিলে পর তাহাদের ক্ষতস্থান হইতে যে শোণিত নির্গত হইবে, তাহা একটী পাত্রে করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। আমি তদ্দ্বারা আপনার রোগের মহৌষধ প্রস্তুত করিয়া দিব। এই ঘটনার তিন দিবস পরে আপনি এক মহাসভা আহ্বান করিবেন। সেই সভায় দেশের যত সম্ভ্রান্ত লোকের উপস্থিতি থাকা আবশ্যক। এই তিনজন অপরাধীকেও তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। সেই দিন আপনি সেই সভায় রোগ হইতে মুক্ত হইবেন। যাঁহাপনা। আপনার পীড়া উৎকট। সুতরাং এই উৎকট ঔষধের ব্যবস্থা দিতে হইল।"

রাজা মাকের এই ঔষধের ব্যবস্থা শুনিয়া ম্রিয়মাণ রহিলেন। মাক পুনরায় কহিলেন, "ভাল কথা, যাঁহাপনা। আমি একটী কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি। ইতিমধ্যে আপনাকে দুইটী মায়াময় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে, ঐ দ্রব্যদ্বয় সংগ্রহ করিতে না পারিলে আপনার রোগ আরোগ্য হইবে না। আর আমারও সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে।"

"দুইটী মায়াময় দ্রব্য আমার নিকট আছে। উহাতে কি হইবে না?"

এই কথা বলিয়া রাজা মাককে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই পাদুকা ও যষ্টি দেখাইয়া দিলেন। মাক সেই দ্রব্যদ্বয় দর্শন করিয়া সানন্দে কহিলেন, "উহাদের গুন কি, যাঁহাপনা?"

রাজা কহিলেন, "পাদুকাদ্বারা মায়াবলে দ্রুতগমন ও যষ্টিদ্বারা মায়াবলে গুপ্তধন বাহির করা যায়।"

মাকের আশা ফলবতী হইল। তিনি সানন্দে কহিলেন, "হইবে, এ দ্রব্যদ্বয়ে আপনার রোগ অবশ্য আরোগ্য হইবে।"

রাজপ্রাসাদে মাকের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যথা সময়ে মাকের নিকট একটী পাত্র উপস্থিত হইল। মাক সেই পাত্রটী দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে উহা তাঁহার জ্বলন্ত প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত করিবার একমাত্র সুশীতল বারি। নির্ব্বোধ রাজার উৎকট পীড়া নিবারণের একমাত্র উৎকট

ঔষধ।! দেখিতে দেখিতে দিবসত্রয় অতীত হইল। চতুর্থদিবস প্রাতঃকালে মাকের কথানুসারে প্রাসাদপ্রাঙ্গণে এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হইল। সে সভায় রাজ্যের যত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ আহূত হইয়াছিলেন। মাক ঔষধের পাত্রটী হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে সেই সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাজা এতক্ষণ উৎকণ্ঠিত চিত্তে মাকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই চিকিৎসক! তোমার ঔষধ কোথায়?"

মাক ঔষধ পাত্রটী রাজার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা! যে সময়ে আমি এই নরাধম ব্যক্তিত্রয়কে ভর্ৎসনা করিব, সেই সময়ে, আপনি এই পাত্রটী উন্মুক্ত করিয়া ইহার মধ্যস্থিত ঔষধ আপনার কর্ণে ও নাসিকায় মর্দ্দন করিবেন। এক্ষণে আপনার সেই মায়াময় দ্রব্য দুইটী কোথায়?"

রাজা মাকের হস্তে সেই পাদুকা ও যষ্টি প্রদান করিলেন। মাক সে পাদুকা পরিধান করিয়া কিছুদূরে গমনপূর্ব্বক জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "শোন, রক্ষকাধ্যক্ষ কোবাথাজ। শোন, ধনাধ্যক্ষ আরচাজ। আর তুমি সূপকার আহলী! তুমিও শোন। 'রাগে!'—'হিংসায়!'—'কুটুম্বিতায়!' তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। এ কথাগুলি কি তোমাদের মনে পড়ে? কোন সময়ে কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রতি কি কোনরূপ অত্যাচার করিয়াছিলে? এখন তাহা কি তোমাদের স্মরণ হয়? না হউক, পরশ্রীকাতর তোমরা। সমবেত সম্ভ্রান্ত দর্শক মণ্ডলীর সমক্ষে তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল! আর এত দিনের পর আমারও প্রতিহিংসানল নিভিল!।'

এই কথা বলিয়া মাক রাজার প্রতি এক ভীষণ কটাক্ষপাত করিলেন। রাজা এতক্ষণ সেই পূতিগন্ধময় শোণিত আপন কর্ণে ও নাশিকায় মর্দ্দন করিয়া রক্তমুখী হইয়াছিলেন; তথাপি আরোগ্যলাভাশয়ে সে রক্ত মর্দ্দন করিতে বিরত হয়েন নাই। তখন মাক এক ভীষণ চীৎকার করিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "আর তুমি নির্ব্বোধ অবিবেক রাজা! তুমি রাজপদের অযোগ্য! তুমিও শোন। কোন অপরাধে মাককে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলে? কোন অপরাধে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার সুখ নষ্ট করিলে,

অকৃতজ্ঞ? একবার ভাবিয়া দেখদেখি কোন অপরাধে সে তোমার নিকট অপরাধী? তোমার অবিবেকতার ফলস্বরূপ এই শাস্তি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে প্রদান করা হইল। মাকের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা তোমার ঐ লম্বা কর্ণ ঐ দীর্ঘস্থূল নাসিকা প্রত্যহ স্মরণ করাইয়া দিবে, তাহাহইলে আর কোন নির্দ্দোষির প্রতি কখন এরূপ অত্যাচার করিবে না। এক্ষণে চিরবিদায় লইলাম, যাঁহাপনা।"

তড়িদ্বেগে মাক এই কথাগুলি বলিয়া আপন দীর্ঘ কৃত্রিম শ্মশ্রুগুচ্ছ দূরে নিক্ষেপ করিয়া এক পদের গোড়ালির উপর সমস্ত শরীরের ভার দিয়া তিনবার ঘুরিয়া শূন্যে উত্থিত হইলেন। সকলেই দেখিলেন,—এই ছদ্মবেশী চিকিৎসক রাজার পুরাতন ভৃত্য মাক। রাজা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া উদাসনয়নে চাহিয়া রহিলেন। অপমানে, রাগে, দুঃখে তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

সেই রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া এই নগরে আসিয়া মাক পরম সুখে বাস করিতেছেন। বাল্যকাল হইতে মাক লোকের সহিত বড় একটা মিশিতেন না। বিশেষতঃ এই ঘটনার পর ঈর্ষাপরায়ণ মানবজাতির উপর তাঁহার আত্যন্তিক ঘৃণার উদ্রেক হইল, সুতরাং একাকী এই নির্জ্জন আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন। প্রতি মাসান্তে তিনি তাঁহার পরিচিত দুই একজন ব্যক্তি সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। মাকের ন্যায় নিরীহ নির্ব্বিরোধী লোক এ রাজ্যে দেখিতে পাওয়া দুর্ঘট। মাকের ন্যায় অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ, তোমার পিতামহের সমবয়স্ক, যিনি তোমার পিতার বহু সম্মানের পাত্র। তাঁহাকে কি তোমার উপহাস করা কর্ত্তব্য?

পিতা আমাকে এই গল্পটী বলিয়া ছিলেন। পিতার মুখে মাকের এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া সহসা আমার জ্ঞানসঞ্চার হইল। নির্ব্বিরোধী মাকের প্রতি আমি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলাম, সেই সকলের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলাম। পিতা আমাকে পুনরায় বেত্রাঘাত করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সেইদিন হইতে আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল। আমি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। সেই দিন আমি আমার সহচরগণের নিকট মাকের এই বিপদজালপূর্ণ অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলাম। গল্প শুনিয়া তাহারা আমার ন্যায় কর্ম্মের জন্য ক্ষোভ করিতে লাগিলেন।

লোকে কাজি কিম্বা মুফ্‌তিকে যেরূপ সম্মান করেন, আমরা সেই দিন হইতে মাকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সেইরূপ বিনীতভাবে মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিতে লাগিলাম।

বণিকগণ আরও দুইদিন সেই পান্থনিবাসে অবস্থান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। বাস্তবিক তাঁহাদের অশ্ব ও উষ্ট্রসকল দীর্ঘ পর্য্যটনে যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগকে কিয়দ্দিবস বিশ্রাম করিতে দেওয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। গত দিবসের কৌতুকামোদ তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিলেন না। নানা প্রকার হাস্যামোদ ও ক্রীড়া কৌতুকে প্রাতঃকাল অতিবাহিত হইল। মধ্যাহ্ন ভোজনের তাহাদের বিশ্রাম করিবার পূর্ব্বে পঞ্চম বণিক আলি সিজারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়। পর্য্যায়ক্রমে অদ্য আপনাকে বক্তার আসন পরিগ্রহ করিতে হইবে।"

পঞ্চম বণিক আলি সিজার ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বন্ধুগণ আমার জীবনে এমন কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটে নাই যে তাহা বলিয়া আপনাদের চিত্তরঞ্জন করিতে পারি, তবে বাল্যকালে পিতৃমুখ হইতে যে সকল উপন্যাস শ্রবণ করিয়াছিলাম, অদ্য তাহারই একটী গল্প বলিতেছি! শ্রবণ করুণ।"

কল্পিত সাহাজাদা।

—:০:—

কোন সময়ে এলেকজান্দ্রিয়া নগরে লেবাকান নামে একজন দরজী বাস করিতেন। তিনি সূচীকার্য্যে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে সে নগরে তাঁহার ন্যায় অপর কোন দরজী সে প্রকার সুন্দররূপে সূচীচালনা করিতে পারিত না। যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে অপর দরজীর সমস্ত দিন অতিবাহিত হইত, লেবাকান সে পরিচ্ছদ দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অবলীলাক্রমে সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। লেবাকান একজন সম্ভ্রান্ত দরজীর দোকানে কর্ম্ম করিতেন। সে দোকানে তাঁহার সমবয়স্ক অনেক গুলি কর্ম্মচারী ছিল; কিন্তু কেহই তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমী বা কার্য্যতৎপর ছিল না॥ তথাপি তাহার অবিবেচক প্রভু তাঁহার নামের পূর্ব্বে অলস আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ লেবাকানের দুইটী মহৎ রোগ ছিল এক রোগে তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনবরত সেলাই করিতেন। এই রোগের জন্য তাঁহার প্রভু তাঁহাকে নিরতিশয় স্নেহ ও প্রীতি করিতেন দ্বিতীয় রোগে তিনি সূচাপরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় একদৃষ্টে উদাসনয়নে চাহিয়া থাকিতেন। তৎকালে তাঁহার বদনে এক প্রকার অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইত। এই রাগের জন্য তাঁহার প্রভু তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিতেন, "অলস লেবাকানের ভদ্র পীড়া।" যখন দ্বিতীয় পীড়ায় আক্রান্ত হইতেন তখন তাহার প্রভু তাঁহাকে তিরস্কার কিম্বা প্রহারে কাজ করাইতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি তাঁহাকে অলস লেবাকান আখ্যা প্রদান করিতেছিলেন।

প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে লেবাকান একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নগরের রাজবর্ত্মে ইতস্ততঃ গম্ভীরভাবে বিচরণ করিতেন। লেবাকান বহুক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ঐ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে

সময়ে যদি তাঁহার কোন শৈশবসহচর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিত ; "কেমন আছ লেবাকান ? এক্ষণে তোমার কাজ কর্ম্ম কি রূপ চলিতেছে?" তাহাহইলে তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় গম্ভীর ভাবে ইষৎ মস্তকান্দোলন করিয়া নীরবে তাহার অভিবাদন প্রত্যর্পণ করিতেন। তাঁহার প্রভু কখন তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিতেন, 'লেবাকান তোমার চেহারা দেখিলে তোমাকে ছদ্মবেশী সাহাজাদা বলিয়া ভ্রম হয়।' ইহাতে লেবাকান অত্যন্ত সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া অমনি উত্তর করিতেন, "তুমিও কি ইহা জানিতে পারিয়াছ ? আমার ইচ্ছা লোকে যেন এ বিষয় জানিতে না পারে।" এইরূপে সেই সুদক্ষ দরজী লেবাকানের জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন সুলতানের ভ্রাতা সেলিম পাশা তাঁহার একটী বহুমূল্য পরিচ্ছদের কোন অংশ পরিবর্ত্তনের জন্য লেবাকানের প্রভুর নিকট উহা প্রেরণ করিলেন। লেবাকান সুক্ষ্ম সূচীকর্ম্ম করিতে অতি নিপুণ ছিলেন বলিয়া লেবাকানের প্রভু ঐ পরিচ্ছদটী বিশ্বাস করিয়া লেবাকানের হস্তে প্রদান করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে যখন তাঁহার প্রভু ও অপরাপর কর্ম্মচারিগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নিয়মিত বিশ্রাম করিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করিলেন, সেই সময় লেবাকান অদম্য প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। যে গৃহে সেলিম পাশার পরিচ্ছদটী রাখা হইয়াছিল, লেবাকান ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বহুক্ষণ সেই পরিচ্ছদটী স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া নিস্পন্দের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি পরিচ্ছদটী গ্রহণ করিয়া দীপালোকে তাহার প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি উহার অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে ও মনোহর সৌন্দর্য্যে একবারে মোহিত হইলেন। একবার পরিধান করিবার জন্য তাঁহার বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইল, সুতরাং তাঁহার লালসার প্রতিকূলতাচরণ করিতে অক্ষম হইয়া তিনি সেই পরিচ্ছদটী পরিধান করিলেন। তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, ঐ পরিচ্ছদটি তাঁহার দেহায়তনের অনুরূপ। তাঁহারই নিমিত্ত যেন উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

লেবাকান সেই পরিচ্ছদটী পরিধান করিয়া চিন্তাপূর্ণ চিত্তে সেই গৃহে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অত্যুচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "কেন,আমি সাহাজাদার ন্যায় সৌভাগ্যশালী না হইলাম? আমার বহুদর্শী প্রভু কি আমাকে বলেন নাই যে আমাকে দেখিলে সাহাজাদা বলিয়া ভ্রম হয়? অবশ্য আমি কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিব,—অবশ্য কোন রাজা আমার পিতা হইবেন, নতুবা সুবিজ্ঞ প্রভু আমাকে এ কথা কেন বলিবেন? ভাল, যদি আমি রাজবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াই থাকি তবে অবস্থার এ তারতম্য হইল কেন। সাহাজাদা সেলিম পাশা হইল কেন? আর সাহাজাদা আমি লেবাকান দরজী কেন হইলাম? যে বিধি সেলিম পাশাকে সৃজন করিয়াছেন সেই বিধি আবার আমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে এ তারতম্য কেন হইল? লোকে আমাকে লেবাকান পাশা অথবা লেবাকান বে বলে না কেন? ইহা কাহার দোষ? মূঢ় আমি, এতদিন কোন চেষ্টা করি নাই সেই জন্য আমার এত দুর্দ্দশা, সেই জন্য আমি লেবাকান দরজী রহিয়াছি, নতুবা এতদিনে আমার ভাগ্যের গতি ভিন্ন পথে ফিরিত।

এইরূপে লেবাকান দরজী একাগ্রচিত্তে শূন্যে আপন অভিলাষানুযায়ী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি কোন গর্ব্বিত দাম্ভিক রাজকুমারের ন্যায় গর্ব্বিতভাবে সেই গৃহে ইতস্ততঃ দ্রুতপদে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা গৃহভিত্তি সংলগ্ন সুবৃহৎ দর্পণের সম্মুখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই দর্পণে নানা অঙ্গভঙ্গীসহকারে আপন প্রতিচ্ছায়া দর্শন করিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন,"যে স্থানের নির্ব্বোধ লোকেরা আমার এরূপ সুন্দর আকৃতি দেখিয়াও আমাকে সাহাজাদা বলিয়া সম্বোধন করিতে অস্বীকার করে, সে স্থান আমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে শীঘ্রই ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর। আমি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছি, সে পরিচ্ছদ কাহার? সেলিম পাশার কি? না। আমার বোধ হয়— বোধ হয় কেন? নিশ্চয়ই কোন দয়াবতী পরী এই পরিচ্ছদটী সেলিম পাশার দ্বারা আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব এমন মনোহর অমূল্য দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা মূঢ়ের কার্য্য।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া লেবাকান ক্ষণবিলম্ব

ব্যতিরেকে আপনি সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করিয়া অন্ধকারময়ী রজনীর আনুকুল্যে নিরাপদে এলেকজান্দ্রিয়া নগরের তোরণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এলেকজান্দ্রিয়া নগরে সীমা অতিক্রম করিয়া নব সাহাজাদা একটী সামান্য পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত নিশা অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সেই মনোহর পরিচ্ছদ ও গম্ভীর গর্ব্বিত মুখভাব একজন পদব্রাজক পর্য্যটকের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য, সুতরাং লোকে এই নব সাহাজাদার সম্পূর্ণ নূতন ভাব দর্শন করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা তাঁহাকে সোপহাসে কহিল, "কি গো যাঁহাপনা। বলি পায়ে হেঁটে কত দূর যাবেন।"

লোকের বিদ্রূপ ও উপহাসে লেবাকান অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন, "তোমরা মনে করিতেছ আমি একজন সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু বাস্তবিক আমি একজন রাজপুত্র। কোন গোপনীয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে আমাকে এরূপ ভাবে গমন করিতে হইতেছে।"

লেবাকানের এই কথা শুনিয়া লোকে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে কহিল, "তাইত বলি সাহাজাদা যে বড় হেঁটে চলেছেন।"

লোকের এইরূপ উপহাসে লেবাকানের জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন তিনি ভাবিলেন, "বটেইত, লোকেত এ কথা বলিতেই পারে। আমার ন্যায় সাহাজাদার কি এরূপ ভাবে পদব্রজে গমন করা উচিত?" এইরূপ ভাবিয়া তিনি কতিপয় মুদ্রায় একটী ঘোটক ক্রয় করিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ অশ্বটী দ্রুতগমন করিতে অক্ষম, সুতরাং উহা তাঁহার প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত হইল। কারণ অশ্বপৃষ্ঠে গমন করা তাঁহার আদৌ অভ্যাস ছিল না। সে যাহা হউক তিনি অনুমান করিলেন যে প্রত্যেক রাজকুমারের প্রিয়তম অশ্বের এক একটী নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে, অতএব তাঁহার বৃদ্ধ ঘোটকের নাম সুরভা রাখিলেন। এইরূপে নবসাহাজাদা নব উৎসাহে দেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে সাহাজাদা লেবাকান বৃদ্ধ সুরভার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একটী নির্জ্জন সুবৃহৎ প্রান্তরের সঙ্কীর্ণ পথ্যাবলম্বন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন এমন সময়ে একজন সশস্ত্র অশ্বারোহী পুরুষ সহসা তাঁহার

দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন লেবাকানের ভয়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি সেই অশ্বারোহিকে দস্যু ভাবিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি হতভাগা মুবভাকে দ্রুতগমন করাইবার জন্য তাহার পৃষ্ঠে বারম্বার কষাঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু শীর্ণকায় শক্তিহীন বৃদ্ধ মুবভা প্রভুর এই বিপদ জানিয়াও দ্রুতবেগে গমন করিল না। অশ্বারোহির অশ্বটী বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী; সুতরাং দেখিতে দেখিতে তিনি লেবাকানের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ভয়ে লেবাকানের অৰ্দ্ধেক প্রাণ প্রয়াণ করিল। অশ্বারোহী লেবাকানের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয় দুইজনে একত্রে পথপর্য্যটন করিলে কথোপকথনে পথকষ্ট দূর করিতে পারিব, এই আশায় আমি আপনার সহিত মিলিত হইয়াছি"

অশ্বারোহির কথা শুনিয়া লেবাকানের ভয় দূর হইল। তখন তিনি আপন পিধান হইতে অসি উন্মুক্ত করিয়া কহিলেন, "ওহো আপনি পথিক। তাই ভাল, আমি আপনাকে দস্যু মনে করিয়া আপনার শরীরে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে আমার এই রকম ভ্রম হয়। এই ভ্রমের জন্য কত শত হতভাগ্য ব্যক্তি আমার হস্তে অকালে কাল কবলে নিপতিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।"

অশ্বারোহী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন?"

লেবাকান সাহঙ্কারে কহিলেন, "আমি একারা নগরের পাশা। আমার নাম লেবাকান বে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিবার অভিলাষ নাই। কেবল আমোদের জন্য দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছি। ভাল, আপনার নাম কি? আপনি কোথায় গমন করিবেন?"

অশ্বারোহী বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমার নাম ওমার। আমি কেওরোর হতভাগ্য পাশা এলফদি বের ভ্রাতুষ্পুত্র। পিতৃব্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার একটী আদেশ প্রতিপালনার্থ আমাকে অঙ্গীকার করাইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি মৃত পিতৃব্যের সেই আদেশ প্রতিপালনার্থ দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছি। আপনার ন্যায়ই আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"

লেবাকান সগর্ব্বে কহিলেন, "তবে বংশমর্য্যাদায় আমি আপনার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আমি স্বয়ং পাশা আর আপনি পাশার ভ্রাতুষ্পুত্র মাত্র।"

ইহা বলিয়া সেবাকান বে আপন অশ্বের গ্রীবাদেশে ধীরে ধীরে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, " মুরভা !—মুরভা। আজ তুমি এমন ধীরভাবে গমন করিছ কেন? শতসহস্র ভীমমূর্ত্তি যোদ্ধার মধ্যে, অস্ত্রের ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝনায় ভীষণ সমরক্ষেত্রে, কত শতবার অকুতোভয়ে দ্রুতবেগে গমন করিয়াছ। তবে আজ কেন এরূপ ধীরভাবে গমন করিতেছ? দেখুন মহাশয়! এই অশ্বটীকে আপনি সামান্য অশ্ব মনে করিবেন না। আমি এই অশ্বে আরোহণ করিয়া কত যুদ্ধে যে জয়লাভ করিয়াছি, তাহা গণনা করা যায় না। আমার পিতা মৃত্যুকালে আমাকে এই অশ্ব ও এই তরবারী প্রদান করিয়াছেন। তিনি আবার এতদুভয় তাঁহার সাহসের পুরস্কারস্বরূপ তুরস্কের সুলতানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

এইরূপ কথোপকথনে তাঁহারা পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সেবাকান তাঁহার সঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ' ভাল মহাশয়। আপনার পিতৃব্য মৃত্যুকালে আপনাকে কি আদেশ করিয়া গিয়াছেন? উহা জানিবার আমার কোন আবশ্যক নাই, তবে কি না যখন আপনার সহিত আমার বন্ধুত্ব স্থাপন হইল, তখন মনের কথা খুলে বলাই ভাল নয়? "

সেবাকানের এইকথা শুনিয়া সরলচিত্ত যুবা ঈষৎ হাসিয়া সরলচিত্তে উত্তর করিলেন, " মহাশয়। কেওরোর পাশা এল্‌ফি যে আমাকে অতি শৈশবাবস্থা হইতে লালনপালন করিতেছেন। সেই কারণে আমার পিতামাতাকে আমি কখন দেখি নাই, এমন কি অদ্যবধি ও তাহাদের নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। বৎসরাধিক হইল কেওরোর প্রজাবর্গ কেওরোয়ে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। সেই বিদ্রোহদমন করিবার জন্য পিতৃব্য সসৈন্যে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করেন। যুদ্ধে তিনবার পরাজিত হইয়া তিনি তাঁহার মস্তকে এক সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সেই আঘাতে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া মৃত্যুকালে আমাকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, " বৎস। তুমি মনে করিয়া থাক যে আমি তোমার পিতৃব্য " কিন্তু বাস্তবিক তুমি তাহা নও। তুমি প্রভুত্বসম্পন্ন একজন স্বাধীন রাজার একমাত্র পুত্র। যখন তুমি পঞ্চম বর্ষীয় বালক, তখন তোমার পিতা তোমার শুভাশুভ গণনা

করাইবার জন্য কতিপয় দৈবজ্ঞকে আনয়ন করেন। তাঁহারা গণনা করিয়া যাহা বলিল, তাহাতে তোমার পিতা অত্যন্ত ভীত হইলেন। অপরাপর আমীর ওমরাওগণ অপেক্ষা আমি তোমার পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলাম। সেই কারণে তোমার পিতা তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাকে একটী প্রতীজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করান। সেই প্রতীজ্ঞাটী এই;—যতদিন না তোমার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে, ততদিন আমি তোমাকে তোমার জন্মবৃত্তান্ত কিম্বা তোমার পিতামাতার নাম বলিব না। আমি আশা করিয়া ছিলাম যে স্বয়ং তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার গচ্ছিত একমাত্র অমূল্য বস্তু তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব, কিন্তু এক্ষণে আমার সে আশা দুরাশামাত্র। আমার আসন্নকাল উপস্থিত। ইতিমধ্যে আমি তোমার পিতাকে আমার অবস্থা অবগত করাইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। আজ তাহার উত্তর আসিয়াছে। আজ তিনি আমাকে পত্রের দ্বারা যেরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই আদেশানুসারে তোমাকে আদেশ করিতেছি। শুন, বৎস। এক্ষণে তোমার পিতামাতার নাম জানিবার আবশ্যক নাই; তাহা হইলে তোমার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর এক বৎসরকাল পরেই তুমি তাঁহাদের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিবে। আগামী বৎসরের রমজান মাসের চতুর্থ দিবসে তোমাকে প্রসিদ্ধ গিরিস্তম্ভ এলসিরাজে উপস্থিত হইতে হইবে। ঐদিবসে তুমি দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিবে। এলসিরাজ স্তম্ভ এলেকজান্দ্রিয়া নগর হইতে চারি দিবসের পথ। সে যাহা হউক তুমি ঐ দিবস তথায় গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা গুলি বলিবে, ‘কাহাকে তোমরা অন্বেষণ করিতেছ! সাহাজাদা ওমার হেথায় রহিয়াছে।’ তোমার এই কথা শুনিয়া যদি কতিপয় সশস্ত্র পুরুষ সেই গিরিস্তম্ভের ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া এই কথা গুলি বলেন, ‘আল্লা! তোমার মহিমা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক! তুমি আমাদের পাতসাহ পুত্রকে বিপদজাল হইতে রক্ষা করিয়াছ।’ তাহা হইলে তুমি আমার নামাঙ্কিত এই তরবারীখানি তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিবে। তাঁহারাও তোমাকে আমার নামাঙ্কিত এতদনুরূপ আর একখানি

তরবারী তোমার হস্তে প্রদান করিলেন। তুমি তাঁহাদের সমভিব্যাহারে নিশঙ্কচিত্তে গমন করিও। তাঁহারা তোমাকে তোমার পিতামাতার নিকট লইয়া যাইবেন। কিন্তু বৎস! আজ আমি তোমাকে যে সব কথা বলিলাম, তাহা, তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে অন্য কোন ব্যক্তিকে বলিওনা। এই সকল কথা বলিলে তোমার বিপদ ঘটিবে। "বে আমাকে এই আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার নামাঙ্কিত এই তরবারীখানি আমার হস্তে প্রদান করিলেন। এক্ষনে আমি তাঁহারই আদেশানুসারে গিবিস্তম্ভ এলসিরাজে গমন করিতেছি।"

ওমারের এই উত্তরে লেবাকান সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বটে? এ রকম ব্যাপার। তা ভালই হইয়াছে, আপনি এ সব কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া অতি বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন। ইহাতে আপনার উপকার ব্যতীত কখন অপকার হইবে না। আমি আপনার রক্ষকস্বরূপ এলসিরাজ গিবিস্তম্ভ পর্য্যন্ত গমন করিব। দেখিব কে আপনার অনিষ্ট করিতে সাহসী হয়। লেবাকানবের হস্তে তরবারী থাকিতে কেহই আপনার কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

ওমার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার কথায় বাধিত হইলাম, কিন্তু আপনার এত কষ্ট স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। এলফি বে আমার পালক পিতা, সুতরাং তাঁহার পালকপুত্রের হস্তে তরবারী থাকিতে সে কোন বিপদকে ভয় করে না। যদি ভয়ই করিতাম, তাহাহইলে বোধ হয় এ সব কথা আপনাকে বলিতাম না।"

লেবাকান ঈর্ষানয়নে ওমারের প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন "সত্য! কিন্তু যখন আপনার সহিত আমার বন্ধুত্ব স্থাপন হইয়াছে তখন বিপদমুখ হইতে আপনাকে রক্ষা করা কি আমার কর্ত্তব্য কাজ নহে? বিশেষতঃ আপনি এই দীর্ঘ দ্বাবিংশতি বৎসর পরে আপনার পিতামাতার সাক্ষাৎলাভ করিবেন। আপনাদের এই সুখসম্মিলন কি আমার দেখিতে ইচ্ছা যায় না?"

এই কথা শুনিয়া ওমার কেবলমাত্র ঈষৎ হাস্য করিলেন,—আর কোন কথা বলিলেন না। লেবাকানও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চিন্তা-

পূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে চিন্তা স্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—ওমারের ভাগ্য কি সুপ্রসন্ন। জগদীশ্বর তাঁহাকে একজন প্রবল পরাক্রান্ত পাশার ভ্রাতুষ্পুত্রপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও আবার এক্ষণে তদপেক্ষা উচ্চপদে—একজন স্বাধীন নরপতির একমাত্র তনয়পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর আমি?—আমি লেবাকান দরজী! আমার ভাগ্য কি নিষ্ঠুর। ওমারের ন্যায় আমিও আমার পিতামাতাকে কখন দেখি নাই,—কখন তাঁহাদের নামও শুনি নাই। হইতে পারে ওমারের ন্যায় আমার কোন রাজপিতামাতা আমার ভাবি অমঙ্গলাশঙ্কায় আমাকে আমার প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তবে প্রভেদ এই ওমারের পিতামাতা ওমারকে একজন প্রভূত বলশালী পাশার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, আর আমার পিতামাতা আমাকে একজন প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী দরজীস্বামীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন। আমাতে ওমারেতে এই—এই সামান্য প্রভেদ বৈত নয়? তবে কি না ওমারের পালক পিতা পাশা এলফি বে ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী। আর আমার পালক পিতা হারামজাদা প্রভু পাজি ও অধার্ম্মিক। কেবল সমস্ত দিন আমাকে প্রহার করিয়া কাজ করাইত এতদিনত আমাকে আমার পিতামাতা কে, তাহা বলে নাই। কি পাজি। কি নিষ্ঠুর! তাই বা কেন হইবে? তিনিত কতবার আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে আমি ছদ্মবেশী সাহাজাদা। ও আমি কি মূর্খ। এতদিন ইহার ভাব সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কিন্তু এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি।"

এইরূপ ভাবিয়া লেবাকান আপনার সহিত ওমারের আকৃতির পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ওমারকে দেখিতে অতি সুন্দর, তাঁহার দীর্ঘ বপু, বিশাল বক্ষস্থল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সরল নাসিকা ও মধুর অকপট বাক্য যিনি একবার দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে কখন বিস্মিত হইতে পারিবেন না। এক কথায় যে সকল সৌন্দর্য্য থাকিলে পুরুষকে অতি সুন্দর দেখায়, ওমারের শরীরে সে সকলের কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। তথাপি লেবাকান তাঁহার অপেক্ষা আপনাকে সুন্দর মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন, "যদি ওমার ও আমি ওমারের পিতার নিকট গমন করি, তাহা হইলে তিনি আমাকেই প্রকৃত সাহাজাদা বলিয়া গ্রহণ করিবেন।"

এই সকল চিন্তা লেবাকানের হৃদয়কে সমস্ত দিন প্রপীড়িত করিল। সন্ধ্যা আসিল, তাঁহারা সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর উত্তীর্ণ হইয়া একটী গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় একটী পান্থনিবাসে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা একত্রে আহারাদিক্রিয়া সমাপন করিলেন। অতঃপর রাত্রি প্রহরাতীত হইলে তাঁহারা একত্রে এক শয্যায় শয়ন করিলেন। সমস্ত দিবসের শ্রম বশতঃ ওমার অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, কিন্তু লেবাকান জাগ্রতাবস্থায় শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তিনি ধীরে ধীরে শয্যাতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই গৃহে ইতস্ততঃ চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তিনি আপন মনে সহসা অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "ভাগ্যলিপি কে খণ্ডাইতে পারে? যখন দৈবজ্ঞেরা এরূপ গণনা করিয়াছেন, তখন কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? ইহাতে আমার অধর্ম্ম কি? আমার ভাগ্যে অবশ্য লেখা আছে যে ভবিষ্যতে আমি সাহাজাদা বলিয়া জনসমাজে আদৃত ও সম্মানিত হইব, নচেৎ দয়াময় আল্লা আমাকে এমন সুযোগ মিলাইয়া দিবেন কেন? জগতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে বিভিন্ন পদার্থ নাই। ঈশ্বরের আদেশই ধর্ম্ম। ঈশ্বর আদেশ করিয়াছেন যে ওমারের জীবনের এই অধ্যায়ে তাহার লীলাখেলা সাঙ্গ হইবে। আবার ঈশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে আমার জীবনের এক অধ্যায়ে সাহাজাদাপদে প্রতিষ্ঠিত হইব, অতএব ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কখন অধর্ম্মাচরণ করিব না।" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি ধীরে ধীরে শয্যার নিকট গমন করিলেন। এতদিন তাহার নিকট অদৃষ্ট যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক দিতে স্বীকার করে নাই, এক্ষণে তিনি তাহা বল কিম্বা ছলে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। লেবাকান ফিরিয়া ওমারকে দেখিলেন,— ওমার নিশ্চিন্ত চিত্তে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। তখন তিনি অতি সতর্কতা সহকারে ধীরে ধীরে এনায়েৎ প্রদত্ত তরবারীখানি নিদ্রিত ওমারের কটিবন্ধ হইতে উন্মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে দীপাধার সমীপে আগমন করিলেন। দীপের আলোক ক্ষীণতর করিয়া তিনি পুনরায় শয্যার নিকট গমন করিলেন নিদ্রিত রাজকুমার ওমারের বক্ষ লক্ষ্য করিবার জন্য যেমন তিনি শাণিত তরবারী

ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন, অমনি গৃহ দ্বার ঝনঝন শব্দে নড়িয়া উঠিল। লেবাকানের হস্ত কাঁপিতে লাগিল; তরবারীখানি হস্তচ্যুত হইয়া শয্যাতলে পড়িয়া গেল। লেবাকান তখন সভয়ে দ্বার প্রতি স্থির নয়নে চাহিয়া রহিলেন,—দেখিলেন দ্বার ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি ওমারের প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তরবারীখানি গ্রহণপূর্ব্বক শূন্যে উত্তোলন করিলেন। এই সময়ে গ্রামের প্রহরী ভীমনাদে চীৎকার করিয়া প্রহরীর কার্য্য সম্পন্ন করিল। সেই চীৎকারে লেবাকান ভীত হইলেন। তাঁহার হস্ত পুনর্ব্বার কাঁপিতে লাগিল। তিনি আপন তরবারী সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ওমারের তরবারী আপন কটিবন্ধে আবদ্ধ করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "অসম্ভব। অসম্ভব। ঈশ্বরের এরূপ আদেশ নহে। অধর্ম্ম। অধর্ম্ম। এই তরবারীখানিই আমাকে সাহাজাদা বলিয়া প্রমাণিত করিবে। আর জীবহত্যায় আবশ্যক নাই।" এই কথা বলিয়া ওমারের বিশ্বাসঘাতক সঙ্গী দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এইরূপে চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া লেবাকান আপন বৃদ্ধ মুবতাকে সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ওমারের তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব তীব্রবেগে প্রধাবিত হইল।

যে দিন লেবাকান এই ধর্ম্মবিগর্হিত পাপাচরণে রাজকুমার ওমারের সুখশতকমূলে কুঠারাঘাত করিল, সে দিন পবিত্র মাস রমজানের প্রথম দিবস অদ্য দ্বিতীয় দিবস; আর দুই দিবসমধ্যে গিরিস্তম্ভ এলসিবাজে উপস্থিত হইতে না পারিলে লেবাকানের সমস্ত আয়াস সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে। এই ভাবনায় লেবাকান অশ্বকে তীব্রবেগে প্রাণপণ যত্নে পরিচালিত করিলেন। সেই স্থান হইতে গিরিস্তম্ভ এক দিনের পথ। তথাপি লেবাকানের প্রতীয়মান হইল, যে ঐ স্থানে উপনীত হইতে অধিক দিন লাগিবে। তিনি আপন অশ্বের প্রতি পদক্ষুরশব্দে ভীত ও চকিত হইতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্ত্ত সভয়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন,—প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহাকে ওমার আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন।

এইরূপে সভীতান্তঃকরণে লেবাকান রমজান মাসের দ্বিতীয় দিবস অতিবাহিত করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাচ্ছায়াবিমোহিত উন্নত গিরিস্তম্ভ



কল্পিত সাহাজাদা।

এলসিবাজের শিখরদেশ অস্পষ্টভাবে লেবাকানের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ গিরিস্তম্ভ একটী সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র শৈলোপরি অবস্থিতি করিতেছিল। উহার সুবর্ণমণ্ডিত উন্নত চূড়া প্রায় দশ পনর ক্রোশ দূর হইতেও পথিকের নয়ন মনকে বিমোহিত করিত। সেই গিরিস্তম্ভ দর্শন করিয়া লেবাকানের হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল,—হৃদপিণ্ড ভীষণ বলে আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। এই সময়ে লেবাকানের বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল। "যদি আমি প্রতারক বলিয়া ধৃত হই, তাহা হইলে আমার ভবিষ্যত ভাগ্যে কি ঘটিবে?" সহসা লেবাকানের অন্তরাত্মা হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিল। লেবাকান তাহার উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। দুইদিন চিন্তা করিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াও যাহা তাঁহার মানসে একবারও উদিত হয় নাই, এক্ষণে সহসা তাহা তাঁহার স্মরণে আসাতে তিনি একবারে ভয়ে বিহ্বল হইয়া সচিন্তিতাবস্থায় ম্রিয়মাণ রহিলেন। কিন্তু রাজবংশে তাঁহার জন্ম, এই বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উৎসাহিত করিল; তখন তিনি সাহসে আপন হৃদয় দৃঢ়ীভূত করিয়া গন্তব্যপথে অশ্বকে পরিচালিত করিলেন।

যে প্রান্তরের মধ্যস্থলে উন্নত শৈলোপরি উন্নত স্তম্ভ এলসিবাজ আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, সেই প্রান্তর বহুদূর বিস্তৃত। উহার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে লোকের দৃষ্টি উহার সীমা অতিক্রম করিতে পারিত না। সেই প্রান্তরে লোক সমাগম অতি বিরল, দিবসে কদাচিৎ দুই একজন পথিককে তথায় দেখিতে পাওয়া যাইত, আর অপরাহ্ণ বেলায় কখন২ বা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি গিরিস্তম্ভ হইতে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমকান্ত মূর্ত্তি দেখিবার জন্য স্বদলে তথায় আগমন করিতেন। শ্যামল শস্যরাজি সেই প্রান্তরের চারু শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। স্থানে স্থানে অগণন তালবৃক্ষ সমবেত হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। এতদ্ভিন্ন তথায় অপর কোন বৃক্ষ ছিল না। সে যাহা হউক তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে লেবাকান সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তিনি একটী তালবৃক্ষকাণ্ডে অশ্বকে বন্ধন করিয়া নিকটে কতিপয় তালতরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। লেবাকান সমভিব্যাহারে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

এই কারণে তাঁহাকে উপবাস ক্লেশভোগ করিতে হইল না। তিনি আহার করিয়া কথঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে আপন অদৃষ্টে শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে লেবাকান সেই প্রান্তরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা একদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তিনি দেখিলেন,— প্রান্তরের এক প্রান্ত হইতে অসংখ্য সশস্ত্র অশ্বারোহী পুরুষ অসংখ্য ভারবাহী উষ্ট্র সমভিব্যাহারে মহাসমারোহে এলসিরাজ স্তম্ভের অভিমুখে তরঙ্গবৎ অতি দ্রুতবেগে আগমন করিতেছে। এতদ্দর্শনে লেবাকান সাতিশয় ভীত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দস্যু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাল বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে সেই লোকপ্রবাহপর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইবামাত্র প্রান্তহত হইল। তথায় দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি মনোহর পটমণ্ডপ সন্নিবেশিত হইল। ইহা দেখিয়া লেবাকানের ভয় দূর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ইহারা দস্যু নহে,—কোন সমৃদ্ধিশালী পাশা কিংবা সেকের সেনা। তখন লেবাকানের অন্তরাত্মা যেন অস্ফুটস্বরে তাঁহাকে কহিল যে এই অশ্বারোহিদল তাঁহারই জন্য আসিয়াছে,—তাহাদের ভাবি রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এই সমারোহের সূচনা হইতেছে। তখন লেবাকান তাঁহাদের সম্মুখে গমন করিয়া ওমার বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুখ হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে চতুর্থ দিবসে সাক্ষাৎ করিবার কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই দিন তাঁহার চিরপোষিত আশা ফলবতী হইবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি সেই দিন ওমারের অংশ অভিনয় করিবার বাসনা ত্যাগ করিলেন।

রজনী প্রভাত হইয়াছে। অদ্য পবিত্র মাস রমজানের চতুর্থ দিবস। আজ যেন বালার্ক লেবাকানের সুখৈশ্বর্য্যগরিমা প্রকাশের নিমিত্তমোহনবেশে পূর্ব্বীয় গগনকে রঞ্জিত করিয়াছে। আজ এই সৌভাগ্যশালী দরজীরজীবনের সুখপ্রধান দিন। আজ তিনি সামান্য সূচীজীবির সামান্য অবস্থা হইতে এককালীন অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি একজন স্বাধীন নরপতির সর্ব্বজনাবাধিত উন্নত অবস্থায় উন্নীত হইবেন। এই ভাবিয়া লেবাকানের হৃদয় আনন্দবেগে

উচ্ছ্বসিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সেই সময়ে সহসা সেই ধর্ম্মবিগর্হিত পাপাচরণের জন্য তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষণেকের তরে সেই স্থানে সচিন্তিতাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কে যেন সহসা তাঁহার নেত্রপথে প্রতারিত সাহাজাদা ওমারের বিষাদময়ী প্রতিকৃতি ধারণ করিল। অমনি তিনি শিহরিয়া উঠিয়া নয়ন মুদিত করিলেন। চিন্তাস্রোতে প্রবলবেগে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু পাশা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে, এক্ষণে আর কোন উপায় নাই। হৃদপিণ্ডে হলাহল পশিয়া রক্ত দূষিত করিয়াছে, আর ঔষধে কোন ফলোদয় হইবে না। এক্ষণে ভাবা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গর্ব্ব আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। সৌন্দর্য্যাভিমান তাঁহার মনদৃঢ় করিল। তখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তাঁহার এই সুন্দর আকৃতিতে তিনি সকল বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। এই বিশ্বাসে মনস্থির করিয়া সাহসের উপর নির্ভর পূর্ব্বক সেই পর্ব্বতের অভিমুখে অশ্বকেপ্রধাবিত করিলেন। মুহূর্ত্তকালমধ্যে তিনি পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। তথায় একটী গুল্মে অশ্বকে বন্ধন করিয়া সাহাজাদা ওমারের তরবারিখানি পিধান হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক দ্রুতপদে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন। লেবাকান পর্ব্বতারোহণ করিয়া দেখিলেন,—ছয়জন ব্যক্তি সেই গিরিস্তম্ভের পাদমূলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ছয়জনেরই আকৃতি বলিষ্ঠ ও সুন্দর, ছয়জনেরই পরিচ্ছদ বহুমূল্য ও পরিপাটী; তন্মধ্যে কেবল একজনের পরিচ্ছদের পারিপাট্য অধিক, অপর সকলের অপেক্ষা তাঁহার পরিচ্ছদ স্বতন্ত্র প্রকার। তিনি অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ; তাঁহার শ্মশ্রুগুচ্ছ তুষারবৎ ধবল আকৃতি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। সুবর্ণমণ্ডিত অতি মনোহর দুকূলের অঙ্গরাখায় তাঁহার সমস্ত শরীর আবৃত রহিয়াছে, তাঁহার কটিবন্ধ মুক্তাদাম পরিশোভিত শ্বেত কাশ্মীরিশালনির্ম্মিত। কটিদেশে হেম পিধানযুক্ত মনোহর তরবারী। তুষারধবল বাফ্তবস্ত্রের অতি আড়ম্বরজনক শিরস্ত্রাণে তাঁহার মস্তক আবৃত। মধ্যাহ্নভাস্কর সদৃশ অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড সেই শিরস্ত্রাণের স্থানে স্থানে গ্রথিত হইয়া ইহার পরিধাতার পদ মর্য্যাদা ও অতুল ঐশ্বর্য্যগরিমা প্রকাশ করিতেছে।

এই সকল দেখিয়া লেবাকান ক্ষণেকের তরে সেই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন তৎপরে তিনি ধীরে ধীরে সেই বৃদ্ধের নিকট গমনপূর্ব্বক সাহাজাদা ওমারের তরবারী ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক গভীর অথচ ধীর ভয়-স্বরে কহিলেন, "কাহাকে তোমারা অন্বেষণ করিতেছ? সাহা-জাদা ওমার হেথায় রহিয়াছে।"

"আল্লা তোমার মহিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক! তুমি আমাদের পাতসাহ পুত্রকে বিপদজাল হইতে রক্ষা করিয়াছ।" ভগ্নকণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের উভয় গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবল-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তিনি ধুলিশয্যায় উপবেশন করিয়া হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক কহিলেন, "আয় বাপ ওমার। তোর পিতার ক্রোড়ে আয়।"

বৃদ্ধ এরূপ কাতরভাবে এ কথাগুলি বলিলেন যে তাহাতে পাপিষ্ঠ লেবা-কানের কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইল। তখন তিনি লজ্জা ও আনন্দ বিমিশ্রিত মনোভাবসহকারে বৃদ্ধ রাজার বাহুযুগলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্ষণেকের তরে লেবাকানের সে সুখে কোন অন্তরায় উপস্থিত হইল না,—ক্ষণেকের তরে তিনি তাঁহার এই নূতন পদের ভাবি সুখ অবাধে ভোগ করিলেন। সে যাহাহউক লেবাকান বৃদ্ধের আশ্লেষ হইতে উন্মুক্ত হইয়া দেখিলেন একজন অশ্বারোহী পুরুষ সেই প্রান্তরের মধ্যদিয়া গিরিস্তম্ভা-ভিমুখে আগমন করিতেছেন। অশ্ব ও উহার আরোহী উভয়ে এক বিস্ময়জনক ভাব প্রকাশ করিতেছিল। অশ্বটী দুষ্ট স্বভাব নিবন্ধনই হউক কিম্বা ক্লান্তি বশতঃই হউক অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল, আর আরোহী বাহককে দ্রুতগমন করাইবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় তাহার পৃষ্ঠে ক্রমাগত পদাঘাত ও মুষ্টি প্রহার করিতেছিলেন। এই ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া লেবাকানের হৃদয় ভগ্ন হইল। তিনি অশ্ব ও আরোহীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। অশ্বটী তাঁহার বৃদ্ধ মুরভা. আর আরোহী প্রকৃত সাহাজাদা ওমার। তখন দুর্ব্বুদ্ধি লেবাকানের হৃদয়ে অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করি-তেছিল। এই কারণে তিনি স্থির সঙ্কল্প করিলেন যে পরিণামে তাঁহার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক তিনি কদাচ সাহাজাদাপদবাসনা সহজে পরিত্যাগ করিবেন না।

এই সময়ে অশ্বারোহী হতভাগ্য মুরভাকে অতি কষ্টে পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত করিলেন। তখন তিনি এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সত্বরতাসহকারে দ্রুতবেগে পর্ব্বতোপরি আরোহণ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া কহিলেন, " ক্ষান্ত হও। তুমি যে কেহ হও না কেন, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ক্ষণেই সমাহিত হইবে। তোমরা এই দুর্বৃত্ত প্রবঞ্চকের প্রতারণা বাক্যে বিশ্বাস করিওনা। আমিই এলফিবের পালক পুত্র ওমার। এই পাপিষ্ঠই আমার নাম জাল করিয়া তোমাদিগকে প্রতারিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি তাঁহারই কৃপায় যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।"

এই অদ্ভুত ঘটনায় সকলেরই বদনমণ্ডলে বিস্ময়ের চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল। বিশেষতঃ বৃদ্ধ রাজা এই গোলযোগে পড়িয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তিনি সতৃষ্ণনয়নে উভয়ের মুখমণ্ডল ক্রমান্বয়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে প্রকৃত আর কে বা কল্পিত সাহাজাদা ইহা নির্ব্বাচন করিতে পারিলেন না। তখন লেবাকান নৈরাশ্য ব্যঞ্জকস্বরে অথচ অবিচলিত ভাবে কহিলেন, " পিতঃ। এই ব্যক্তির কথায় যেন আপনার মন বিচলিত হয় না — যেন আপনার হৃদয়ে সন্দেহের আবির্ভাব হয় না। এ ব্যক্তিকে আমি জানি; এ ব্যক্তি এলেকজান্দ্রিয়া নগরের একজন উন্মত্ত দরজী। ইহার নাম লেবাকান। ইহার প্রতি ক্রোধ করার পরিবর্ত্তে আমাদের দয়া প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।"

এই সকল কথা শুনিয়া প্রকৃত সাহাজাদার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। রাগে তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় তৎক্ষণাৎ লেবাকানের উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার উদ্যম প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রক্ষকগণের সতর্কতায় তাঁহার সে আয়াস বিফল হইল। রাজানুচরগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন বৃদ্ধ সুলতান তাঁহার কল্পিত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, " দেখিতেছি এ হতভাগ্য বাস্তবিকই উন্মাদ হইয়াছে। বৎস। ইহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই চল, তাহা হইলে কোননা কোন ঔষধ প্রয়োগে ইহার উন্মাদ রোগ আরোগ্য করা যাইতে পারিবে।

সুলতানের এই কথায় প্রকৃত ওমারের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল তখন তিনি সাশ্রুনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সুলতানকে কহিলেন, " আমার হৃদয় আমাকে বলিয়া দিতেছে যে আপনিই আমার পিতা। পিতঃ! আমি ভিক্ষা চাহিতেছি যে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষণেকের তরে আমার কথা শুনুন। "

" ঈশ্বর না করুন। " বৃদ্ধ সুলতান লেবাকানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন " ঈশ্বর না করুন। দেখিতেছি এ ব্যক্তি পুনরায় উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইল। হায়! কেমন করে হতভাগ্যের এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। "

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ সুলতান লেবাকানের হস্তধারণ পূর্ব্বক পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলেন। পর্ব্বততলে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ আরবী অশ্ব সুসজ্জিতাবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। তাঁহারা দুইজনে সেই মনোহর অশ্বদ্বয়ে আরোহণ করিলেন। সৈন্যগণ সুলতানের আদেশে বস্ত্রকাণ্ডার সমূহ উত্তোলন করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপিত করিল। অনন্তর মেদিনার পাশার আদেশে রক্ষকগণ হতভাগ্য ওমারের হস্তপদাদি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া একটা ভারবাহী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইল। তখন বৃদ্ধ সুলতান তাঁহার কল্পিত প্রিয়পুত্র লেবাকান ও আমীর ওমারাওগণের সমভিব্যাহারে মিষ্টালাপ করিতে করিতে আনন্দে স্বরাজ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার প্রকৃত পুত্র ওমার সর্ব্ব পশ্চাতে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া লজ্জা ও অপমানে মস্তক অবনত করিয়া বন্ধনাবস্থায় গমন করিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট। মুহূর্ত্তকালমধ্যে সেই জনস্রোতঃ মহাসমারোহে সেই প্রান্তর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। নির্জ্জন প্রান্তর আবার নির্জ্জন হইল।

ওমারের পিতা বৃদ্ধ সৈদ খাঁ ওয়েচারিটিসের সুলতান। তিনি অপুত্রকাবস্থায় তাঁহার জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরানুগ্রহে একটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়া আপনাকে সর্ব্বসুখী বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় বৎসর পরে এক অন্তরায় উপস্থিত হওয়াতে সে সুখ হইতে তাঁহাকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকিতে হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র ওমারের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কতিপয় দৈবজ্ঞকে আনয়ন করিয়া পুত্রের শুভাশুভ গণনা করিতে কহিলেন। তাঁহারা বহুক্ষণ গণনা করিয়া সকলে একমত হইয়া কহিলেন,

"সুলতান। আপনার পুত্র এই বালক যৌবনকালে একজন প্রবঞ্চক দস্যুর হস্তে প্রাণত্যাগ করিবেন। আর যদি আল্লার অনুগ্রহে কোনরূপে ইঁহার জীবন রক্ষা হয়, তাহা হইলেও ইনি সেই প্রবঞ্চকের হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না। ইঁহার ভাগ্যে অশেষ ক্লেশ ভোগের কথা লিখিত আছে; সুতরাং সেই প্রবঞ্চকের হস্তে সেই অশেষ ক্লেশ ইহাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার একমাত্র প্রতিকার আছে;—দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যদি ইনি কোথায়ও আপনার পুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান না করেন, তাহা হইলে ইহার বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই।" দৈবজ্ঞগণপ্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণপূর্ব্বক সুলতান তাঁহার একমাত্র তনয়ের জীবনরক্ষার নিমিত্ত আমীর ওমরাহগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে তাঁহার চিরবিশ্বাসী অনুচর এল্ফিবের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

সুলতান এই সমস্ত তাঁহার কল্পিত-পুত্রকে সবিস্তারে বর্ণন করিয়া কহিলেন, "পুত্র। তোমার বিরহে আমি এই দীর্ঘ দ্বাবিংশ বৎসর যে কিরূপ কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। সে যাহা হউক তোমার এই আকৃতিগত মনোহর সৌন্দর্য্যে ও হৃদয়গত সুন্দর আচরণে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

এইরূপ ভাবে কথোপকথন করিতে করিতে সুলতান অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। সুলতান-তনয় ওমারের প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা দাবানল সদৃশ অতি সত্বরে রাজ্যের প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তত্রত্য অধিবাসীগণ দলে দলে রাজবর্ত্মে সমবেত হইয়া জয়োল্লাসে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। যে যে রথ্যাবলম্বন করিয়া তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থলে লোকসমাগম অধিক হইতে লাগিল। অবরোধবাসিনী সুন্দরী ললনাগণ পথিপার্শ্বস্থ সৌধের ছাদে ও বাতায়নপথে দলে দলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রজাবৎসল সুলতানের দীর্ঘপ্রবাসী একমাত্র তনয়—তাঁহাদের ভাবি সুলতানকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। রাজমার্গের দুই পার্শ্বে মনোহর পুষ্পহার বংশমঞ্চ বিলম্বিত হইয়া বায়ুভরে দুলিতেছিল স্থানে স্থানে

নয়নরঞ্জক শ্যামল পল্লব বিতান নানা বর্ণের পুষ্পগুচ্ছে মণ্ডিত হইয়া বিরাজমান ছিল। প্রতি সৌধচূড়ায় নানা-বর্ণ রঞ্জিত পতাকাশ্রেণী উত্থিত হইয়া আনন্দিত গৃহস্বামিগণের আনন্দাবেগ প্রকাশ করিতেছিল। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই আপন আপন অবস্থানুযায়ীক আপন আপন গৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন। রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ওমারের আগমনে সুখী হইয়া" কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনায় প্রবঞ্চক দরজী লেবাকানের হৃদয় আনন্দ ও গর্ব্বে স্ফীত হইল। তখন তিনি সাহঙ্কারে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবার এই সকল ঘটনা প্রকৃত সাহাজাদা ওমারের হৃদয়ে শতসহস্র তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিতে লাগিল। লৌহশৃঙ্খলে তাঁহার হস্তপদাদি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, কিঞ্চিৎমাত্র তাঁহার নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি প্রহরি বেষ্টিত হইয়া লজ্জা ও অপমানে মস্তক অবনত করিয়া নৈরাশ-ভগ্ন হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে সমারোহের সর্ব্ব পশ্চাতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। এই সকল জনানন্দ কোলাহল মধ্যে কেহই একবারও তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। সহস্র সহস্র কণ্ঠ সমস্বরে জয়োল্লাসে ওমারের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, কিন্তু যিনি সে নামের প্রকৃত অধিকারী,—প্রকৃত পক্ষে যাহার জন্য আজ এই মহাসমারোহের আয়োজন, তাঁহাকে ভ্রমেও কেহ একবার অভ্যর্থনা করিল না। কদাচিৎ দুই একজন ব্যক্তি কৌতূহল পরবশ হইয়া প্রকৃত ওমারের প্রকৃত অপরাধের কারণ জানিবার নিমিত্ত রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যক্তি কে?—যাহাকে তোমরা এরূপ দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছ, এ ব্যক্তি কে? কি দোষ করিয়াছে?" অমনি রক্ষকগণ ওমারের শ্রুতিকটু উত্তর তাহাদিগকে প্রদান করিল, "এ ব্যক্তি একজন উন্মাদ দরজী। অপরাধ,—প্রবঞ্চনা।" হায়! পরিবর্ত্তন প্রিয় মনুষ্যভাগ্য! ইহ জগতে তোমাকে ধিক।

অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই সমারোহ রাজধানীতে উপস্থিত হইল। তথায় তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ রাজবর্ত্ম সমূহ অধিকতর আড়ম্বরে সজ্জিত করা হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদের একটী প্রশস্ত সজ্জিত গৃহে প্রৌঢ়া সুলতান-

পত্নী আমীর ওমরাওগণ সমভিব্যাহারে উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্বামী ও তনয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই গৃহতলে তুরস্কদেশীয় একখানি সুন্দর বৃহৎ গালিচা বিস্তৃত ছিল। গৃহভিত্তি চতুষ্টয় অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত সুনীল বসনে মণ্ডিত হইয়া চারুগৃহের চারুশোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। স্থানে স্থানে ভিত্তিসংলগ্ন রজতকীলক হইতে হীরকখচিত সুবর্ণময় পুষ্পগুচ্ছ স্বর্ণসূত্রে ঝুলিতেছিল।

যখন সুলতান স্বদলে প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত হইয়াছিল। নানাবর্ণের দীপাধারস্থ আলোকমালায় মণ্ডিত হইয়া রাজপ্রাসাদ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। যে সুবিস্তৃত গৃহে সুলতানপত্নী স্বামী ও পুত্রকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আশাপূর্ণ হৃদয়ে উপবিষ্টা ছিলেন, সেই গৃহে অসংখ্য মনোহর স্ফটিকময় দীপাধারস্থ উজ্জ্বলতর দীপমালা ঔজ্জ্বল্যে সূর্য্যকিরণকেও পরাজিত করিয়াছিল। সুলতান মহিষী একখানি অপূর্ব্ব স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। চারিজন উচ্চপদস্থ আমীর তাঁহার মস্তকোপরি হেমমণ্ডিত অপূর্ব্ব রাঙ্কব বসনের অপূর্ব্ব বিতান ধারণ করিয়াছিলেন। আর দাসীগণ পার্শ্বে ময়ূরপুচ্ছ বিনির্ম্মিত চারুব্যজনে ব্যজন করিয়া রাজ্ঞীর গ্রীষ্মাতিশয্য দূরীকৃত করিতেছিলেন।

এইরূপ আড়ম্বরে সুলতানপত্নী পতি পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সুলতানের ন্যায় তিনিও তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম তনয়কে তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের পর আর কখন দর্শন করেন নাই। কিন্তু সুলতান যে দিন তাঁহার ক্রোড় শূন্য করিয়া ওমারকে এলফিরের হস্তে সমর্পণ করিলেন, সেই দিন হইতে রাজ্ঞী প্রতি রজনীতে স্বপ্নে প্রিয় পুত্রকে দর্শন করিতেন। এই কারণে তাঁহার হৃদয়ে পুত্রমুখ এরূপ চিত্রিত হইয়াছিল যে তিনি একক্ষণে শত সহস্র ব্যক্তি মধ্যগত তাঁহার একমাত্র তনয়কে অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারিতেন।

সে যাহা হউক প্রাসাদ প্রবিষ্ট জন-কোলাহলধ্বনি এক্ষণে রাজ্ঞীর কর্ণকুহরে অপরিস্ফুটভাবে প্রবেশ করিল। ভেরী ও জয়ঢাকের উচ্চ নিনাদ গগন বিদীর্ণ করিয়া উল্লাসিত জনতার আনন্দ কোলাহলে মিশ্রিত হইয়া,

রাজ্ঞীর হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই কোলাহল-ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অবশেষে প্রশস্ত গৃহের দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইল। সুলতান তাঁহার কল্পিতপুত্র লেবাকানের হস্ত ধারণ করিয়া ত্বরিত পদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রণত সভাসদগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুলতানের সমভিব্যাহারী অনুচরগণ—উচ্চপদস্থ আমীর ওমরাওগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুলতান কল্পিত ওমারকে সিংহাসনের নিকটে লইয়া কহিলেন, "রাজ্ঞি। তুমি তোমার যে প্রিয়তম তনয়ের মুখ দর্শন লাভাশয়ে এতদিন ধরিয়া আশা প্রতীক্ষা করিতেছিলে, আমি তোমার সেই হৃদয়ানন্দ একমাত্র পুত্রকে আনয়ন করিয়াছি,—ক্রোড়ে লইয়া তোমার বিরহ সন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল কর।"

রাজ্ঞী সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্থিরনয়নে লেবাকানের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "স্বামিন। আপনি কাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছেন? এ যুবক আমার পুত্র ওমার নহে। আমি প্রতি রজনীতে স্বপ্নযোগে যে অনুপম সুন্দর মুখ দর্শন করিয়া থাকি, ইহা সে মুখ নহে। আমার পুত্রের আকৃতি এরূপ নহে। সুলতান। আপনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হইয়াছেন।

রাজ্ঞীর এই কথা শুনিয়া সুলতান সাতিশয় কুপিত হইলেন। তিনি ক্রোধারক্ত নয়নে রাজ্ঞীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যেমন তাঁহাকে তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিবার জন্য তিরস্কার করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি সেই প্রশস্ত গৃহের দ্বার সহসা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। সুলতান তনয় ওমার অসীম বল-প্রয়োগে ক্ষণেকের তরে রক্ষকগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দ্রুত-পদে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রক্ষকগণ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত হইল। ওমার সিংহাসননিম্নে জানু পাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া নৈরাশ্য-ব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "হে আল্লা! কোথায় তুমি? মৃত্যু। তুমিই এক্ষণে আমার একমাত্র আরাধ্য! শীঘ্র আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হউক! নিষ্ঠুর পিতা। আমার মৃত্যুই যদি তোমার অভিলষিত হয়, তাহা হইলে আর কেন? এই স্থানেই আমার জীবলীলা সাঙ্গ কর! আমি এ অপমান আর সহ্য করিতে পারি না।"

এতচ্ছ্রবণে দর্শকবৃন্দ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া হতভাগা রাজতনয়ের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া সবিস্ময়ে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজ্ঞী এতক্ষণ নিস্পন্দভাবে সিংহাসনোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে ওমারকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন দেখিলেন যে রক্ষকগণ তাঁহাকে বন্ধন করিয়া সেই গৃহ হইতে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, তখন তিনি আর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না,—উন্মত্তার ন্যায় সিংহাসন হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উন্নত গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "দাঁড়াও! এই যুবকই আমার প্রিয়পুত্র ওমার! আমার হৃদয় এই যুবককে ভালরূপ চিনে। আমি প্রতি রজনীতে স্বপ্নে যে অনুপম সৌন্দর্য্য যে অনিন্দ্য মুখকমল দর্শন করিয়া থাকি, ইহা সেই সৌন্দর্য্য—সেই মুখ। আমি আদেশ করিতেছি তোমরা ইঁহার বন্ধন খুলিয়া দাও।"

রাজ্ঞীর এই আদেশ রক্ষকগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওমারের বন্ধন মোচন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুলতান রাগে প্রজ্বলিত হইয়া আরক্ত নয়নে প্রভুত্বব্যঞ্জকস্বরে রক্ষকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি তোমরা ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে দুর্বৃত্ত উন্মাদকে এই স্থান হইতে লইয়া যাও। রমণীর স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিতে পারি না।" অতঃপর তিনি লেবাকানের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই যুবক যে আমার প্রকৃত পুত্র ওমার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার চির-বিশ্বস্ত অনুচর এলফির নামাঙ্কিত তরবারী ইনিই আনয়ন করিয়াছেন।"

সুলতানের এই কথা শুনিয়া ওমার চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এ ব্যক্তি প্রবঞ্চক। তস্কর। এই নরাধম বিশ্বাসঘাতক ঐ তরবারী আমার নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছে।"

ওমারের এই উক্তিতে কোন ফল দর্শাইল না। সুলতান তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ওমারকে সে স্থান হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইয়া অন্ধতম কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ রক্ষকগণকে

প্রদান করিলেন। রক্ষকগণ তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করিল। রাজ্ঞী চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এই ব্যাপার পরিদর্শন করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না। সুলতান অতঃপর লেবাকানের হস্তধারণ করিয়া সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুলতান সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে পর কিয়ৎপরিমাণে রাজ্ঞীর মনোকষ্টের লাঘব হইল। তখন তিনি প্রকৃতস্থা হইয়া ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কর্ত্তব্যনিরূপণের নিমিত্ত তাঁহার বিশ্বস্ত বতিপয় আমীর ওমরাওকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "পাশা, জোবেদ আলি! মোবারক বে! তোমরা সুলতানের সমভিব্যাহারে এলসিরাজ স্তম্ভে গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছ। অতএব তোমরা আমার অপেক্ষা ভালরূপ বিচার করিতে সক্ষম হইবে। এক্ষণে যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিলে তাহাতে কাহাকে তোমাদের প্রবঞ্চক বলিয়া বোধ হয়?"

পাশা জোবেদ আলি কহিলেন, "রাজ্ঞী! যদি একটী ঘটনা লক্ষ্য না করিতাম,—যদি একটী বিষয় আমার অগোচরে ঘটিত, তাহা হইলে আপনার পুত্রকে প্রবঞ্চক বলিয়া স্থির করিলেও করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন সে ঘটনা দৃষ্টি করিয়াছি, তখন আপনার পুত্রকে আর প্রতারক আখ্যা প্রদান করিতে পারি না। যৎকালে আপনার পুত্র—প্রকৃত সাহাজাদা আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে সুলতানের কল্পিত পুত্রের আস্যে এক বিষাদময়ী কালিমা রেখা লক্ষিত হইয়াছিল,—সেই সময়ে পাপকার্য্য প্রকাশ ভয়ে ক্ষণেকের তরে সেই ভীরু প্রতারকের আপাদ মস্তক কম্পিত হইয়াছিল। তৎকালীন সেই পাপীর পাপ হৃদয়ে ও পাপ মুখে এই অস্বাভাবিক পাপ বিপর্য্যয় ভাব দর্শন করিয়া কি আপনার পুত্রকে প্রবঞ্চক বলিতে পারি?"

মোবারক বে ধীরভাবে কহিলেন, "রাজ্ঞি! এ সংসারে এই লোলিত মাংস পলিত কেশ বৃদ্ধ যদিও অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই বটে; কিন্তু ধার্ম্মিক ও শঠে যে কিসে প্রভেদ, সে অভিজ্ঞতা অনেক দিন শিক্ষা করিয়াছে। ধার্ম্মিকপ্রবর পুরুষের বদনে যে সরল ও নির্ভীকভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা কি পাপাচরণরত প্রবঞ্চনাপ্রিয় অধার্ম্মি-

কের মুখে দেখিতে পাওয়া যায় ? জানি না, সুলতান এরূপ বিচক্ষণ এরূপ বুদ্ধিমান হইয়া কেন এত ভ্রান্ত হইলেন।"

মেদিনার পাশা ক্ষুণ্নচিত্তে কহিলেন, "আমি এবসাদী বংশের চিরমিত্র! সে বংশের সিংহাসনে পরে একজন প্রতারক উপবেশন করিবে, ইহা ভাবিতে গেলে আমার হৃদয়ে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হই।"

আমীর ইসাম খাঁ কহিলেন, "আমি শুনিয়াছি যে এবাসাদীবংশধরগণ কোন অলৌকিক বলসহায়ে কখন কোনরূপ ভ্রমে পতিত হয়েন নাই, তবে যে প্রবীণ সুলতান এ বিষম ভ্রমে পতিত হইলেন কেন, বলিতে পারি না। হায়! গণকের গণনার ফল এত দিনের পর কি যথার্থই ফলিল ?"

সুলতান-পত্নী আমীর ওমরাওগণের এবম্প্রকার কথা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন। তখন তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "দেখিতেছি, তোমরা সকলেই আমার স্বপক্ষ। তোমাদের সহায়ে আমি হৃদয়ের এ যন্ত্রণা অপনীত করিতে পারিব।—তোমাদের মন্ত্রণা ও যুক্তি বলে আমার হৃদয়ের ধন একমাত্র পুত্রকে আমার পুত্র বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিব। এক্ষণে সুলতানের এই ভ্রম যাহাতে শীঘ্রই অপনোদিত করা যাইতে পারে এমন সুপরামর্শ তোমরা আমাকে প্রদান কর,—এমন সদুপায় আমাকে দেখাইয়া দাও।"

রাজ্ঞীর এই কথা শুনিয়া অনেকেই অনেক প্রকার পরামর্শ দিল, কিন্তু বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী কাহারও পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। অনেকেই আপন আপন মতানুযায়ীক উপায় অবলম্বন করিতে কহিলেন; কিন্তু তিনি কোনটীকেই মনোনীত করিলেন না। তখন আমীর ইসাম খাঁ বিষণ্ণচিত্তে কহিলেন, "দেখিতেছি সুলতানের এ ভ্রম অপনীত করা অতীব কষ্টসাধ্য। যখন প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক এলফু বের নামাঙ্কিত তরবারী ওমারের নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে সে তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার গত জীবনের সমস্ত কথাই বাহির করিয়া লইয়াছে। এরূপ স্থলে তাহাকে প্রতারক বলিয়া স্থির করিয়া সুলতানের ভ্রম কি সহজে দূর করা যাইতে পারিবে? ঈশ্বরই জানেন হতভাগ্য সাহা-জাদার জীবনের পরিণাম কি হইবে।"

আমীরের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি খেদ ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহই নাই যে সুপরামর্শ দিয়া আমার হৃদয়ের এই দুর্ব্বিসহ যাতনার লাঘব করিতে পারে?"

মেদিনার পাশা এতক্ষণ অন্য উপায় চিন্তনে ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু রাজ্ঞীর এই কথা যখন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার চিন্তার তন্দ্রাবেশ ভঙ্গ হইল। তিনি ধীর স্বরে কহিলেন, "আমি সমস্ত বৃত্তান্ত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়,—যদি প্রতারক বলিয়া থাকে যে আপনার পুত্রের নাম লেবাকান—একজন উন্মাদ দরজী, তাহাহইলে আমি প্রতারককে শীঘ্রই ধরিয়া দিতে পারিব।"

রাজ্ঞী সোৎসুকে কহিলেন, "কিন্তু ইহাতে তুমি তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিবে?"

মেদিনার পাশা কহিলেন, "কেন এই প্রতারক সাহাজাদাকে আপন নাম প্রদান না করিবে? এবং বাস্তবিকই যদি ইহা প্রকৃত হয় তাহা হইলে তাহাকে ধৃত করিবার একটী সদুপায় আছে।"

এই কথা বলিয়া তিনি সেই উপায়টী সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন। রাজ্ঞী ও অপরাপর আমীর ওমরাওগণ তাঁহার এই উপায়টী মনোনীত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার পরামর্শানুসারে প্রতারককে পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজ্ঞী বিশ্বাস করিলেন যে এই উপায়ে তিনি সুলতানের ভ্রম সহজেই অপনোদিত করিতে পারিবেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হইল। রাজ্ঞী আশ্বস্ত হৃদয়ে সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুলতান-পত্নী একজন বিচক্ষণা ও বুদ্ধিমতী রমণী। তিনি সুলতানের স্বভাব ভালরূপ জানিতেন। কিরূপে স্বামীর উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে হয়, সে শিক্ষা তিনি অনেক দিন লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে সেই রাত্রিতে তিনি সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। পরদিনমধ্যাহ্নকালে যখন সুলতান বিশ্রামাগারে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজ্ঞী বিনীতভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞীর প্রতি সুলতানের

অনুচিত ক্রোধের উপশম হইয়াছিল; সুতরাং তিনি তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র সহাস্য বদনে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। রাজ্ঞী ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "সুলতান! এ অবলার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকমাত্রেই সন্দিগ্ধমতী, সুতরাং সহজেই তাহাদের সকল কার্য্যে ভ্রম হইয়া থাকে। আপনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আমি আপনার পুত্রকে একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া আমার সংশয় দূর করিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই প্রার্থনায় স্বীকৃত হউন। এই জন্য আমি আপনার বিশ্রাম করিবার সময় আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।"

রাজ্ঞীর কথায় সুলতান তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তখন রাজ্ঞী বিনীত-ভাবে ধীর স্বরে কহিলেন, "স্বামিন্! আমি এই প্রতিযোগিদ্বয়ের নিকট হইতে এমন পরীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে তাঁহারা আপন আপন নৈপুণ্য ও পারদর্শিতার পরিচয় সহজে প্রদান করিতে পারেন। আপনি বোধ হয় অনুমান করিতেছেন, যে আমি তাহাদিগকে অশ্বপরিচালনায় কিম্বা দ্বৈরথযুদ্ধে অথবা শরত্যাগে আহ্বান করিয়া তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিব। কিন্তু এমত নহে; যাহাতে তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, অথচ যাহাতে তাঁহাদের হস্তকৌশলের প্রমাণ সহজে পাওয়া যাইতে পারে, এমন পরীক্ষা প্রদান করিতে আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি।"

সুলতান কহিলেন, "এরূপ পরীক্ষা দিতে আমার পুত্র অবশ্য স্বীকৃত হইবে।"

রাজ্ঞী সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, "আমার পরীক্ষা এইরূপ,—প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমার শরীরের এই অঙ্গরাখার অনুরূপ এক একটী অঙ্গরাখা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। যিনি এই কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবেন, জানিব, তিনিই আমার পুত্র।"

সুলতান ঈষদ্ধাস্যে উত্তর করিলেন, "রাজ্ঞি! আমি তোমার বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করি! বুঝিলাম আমার পুত্র তোমার উন্মাদ দরজীকে ঘৃণা করে বলিয়া তুমি এই পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছ। আমার পুত্র অপেক্ষা তোমার পুত্র অবশ্য এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,

এরূপ পরীক্ষায় কি আমার পুত্রের অবমাননা করা হইল না? না, আমি তোমার এ প্রস্তাবে কখন সম্মতি প্রদান করিতে পারি না।”

রাজ্ঞী কহিলেন, “এ বিষয়ে যখন আপনি প্রতীজ্ঞা করিয়াছেন, তখন উহা পালন করা আপনার কর্ত্তব্য! নতুবা প্রতীজ্ঞাভঙ্গদোষে আপনাকে দোষী হইতে হইবে।”

সুলতান হাসিয়া কহিলেন, “অবশ্য আমি প্রতিজ্ঞা কখন ভঙ্গ করিব না, তুমি অন্য পরীক্ষার কথা বল, তাহাতে আমি স্বীকৃত আছি।”

সুলতানের এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী একেবারে নিরস্তা হইলেন না। তিনি তাঁহাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সুলতান সত্য প্রতিজ্ঞ। তিনি রাজ্ঞীর এরূপ অনুরোধ ও উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে রাজ্ঞীর উন্মাদ দরজী আমার পুত্র অপেক্ষা উত্তম পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারিলেও আমি তাহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিব না।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সুলতান তাঁহার কল্পিত পুত্র লেবাকানের নিকট গমনপূর্ব্বক রাজ্ঞীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, “বৎস! তোমার মাতার মনে এই খেয়ালের উদয় হইয়াছে। অতএব ইহাতে তুমি কোনরূপ দোষ গ্রহণ বা অমত প্রকাশ করিও না। তোমার অবমাননা করা কিছু তাহার অভিপ্রায় নহে।”

এই কথা শুনিবা মাত্র লেবাকানের হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইল। তখন তিনি মনে মনে হাস্য করিতে করিতে আপনাপনি কহিলেন, “ইহাই যদি রাজ্ঞীর অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই সন্তুষ্টা হইবেন।”

অতঃপর তিনি সুলতানকে সম্বোধনপূর্ব্বক স্মিত বদনে কহিলেন, “পিতঃ! তিনি আমার মাতা, অতএব মাতার আদেশ অবহেলা করা পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ নয়। ইহাতে আমি কিছুমাত্র অপমান বোধ করি না, বরং আমি যদি তাঁহার আদেশ পালন না করি তাহা হইলে তাঁহার অবমাননা করা হয়।”

সুলতান সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “পুত্র! বাস্তবিক তুমি সদ্গুণের আধার। তোমার যুক্তিপূর্ণ কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিলে আমি হৃদয়ে এক স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করি।”

এই কথা বলিয়া তিনি আনন্দচিত্তে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার আদেশে প্রাসাদমধ্যে দুইটী গৃহ সুসজ্জিত করা হইল। কল্পিত ও প্রকৃত সাহাজাদাকে সেই গৃহদ্বয়মধ্যে সূচী বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইবার জন্য প্রেরণ করা হইল। কাচী সূচী ও সূতা প্রভৃতি সেলাইয়ের উপকরণ যথেষ্ট রাখা হইল।

সুলতান তাঁহার প্রিয়পুত্র লেবাকানের হস্তনির্মিত পরিচ্ছদ দেখিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। আর রাজ্ঞী তাঁহার এই পরীক্ষার ফল দর্শন করিবার বাসনায় উদ্বিগ্ন চিত্তে সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতিদ্বন্দিদ্বয়কে তাঁহাদের স্ব স্ব পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দুই দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল। সেই কারণ তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে সুলতান সভাকুটিমে প্রবেশ করিয়া প্রতিযোগিদ্বয়কে তাঁহাদের হস্তনির্ম্মিত পরিচ্ছদ সমভিব্যাহারে আনয়ন করিবার জন্য দুইজন অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। রাজ্ঞী, আমীর ওমরাওগণ সমভিব্যাহারে সেই সভামণ্ডপে উপস্থিতা ছিলেন। লেবাকান গর্ব্বিতভাবে আনন্দিত চিত্তে মস্তক উন্নত করিয়া আর, ওমার ধীরভাবে মস্তক অবনত করিয়া সেই সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। লেবাকান স্বীয় পরিচ্ছদ বিস্মিত সুলতানের সমক্ষে ধারণ করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, "দেখুন, পিতঃ! মাতঃ! আপনিও দেখুন, এ পরিচ্ছদ কি কোন সুদক্ষ দরজীর হস্তনির্ম্মিতের ন্যায় হয় নাই? আমি বাজি রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি যে রাজধানীতে এমন কোন সুদক্ষ দরজী নাই যিনি এতদপেক্ষা সুন্দর পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারেন।"

লেবাকানের এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী কেবল মাত্র ঈষদ্ধাস্য করিলেন। অতঃপর তিনি ওমারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, "তোমার কি দেখাইবার আছে বৎস?"

ওমার মস্তক উন্নত করিয়া হস্তস্থিত বস্ত্র ঘৃণাসহকারে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "জগদ্বিখ্যাত এবাসাদী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ এলফি বের পালক পুত্র হইয়া নীচ সূচী কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারি নাই। পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি,—কিরূপে রাজ্য শাসন করিতে হয়, কিরূপে রণক্ষেত্রে অসি চালনা করিতে হয়।"

মেদিনার পাশা সানন্দে কহিলেন, "এবাসাদীবংশধরের যোগ্য বাক্যই বটে।"

রাজ্ঞী চীৎকার করিয়া কহিলেন, "রাজন! স্বামিন্! প্রভু এখনও কি আপনি চিনিতে পারিতেছেন না যে কে আপনার পুত্র, আর কে দরজী? ক্ষমা করুন, প্রভু! আমাকে অনুমতি দিন আমার হৃদয়ের ধনকে একবার হৃদয়ে গ্রহণ করি। আমার কৌশলে আপনার পুত্র যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক কোন সুদক্ষদরজীর হস্তনির্ম্মিত, এবং আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে তিনি কোন এলফির নিকটে থাকিয়া সূচীকার্য্যে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন?"

তখন সুলতান ক্রমান্বয়ে একবার লেবাকানও একবার ওমারের মুখপ্রতি সুচঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে একবারে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল। তিনি করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় নিষ্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। সুলতানকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ভয়ে নৈরাশে লেবাকানের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল। তাঁহার হৃৎপিণ্ড এরূপ বেগে স্পন্দন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল যে তাঁহার হৃদয়ের সেই ঘাতপ্রতিঘাতশব্দ তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট মেদিনার পাশার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পাশা বিস্মিত নেত্রে লেবাকানের প্রতি একবার মাত্র চাহিয়াই তাঁহার দৃষ্টি সে দিক হইতে অপসৃত করিয়া লইলেন। লেবাকান বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা দোষেই তাঁহাকে ধরা পড়িতে হইল। সে যাহা হউক কতক্ষণ পরে সুলতান প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীর অবিচলিত স্বরে কহিলেন, "ভাবিয়া দেখিলাম, এ পরীক্ষা তাদৃশ প্রমাণযোগ্য নহে। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লার অনুগ্রহে আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি; তদ্দ্বারা আমি বুঝিতে ও অপরকে বুঝাইতে পারিব যে আমি বাস্তবিক প্রতারিত ও ভ্রান্ত হইয়াছি কি না।"

সুলতানের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণেকের জন্য লেবাকানের বদনমণ্ডল একবার ঈষৎ প্রফুল্ল হইয়া পুনরায় বিষাদ রেখায় অঙ্কিত হইল। এঘটনাও সূক্ষ্মদর্শী মেদিনার পাশার অগোচরে রহিল না। সুলতান তাঁহার একজন ভৃত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার একটী বলিষ্ঠ দ্রুতগামী অশ্ব সজ্জিত করিতে

আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। ভৃত্য গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সে সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর সুলতান সৈদ খাঁ অশ্বারোহণে প্রাসাদতোরণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বরাবর উত্তরদিকে আপন অশ্বকে প্রধাবিত করিলেন। রাজধানীর উত্তরদিকে একটী সুবিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে সেই অরণ্যে এদলজাদী নাম্নী এক চির যৌবন সম্পন্না অসামান্যা রূপবতী পরী অধিবাস করিতেন। তিনি এবাসাদী বংশের নিতান্ত শুভধ্যায়িনী। তাঁহার সৎপরামর্শ ও সদুপদেশে সুলতান সৈদ খাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রায়ই নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে মুক্ত হইতেন। এই কারণে এবাসাদী বংশ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে সুলতান সেই এবাসাদী বংশের চির শুভাকাঙ্ক্ষিনী পরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেই অরণ্যে উপস্থিত হইলেন।

সেই বনভূমির ঠিক মধ্যস্থল তরুগুল্মলতা পরিশূন্য শ্যামল দূর্ব্বাদল পরিশোভিত সুপরিষ্কৃত একখণ্ড ভূমি বিদ্যমান ছিল। অত্যুন্নত তালবৃক্ষশ্রেণী বৃতিস্বরূপ সেই ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। এই ভূমিখণ্ডই পরীর বাসস্থান। সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে পরীর এই শান্তিনিকেতনে যদি কখন কোন মনুষ্য ভ্রম ক্রমেও প্রবেশ করেন, তাহাহইলে সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই অমূলক প্রবাদের বশবর্ত্তী হইয়া কোন মনুষ্য ভয়ে সে স্থানে প্রবেশ করিতেন না।

সে যাহা হউক সুলতান সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং জানু পাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "এবাসাদী বংশের হিতৈষিণি। শুনিয়াছি আপনি সদ্‌যুক্তি ও সৎপরামর্শ দানে আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে সময়ে সময়ে নানা প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে এক্ষণে সেই বংশের একজন বর্ত্তমান সন্তানের আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন না। মাতঃ! আপনি আপনার পূর্ব্বসন্তানগণের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন,

অদ্য সেইরূপ দয়া প্রকাশ করিয়া সদুপায় দানে আপনার এই অধম ভ্রান্ত সন্তানের ভ্রান্তি দূর করুন।”

সুলতানের কথা শেষ হইবামাত্র সহসা এক প্রকাণ্ড তালকাণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; অমনি উহার অভ্যন্তরভাগ হইতে এক অপূর্ব্ব রূপজ্যোতিঃ বহির্গত হইল,—শুক্লবসনা এক জ্যোতির্ম্ময়ী নারীমূর্ত্তি স্বীয় বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া ধীরপদে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুলতান বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রমণী স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সুলতানের প্রতি স্থিরনয়নে চাহিয়া চাহিয়া স্মিত বদনে কহিলেন, “সুলতান সৈদ খাঁ! তোমার আগমনের কারণ আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমার অভিলাষ শীঘ্রই পূর্ণ হইবে। এই দুইটী বাক্স গ্রহণ কর। যাহারা তোমার পুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাদিগকে এই বাক্সদ্বয়ের মধ্যে একটীকে মনোনীত করিয়া লইতে বলিবে। যিনি প্রকৃত সাহাজাদা—এরাসাদী বংশের পূত রক্ত বাস্তবিক যাহার শরীরে বহমান, কেবল তিনিই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন,—তাঁহারই পসন্দ ন্যায়সঙ্গত হইবে।”

এই কথা বলিয়া পরী এদলজাদী সুলতানের হস্তে দ্বিরদরদনির্ম্মিত মনোহর দুইটী ক্ষুদ্রকায় বাক্স প্রদান করিয়া নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইলেন। দুইটীই বাক্স দেখিতে একরূপ,—কোন প্রকার প্রভেদ ছিল না। দুইটী বাক্সেরই চারিধার ফলফুলাঙ্কিত মনোহর স্বর্ণপাতে মণ্ডিত, তদুপরি বহুমূল্য মুক্তাদাম অপূর্ব্বভাবে সজ্জিত। ঐ বাক্সের উপরিভাগে অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে কতিপয় অক্ষর সংযোজিত ছিল। সুলতান ঐ বাক্সদ্বয়ের অভ্যন্তরভাগে কি পদার্থ আছে দেখিবার জন্য উহার আবরণ উন্মোচন করিতে বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অনন্তর সুলতান অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার মনে নানা চিন্তার উদ্রেক হইতে লাগিল। ঐ বাক্সদ্বয়ের অভ্যন্তরনিহিত দ্রব্য রাশিদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার কৌতুহল ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি সে

কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। একবার তিনি অনুমান করিলেন যে ঐ বাক্সদ্বয়ের মধ্যে বোধহয় প্রকৃত ও কল্পিত সাহাজাদার নাম লিখিত আছে, কিন্তু সে অনুমান তাঁহার হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না। বাক্সদ্বয়ের উপরিভাগে হীরকমালায় সংযোজিত যে কয়েকটী অক্ষর ছিল, তাহা তিনি উপর্য্যুপরি তিন চারিবার পাঠ করিলেন; কিন্তু ইহা পাঠ করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। একটী বাক্সের উপর লেখা ছিল, ‘ সুখ ও ঐশ্বর্য্য,’ অপরটীর উপর ‘ যশঃ ও কীর্ত্তি।” সুলতান সেই কথা চতুষ্টয় পাঠ করিয়া ভাবিলেন,—এই বাক্সদ্বয়ের মধ্যে কোনটীকে মনোনীত করিতে হইবে, ইহা বিচার করা বালকের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। এমন কি কোন বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিও এই বাক্সদ্বয়ের উপরিলিখিত অক্ষরগুলি পাঠ করিয়া কোনটীকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, ইহা সহজে স্থির করিতে পারেন না। কারণ দুইটীই তুল্যাংশে মানবের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

সুলতান প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজ্ঞী বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সুলতান তাঁহাকে সেই বাক্সদ্বয় দেখাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীর হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইল। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, যে যুবক তাঁহার ভালবাসা ও তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন, আল্লার অনুগ্রহে সেই যুবক নিশ্চয়ই এই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপনাকে প্রকৃত সাহাজাদা বলিয়া প্রমাণিত করিবেন। রাজ্ঞীকে প্রফুল্ল দেখিয়া সুলতান সানন্দে বলিলেন, “রাজ্ঞি! অদ্য বেলা অধিক হইয়াছে। এইকারণে কাল প্রভাতে পরীক্ষার সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছি। কাল প্রাতঃকালে হয় তোমার না হয় আমার ভ্রম সংশোধিত হইবে।” এই কথা বলিয়া সুলতান বিশ্রাম করিবার বাসনায় অপর এক প্রকোষ্ঠে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রাজসভায় রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আহূত হইলেন। তাঁহারা সকলেই এই অভিনব প্রকারের বিচার দেখিবার জন্য কৌতূহল পরবশ হইয়া একে একে সেই সভা ভূমিতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অত্যল্প সময়ের মধ্যে গৃহটী জনসমূহে পরিপূর্ণ হইল

যখন পাশা, বে, সিক, কাজী ও মুফ্‌তি প্রভৃতি রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও আমীর ওমরাওগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, তখন সুলতান সৈদ খাঁ সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া, সিংহাসনসম্মুখস্থ দুইখানি শ্বেত প্রস্তরাসনোপরি দুইটী হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বাক্‌স স্বহস্তে রাখিয়া দিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একজন প্রহরীকে ইঙ্গিত করিলেন। গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী ভিত্তি সংলগ্ন একখানি সুন্দর যবনিকা অপসৃত হইল, অমনি লেবাকান সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি গর্ব্বিত-ভাবে বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আমার পিতা প্রবল প্রতাপশালী সুলতানের আদেশ কি জানিতে ইচ্ছা করি।"

সুলতান দণ্ডায়মান হইলেন, "পুত্র। এবাসাদী বংশে তোমার জন্ম হয় নাই বলিয়াই অনেকেই অন্যায়রূপে তোমার উপর সন্দেহ নিক্ষেপ করিতেছে। অদ্য সর্ব্বজন সমক্ষে তাহার পরীক্ষা প্রদান কর। ঐ যে প্রস্তরাসনোপরি দুইটী বাক্‌স দেখিতেছ, উহার মধ্যে একটী তোমার প্রকৃত বংশের পরিচয় প্রদান করিবে। তুমি ভালরূপ বিচার করিয়া উহার মধ্যে একটী মনোনীত কর। আমি আশা করি যে তুমি নিশ্চয়ই তোমার যোগ্য—এবাসাদী বংশের যোগ্য বাক্সটী গ্রহণ করিবে।"

এই কথা বলিয়া সুলতান সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। লেবাকান তৎক্ষণাৎ ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ত্বরিত পদে প্রস্তরাসন সমীপে গমন করিলেন। সেই বাক্‌সদ্বয় দর্শন করিয়া তিনি বিষম গোলযোগে পড়িলেন। কোন বাঁক্‌সটী গ্রহণ করিলে তিনি এই সভাস্থ সর্ব্বজন সমক্ষে সাহাজাদা বলিয়া সম্মানিত ও সমাদৃত হইবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অধিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বহুক্ষণ বিচার করিয়া সুলতানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "পিতঃ। সুখ ভিন্ন আপনার পুত্রের আর এমন কি মহদাভিলাষ হইতে পারে? ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা আপনার প্রিয়তম তনয়ের নিকট জগতে আর কোন বস্তু আদৃত হইতে পারে? আমি 'সুখ ও ঐশ্বর্য্য!" মনোনীত করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিলাম।"

সুলতান কহিলেন, "আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিব যে তোমার পসন্দ ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে কি না। এক্ষণে মেরিনার পাসার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন কর।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় একজন প্রহরীকে ইঙ্গিত করিলেন। আবার সেইরূপ ভাবে ভিত্তি সংলগ্ন সেই যবনিকা অপসৃত হইল ওমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সরল উদাস দৃষ্টি, তাঁহার বিষাদ মলিন মুখমণ্ডল ও তাঁহার অবসন্ন জ্যোতিহীন দেহযষ্টি, সভারূঢ় সমস্ত দর্শকবৃন্দের সহানুভূতি উত্তেজিত করিতে লাগিল। ওমার ধীরে ধীরে সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুলতানের কোন্ আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে?"

সুলতান কহিলেন, "তোমার সম্মুখে প্রস্তরাসনোপরি যে দুইটী বাক্স রহিয়াছে, উহার মধ্যে তুমি একটী মনোনীত কর।"

ওমার ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্তরাসনের নিকটে গমন করিলেন। অতঃপর ঐ বাক্সদ্বয়ের উপরিলিখিত কথাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া কহিলেন, "গত কতিপয় দিবসের ঘটনায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে ইহ জগতের সুখ অনিত্য, ঐশ্বর্য্য অস্থায়ী! কিন্তু অবিনশ্বর যশঃ সতত জীবের হৃদয়ে বাস করে। উজ্জ্বল কীর্ত্তিনক্ষত্র কখন ইহ জগতে হীনপ্রভ হয় না। সময়ে সকলই ধ্বংশ হয়,—চিরদিন কিছুই থাকে না। থাকে কেবল,—'যশঃ ও কীর্ত্তি,'—কোন কালে নাশ হয় না,— যশঃ ও কীর্ত্তি' 'সুখ ও ঐশ্বর্য্য" তোমরা এক্ষণে আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। অনন্ত অক্ষয় 'যশঃ ও কীর্ত্তি!' তোমরা এক্ষণে আমার একমাত্র আরাধ্য দেবতা! আমি তোমাদিগকেই মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিলাম।"

উন্নত-চেতা ওমারের এই বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সভার চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার প্রশংসাসূচক ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তখন সুলতান তাঁহাদের দুইজনকে তাঁহাদের স্ব স্ব মনোনীত বাক্স গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাঁহারা দুইজনেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন। অতঃপর সুলতান মেক্কা নগরের পবিত্র প্রস্রবণ জেমজেমের পবিত্র সলিলে হস্ত বিধৌত করিয়া সিংহাসনতলে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন, এবং উর্দ্ধ হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক কোরান পাঠ করিয়া কহিলেন, "হে দয়াময় আল্লা!

তোমার অসীম কৃপাবলে এই জগদ্বিখ্যাত এবাসাদী বংশ কলঙ্ক ও অপযশের হস্ত হইতে চিরকাল বিমুক্ত হইয়াছে। কিন্তু অদ্য একজন প্রতারক সেই অকলঙ্ক কুলে কালিমা অর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। দয়াময়।—প্রভু। এ সময়ে আমার বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা কর! আমার প্রকৃত পুত্রকে দেখাইয়া দেও।"

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সুলতান গাত্রোত্থান করিলেন। সভাস্থ সকল ব্যক্তি এই পরিণামের ফল দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। সভাগৃহ এরূপ নিস্তব্ধ হইল যে সে সময়ে সূচীপতনের শব্দ অনায়াসে সকলের শ্রবণপথে প্রবেশ করিত। যাঁহারা সকলপশ্চাতে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ বাক্সদ্বয়ের অভ্যন্তর-নিহিত দ্রব্য দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহল পরবশ হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের মস্তকের উপর শরীর হেলাইয়া বক্রভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সুলতান বাক্সদ্বয় উন্মোচন করিতে তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন। সুলতান সবিস্ময়ে দেখিলেন, অসীম বলপ্রয়োগে ও নানা কৌশলজাল বিস্তারেও যাহা উন্মুক্ত করিতে তিনি কৃতকার্য্য হয়েন নাই এক্ষণে তাহা অনায়াসে উন্মুক্ত হইল।

ওমার যে বাক্সটী মনোনীত করিয়াছিলেন সেই বাক্সটীর অভ্যন্তর ভাগে মকমলের স্থল আস্তরণের উপর একটী অতি ক্ষুদ্রকায় সুন্দর সুবর্ণমুকুট ও সুবর্ণরাজদণ্ড শোভা পাইতেছিল। আর লেবাকানের বাক্সের ভিতর একটী সূচী ও একখানি গুলসূতা ছিল। সুলতান নিকটে আসিতে তাঁহাদিগকে অনুমতি করিলেন। তাঁহারা নিকটে আগমন করিলেন। সুলতান একে একে তাঁহাদের বাক্সদ্বয় দর্শন করিয়া ওমারের বাক্সের ভিতর হইতে সুবর্ণ মুকুটটী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সুলতান যেমন সেই মুকুট হস্তে গ্রহণ করিলেন, অমনি উহা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে লাগিল। এইরূপে অত্যল্প সময়েরই মধ্যে উহা একটী প্রকৃত রাজমুকুটের আকারে পরিণত হইল। তখন সুলতান সেই রাজমুকুট ওমারের মস্তকে পরাইয়া দিলেন। ওমার সুলতানের পদতলে জানুপাতিয়া উপবেশন করিলেন। সুলতান সস্নেহে তাঁহাকে তাঁহার পদতল হইতে উত্তোলন করিয়া সস্নেহে তাঁহার শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। অতঃপর তিনি লেবাকানের প্রতি এক ভীষণ কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, " নরাধম! তুমি এতদিন

ধরিয়া আমাকে জঘন্যরূপে প্রতারিত করিয়া আসিতেছিলে। প্রাণদণ্ডই তোমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি, কিন্তু অদ্য আমার জীবনের এই সুখের দিনে তোমার নীচ প্রাণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি যত শীঘ্র পার, আমার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া রাজ্যান্তরে গমন কর।"

তখন লেবাকান ভয়ে নৈরাশে মথিত হৃদয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে তিনি সুলতান তনয় ওমারের পদতলে পতিত হইয়া সজল নয়নে কহিলেন, "সাহাজাদা। আপনিও কি এই পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন?"

ওমার তাঁহাকে তাঁহার পদতল হইতে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "মিত্রকে বিশ্বাস, শত্রুকে ক্ষমা,— এবাসাদীবংশের মুখ্য উদ্দেশ্য, আমি তোমার সমস্ত দোষ মার্জনা করিলাম। তুমি অক্ষত শরীরে গমন করিতে পার।"

বাজ্জা সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া ওমারের শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন, "চল বৎস! তুমি বিশ্রাম করিবে চল?" তৎপরে তিনি লেবাকানের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "দূর হও পাপিষ্ঠ! তোমার ঘৃণিত জীবন লইয়া এস্থান হইতে দূর হও। এস্থানে থাকিয়া রাজপ্রাসাদ আর কলঙ্কিত করিও না।"

এই কথা বলিয়া বাজ্জী পুত্র সমভিব্যাহারে সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে দর্শকবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বাজ্জী ও ওমারকে অভ্যর্থনা করিয়া সমস্বরে কহিলেন, "হে দয়াময় আল্লা। আমাদের ভাবি সুলতানকে দীর্ঘজীবী করুন। ইহাই আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা।"

সুলতান একজন প্রহরী ও লেবাকানকে ইঙ্গিত করিলেন।—লেবাকান সেই প্রহরী সমভিব্যাহারে তাঁহার মনোনীত সেই বাক্সটি সঙ্গে লইয়া সেই আনন্দ-কোলাহল পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

লেবাকান প্রাসাদ-তোরণে উপস্থিত হইলে প্রহরী সুলতানের আদেশানুসারে একটী সজ্জিত ঘোটক আনিয়া দিল। লেবাকান দেখিলেন, উহা তাঁহারই বৃদ্ধ অশ্ব মুরভা। তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে মুরভার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। বিগত ঘটনাসমূহ এক্ষণে তাঁহার নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কেবল সেই মুক্তাদাম পরিশোভিত

ক্ষুদ্রকায় 'সুখ ও ঐশ্বর্য্য' বাক্সটী অতীত ঘটনার সত্যতার সাক্ষ্যপ্রদান করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টি উহার উপর নিপতিত হইলে তিনি ভাবিলেন যে এতদিন তিনি যাহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া প্রতারণা চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পাইয়াছেন,—সেই 'সুখ ও ঐশ্বর্য্য' তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কেবল নামমাত্র, তাঁহার প্রকৃত মনের সুখ কোথায়? তিনি পথের ভিখারী, ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইবেন?

সে যাহা হউক অষ্টাহের পর তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটী সামান্য পান্থনিবাসে আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি অপরাহ্ণ বেলায় পান্থশালা হইতে বহির্গত হইয়া মুলভার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রভুর কার্য্যালয়াভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অশ্বকে বাহিরের [illegible] গাছে বন্ধন করিয়া কম্পিত হৃদয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তিনি দেখিলেন,—তাঁহার পূর্ব্বস্বামী একখানি কাষ্ঠাসনোপরি উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতেছেন আর তাঁহার কর্ম্মচারিগণ নীরবে সেলাই করিতেছে। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্যস্ততাসহকারে দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "হুজুর! আপনার কি কোন পরিচ্ছদ আবশ্যক আছে?

লেবাকান হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমার পূর্ব্ব কর্ম্মচারী লেবাকান।"

এই কথা শুনিয়া লেবাকানের প্রভু তাঁহার প্রতি স্থির নয়নে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। লেবাকান, সুলতান সৈদ খাঁ প্রদত্ত একটী বহুমূল্যের উষ্ণীষ ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার প্রভু চীৎকার করিয়া উন্মত্তবৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কর্ম্মচারিগণ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। যে যাহা সম্মুখে পাইল, সে তদ্দ্বারাই হতভাগ্য লেবাকানকে প্রহার করিতে লাগিল। লেবাকান পূর্ব্বে এরূপ অভ্যর্থনার প্রত্যাশা করেন নাই। সেই জন্য তিনি আত্মদোষ প্রক্ষালনার্থ তাঁহার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সে যাহা হউক

অনবরত প্রহারে অবশেষে লেবাকান মূর্চ্ছিত হইয়া গৃহপার্শ্বস্থিত রাশীকৃত পুরাতন বস্ত্রের উপর পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার প্রভু ও কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে নিরস্ত হইলেন।

যখন লেবাকানের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন তাঁহার প্রভুর ক্রোধ পুনরায় বর্দ্ধিত হইল, তিনি সেলিম পাশার পরিচ্ছদের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অজস্র গালিবর্ষণ ও বিস্তর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। লেবাকানও তাঁহার প্রভুর এই পশুবৎ আচরণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, ‘ কে তোমার পরিচ্ছদ চুরি করিয়াছে ? ’

‘ চুপ করিয়া থাক হারামজাদা চোর ! আর একটী কথা কহিবি ত তোর মস্তক চূর্ণ করিব। ” ক্রুদ্ধস্বরে এই কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহার প্রভু মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাঁহার প্রভুর এই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া লেবাকানের ক্রোধ একেবারে অন্তর্হিত হইল। পুনঃ প্রহারের ভয়ে তখন তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, “ ভাল, আমিই তোমার পোষাক চুরি করিয়াছি, যদি তোমার এ বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে উহার ন্যায্য মূল্য গ্রহণ কর। আমি দিতে স্বীকৃত আছি। তা বলে ভদ্রলোকের সন্তানকে মারধর কেন ভাই ? ”

লেবাকানের এবম্প্রকার বাক্যেও কোন ফল দর্শাইল না, তাঁহার প্রভু আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। লেবাকান আত্মরক্ষার্থে অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারে ও ক্রন্দনে ঘটনাস্থলে ক্রমে ক্রমে অধিক লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তখন দরজীস্বামী তাঁহার কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে আহত, অভিশপ্ত ও অপমানিত হইয়া লেবাকান অশ্বারোহণে পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন। তথায় একটী সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন তিনি একে একে ইহ জগতের দুরুচ্ছেদ কষ্ট ও দুঃখ, মানবের ভ্রান্তিপূর্ণ অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং পার্থিব সুখের অস্থায়ীত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে লেবাকান্ তাঁহার শরীরের অসাধ্য বেদনায় ও অসহ্য শিরপীড়ায় অস্থির হইলেন। তাঁহার প্রভু ও প্রভুর কর্মচারিগণের কঠিন হস্তের কঠিন প্রহারে তাঁহাকে এককালীন নিতান্ত কাতর হইতে হইল। দুইদিন ধরিয়া তিনি শয্যাশায়ী রহিলেন,—দুইদিন তাঁহার নড়িবার চড়িবার শক্তি কিছুমাত্র রহিল না। তৃতীয় দিনে তাঁহার বেদনার কিছু উপশম হইল। চতুর্থ দিনে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বেড়াইতে পারিলেন। সেই প্রহারে তিনি বিলক্ষণ জ্ঞানলাভ করিলেন। তাঁহার মানস হইতে এককালীন সমস্ত উচ্চাভিলাষ তিরোহিত হইল। সেই দিন হইতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আজহতে তিনি সামান্য লোকের ন্যায় সামান্য অবস্থায় কালাতিপাত করিবেন, দুরাশাকে আর কখন মনে স্থান দিবেন না। এইরূপে স্থির সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেই হস্তীদন্ত নির্ম্মিত বাক্সটী একজন জহরীর নিকট বিপুল অর্থে বিক্রয় করিলেন। সেই অর্থের কিয়দংশ লইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্বামির পার্শ্ববর্ত্তী একখানি সুন্দর ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিলেন। অবশিষ্ট অর্থে নানা প্রকার বস্ত্র ও কাষ্ঠনির্ম্মিত নানাবিধ গৃহসজ্জা ক্রয় করিয়া বাটী খানি সুন্দররূপে সজ্জিত করিলেন। এইরূপে যখন দরজীর দোকানের সমস্ত উপকরণ সংগৃহীতহইল,—যখন সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের আয়োজন করা হইল, তখন তিনি 'লেবাকান দরজীর দোকান, বড় বড় অক্ষরে এই কথা গুলি লিখিয়া একখণ্ড কাষ্ঠফলক বাটীর বহির্দ্বারের উপরিভাগে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে দোকানের কার্য্যারম্ভ করিলেন। যে দিন তিনি দোকান খুলিলেন, সেইদিন রাত্রিকালে কতগুলি পরিচ্ছদ কাটিয়া পরী এদলজাদী-প্রদত্ত সূচী ও সূতায় একটী পরিচ্ছদ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন সেই পরিচ্ছদের কিয়দংশমাত্র সেলাই হইয়াছে, তখন তাঁহার শরীর অবসন্নপ্রায় হইল। তিনি পরিচ্ছদটীকে সেই অবস্থায় রাখিয়া জীবনকার্য্য বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, গত রজনীতে তিনি যে সমস্ত পরিচ্ছদ কাটিয়া রাখিয়াছিলেন ও যাহার কিয়দংশমাত্র সেলাই করিয়াছিলেন সে সমস্ত পোষাকই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। লেবাকান ক্ষণকাল মন্ত্রমুগ্ধের

ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া অনিমীষ লোচনে সেই পরিচ্ছদগুলির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি একে একে সেই পরিচ্ছদগুলি গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে সেলাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেলাই এমন সূক্ষ্ম এমন সুন্দর এমন পরিষ্কার হইয়াছে যে তিনি বহুযত্ন করিয়াও সেরূপ সেলাই করিতে কোন কালে সক্ষম হইতে পারিবেন না। তিনি উত্তম সেলাই করিতে পারেন বলিয়া মনে মনে যে অহঙ্কার করিতেন, আজ তাঁহার সে অহঙ্কার চূর্ণ হইল। সে যাহা হউক সে দিন গত রজনীর দ্বিগুণ পরিচ্ছদ কাটিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই তিনি গৃহদ্বার অর্গলাবদ্ধ করিলেন, এবং এই বিস্ময়কর ব্যাপারের রহস্যভেদ করিবার জন্য নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনী প্রহরাতীত হইলে লেবাকান সবিস্ময়ে দেখিলেন,—গৃহটী সহসা আলোকিত হইল, গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল,—এক অসামান্যা সুন্দরী কামিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার কর্ত্তিত পরিচ্ছদগুলি সেলাই করিতে লাগিলেন। লেবাকান কামিনীর প্রতি বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন,—তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রমণী মুহূর্ত্তকালমধ্যে পরিচ্ছদগুলি সেলাই করিয়া যেমন প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন, সেই সময় লেবাকানের জ্ঞান সঞ্চার হইল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "মাতঃ। আপনি কে? এ পাপিষ্ঠ এমন কি পুণ্য করিয়াছে যে আপনি তাহার প্রতি এত অনুগ্রহ করিতেছেন?"

রমণী মধুরহাসিমা হাসিয়া কহিলেন, "বৎস। তুমি আমার যে দান মনোনীত করিয়াছ, সেই দানের সফলতা সম্পাদনের নিমিত্ত আমি প্রতি রজনীতে তোমার আলয়ে আসিব। তুমি দিবসে যে সমস্ত পরিচ্ছদ কাটিয়া রাখিবে আমি রজনীতে আসিয়া সেই সমস্ত পরিচ্ছদ সেলাই করিব। আমি তোমাকে 'সুখ ও ঐশ্বর্য্য' দান করিয়াছি, অতএব আজ হইতে 'সুখ ও ঐশ্বর্য্য' তোমার নিত্য সহচর হইল। কিন্তু বৎস। সাবধান। যদি কখন এই সূচী ও সূতার বাণ্ডিল হস্তান্তর কর, তাহা হইলে মৎপ্রদত্ত 'সুখ ও ঐশ্বর্য্য' চিরকালের নিমিত্ত তোমার নিকট হইতে বিদায় হইবে। তুমি আর কখন তাহা পাইবে না। এই সূচীর ধ্বংস নাই। সূতার বাণ্ডিল অক্ষয়।"

এই কথা বলিয়া রমণী নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইলেন। সেই দিন হইতেই লেবাকানের ভাগ্য ফিরিল। লেবাকান সেই পরিচ্ছদগুলি স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিলেন। এত স্বল্প মূল্যে এমন উত্তম পরিচ্ছদ পাওয়াতে লেবাকানের খরিদ্দার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অত্যল্প দিবসের মধ্যেই লেবাকান এলেকজান্দ্রিয়া নগরে বিখ্যাত দরজী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এলেকজান্দ্রিয়া নগরের কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই লেবাকানের খরিদ্দার হইল। সুতরাং লেবাকানের প্রভু তাঁহার কার্য্যালয় তুলিয়া দিলেন। লেবাকানের সুখের সীমা আর রহিল না। এক বিষয়ে তাঁহার প্রভু সাতিশয় বিস্মিত হইলেন,—এক বিষয় তাঁহার প্রভু যখন তখন ভাবিতেন,—'লেবাকান একাকী এত পরিচ্ছদ কিরূপে প্রস্তুত করে।'

এইরূপে পরী এদ্ জোর্দা-প্রদত্ত হস্তিদন্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্রকায় বাক্সের মুখ্য উদ্দেশ্য 'সুখ ও ঐশ্বর্য্য' সফল হইল। এইরূপে সেই সৌভাগ্যশালী দরজীর সুখ ও ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা রহিল না। যখন তিনি শুনিতেন যে নব সুলতান ওমারের যশঃসৌরভ দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে,—যখন তিনি শুনিতেন যে এই বীর যুবক শত শত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিতেছেন,—যখন তিনি শুনিতেন যে এই সাহাজাদা তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের অহঙ্কারস্বরূপ ও শত্রুর ভীতির কারণ,—তখনই তিনি মনে মনে ভাবিতেন যে তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী দরজীর পক্ষে 'সুখ ও ঐশ্বর্য্য' শান্তিপ্রদ। কারণ 'যশঃ ও কীর্ত্তি' সতত বিপদজালপূর্ণ। সে যাহা হউক লেবাকান, এলেকজান্দ্রিয়া নগরে অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

আবুল, শিকারের এই উপন্যাস শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট [illegible] অনন্তর সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা সভা ভঙ্গ করিলেন। রজনী [illegible] হইল। তাঁহারা সকলে পুনরায় মিলিত হইয়া আমোদ ও ক্রীড়াকৌতুকে অর্দ্ধেক রজনী অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ইত্যবসরে রক্ষকগণ বণিকগণের দ্রব্যাদি উষ্ট্রপৃষ্ঠে ন্যস্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে তাঁহারা সেই পান্থনিবাস পরিত্যাগ করিলেন। নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে মধ্যাহ্নকালে তাঁহারা বার্কেট এলহাট নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহম্মদধর্ম্মাবলম্বিদিগের ইহা একটী মহাতীর্থস্থান। কেরোরো নগর হইতে উহা পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বণিকগণের আত্মীয় স্বজনগণ দুইদিন পূর্ব্বে কেরোরো নগর হইতে আসিয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিকগণ এই দীর্ঘ প্রবাসের পর তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুবর্গকে দেখিতে পাইয়া সানন্দচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। তখন তাঁহাদের আত্মীয়গণ একে একে তাঁহাদের পরিবারমণ্ডলীর মঙ্গলবার্ত্তা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও আবার তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বণিক সেলিম বরাকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ইনিই সেই মহানুভব ব্যক্তি! ইঁহারই অনুকম্পায় আমারা নিষ্ঠুর আরব-দস্যুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহারা বাবেল ফালচ নামক তোরণমধ্য দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মক্কা নগর হইতে আসিয়া যদি কেহ এই তোরণ দিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত দুঃখ ও কষ্টের অবসান হইবে, কারণ মহম্মদ মক্কা নগর হইতে আসিয়া এক সময়ে এই তোরণ দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, চারিজন মুসলমান বণিক কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া কেলিউকস ও সেলিম বরাকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আত্মীয়বর্গ সমভিব্যাহারে গন্তব্য

স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেলিম বরাক নগরের বাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া গ্রীক বণিক জেলিউকসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নগরেই কি আজ আপনি অবস্থিতি করিবেন?"

জেলিউকস্ সম্মুখস্থ একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আমি কিছু দিন ঐ পান্থশালায় অবস্থিতি করিব। ঐ পান্থনিবাসে আমার এক বন্ধুর কিছু দিনের মধ্যে আসিবার কথা আছে। তিনি আসিলে আমি এই নগর পরিত্যাগ করিব।"

সেলিম বরাক জেলিউকসের নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "বোধ হয় আর কখন আপনার সহিত আমার আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না।"

জেলিউকস কহিলেন, "দেখা সাক্ষাৎ হইবে না কেন? আমি মধ্যে মধ্যে আপনার আলয়ে গমন করিব, আর আপনিও মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে পদার্পণ পূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করিবেন।"

সেলিম বরাক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ইহজন্মে আমি কখন আপনাকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু এ হতভাগ্যের নাম কি আপনার মনে স্থান পাইবে?"

জেলিউকস সেলিম বরাকের এই কথায় কিছু বিস্মিত হইলেন। তৎপরে তিনি কহিলেন, "একপ কথা বলিবেন না! আমি বরং আপনার মনে স্থান পাইতে পারি না; কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখিবার অনেক কারণ আছে। নিষ্ঠুর মরু-সন্তানদিগের হস্ত হইতে আপনি আমার ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আপনাকে কি ভুলিতে পারি? যাহা হউক আজই কি আপনি এ নগর পরিত্যাগ করিবেন?

সেলিম বরাক জেলিউকসের প্রতি স্থির নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "না!"

জেলিউকস কহিলেন, "তবে অনুগ্রহ করিয়া যদি আজ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই?"

সেলিম বরাক কহিলেন, "অবশ্য গ্রহণ করিব। এই নগরে আমার এক বন্ধু আছেন। আমি এক্ষণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।

অদ্য রজনী ঠিক এক প্রহরের সময় আমি ঐ পান্থনিবাসে আপনার সহিত মিলিত হইব।"

এই কথা বলিয়া সেলিম ররাক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। জেলিউকস ধীরে ধীরে সদাশে পান্থনিবাসে প্রবেশ করিলেন।

ছিন্নহস্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া আকাশে চন্দ্রমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। পান্থশালার ধবল সৌধরাজি চাঁদের সেই রজতময় অমীয কিরণ মাখিয়া জগতে অপর একটী অভিনব সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব চারু শোভা ধারণ করিয়াছে। পান্থশালার পাদদেশ চুম্বিতা অনন্ত-প্রবাহিণীর অনন্ত প্রবাহে বিমল চন্দ্রকিরণ খেলিতেছে। ধীর মৃদুলনৈশ সমীরণ-হিল্লোলে পান্থ-নিবাসের জ্যোৎস্না-স্নাত কাননের তরুলতা মৃদুমৃদু দুলিতেছে। সেই সময়ে সেই চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত পান্থনিবাসের একতম সজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া এক ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে দুইখানি পৃথক কাষ্ঠাসন,—কাষ্ঠাসনদ্বয়ের মধ্যস্থলে একখানি প্রশস্ত প্রস্তরাসন,—তদুপরি দুইখানি স্বর্ণথালে নানাবিধ উপাদেয় আহারসামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া চন্দ্রালোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গৃহে একটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে,—তাহাও আবার নৈশ সমীরণ-হিল্লোলে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইতেছে। এই গৃহ-মধ্যগত ব্যক্তি ছিন্ন-হস্তের নায়ক জেলিউকস! জেলিউকস তাঁহার আহূত সেলিম বরাকের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন।

পান্থশালায় রজনী এক প্রহরের ঘণ্টা নিনাদিত হইল। জেলিউকস পুস্তক পাঠে নিবৃত্ত হইয়া একাগ্র মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মনুষ্য-পদধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সেলিম বরাক আসিতেছেন ভাবিয়া তিনি তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত দ্বার-সমীপে গমন করিলেন। কিন্তু দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দুইপদ পশ্চাৎ হটিয়া আসিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল,—ভয়ে মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল,—পূর্ব্ব স্মৃতি সহসা তাঁহার মানসে জাগরিত হইল—বিষনকার হত্যাকাণ্ডের অতীত ঘটনাসমূহ নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি সভীতান্তঃকরণে দ্বারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—দেখিলেন,—দ্বারসমীপে বিষনকার হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক পণ্টিভিকিওর সেই দীর্ঘাকার মহাপুরুষ সেই লোহিত বর্ণের অঙ্গরাখা পরিধানপূর্ব্বক মুখাবরণে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহা তাঁহার দৃষ্টির বিভ্রম মনে করিয়া জেলিউকস্ দুই একবার চক্ষু মর্দ্দন করিলেন, কিন্তু তথাপি সে মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইল না। তিনি দেখিলেন,—সেইরূপ অস্বাভাবিক দীর্ঘাকৃতি,—তাহার মুখাবরণের ভিতর হইতে সেইরূপ উজ্জ্বলতর নয়নতারা সেইরূপ ভাবে জ্বলিতেছে,—তাঁহার অঙ্গে সেইরূপ রত্নখচিত লোহিত বর্ণের বহুমূল্য অঙ্গরাখা সেইরূপ ভাবে বিহিত রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া জেলিউকসের বোধ হইল, যেন তিনি বিষনকার সেই অসমুখ মলিন বদনমণ্ডল প্রত্যক্ষে সন্দর্শন করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভয়ে নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন।

জেলিউকসের হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা উত্থিত হইল,—হৃদপিণ্ড অতি শীঘ্র শীঘ্র ভীষণ বলে আহত হইতে লাগিল। তাঁহার স্মৃতি হইতে অতীত ঘটনার যে বিভীষিকাময়ী ছায়া দিনে দিনে অপসৃত হইতেছিল, এক্ষণে এই উপস্থিত ঘটনায় সেই কালিমাময়ী ছায়া নবসাজে তাঁহার স্মৃতিকে আবৃত করিল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। যে ভীষণ নরক যন্ত্রণা,—যে দুরপনেয় কলঙ্ক রাশি,—যে দুর্নিবার পাপ-পঙ্ক এক সময়ে তাঁহার জীবন-প্রস্রবণের নির্ম্মলতা নষ্ট করিয়াছিল, এক্ষণে এই উপস্থিত ঘটনায় তৎসমুদায়ই তাঁহার মানসকে আক্রমণ করিল। জেলিউকস্ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"এখানে কি জন্য আসিয়াছ? আমার জীবনের চির-সুখ-হন্তা!" কতক্ষণ পরে গ্রীক বণিক দ্বার-সমীপবর্ত্তী সেই অচল নিস্পন্দ মূর্ত্তির প্রতি এক ভীষণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য আসিয়াছ? চলিয়া যাও! নতুবা আমার মনস্তাপে—আমার অভিশাপে তোমার নরকদ্বার শীঘ্রই উন্মুক্ত হইবে।"

"জেলিউকস্!" মুখাবরণের ভিতর হইতে একটী সুপরিচিত সুমিষ্ট স্বর কহিল, "জেলিউকস্! এইরূপেই কি তুমি অতিথি-সৎকার করিয়া থাক?—আহূত বন্ধুকে কি এইরূপেই অভ্যর্থনা কর?"

এই কথা বলিয়া বক্তা মুখের আবরণ অপসৃত করিলেন,—দেহ হইতে সেই লোহিত বর্ণের অঙ্গরাগা উন্মোচন করিলেন। জেলিউকস্ সবিস্ময়ে দেখিলেন,—এ ব্যক্তি আর কেহ নহে, তাঁহারই আহূত অপরিচিত পর্য্যটক সেলিম বরাক।

এই ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া জেলিউকস্ অধিকতর বিস্মিত ও চকিত হইয়া সেলিম বরাকের প্রতি স্থির নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটীও বাক্য নিঃসৃত হইল না। তখনও পর্য্যন্ত তিনি ভয়ে কাঁপিতে ছিলেন। সুতরাং আতিথেয় ধর্ম্ম পালন করিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তখন তিনি ইঙ্গিতে পণ্টিভিকিওর অভিনেতাকে কাষ্ঠাসনোপরি বসিতে বলিলেন।

"জেলিউকস্! আমি তোমার চিন্তার কারণ জানিতে পারিয়াছি।" ধীর স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া সেলিম বরাক একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন, কহিলেন, "কারণ তোমার অনুসন্ধিৎসু নয়ন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কেন আমি এ বেশে ও ভাবে আসিয়া তোমার হৃদয়ের বিলুপ্তপ্রায় বহ্নি প্রদীপ্ত করিলাম?—কেন আমি এ বেশে আসিয়া অতীতের সেই বিভীষিকাময়ী ছবি তোমার মানসে পুনর্ব্বার অঙ্কিত করিলাম?—আবার কেনই বা আমি এতদিন তোমার সমভিব্যাহারে মরুভূমে পর্য্যটন করিলাম? ভ্রাতঃ! যদিও তুমি এ সমস্ত কথা বাক্যেতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না বটে, কিন্তু তথাপি তোমার নয়ন, মন ও বাহ্যাকৃতির ভাবে আমি উহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বোধ হয় আমি অতীতের ঘটনাবাজি গোপন করিয়া রাখিতাম, এবং কখন তোমার ঐ দেবোপম নিষ্পাপ হৃদয়ের সম্মুখে এই সন্তপ্ত পাপীর পাপ হৃদয়কে উপস্থিত করাইতাম না, কিন্তু এক সময়ে তুমি আমাকে বলিয়াছ, 'এক্ষণে আর তাহাকে ঘৃণা করি না; এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।' ভ্রাতঃ! কেবল তোমার ঐ কথার উপর নির্ভর করিয়া তোমার তীব্র ভর্ৎসনা গ্রহণ করিতে আমি পূর্ব্ববেশে

তোমার নিকট আসিতে সাহস করিয়াছ। একসময়ে পত্রে আমি তোমাকে জানাইয়াছি যে আমি তোমার অপেক্ষাও হতভাগা। বাস্তবিকই আমি তাহাই, আমার অবিচ্ছিন্ন দুঃখ ও কষ্টজালপূর্ণ জীবন-কাহিনী শ্রবণ কর :—

এলেকজান্ড্রিয়া নগর আমার জন্মস্থান। আমার পিতা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তিনি ফ্রান্সের এক অতি পুরাতন বিখ্যাত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। আমার পিতা মাসিক সহস্র মুদ্রার বেতনে বিখ্যাত ফরাসী বণিক-সম্প্রদায়ের অধীনে একটী চাকুরী করিতেন। সে সময়ে এলেকজান্ড্রিয়া নগর ফরাসীদিগের প্রধান বানিজ্য-স্থান। তথায় উপযুক্ত কর্ম্মচারী না থাকাতে প্রতি বৎসর বনিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। এই কারণে তাহারা আমার পিতাকে তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। সেই স্থানেই আমি প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করিলাম। দশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত আমি পিতা মাতার নিকট থাকিয়া তাঁহাদের নিরতিশয় স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলাম। আমি একাদশ বর্ষে যখন পদার্পণ করিলাম, তখন আমার পিতা বিদ্যাধ্যয়নের নিমিত্ত আমাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করিলেন। ফ্রান্সে আমার মাতুলালয়। আমি মাতুলালয়ে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। অন্যান্য সকল বিদ্যাপেক্ষা আমি অস্ত্র বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলাম। এই জন্য লোকে আমাকে অস্ত্রী আখ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন সে যাহা হউক আমার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফ্রান্সে এক বিষম রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। সে সময়ে ফ্রান্সের প্রজাবর্গের দুঃখ ও কষ্টের পরিসীমা ছিল না। অনেকেই উৎপীড়িত ও উপক্রত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজ্যান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। আমার মাতুলও তাঁহাদের মধ্যে এক জন। তিনিও স্বীয় ধন-প্রাণ রক্ষার্থ ফরাসীরাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং আমি এলেকজান্ড্রিয়া নগরে আমার পিত্রালয়ে গমন করিতে মাতুলকে অনুরোধ করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু হায়! যে শান্তির আশয়ে আমরা ফরাসীরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, সে শান্তি আমার পিতৃভবন হইতে একেবারে চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছিল। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব সে শান্তিময় নগরে প্রবেশ করে নাই সুতরাং

বটে, কিন্তু এক বিষম অনিষ্টপাতে আমার পিতৃগৃহের চিরশান্তি নষ্ট হইয়াছিল।

আমার পিত্রালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী একটী বাটীতে ফ্লরেন্স-নগরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। অত্যল্প কালের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার পিতার অত্যন্ত হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির পরমা সুন্দরী এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল। পরস্পরে প্রণয়-সূত্রে দৃঢরূপে আবদ্ধ হই-বার জন্য পিতা তাঁহার সেই একমাত্র তনয়ার সহিত আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছিলেন। যে দিন আমরা এলেকজান্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হইলাম, তাহার দুইদিন পূর্ব্বে আমার ভ্রাতৃজায়া সহসা নিরু-দ্দেশ হইয়াছিলেন। পিতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে অনেক অনুসন্ধান করি-লেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। তখনই আমরা স্থির করিলাম যে, হয়ত তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন দূরস্থানে গিয়া দস্যু-হস্তে পতিত হইয়াছেন। বাস্তবিক সে সময়ে এলেকজান্দ্রিয়া নগরে দস্যুদিগের এরূপ অত্যাচারের কথা প্রায়ই শুনা যাইত। হায়! যদি এই বিশ্বাস আমার হতভাগ্য ভ্রাতার অন্তর হইতে অন্তর্হিত না হইত,—যদি তাঁহার নিরুদ্দেশ হইবার প্রকৃত কারণ আমার ভ্রাতার অগোচরে থাকিত, তাহা হইলে আজ আমাকে এরূপ মর্ম্ম-পীড়ায় পীড়িত হইতে হইত না। কিয়দ্দিবস পরে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, হতভাগ্য ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতিনী পত্নী একজন ঐশ্বর্য্যশালী যুবকের সহিত ফ্লরেন্স নগরে পলায়ন করিয়াছেন। এই সংবাদে পিতা ও ভ্রাতা এক বিজাতীয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এলেকজান্দ্রিয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা ফ্লরেন্স নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আমার ভ্রাতা তাঁহার অপরাধিনী স্ত্রীকে শাস্তি দিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অপিচ এই সকল চেষ্টাতে তাঁহার পিতার ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত হইল। পিতার পরম সুহৃদ সেই ফ্লরেন্স নগরবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি কিছুদিন পরেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করি-লেন। যাহাতে তাঁহার কুল কলঙ্কিনী কন্যার উপযুক্ত শাস্তি হয়, তিনি সে চেষ্টা প্রাণপণ যত্নে করিবেন, এইরূপ আশ্বাসবাক্যে তিনি আমার

পিতা ও ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের উচ্ছেদের পথ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত দিনরাত চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার পিতা ও ভ্রাতা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার পরামর্শানুসারে সকল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহারা কিয়দ্দিবসের মধ্যেই জঘন্যরূপে প্রতারিত হইলেন,—বিশ্বাসঘাতিনী কন্যার বিশ্বাসঘাতক পিতার জঘন্য ষড়যন্ত্রজালে জড়ীভূত হইয়া তাহারা রাজবিদ্রোহী বলিয়া ধৃত হইলেন। তখন তাঁহারা লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ফ্লরেন্স নগরের ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। দুইদিন পরে তাহাদের বিচার আরম্ভ হইল। সে বিচারে আমার ভ্রাতার শ্বশুর প্রকাশ্যরূপে তাঁহাদের শত্রুতাচরণ করিলেন। এত দিনের পর সে শত্রুতাচরণের বিষময় ফল ফলিল,—ভ্রাতৃশ্বশুরের মনোরথ পূর্ণ হইল,—বিচারে আমার পিতা ও ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল। দুইদিন পরে বিদেশে অকালে জল্লাদের হস্তে তাঁহাদের পবিত্র দেহ-হইতে প্রাণপক্ষী প্রয়াণ করিল। ফ্লরেন্সের বধ্যভূমি দুইজন নিরপরাধী মর্ম্ম-পীড়িত ধার্ম্মিকের পবিত্র রক্তে কলঙ্কিত হইল। সভ্যতাভিমানী সভ্য সমাজের সুবিচারের যশঃ জগতে ঘোষিল।

"যখন এই ভয়ানক লোমহর্ষণ সংবাদ আমাদের নিকট আসিল, তখনই আমার মাতা মূর্চ্ছিতা হইলেন। মূর্চ্ছাপগমে তিনি আত্ম বিস্মৃত হইলেন। সেই দিন হইতেই তিনি এক ভীষণ উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইলেন। আমি তাঁহার অনেক চিকিৎসা করাইলাম, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। দশ মাস পরে তিনি উন্মাদরোগ হইতে আরোগ্য হইয়া ইহ জগত পরিত্যাগ করিলেন,—দশমাস পরে মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান করিল।

"এইরূপে আমি পিতৃমাতৃহীন হইলাম,—এইরূপে জগতে আমি আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইতে পরিত্যক্ত হইলাম,—এইরূপে আমার জীবনের সুখ-সম্পদ-ভোগ-বাসনা বিসর্জ্জিত হইল। কিন্তু একটী চিন্তা-স্রোত আমার হৃদয়কে ভাসাইয়া দিল,—একটী কঠোর-ব্রত সাধনের নিমিত্ত আমি এই মহাশোক বিস্মৃত হইলাম,—একটী লক্ষ্য পথাভিমুখে আমার জীবন প্রধাবিত হইল। সে চিন্তা,—সে কঠোর ব্রত,—সে লক্ষ্য কেবল একমাত্র প্রতিহিংসা—কঠোর জলন্ত প্রতিহিংসা।

এই কথা বলিতে বলিতে বক্তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল,—তাঁহার নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির্গত হইতে লাগিল,—ক্রোধে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি কিয়ৎকাল ম্রিয়মাণ থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

"মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মাতার উন্মাদরোগের লক্ষণ সকল তিরোহিত হইল। ক্রমে ক্রমে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন। তখন আমার মাতুল ও অপরাপর আত্মীয়বর্গ সে গৃহে উপস্থিত ছিলেন। মাতা ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে গৃহের বাহিরে যাইতে কহিলেন। তাঁহারা সকলে প্রস্থান করিলে পর তিনি আমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সজল নয়নে ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে শয্যাতলে উপবেশন করিলাম। তখন স্নেহময়ী জননী আমার দক্ষিণ হস্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিয়া ধীরভাবে ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন, 'পুত্র! আমি জানি তুমি কখন আমার কোন আদেশ প্রতিপালন করিতে অবহেলা কর নাই, কিন্তু তাহা জানিয়াও আজ আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। তুমি আমার গাত্রস্পর্শ করিয়া প্রতীজ্ঞা কর যে আজ আমি তোমাকে যে আদেশ প্রতিপালন করিতে বলিব, তাহা দুরূহ কষ্টসাধ্য হইলেও তুমি পালন করিতে সতত যত্নবান থাকিবে।' মুমূর্ষু মাতার এই ক্ষীণ বাক্যে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মতানুযায়ীক শপথ করিলাম। তখন তিনি প্রশান্ত চিত্তে কহিলেন, 'বৎস। তোমার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যু স্মরণ কর। তোমার মাতার এই দুর্দ্দশা মনে রাখিও।' যদি কাপুরুষ না হও,—যদি সত্যপ্রতীজ্ঞ বলিয়া তোমার মনে কণামাত্র অভিমান থাকে, তাহা হইলে যে পাপীয়সীর জন্য এই সুখী পরিবারের উচ্ছেদ হইল, সে পাপীয়সীকে ইহার প্রতিশোধ অবশ্য প্রদান করিবে। আশীর্ব্বাদ করি, উৎকট বৈর-নির্য্যাতন—বাসনা আজ হইতে তোমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হউক।—প্রতিহিংসা তোমার জীবনের সার ব্রত হউক।' এই কথা বলাশেষ হইবার মাত্র মাতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। তাঁহার চক্ষু হইতে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। তাহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত ও প্রফুল্ল হইল। আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

"যে দিন মৃত্যু শয্যা-শায়িতা মাতা মুমূর্ষাবস্থায় আমার হৃদয়ে প্রতি-হিংসানল জ্বালিয়া দিলেন,—এই মহাব্রতে আমাকে দীক্ষিত করিলেন, সেই দিন হইতেই প্রতিহিংসা আমার জীবনের সার ব্রত হইল,—সেই দিন হইতেই প্রতিহিংসা আমার একমাত্র চিন্তা হইল,—সেই দিন হইতেই আমি প্রতি-হিংসাকে আমার জীবনের সুখ ও সম্পদ বিবেচনা করিলাম। তখন আমি দৃঢ় প্রতীজ্ঞা করিলাম যে হয় এই মহাব্রত উদ্‌যাপন করিব, না হয় উহারই জন্য আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

"মাতার মৃত্যুর তিন দিন পরে আমি পিতার সমুদায় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এলেকজান্দ্রিয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক ফ্লরেন্স নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যথা সময়ে তথায় আমি নিরাপদে উপস্থিত হইলাম। নগরের একটী নির্জ্জনী পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অতি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। তথায় আসিয়া আমার শত্রুকে যেরূপ উচ্চপদাভিষিক্ত দেখিলাম, তাহাতে মাতার আদেশ পালন করা মৎসদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইল। সে সময় আমার ভ্রাতৃশ্বশুর ফ্লরেন্স নগরের শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং আমার প্রতি তাঁহার কণামাত্র সন্দেহ উপস্থিত হইলে কিংবা আমার এই মহাব্রতের কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে তিনি অনায়াসে আমার জীবন গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই ভয়ে আমি সহসা কোনরূপ দুঃসাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না। কিন্তু গোপনে গোপনে নানা কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার সকল কৌশলই বিফল হইল,—আমার সকল সন্ধানই ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন আমি মরিয়া হইয়া অপর একটী উপায় স্থির করি-লাম। উহাই আমার শেষ উপায়,—শেষ অবলম্বন। শাসন-কর্ত্তার কন্যা—বিশ্বাসঘাতিনী ভ্রাতৃজায়া প্রত্যহ বৈকালবেলায় সহচরীগণ সমভিব্যাহারে বায়ুসেবনার্থ রাজবর্ত্মে পরিভ্রমণ করিতেন। আমি সেই সময়ে তাঁহাকে হত্যা করিতে অবশেষে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। আমি সেই উদ্দেশ্যে দুইদিন তাঁহার অনুসরণ করিলাম. কিন্তু সহসা হত্যা করিতে ইচ্ছা হইল না। কারণ আমি স্থির করিলাম যে যদি সে সময়ে তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে হত্যা করি, তাহা-হইলে নিঃসন্দেহই ধৃত হইব। তখন আমার পরিণাম কি হইবে? নিষ্ঠুর

শাসন-কর্ত্তা তাহা হইলে আমার পিতা ও ভ্রাতার রক্তের স্রোত বৃদ্ধি করিতে কখন কুণ্ঠিত হইবেন না। সুতরাং আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার কন্যার প্রাণ গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। যদি আত্মপ্রাণই বিসর্জ্জন দিতে হইল, তাহা হইলে প্রতিশোধ লইলাম কি প্রকারে? আপন প্রাণ দিয়া শাসন-কর্ত্তার কন্যা বিয়নকার প্রাণ পাইলাম সত্য বটে, কিন্তু শত সহস্র কলুষিত-হৃদয়া বিয়নকাকে হত্যা করিলেও কি নিরপরাধী পিতা ও ভ্রাতার পবিত্র জীবনের প্রকৃত মূল্য পাওয়া যাইতে পারে? এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি তখন সে কার্য্য হইতে বিরত হইলাম। আমি স্থির করিলাম যে আরও কিছু-দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিব, যদি অপর কোন সহজ উপায় দেখিতে না পাই, তাহা হইলে অবশেষে এই উপায়ই অবলম্বন করিব। এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, তথাপি—তথাপি আমার মনোরথ সিদ্ধির কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে কিয়দ্দিবস পরে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার আলয়ের সম্মুখস্থ নির্জ্জন পথে আমি একাকী চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে পাদ-চারণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম। তাহার বদন বিষণ্ণ, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও চক্ষু জলভারাক্রান্ত। এই সমস্ত দেখিয়া আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইল যে এ ব্যক্তি কোন প্রকার বিপদে পড়িয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ব্যক্তি আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তাহার দৃষ্টি নিম্ন দিকে থাকাতে সে আমাকে দেখিতে পাইল না। কিংবা আমাকে দেখিতে পাইয়াও চিনিতে পারিল না। সে যাহা হউক আমি তৎক্ষণাৎ প্রচ্ছন্ন-ভাবে থাকিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। সে ব্যক্তি কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিল। আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। সে ব্যক্তি একটী প্রস্তর বেদীর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের নিকট শাসন-কর্ত্তার অমঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। এবং এই প্রার্থনার পর তাহার প্রতি নানা প্রকার অভিসম্পাত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি সাতিশয় আনন্দিত হইলাম, ভাবিলাম,—জগ-

ঈশ্বর ঐতদিনের পর আমার এক অনুকূল স্মৃতী মিলাইয়া দিলেন। আমি তখন উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, 'পিট্রো!'

"পিট্রো-শাসন কর্ত্তার পুরাতন ভৃত্য। এই কারণে সে আমাকে চিনিত ও আমিও তাহাকে চিনিতাম। হঠাৎ তাহার নাম ধরিয়া ডাকাতে পিট্রো চমকিয়া উঠিয়া সভয়ে পশ্চাৎ ফিরিল ও আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। তখন তাহার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল আমি তাহার নিকটে যাইয়া কহিলাম, 'পিট্রো! তোমার প্রভু তোমার এমন কি অনিষ্ট করিয়াছেন যে তুমি তাঁহার অমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছ?'

"এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে পিট্রো অধিকতর বিস্মিত ও ভীত হইয়া আমার মুখপ্রতি শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, আমার কথার কোন উত্তর দিল না। আমি তখন তাহাকে কহিলাম, 'পিট্রো! তোমার কোন ভয় নাই। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে পার। ইহাতে তোমার ইষ্ট ব্যতীত কখন অনিষ্ট হইবে না।'

"তখন পিট্রো একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, 'হুজুর! আমার পাপাচারী অকৃতজ্ঞ প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠে।'

"আমি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পিট্রো! তোমার প্রভুর জন্য এমন কি পাপকার্য্য করিয়াছ যে তুমি আপনি আপনাকে ধিক্কার—'

"পিট্রো আমার কথার বাধা দিয়া সরোষে কহিল, 'এমন কি পাপকার্য্য করিয়াছি? পাপাত্মা প্রভুর প্রলোভনে পড়িয়া কি পাপকার্য্য না করিয়াছি? মানুষ হইয়া মানুষের হৃদয়ের রক্ত পান করিয়াছি! ইহা অপেক্ষা জগতে কি আর কোন ভয়ানক পাপ আছে?'

"পিট্রোর এই কথা শুনিয়া আমি সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। তখন আমি ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সাগ্রহে কহিলাম, 'পিট্রো! তোমার কথা শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। তুমি সবিশেষ আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। আমি শপথ করিতেছি যে একথা আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিবে না।'

"পিট্রো কহিল, 'হুজুর! আমি ত পাপী, কিন্তু আমার অপেক্ষা ঘোর পাপী আমার প্রভু—অধুনা সর্ব্বজনমান্য শাসনকর্ত্তা! তাঁহার কলুষিত জীবনের ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ করুন:—আমার প্রভু দরিদ্রের সন্তান, অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার এক পিতৃব্য ছিল তিনি শ্বশুরের বিপুল ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আমার প্রভু তাঁহারই নিকটে প্রতিপালিত হয়েন। তিনি পিতৃব্যের আলয়েই বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে তিনি পৃথক আলয়ে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কন্যা—আপনার পাপয়সী ভ্রাতৃজায়ার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষমাত্র। তাঁহার পিতৃব্যপত্নী সেই কন্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এই কারণে তিনি তাঁহাদিগকে পুনরায় আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। তাঁহার পিতৃব্যের একমাত্র দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ছিল। তাঁহাকে ও বিধবা খুল্লতাত-পত্নীকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার ইচ্ছা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী হইল। তিনি তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার মানসে বিষপ্রয়োগ করিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিষ-প্রদাতার ভ্রমবশতঃ সে বিষ তাঁহাদের আহারের পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর আহারে মিশ্রিত হইল। সুতরাং তাঁহার পত্নী সেই বিষমিশ্রিত খাদ্য আহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রথম আয়াস বিফল হইল,—তাঁহার প্রথম কৌশলজাল ছিন্ন হইয়া গেল। তখন তিনি পুনরায় অপর একটী উপায় স্থির করিয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে আমি তাঁহার সে জঘন্য প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলাম না; কিন্তু তাঁহার অনুরোধ উপরোধে ও বিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার লোভে পড়িয়া আমার ধর্ম্ম বিক্রয় করিতে অবশেষে সম্মত হইলাম। তখন আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে এই বিষম কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই এক সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন তাঁহার পিতৃব্যপত্নী স্বীয় পুত্র-সমভিব্যাহারে দূরবর্ত্তী এক আত্মীয়ের আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত গমন করিলেন। আমার প্রভু জানিতেন যে সে স্থান হইতে তাঁহাদের আসিতে অধিক রাত্রি হইবে। এই জন্য রাত্রি কালে আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া একটী অরণ্যে তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সে অরণ্য ভিন্ন তাঁহাদের সে স্থান হইতে আসিবার অন্য পথ ছিল না।

সে যাহা হউক আমাদের আসিবার এক ঘণ্টা কাল পরে অশ্বের পদধ্বনি ও শকটের গড় গড় শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তখন আমরা সতর্কতাসহকারে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শকটখানি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমার প্রভু তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে একটী অশ্বের পেটের মধ্যে তরবারী প্রবেশ করাইয়া দিলেন। অশ্বটী ভীমনাদে চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। শকটের বেগ সংযত হইল। অশ্বচালক ও অশ্বরক্ষকদ্বয় এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমাদের সাহস দিগুণ বাড়িল। আমি তৎক্ষণাৎ শকটমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পিতৃব্যপত্নীর হৃদয়ে সজোরে ছুরিকা বিদ্ধ করিলাম। তিনি চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ভয়ানক পাপকার্য্য করিবার মাত্র আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তখন উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে আমি শকট হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। এই জন্য আমাকে ভৎসনা করিয়া প্রভু দ্রুতপদে শকটমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার খুল্লতাত-পুত্রকে ধৃত করিলেন। বালক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণ ভিক্ষা চাহিল কিন্তু বালকের সেই সকরুণ বিলাপে পাষাণ-হৃদয় প্রভুর মন বিচলিত হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হত্যা করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের দেহ হইতে পরিচ্ছদগুলি উন্মোচন করিয়া ও অপরাপর বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া আমাকে এক স্থানের মৃত্তিকা-খনন করিতে বলিলেন। আমি তরবারীর অগ্রভাগদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিলাম। তখন তিনি সেই সমস্ত পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিলেন। তাহার ওরূপ করিবার তাৎপর্য্য ছিল। লোকে মনে করিবে যে দস্যুতে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহা হইলে আর কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিবে না। বাস্তবিকই তাহাই ঘটিল। পরদিন প্রভাতে দেশময় রাষ্ট্র হইল যে তাহার পিতৃব্য-পত্নী ও পিতৃব্য-পুত্র দস্যু-হস্তে নিহত হইয়াছেন। এইরূপে আমার প্রভু বিপুল ধনের অধিকারী হইলেন, পুলিষকর্ম্মচারিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ

করিয়া দস্যুগণকে ধৃত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে চর নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কোথায়ও তাহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন প্রতিবেশিগণ আমার প্রভুর প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। লোকের এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন। সেই ঘটনার পর হইতে তিনি আমাকে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে ও তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এলেকজান্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় আপনার ভ্রাতার সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিলেন। আপনাদের আলয় হইতে তাঁহার কন্যা পলায়ন করিবার পর তিনি ফ্লরেন্স নগরে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। যাহাতে তাঁহার এই কুল-কলঙ্কিনী কন্যার কুলটাচরণের কথা অপ্রকাশিত থাকে, তিনি সেইরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনার পিতা ও ভ্রাতা তাহার সে পথের কণ্টক। তাঁহাদিগকে অপসৃত করিতে না পারিলে কুল ও মান রক্ষা হয় না। সুতরাং তিনি নানা ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক আপনার পিতা ও ভ্রাতার প্রতি মিথ্যা অভিযোগ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড করাইলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরেই তিনি ফ্লরেন্স নগরের শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইলেন। যে যুবকের সহিত বিয়নকা আপনাদের আলয় হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন, কিছুদিন পরেই সেই যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। আট মাস পরে একদিন রজনীতে বিয়নকা স্বহস্তে সেই যুবককে হত্যা করিয়া অম্লান বদনে সেই সংবাদ তাঁহার পিতাকে প্রদান করিলেন। এই ঘটনায়ও আদর্শ পিতা আদর্শ কন্যাকে কিছুমাত্র তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করিলেন না। তখন তিনি আমাকে ডাকাইয়া সেই রজনীতেই নিহত যুবককে উদ্যান মধ্যে প্রোথিত করিলেন। কেহই এ ঘটনার বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলেন না। আর এক যুবকের সহিত বিয়নকার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গিয়াছে; অষ্টাহ পরে সেই বিবাহ হইবে। হায়! এ হতভাগ্য যুবক না জানি আবার কোন দিন নিষ্ঠুরা বিয়নকার হস্তে নিহত হইবে। এই সকল ঘটনায় আমি প্রভুর প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইলাম। সেই পাপ অট্টালিকাতে থাকিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল। এই কারণে আমি প্রভুর নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিয়া সেই প্রতিশ্রুত

বিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি আমার সে প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন না। তখন আমি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম যে তাঁহার ন্যায় পাপী প্রভুর দাসত্ব করিতে, আমার ইচ্ছা নাই। আমার এই কথায় প্রভু ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে প্রহার ও তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—'সাবধান পিট্রো! সাবধান। তুমি আমার পিতৃব্য—পত্নী—হন্তা। মনে করিলে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে পারি, তাহা জান? সাবধান হইয়া কথা কহিও?' হা জগদীশ্বর! ইহাই কি আমার উপযুক্ত পুরস্কার!"

এই কথা বলিতে বলিতে পিট্রোর নয়ন জলিয়া উঠিল। তাঁহার অপাঙ্গ হইতে দুই এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু গণ্ড বহিয়া ভূতলে পড়িল। অনুতাপী ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি তখন ক্রোধে উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া কহিলাম, 'পিট্রো!'

পিট্রো সবিস্ময়ে আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি কহিলাম, 'পিট্রো! তুমি ইহার প্রতিশোধ লইবে না?'

"পিট্রো কহিল, 'প্রতিশোধ? কাহার প্রতি? আমার প্রভু—শাসন কর্ত্তার প্রতি? অসম্ভব! আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি তাঁহার কি করিতে পারিবে? ঈশ্বর আছেন! তিনিই ইহার বিচার করিবেন, তিনিই ইহার প্রতিশোধ লইবেন।'

"আমি কহিলাম, 'ঈশ্বর? হাঁ ঈশ্বর! তিনিত পরকালে তাহার শাস্তি দিবেন। ইহকালে সে পাপীর শাস্তি হইল কৈ? পিট্রো! তোমার মন দৃঢ় কর! আমি তোমাকে সাহায্য করিব। আমার হৃদয় প্রতিহিংসানলে জ্বলিতেছে। দেখ, আমি মেদিনার পাশা হইয়াছি। এই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হইলে আমিই তোমাকে বিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিব।'

"এই কথা শুনিয়া পিট্রো বিস্মিতভাবে আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, কতক্ষণ পরে কহিল, "জাঁহাপনা! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। কি প্রকারে আমাকে সাহায্য করিবেন, বলুন?"

"আমি তখন তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। পিট্রো সম্মত হইল,—বিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার লোভে পড়িয়া ও আত্যন্তিক ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমার পক্ষ গ্রহণ করিল। এইরূপে আমার প্রধান অন্তরায় অন্ত-

র্জিত হইল।" "বৃদ্ধ শাসন-কর্ত্তার জীবন আমার নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইল। কারণ তাঁহার ন্যায় পাপী বৃদ্ধের জীবন গ্রহণ করিলে তাঁহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ? তাঁহার ইহ জগতের লীলা প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে। তিনি আর কতদিন জীবিত থাকিবেন? যে কয়েক দিন জীবিত থাকিবেন, সে কয়েক দিন অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইবে। অনুতাপই এখন তাঁহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধ শাসন-কর্ত্তার জীবন লইতে আমার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা—যাহার পাপকার্য্যে তিনি বরাবর পোষকতা করিয়া আসিতেছেন,—প্রকৃত পক্ষে যে আমার পিতা ও ভ্রাতার অকাল মৃত্যুর মূল;—সেই কন্যারই জীবন আমার লক্ষ্য। যে দিন নিষ্ঠুর পাপী পিতা তাঁহার স্নেহময়ী পাপীয়সী কন্যার ছিন্নমস্তক স্বচক্ষে দর্শন করিবেন, সেই দিনেই তাঁহার জীবনে ধিক্কার হইবে,—সেই দিনই অনুতাপানল তাঁহার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইবে,—সেই দিনই তিনি জানিতে পারিবেন যে ইহজগতের সুখ অনিত্য।—ঐশ্বর্য্য অস্থায়ী।

আমি মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া পিট্রোকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমরা নির্জ্জন আবাসে উপস্থিত হইলাম। আলয়ে আসিয়া আমি কথিত পারিতোষিকের অর্দ্ধেক—দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া তাহাকে পরদিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আসিতে কহিলাম। পিট্রো আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হৃষ্টমনে প্রস্থান করিল। পিট্রো প্রস্থান করিলে পর আমি দুই খানি পত্র লিখিলাম। একখানি শাসন কর্ত্তাকে ও অপর খানি তাঁহার কন্যাকে। শাসন কর্ত্তার পত্রে তাঁহার ও তাঁহার কন্যার সকল পাপকার্য্যের কথা উল্লেখ ছিল। দ্বিতীয় পত্র খানি কেবল বিষনকারই পাপের উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছিল। বিষনকার জীবদ্দশায় শাসন-কর্ত্তাকে আমি আর একখানিও পত্র প্রদান করি নাই, কিন্তু বিষনকাকে ভয় দেখাইয়া অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলাম। ঐ সকল পত্রের নিম্নে আমার ভ্রাতার নামের আদ্যক্ষর স্বাক্ষরিত ছিল।

"সে যাহাহউক পরদিন প্রভাতে আমি এক প্রকার মাদক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। পিট্রো কথানুসারে সন্ধ্যা কালে আমার আলয়ে উপস্থিত

হইল।" আমি তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া সেই মাদক দ্রব্য তাহার হস্তে প্রদান করিলাম। সেই রজনীতেই কৌশলক্রমে বিবনকার খাদ্যের সহিত সেই মাদকদ্রব্য মিশ্রিত করিতে কহিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। পিট্রো প্রস্থান করিল। অতঃপর রজনী ত্রিপ্রহরের সময় আমি শাসনকর্ত্তার অট্টালিকায় উপস্থিত হইলাম। আমি সেই অট্টালিকার পশ্চাদ্দিকস্থ একটি ক্ষুদ্র দ্বারসমীপে উপস্থিত হইয়া পিট্রোর কথানুসারে সেই দ্বারে মৃদুমন্দ আঘাত করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। পিট্রো আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিবনকার গৃহে উপস্থিত হইল। তখন আমি কটিবন্ধ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া উহা বিবনকার কণ্ঠে সংলগ্ন করিতে গেলাম। কিন্তু আমার হস্ত কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। ভয়বশেই হউক কিংবা দয়াবশতঃই হউক সে সময়ে আমার মনে এরূপ এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল যে আমি তৎক্ষণাৎ সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। উপর্য্যুপরি দুই দিন ধরিয়া আমি এরূপ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দুই দিনই আমার সে আয়াস, সে চেষ্টা বিফল হইল। এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া আমি অপর একজন লোককে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু ফ্লরেন্সবাসীকে আমাদের দলভুক্ত করিতে সাহস হইল না। কারণ আমি স্থির জানিতাম যে ফ্লরেন্সবাসিদিগের মধ্যে কেহই পুরস্কারপ্রত্যাশায় শাসনকর্ত্তার কন্যাকে হত্যা করিতে স্বীকৃত হইবে না। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে এক দিন পিট্রো তোমার কথা আমার নিকট উল্লেখ করিল। সে সময়ে তুমি সম্প্রতি ফ্লরেন্স নগরে আসিয়াছিলে, সুতরাং তুমিই আমাদের লক্ষ্য হইলে। আমি তোমার নামে একখানি পত্র লিখিয়া পিট্রোর হস্তে প্রদান করিলাম। পিট্রো তোমার দোকানে গমন করিয়া কৌশলক্রমে সেই পত্রখানি তোমার হিসাব-পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া আসিল। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তোমার অবিদিত নাই। ভ্রাতঃ! এক সময়ে তোমার সতর্কতায় ও তোমার তত্ত্বানুসন্ধিৎসায় আমার কল্পনা-স্রোত-ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

"তুমি বিবনকার গৃহে প্রবেশ করিলে পর আমি পিট্রোকে তথায় রাখিয়া তোমার আলয়ে উপস্থিত হইলাম। তোমার ভৃত্যকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা

করাতে সে উত্তর করিল যে তুমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছ। আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমার শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। তথায় তোমার শয্যার ভিতর একখানি পত্রসহ চারিশত স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া তোমার ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি সে আলয় ত্যাগ করিলাম। তোমার আলয় হইতে বহির্গত হইয়া আমি উন্মত্তের ন্যায় দৌড়াইতে লাগিলাম। সেই সময়ে আমার মন এরূপ বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইল কেন তাহার প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক আমি একটী সমাধিস্তম্ভের পার্শ্বে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে উপবেশন করিলাম। তৎকালে আমার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছিল। একটি চিন্তার পর আর একটী চিন্তা ক্রমে ক্রমে আমার মানসে উদিত হইয়া মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা তোমার কথা আমার স্মরণে আসিল। যদি তুমি ধৃত হও, তাহা হইলে তোমার অদৃষ্টের পরিণাম কি হইবে? এই চিন্তা আমার মনে উদয় হইবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের ন্যায় শাসন-কর্ত্তার আলয়াভিমুখে দৌড়াইতে লাগিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া তোমাকে কিংবা পিটারকে দেখিতে পাইলাম না। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে তোমরা নিরাপদে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছ।

"অনন্তর সেই রজনীতেই আমি ফ্লরেন্স নগর পরিত্যাগ করিয়া রোম নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পরদিন সন্ধ্যাকালে পথিমধ্যে লোকমুখে শুনিলাম যে ফ্লরেন্স নগরের শাসন-কর্ত্তার কন্যার হত্যাপরাধে একজন গ্রীস-দেশীয় চিকিৎসক ধৃত হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন এতদূর বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইল যে তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। আমি তৎক্ষণাৎ ফ্লরেন্স নগরাভিমুখে প্রত্যাগত হইলাম। তথায় আসিয়া শুনিলাম যে তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। তখন আমি আপনাকে শত সহস্রবার তিরস্কার ও অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলাম। হা ঈশ্বর! একজনের নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ জীবন লইয়া কি আমাকে এই মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইল? ইহাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে? এই কথা আমার মানসে উদিত হইবামাত্র আমি আমার জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম যে আমি আত্ম-

প্রকাশ করিয়া তোমার জীবন রক্ষা করিব; কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা আমার হৃদয়ে আর স্থান পাইল না। কারণ আমি ভাবিলাম যে, খল প্রকৃতি নিষ্ঠুর শাসন-কর্ত্তা দুইজনেরই প্রাণদণ্ড করিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে কার্য্য হইতে বিরত হইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ শাসন-কর্ত্তাকে একখানি পত্র লিখিলাম। সে পত্রে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া তোমার জীবন রক্ষা করিতে লিখিলাম, কিন্তু উহাতে কোন ফল দর্শাইল না। তৎপরে তোমার প্রিয় মিত্র ভেলিটী ও তাহার পিতার অশেষ যত্নে তোমার পুনর্ব্বিচার আরম্ভ হইল। সেই সময়ে আমি কারারক্ষকগণকে ঘুষ দিয়া শাসন-কর্ত্তা নামে একখানি পত্র তোমার একটী ক্ষুদ্র বাক্সমধ্যে রাখিয়া আসিলাম। আমি আশা করিয়াছিলাম যে বিচারকগণ সেই পত্রখানি দেখিতে পাইলে তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবেন, কিন্তু খলস্বভাব ধূর্ত্ত শাসন-কর্ত্তার শঠতা পরিপূর্ণ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বিচারকগণ আমার মনের আশা মনেতেই লীন করিলেন। তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইল না। তুমি বধ্যভূমিতে নীত হইলে। স্বচক্ষে তোমার মৃত্যু দর্শন করিবার নিমিত্ত আমিও উদাসাবস্থায় তথায় উপনীত হইলাম। সে সময়ে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আমি প্রকাশ করিতে পারি না। তৎপরে যখন তোমার অকৃত্রিম বন্ধু ভেলিটী আসিয়া তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিল,—যখন সেই সংবাদে সমবেত দর্শকমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে গগন-বিদীর্ণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল,—যখন বহু জনাকীর্ণ বধ্যভূমি সেই আনন্দ-কোলাহলে নাচিয়া উঠিল, তখন আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল,—সে আনন্দ-কোলাহল-ধ্বনি আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশমাত্র আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল,—তখন কে যেন সহসা আমার হৃদয়ে মৃত্যুনিবারণী শক্তি সঞ্চারিত করিল। আনন্দে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তৎপরে তুমি বধমঞ্চে নীত হইলে। তোমার বাম বাহু ছিন্ন হইল। তোমার ছিন্ন-হস্ত বিগলিত রক্তধারা আমার হৃদয়ে শোকোচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিল। আমি অর্দ্ধোন্মত্ত অর্দ্ধ দুঃখে তৎক্ষণাৎ বধভূমি হইতে প্রস্থান করিলাম। ভ্রাতঃ! তৎপরবর্ত্তী ঘটনসমূহ বোধ হয় তোমার নিকট অবিদিত নাই।

"সেই দিন হইতেই আমার দৃষ্টি তোমার উপর রহিয়াছে। তুমি

যে যে স্থানে গমন করিয়াছ, আমার লোক ছায়ার ন্যায় সেই সেই স্থানে তোমার অনুসরণ করিয়াছে। আমি এক্ষণে তোমার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। এই কারণে এতদিন ধরিয়া আমি তোমার সহবাস সুখ ভোগ করিলাম। ভ্রাতঃ! আমাকে কি সে ভিক্ষা দান করিবে? সরলহৃদয়ে আমার সমস্ত অপরাধ কি মার্জ্জনা করিবে?”

গ্রীক বণিক জেলিউকস নীরবে নিস্পন্দভাবে বসিয়া সেলিম বরাকের জীবনকাহিনী শ্রবণ করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “এক্ষণে জানিতে পারিলাম যে আপনি বাস্তবিক আমার অপেক্ষা অনেক সহ্য করিয়াছেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু একটী কথা কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি? একটী প্রশ্নের উত্তর কি আপনি আমাকে দিবেন?”

সেলিমবরাক ব্যগ্রতাসহকারে কহিলেন, “ভ্রাতঃ! তোমাকে অদেয় আমার কি আছে? তবে এমন কুণ্ঠিতভাবে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?”

জেলিউকস কহিলেন, “আপনি একাকী সেই ভীষণ মরুভূমিতে কি প্রকারে আসিলেন? আর কনষ্টান্টিনোপল নগরে আমার জন্য বাটী ক্রয় করিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন?”

সেলিম বরাক কহিলেন, “আমি কনষ্টান্টিনোপল নগর হইতে এলেকজান্দ্রিয়া নগরে গমন করিলাম। এই ঘটনার পর হইতেই সমস্ত মানব জাতির উপর আমার কেমন এক প্রকার ঘৃণার উদ্রেক হইল। বিশেষতঃ যে জাতি সভ্য বলিয়া জগতে আপনাদের পরিচয় প্রদান করে, সে জাতির উপর আমার কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ হইল। আমি মহম্মদধর্ম্মাবলম্বিদিগের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে দুর্ব্বৃত্ত ইটালী ও ফ্রান্সের সহিত মিসরের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। সেই যুদ্ধতরঙ্গে আমি আমার দেহ ভাসাইয়া দিলাম। মিসরের দুর্দ্ধর্ষ মেমিলুক সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া আমি ইটালি ও ফ্রান্সের বিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিলাম। সেই যুদ্ধে পাপীয়সী বিয়নকার পিতা—ফ্লরেন্সের দুর্দ্ধর্ষ শাসন-কর্ত্তা ইটালির একদল সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া আসিয়া-